সীরাতুন নবী (সা.)
তৃতীয় খণ্ড
ইবন হিশাম (র.)

সীরাতুন নবী (সা)

তৃতীয় খণ্ড

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম মুআফিরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

সীরাতুন নবী (সা) তৃতীয় খণ্ড
সীরাতুন নবী (সা) প্রকল্প
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৮৮

ইফাবা প্রকাশনা : ১৭৭৪/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩
ISBN : 984-06-0167-9

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৯৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী ২০০৮
ফাল্গুন ১৪১৪
সফর ১৪২৯

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রুফ সংশোধন ঃ মুহাম্মদ আবদুস সামাদ আযাদ

প্রচ্ছদ : সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ১৪০.০০ (একশত চল্লিশ) টাকা

SIRATUNNABEE (3rd Volome) [The life of Hazrat Muhammad (Sm)] : written by Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham Muafiree in Arabic, translated into Bangla under the Supervision of the editorial board and published by Muhammad Shamsul Haqu, Director, Translation and compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394.
February 2008

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 140.00 ; US Dollar : 5.50

মহাপরিচালকের কথা

রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বকালের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক। তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত আছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও নাজাতের নিশ্চয়তা। তিনি দীন ইসলামের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর পবিত্র জীবন কুরআন পাকেরই বাস্তব রূপ। ইসলামী জীবন গঠনের জন্য তাই তাঁর সীরাত সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য। এ গুরুত্ব অনুধাবন থেকেই যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও সংকলিত হয়েছে অসংখ্য সীরাত গ্রন্থ।

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম মুআফিরী (র) (মৃত্যু ২১৮ হি.) সীরাত শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। তাঁর সংকলিত 'সীরাতুন নববিয়্যাহ' সংক্ষেপে 'সীরাতে ইব্‌ন হিশাম' সুপ্রাচীন, মৌলিক, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বাংলাভাষীদের সামনে এ অমূল্য গ্রন্থের তরজমা পেশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।

সীরাতে ইব্‌ন হিশাম মূলত আল্লামা ইব্‌ন ইসহাকের সর্বাধিক প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'সীরাত ইব্‌ন ইসহাক'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আল্লামা ইব্‌ন ইসহাক এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন আব্বাসী খলীফা মামুনের শাসনামলে। এতে রয়েছে হযরত আদম (আ) থেকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা। এর মধ্যে থেকে ইব্‌ন হিশাম তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন হযরত ইসমাঈল (আ) থেকে হযরত হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত ঘটনাবলী।

চারখণ্ডে সমাপ্ত এ-সীরাত গ্রন্থখানি ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। সংশোধিত ও পুনঃসম্পাদনাকৃত এ সংস্করণটিও সুধী পাঠকমহলের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী। আমরা এ গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদকমণ্ডলী, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সহকর্মিগণকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ্ এ মহতী কাজে আমাদের সবার খিদমত কবূল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীনের প্রতি। নবী করীম (সা)-এর কর্মময় জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেই নয়, অমুসলিম লেখক ও গবেষকদের মধ্যেও অনেকেই নবীজীবনী রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। দুনিয়ার বুকে যতদিন মানব সন্তানের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন সীরাত চর্চাও অব্যাহত থাকবে।

সীরাত গ্রন্থের মধ্যে ইব্‌ন হিশাম রচিত 'সীরাতুন নবী' একটি বুনিয়াদী গ্রন্থ। সর্বজন সমাদৃত এ গ্রন্থকে অনুসরণ করেই পরববর্তীকালে সীরাত গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় পুস্তকটি অনূদিত হলেও ১৪১৫ হি. উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে বাংলা ভাষায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

চার খণ্ডে সমাপ্ত সীরাতের এ প্রাচীনতম গ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ ব্যাপক পাঠক চাহিদার দরুন অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এক্ষণে সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে এ খণ্ডটি পুনঃ সম্পাদনা করা হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন জনাব মুহাম্মদ আবদুস সামাদ আযাদ। আশা করি প্রথম সংস্করণের মত সীরাতুন নবী (সা)-এর দ্বিতীয় সংস্করণটিও সুধী পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।

এ সংস্করণেও পুস্তকটি নির্ভুল করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞ পাঠকের চোখে যদি এতে কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, মেহেরবানী করে আমাদের অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেব!

পুস্তকটির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁরা সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক আমাদের এ শ্রমকে ইবাদত হিসাবে কবূল করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

১. মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	সভাপতি
২. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩. অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক	সদস্য
৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক	সদস্য
৫. জনাব মুহাম্মদ লুতফল হক	সদস্য সচিব

অনুবাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা আকরাম ফারূক

২. মাওলানা সাঈদ মেসবাহ

৩. মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

৪. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদনায়

মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

শিরোনাম পৃষ্ঠা

শিরোনাম পৃষ্ঠা

শিরোনাম **পৃষ্ঠা**

শিরোনাম | পৃষ্ঠা

শিরোনাম **পৃষ্ঠা**

শিরোনাম **পৃষ্ঠা**

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلٰوةٌ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি রব সারা জাহানের। দুরূদ ও সালাম আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সকল পরিবার-পরিজনের ওপর।

কুদর নামক স্থানে বনূ সুলায়মের সাথে যুদ্ধ

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করলেন, সাতদিন অবস্থান না করতেই স্বয়ং তিনি বনূ সুলায়মের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : সিবাআ ইব্ন উরফুতা আল-গিফারী কিংবা ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা)-কে মদীনার শাসক নিযুক্ত করলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) (বনূ সুলায়মের) কুদর নামে একটি প্রস্রবণে পৌছলেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান করে মদীনা শরীফে ফিরে আসেন। কোন প্রকার সংঘর্ষ হয়নি। এরপর শাওয়ালের অবশিষ্ট দিনগুলো ও যিলকাদ মাসে তিনি মদীনা শরীফে অবস্থান করেন। এ অবস্থানকালে কুরায়শের বন্দীদের বিরাট এক অংশ ফিদ্ইয়া (মুক্তিপণ) নিয়ে মুক্ত করে দেন।

সাবীক যুদ্ধ

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম বলেন, আমাকে যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বুকাঈ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুত্তালিবের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : এরপর আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব্ যিলহাজ্জ মাসে সাবীকের যুদ্ধ করেন। সে বছর মুশরিকরাই হজ্জের তত্ত্বাবধান করে। মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র, ইয়াযীদ ইব্ন রূমান এবং আরও কিছু বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গ আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিকের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি ছিলেন আনসারগণের শ্রেষ্ঠতম আলিম। আবূ সুফিয়ান যখন মক্কায় ফিরে এলো এবং কুরায়শের পরাজিত ব্যক্তিবর্গ বদর থেকে প্রত্যাবর্তন করল, তখন আবূ সুফিয়ান মান্নত মানল, মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত জানাবাতের গোসলে মাথায় পানি ব্যবহার করবো না। কাজেই তার শপথ পুরা করার উদ্দেশ্যে সে কুরায়শদের মধ্য থেকে দু'শ আরোহীর দল নিয়ে বের হল এবং নজদের পথ ধরে একটি নহরের উপরি অংশে এক পাহাড়ের কাছে অবতরণ করলো। পাহাড়টির নাম 'ছায়িব', আর তা মদীনা থেকে এক রাবীদ (মানযিল) কিংবা তার কাছাকাছি দূরত্বে ছিল। তারপর বেরিয়ে রাতের বেলায় বনূ নযীরের কাছে পৌছলো এবং হুয়াই ইব্ন আখতাবের ঘরে এসে দরজায় আঘাত করলো। সে ভয় পেয়ে দরজা খুলতে অস্বীকার করলো। আবূ সুফিয়ান সেখান থেকে ফিরে সাল্লাম ইব্ন মিশকামের কাছে পৌছল। সে সে সময় বনূ নযীরের নেতা ও কোষাধ্যক্ষ ছিল, সে তার কাছে এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে সে অনুমতি দিল এবং আপ্যায়ন করাল,

পানাহার করল, লোকদের গোপন তথ্য জানিয়ে দিল। এরপর আবূ সুফিয়ান রাতের শেষাংশে বেরিয়ে সাথীদের কাছে পৌঁছলো এবং কুরায়শদের কতক ব্যক্তিকে তারা মদীনার দিকে পাঠালো। তারা মদীনার কাছে এলো, যার নাম 'উরায়েজ'। (সেখানে এসে) সেখানকার খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিল এবং সেখানে জনৈক আনসারী ও তার এক মিত্রকে পেল, যারা ঐ বাগানেই ছিল। তারা তাদের উভয়কে হত্যা করে ফেললো। এরপর তারা ফিরে গেল। লোকেরা এ সংবাদ পেয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সন্ধানে বের হলেন, এদিকে মদীনায় বাশীর ইব্‌ন আবদুল মুনযির ওরফে আবূ লুবাবাকে শাসক নিযুক্ত করলেন। এ তথ্য ইব্‌ন হিশামের। তারপর কারকারাতুল কুদর এলাকায় পৌঁছে ফিরে গেলেন। আবূ সুফিয়ান ও তার অনুচরদের ধরতে সক্ষম হলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগীরা দেখতে পেলেন, তারা পলায়ন করার সুবিধার্থে বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে কিছু আসবাবপত্র ক্ষেত্রে ফেলে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুসলমানদের নিয়ে ফিরলেন, তখন তারা আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি চান যে, আমাদের লাভের জন্য যুদ্ধ হোক। ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাকে আবূ উবায়দা এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, সাবীক যুদ্ধের এ নামকরণের কারণ; তারা যে সব আসবাবপত্র ফেলে গিয়েছিল, তার অধিকাংশই ছিল ছাতু। মুসলমানরা ছাতুর (বস্তা) দখল করল। এখান থেকেই এ যুদ্ধের নাম হয় গাযওয়ায়ে সাবীক ('সাবীক' অর্থ ছাতু)।

আবূ সুফিয়ানের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব ফিরার সময় সাল্‌লাম ইব্‌ন মিশকামের অতিথিরপরায়ণতা সম্পর্কে বলেন,

وانى تخيرت المدينة واحدا * لحلف فلم أندم ولم أتلوم

سقانى فروانى كميتا مدامة * على عجل منى سلام بن مشكم

ولما تولى الجيش قلت ولم أكن * لأفرحه أبشر بعز ومغنم

تأمل فان القوم سر وانهم * صريح لؤى لا شماطيط جرهم

وما كان ألا بعض ليلة راكب * أتى ساعيا من غير خلة معدم

আমি মদীনায় মিত্রতার জন্য এক ব্যক্তিকে মনোনীত করলাম, এতে আমি লজ্জিত ও নিন্দিত হইনি।

সাল্‌লাম ইব্‌ন মিশকাম আমাকে লাল ও কালো মদ পান করালো, অথচ তখন আমার তাড়াহুড়া ছিল।

যখন তাকে সৈন্যদলের নেতৃত্ব দেয়া হলো। আমি বললাম, সম্মান ও গনীমতের সুসংবাদ গ্রহণ করো। অবশ্য তাকে অনর্থক খুশি করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

এ কথা ভেবে নিও যে, এরা নির্ভেজাল বংশের লোক। খাঁটি লুআঈ এর সন্তান। জুরহুমের আজেবাজে লোক নয়।

ইব্‌ন মিশকামের সাথে আমার সাক্ষাৎ কোন এক আরোহীর রাত্রের সামান্য সময় অবস্থানের মত ছিল যে, নিছক খেতে এসেছে নিঃস্ব ব্যক্তির প্রয়োজন মিটানোর জন্য নয়।

যী-আমরের যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাবীক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যিলহাজ্জের অবশিষ্ট দিনগুলো অথবা প্রায় যিলহাজ্জের শেষ পর্যন্ত মদীনা শরীফে অথবা তার কাছাকাছি অবস্থান করেন। এরপর গাতফানের উদ্দেশ্যে নজ্‌দ এলাকায় যুদ্ধে রওনা হন। এ যুদ্ধের নাম যী-আমর যুদ্ধ। ইব্‌ন হিশামের বক্তব্য মতে তিনি মদীনা শরীফে উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে শাসক নিযুক্ত করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর তিনি সম্পূর্ণ সফর মাস কিংবা সফরের প্রায় শেষ পর্যন্ত নজদেই অবস্থান করে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং কোন প্রকার সংঘর্ষের সম্মুখীন হননি। এরপর সম্পূর্ণ রবিউল আউয়াল মাস কিংবা রবিউল আউয়াল শেষ হওয়ার কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি মদীনা শরীফে রয়ে গেলেন।

বাহরানের ফারআ যুদ্ধ

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কুরায়শের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে রওনা হলেন। আর মদীনা শরীফে ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা)-কে শাসক নিযুক্ত করে গেলেন। এ তথ্য ইব্‌ন হিশামের।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রওনা হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহরান পৌঁছলেন। বাহরান হলো ফুরু জনপদের পাশে হিজাজ অঞ্চলের একটি খনি। সেখানে তিনি রবিউস্ সানী ও জুমাদাল উলা অবস্থান করে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে তিনি কোন প্রকার যুদ্ধের সম্মুখীন হননি।

বনূ কায়নুকার ঘটনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উল্লিখিত যুদ্ধগুলোর মাঝে বনূ কায়নুকার ঘটনাও সংঘটিত হয়, যার বিবরণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বনূ কায়নুকার বাজারে সমবেত করে বললেন : "হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, কুরায়শদের মত তোমাদের উপরও যেন শাস্তি না আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই তোমাদের জানা রয়েছে, আমি তোমাদের কাছে প্রেরিত নবী, এর প্রমাণ তোমাদের কিতাবেও পাবে আর আল্লাহ্ও তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন।

তারা বলল : হে মুহাম্মদ! তুমি ভেবেছো আমরাও তোমার সম্প্রদায়ের মত! তুমি ধোঁকায় পড় না। তুমি এমন সম্প্রদায়ের সাথে মুকাবিলা করেছো, যাদের যুদ্ধ সম্পর্কে আদৌ জ্ঞান নেই। কাজেই, তাদের উপর সুযোগ পেয়ে বসেছিলে আর আমরা, আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমার সাথে যুদ্ধ করি, তবে বুঝে নিবে যে, আমরাও বীর পুরুষ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর বংশধরদের জনৈক গোলাম সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র কিংবা ইকরিমার সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য শুনিয়েছেন, তিনি বলেন যে, নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় :

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ - قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ -

যারা কুফরী করে, তাদেরকে বল, 'তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদের জাহান্নামে একত্র করা হবে। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল! দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবাগণের মধ্যে বদরী সাহাবীরা আর কুরায়শরা) একদল আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করছিল, অন্যদল কাফির ছিল; ওরা তাঁদেরকে (মুসলমানগণকে) চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই তাতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রয়েছে (৩ : ১২-১৩)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে আসিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কাতাদা এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, বনূ কায়নুকা ইয়াহূদীদের প্রথম সম্প্রদায় যারা তাদের মাঝে ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বদর ও উহুদ যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে যুদ্ধ করে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা আবূ আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, বনূ কায়নুকার ঘটনা এই যে, আরবের জনৈকা মহিলা কিছু পণ্য নিয়ে বনূ কায়নুকার বাজারে তা বিক্রি করলো। তারপর সেখানে এক স্বর্ণকারের কাছে বসে পড়লো। তারা মহিলাকে তার চেহারা খুলতে বললো। মহিলা তাতে অসম্মত হলে স্বর্ণকার মহিলার কাপড়ের এক কোণ তার পিছনের দিকে বেঁধে দিল। ফলে মহিলা উঠার সময় তার কাপড় উঠে গেল। এ কাণ্ড দেখে সকলে হাসতে লাগলো। মহিলা চীৎকার করে উঠলো। তখন জনৈক মুসলমান স্বর্ণকারের উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেললো। লোকটি ছিল ইয়াহূদী। তাই ইয়াহূদীরা মুসলমান লোকটির উপর চড়াও হয়ে তাকে শহীদ করে দিল। মুসলমান ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্য অন্যান্য মুসলমানদের কাছে সাহায্য চইলো, আর মুসলমানগণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এখান থেকেই তাদের মাঝে ও বনূ কায়নুকার মাঝে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে আসিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কাতাদা (র) বলেছেন যে, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে অবরোধ করলেন। ফলে, তারা তাঁর কথা মানতে প্রস্তুত হলো। তারপর যখন আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে তাঁর অধীনস্থ করে দিলেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল উঠে বললেন : হে মুহাম্মদ (সা)! আমার বন্ধুদের সাথে ভাল ব্যবহার করুন। তারা খাযরাজ গোত্রের মিত্র। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) জবাব দিতে বিলম্ব করলেন। সে পুনরায় বলল : 'হে মুহাম্মদ (সা)! আমার বন্ধুদের ব্যাপারে ভাল ব্যবহার করুন। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লৌহবর্মের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, ঐ সংঘর্ষের যাতুল ফুযূল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমাকে যেতে দাও এবং তার আচরণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন নারায হলেন যে, লোকেরা তাঁর চেহারা ছায়ার মত দেখতে পেল। তিনি পুনরায় বললেন, 'দুর্ভাগ্য তোমার! আমাকে যেতে দাও। সে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আপনাকে যেতে দিব না। যতক্ষণ না আপনি আমার বন্ধুদের ব্যাপারে ভাল ব্যবহার করেন। চারশত নিরস্ত্র ও তিনশত সশস্ত্র স্বাধীন ও গোলাম (অথবা চারশত নিরস্ত্র আর তিনশত সশস্ত্র সুযোগে দুর্যোগে) আমার হিফাযত করেছে, আর আপনি এক সকালেই তাদেরকে শেষ করে দিবেন? আল্লাহ্‌র কসম! দুর্দিনের ভয় পাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : "(যাও) তারা তোমার জন্য মুক্ত।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাদের অবরোধকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাশীর ইব্‌ন আবদুল মুনযিরকে মদীনা শাসক নিযুক্ত করেন। তাদের এ অবরোধকাল ছিল পনের দিন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে আবূ ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার, উবাদা ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন সামিত সূত্রে এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, বনূ কায়নুকা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল তাদের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে লাগলো এবং তাদের পক্ষ হয়ে দাঁড়ালো। বর্ণনাকারী বলেন : উবাদা ইব্‌ন সামিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলো, সে ছিল বনূ আওফের এক ব্যক্তি। বনূ কায়নুকার উবাদা ইব্‌ন সামিতের সাথে মিত্রতার সেই সম্পর্ক ছিলো, যে সম্পর্ক ছিল তাদের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূলের সাথে। উবাদা ইব্‌ন সামিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে তাদের থেকে মিত্রতার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদের ভালবাসি এবং এসব কাফিরদের বন্ধুত্ব ও মিত্রতা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইয়াহূদী ও নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্কে

বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘটনা প্রসঙ্গেও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই সম্পর্কে সূরা মায়দার নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ - اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ - فَتَرَى الَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ -

হে মু'মিনগণ! ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, সে তাদেরই একজন হবে। আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না, আর যাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রয়েছে (৫ : ৫১ - ৫২)।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ও তার উক্তি "আমি দুর্দিনের ভয় করছি"

يُسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ ط فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ ج اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ - وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَهٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ -

তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদের ব্যাপারে দ্রুত অগ্রসর হয়ে বলছে, আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে। তো হয়তো আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ হতে দান করবেন বিজয় কিংবা এমন কিছু, যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল, তজ্জন্য তারা অনুতপ্ত হবে। এবং মু'মিনগণ বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহ্র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল (৫ : ৫২-৫৩)।

এরপর পূর্ণ ঘটনার বিবরণে আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ -

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ-যারা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় (৫ : ৫৫)।

এ কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, উবাদা ইব্ন সামিত আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের ভালবাসতেন এবং বনূ কায়নুকার সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ -

কেউ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহ্র দলই তো বিজয়ী হবে (৫ : ৫৬)।

যায়দ ইব্ন হারিসার বাহিনী

ইব্ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্ন হারিসার বাহিনী যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কারদায় পাঠিয়েছিলেন, যখন তিনি কুরায়শের একটি কাফিলাকে পান, যাতে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হার্বও ছিল। কারদা হল নজ্দের জলাশয়গুলোর একটি।

ঘটনার বিবরণ এই যে, বদরের ঘটনার পর কুরায়শরা যে পথে সিরিয়ায় গমন করতো, সে পথ ধরতে আশংকাবোধ করে তারা ইরাকের পথ ধরলো এবং তাদের কতক বণিক রওনা হলো, যাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌বও ছিল। তাদের সাথে প্রচুর পরিমাণে রূপা ছিল এবং রূপাই ছিল তাদের বাণিজ্য পণ্যের সিংহভাগ। তারা বনূ বকর ইব্‌ন ওয়ায়েল এর জনৈক ব্যক্তি ফুরাত ইব্‌ন হাইয়ানকে পথ দেখানোর জন্য অর্থের বিনিময়ে সাথে নিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ফুরাত ইব্‌ন হাইয়ান ছিলো বনূ ইজল এর লোক ও বনূ সাহমের মিত্র।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্‌ন হারিসাকে পাঠালেন। তিনি সেই জলাশয়ের কাছে গিয়ে তাদের পেলেন এবং তাদের সাথে যা কিছু ছিল সব হস্তগত করলেন। কিন্তু কাফিলার লোকেরা তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। এরপর তিনি এসব মালামাল নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) উহুদের পর দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধে কুরায়শদের এ পথ অবলম্বন করার কারণে ভর্ৎসনা করে বলেন :

دعوا فلجات الشام قد حال دونها * جلاد كافواه المخاض الأوارك

بأيدى رجال هاجروا نحو ربهم * وأنصاره حقًا وأيدى الملائك

أذا سلكت للغور من بطن عالج * فقولا لها ليس الطريق هنالك

তোমরা সিরিয়ার ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীগুলো এখন ছেড়ে দাও, কেননা তার (এবং তোমাদের) মাঝে এমন তীক্ষ্ম (তরবারি) অন্তরায় হয়ে গিয়েছে, যা পিলু বৃক্ষ ভক্ষণকারিণী, গাভীন উটনীর মুখের ন্যায় ভয়ংকর।

(সে সব তরবারি) ঐসব লোকদের হাতে রয়েছে, যারা আপন প্রতিপালক ও নিজ প্রকৃত সাহায্যকারীদের দিকে হিজরত করেছেন এবং তা রয়েছে ফেরেশতাদের হাতে।

মরু এলাকার নিম্নভূমির দিকে যে কাফিলা চলবে, তাদের বলে দাও, ঐদিকে পথ নেই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই কবিতাগুলো হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর। যার খণ্ডনে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব জবাব দেন। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে সেসব কবিতা ও তার জবাব উল্লেখ করা হবে।

কা'ব ইব্‌ন আশরাফের নিহত হওয়ার ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন আশরাফের ঘটনা এই যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের উপর যখন বিপর্যয় এসে পড়লো এবং যায়দ ইব্‌ন হারিছা (মদীনার) নিম্নভূমির লোকদের কাছে, আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা উচ্চভূমির লোকেদের কাছে, বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে আগমন করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার মুসলমানদের কাছে বিজয়ের সুসংবাদ এবং

মুশরিকদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছিল তাদের সংবাদ দিয়ে পাঠালেন। যেমন আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগীস ইব্ন আবূ বুরদা যাফারী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম, আসিম ইব্ন আমর ইব্ন কাতাদা ও সালিহ্ ইব্ন আবূ উমামা ইব্ন সাহল বর্ণনা করেন, এঁরা সকলেই নিজ নিজ বর্ণনার অংশ আমাকে শুনিয়েছেন। তারা বলেন : কা'ব ইব্ন আশরাফ ছিল বনূ তাঈ-এর শাখা বংশ, বনূ নাবহানের লোক। আর তার মা ছিল বনূ নযীরের লোক। এ সংবাদ পেয়ে সে বলল : এ কথা কি সত্য? তোমাদের কি মনে হয় যে, মুহাম্মদ -এ সকল লোকদের হত্যা করেছে, যাদের কথা এঁরা দু'জন অর্থাৎ যায়দ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা বলছে? এরা তো আরবের অভিজাত পরিবারের লোক এবং লোকদের রাজা। আল্লাহ্র কসম! যদি সত্যিই মুহাম্মদ এদের হত্যা করে থাকে। তবে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ভূ-গর্ভই উত্তম! আল্লাহ্র দুশমন যখন এ সংবাদ সম্পর্কে নিশ্চিত হলো, তখন সে বেরিয়ে মক্কায় গেল এবং আবদুল মুত্তালিব ইব্ন আবূ ওয়াদাআ ইব্ন যুবায়রা সাহমীর ঘরে উঠলো। তার স্ত্রী আতিকা বিন্ত আবূ আয়স ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আব্দ শামস্ ইব্ন আব্দ মানাফ কা'বের সেবাযত্ন ও সম্মান করলো। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে লোকদের প্ররোচিত করতে লাগলো এবং বিভিন্ন কবিতা শুনাতে লাগলো। আর বদরের নিহত কুরায়শদের এবং গর্তে পড়ে থাকা লাশসমূহের শোক গাথা গাইতে লাগলো। সে বলল :

طحنت رحى بدر لمهلك أهله * ولمثل بدر تستهل و تدمع
قتلت سراة الناس حول حياضهم * لا تبعدو أن الملوك تصرع
كم قد اصيب به من ابيض ماجد * ذى بهجة يأوى إليه الضيّع
طلق اليدين إذا الكواكب اخلفت * حمال أثقال يسود ويربع
ويقول أقوام أسر بسخطهم * إن ابن الأشرف ظل كعبًا يجزع
صدقوا فليت الارض ساعة قتلوا * ظلت تسوخ بأهلها و تصدع
صار الذى أثر الحديث بطعنه * أو عاش أعمى مرعشًا لايسمع
نُبئت أن بنى المغيرة كلهم * خشعوا لقتل أبى الحكيم وجدعوا
وابنا ربيعة عندة ومنبه * مانال مثل المهلكين و تبع
نُبّئت ان الحارث ابن هشامهم * فى الناس يبنى الصالحات ويجمع
ليزور يثرب بالجموع وإنما * يحمى على الحسب الكريم الأروع

বদরের জাঁতা আপন লোকেদেরকেই ধ্বংস করার জন্য পিষতে লাগলো। বদরের মত ঘটনায় চক্ষুগুলো অশ্রু ঝরায় এবং ঝরতে থাকে।

লোকদের সরদাররা নিজেদেরই হাউজের আশেপাশে নিহত হলো। তবে এতে অস্বাভাবিক কিছু মনে করো না; কেননা, বাদশাহও পরাস্ত হয়ে থাকে।

কত যে সম্ভ্রান্ত, শুভ্র চেহারাবিশিষ্ট ও জাঁকজমকপূর্ণ ব্যক্তিরা বিপদগ্রস্ত হয়েছে, যাদের কাছে নি:স্ব লোক আশ্রয় নিয়ে থাকে।

অনাবৃষ্টির সময় (দুর্ভিক্ষে) দু'হাতে দানকারী অন্যের বোঝা নিজের মাথায় বহনকারী সরদার, যারা খাজনা আদায় করে থাকে।

অনেকে বলে যে, তাদের ক্ষোভে আমি সন্তুষ্ট হই (তা মোটেই ঠিক নয় বরং) কা'ব ইব্‌ন আশরাফ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

তারা ঠিকই বলেছে, কিন্তু যখন তারা নিহত হয়েছিল, তখন যমীন যদি তার লোকদের ধসিয়ে দিত এবং টুকরা টুকরা হয়ে যেত, তবে কতই না ভাল হতো!

একথা যে প্রচার করেছে, হায়, যদি সেই বর্শার লক্ষ্য হয়ে যেতো, কিংবা অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকতো, বা বধির হয়ে যেতো, কিছুই শুনতে না পেতো, তবে কতই না ভাল হতো!

সংবাদ পেয়েছি যে, আবুল হাকামের নিহত হওয়ার কারণে গোটা মুগীরা বংশের নাক কাটা গিয়েছে এবং এরা অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়েছে।

এবং রবী'আর উভয় ছেলে ও তার কাছে চলে গেছে, আর মুনাব্বিহও। এ নিহতরা (ছিল এমন যে, কেউ) তাদের মত (মর্যাদা ও গুণ) অর্জন করেনি, আর না (ইয়ামানের বাদশা) তুব্বাও। শুনতে পেলাম যে, তাদের মধ্যেকার হারিছ ইব্‌ন হিশাম লোকদের মাঝে সৎকাজ করছেন এবং লোকদের একত্রিত করছেন।

সৈন্যদল নিয়ে ইয়াসরিবের মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে, আর (সত্য কথা এই যে), অভিজাত, মহৎ লোকেরাই পিতৃপুরুষের মর্যাদা রক্ষা করে থাকে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তার বক্তব্য تُبَّعُ ও وأَسَرُّ بِسَخْطِهِم -এর বর্ণনা ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অন্যদের।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইস্‌হাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা) তার এ কবিতার জবাবে বলেন :

ابكى لكعب ثم عل بعبرة * منه وعاش مجدعًا لايسمع

ولقد رأيت ببطن بدر منهم * قتلى تسح لها العيون و تدمع

فابكى فقد ابكيت عبداً واضعًا * شبه الكليب إلى الكليبة يتبع

ولقد شفى الرحمن منا سيداً * وأهان قومًا قاتلوه وصرعوا

ونجا وانلت منهم من قلبه * شغف يظل لحوفه يتصدع

কা'ব তার শোকগাথা পাঠ করছে। এরপরও তাকে আবার অশ্রু ঝরাতে হয়েছে এবং সে এমন লাঞ্ছনায় জীবন যাপন করে যে, সে কিছুই শোনে না।

আমি বদরের নিম্নভূমিতে তাদের এমন সব নিহতদের দেখেছি, যাদের জন্য চক্ষু ক্রন্দন করছে এবং অশ্রুধারা ঝরছে।

তুমি তো ইতর গোলামদের বেশ কাঁদালে, এবার তুমি নিজেই কাঁদো, যেমন ছোট কুকুর ছোট কুকুরীর জন্য চীৎকার করে ডাকে।

আমাদের সরদারের অন্তর আল্লাহ্ রহমান শান্ত করে দিয়েছেন, আর যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের লাঞ্ছিত করেছেন, আর তারা পরাস্ত হয়েছে।

তাদের মধ্যে যে বেঁচে গেছে এবং পালিয়ে গেছে, তার অন্তর দগ্ধিভূত হচ্ছে, আর (আমাদের এই সরদারের) ভয়ে তার অন্তর বিদীর্ণ হচ্ছে।

ইব্ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কবিতাবিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো হাসান (রা)-এর নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আর তাঁর বক্তব্য : ابكى لكعب -এর বর্ণনা ইব্ন ইসহাক ছাড়া অন্য কারো।

মায়মূনা বিন্ত আবদুল্লাহ্র কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুসলমানদের জনৈকা মহিলা, যিনি বনূ বালীর শাখা বনূ মুরীদের লোক ছিলেন। এরা ছিলেন বনূ উমাইয়া ইব্ন যায়দের মিত্র। তাদের "জুআদারা" বলা হতো। তিনি কা'বের কবিতার জবাবে বলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তার নাম ছিল মায়মূনা বিন্ত আবদুল্লাহ্। অধিকাংশ কবিতা-বিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো তার বলে অস্বীকার করেছেন এবং তার জবাবী কবিতাগুলোকেও কা'ব এর উদ্দেশ্যে নয় বলেছেন :

تحنن هذا العبد كل تحنن * يبكى على قتلى وليس بناصب

بكت عين من يبكى لبدر وأهله * وعلت بمثليها لوى بن غالب

فليت الذين ضرجوا بدمائهم * يرى مابهم من كان بين الاخاشب

فيعلم حقًا عن يقين ويبصروا * مجرهم فوق اللحى والحواجب

এই গোলাম নিহতদের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বিলাপ করেছে এবং অন্যদেরকেও কাঁদিয়েছে, অথচ প্রকৃত পক্ষে সে আদৌ চিন্তিত ও দু:খিত নয়।

বদর ও বদরযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের যাদের উপর সে কাঁদিয়েছে, তাদের চক্ষু তো কেঁদেছে, কিন্তু লুআঈ ইব্ন গালিবদের তাদের অশ্রুর দ্বিগুণ পান করানো হয়েছে।

হায়! যারা নিজ রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, মক্কার দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী লোকেরা যদি তাদের দুরবস্থা দেখতে পেত! তবে তারা প্রকৃত পক্ষেও নিশ্চিতভাবে জানতে সক্ষম হতো এবং তারা তাদের দাড়ি ও ভ্রূসমূহের উপর উপুড় অবস্থায় দেখতে পেতো।

কা'ব ইব্ন আশরাফের কবিতা

মায়মূনার এ কবিতার জবাবে কা'ব ইব্ন আশরাফ বলে :

ألا فازجروا منكم سفيها لتسلموا * عن القول يأتى منه غير مقارب

اتشتمنى أن كنت أبكى بعبرة * لقوم أتانى ودهم غير كاذب

فإني لباك مابقيت وذاكـــر * ماثر قوم مجدهم بالجباجب
لعمري لقد كان مريد بمعـزل * عن الشر فاحتالت وجوه الثعالب
فحق مريد أن تـجد انوفـهم * بشتمهم حيي لوي بن غالب
وهبت نصيبي من مريد لجعدر * وفـاء وبيت الله بين الأخاشب

শোন! আপন নির্বোধদের তিরস্কার করো, যাতে এমন সব উক্তি থেকে বাঁচতে পার, যা অসঙ্গত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

সে কি আমাকে এজন্য তিরস্কার করছে যে, আমি ঐ সম্প্রদায়ের জন্য অশ্রু প্রবাহিত করছি, যাদের প্রতি আমার ভালবাসা কৃত্রিম নয়?

আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, ততদিন কাঁদবই এবং তাদের গুণাবলী স্মরণ করবো, যাদের শান-শওকত মক্কার প্রতিটি স্থানে সুস্পষ্ট।

আমার জীবনের শপথ! নিঃসন্দেহে মুরীদ গোত্র যাবতীয় অনিষ্ট থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিল। কিন্তু এখন সে তার রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে নিয়েছে। শৃগালের মত চেহারাবিশিষ্টদেরকে তো আমি (অত্যন্ত) ভর্ৎসনা করি।

হায়ই ইব্‌ন গালিবের দুই গোত্রকে তিরস্কার করার কারণে বনূ মুরীদের নাক কান কাটা যাওয়াই সঙ্গত।

আল্লাহর ঐ ঘরের কসম, যা মক্কার পাহাড়ের মাঝে রয়েছে। বিশ্বস্ততার সুবাদে বনূ মুরীদের প্রতিশোধ নেয়ার আমার অধিকার, আমি বনূ জাদারকে দিয়ে দিয়েছি।

মুসলমানদের অন্তরে কষ্ট দেওয়ার জন্য কা'ব ইব্‌ন আশরাফের ভূমিকা

এরপর কা'ব ইব্‌ন আশরাফ মদীনায় ফিরে এসে মুসলিম নারীদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রেমসুলভ কবিতা বলে, তাদের কষ্ট দিতে লাগলো। ফলে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগীস ইব্‌ন আবূ বুরদার বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন :

مَن لِي بِابْنِ أَشْرَفَ

কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে আমার পক্ষ থেকে কে দমন করতে পারবে?

বনূ আব্দুল আশহালের মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি এর জন্য প্রস্তুত আছি। আমি তাকে হত্যা করব। রাসূল (সা) বললেন : 'সম্ভব হলে তাই করো'। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা ফিরে এসে তিনদিন পর্যন্ত এমন হয়ে গেলেন যে, কোন মতে জীবন বাঁচনোর মত সামান্য আহার পানি ছাড়া একেবারেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন : খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিলে কেন? তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার সামনে একটি কথা বলে ফেলেছি সত্য, কিন্তু জানি না তা পূরণ করতে পারব কি না। তখন নবী (সা) বললেন : "তোমার দায়িত্ব শুধু চেষ্টা করা। তিনি বললেন : এর জন্য আমাদের কিছু অসমীচীন কথা বলতে হতে পারে। রাসূল (সা) বললেন : 'তোমাদের যা ভাল মনে হয়—বলবে তা তোমাদের জন্য হালাল।"

আনসারদের অভিসন্ধি

মোটকথা, তাকে হত্যা করার জন্য মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা, সিলকান ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন ওয়াকশ ওরফে আবূ নায়লা বনূ আবদুল আশহালের জনৈক ব্যক্তি, আর কা'ব ইব্‌ন আশরাফের দুধ ভাই, আব্বাদ ইব্‌ন বিশর ইব্‌ন ওয়াকশ বনূ আবদুল আশহালের জনৈক ব্যক্তি। আরো ছিলেন হারিস ইব্‌ন আওস ইব্‌ন মু'আয, বনূ আবদুল আশহালের লোক! আরো ছিলেন আবূ আব্‌স ইব্‌ন জাব্‌র বনূ হারিসার জনৈক ব্যক্তি এরা মোট পাঁচজন একমত হলেন। তারপর আল্লাহ্‌র দুশমন কা'ব ইব্‌ন আশরাফের কাছে তাঁরা যাওয়ার পূর্বে সিলকান ইব্‌ন সালামা ওরফে আবূ নায়লা (রা)-কে আগে পাঠালেন। তিনি তার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করলেন এবং একে অপরকে কবিতা শুনাতে লাগলেন। আবূ নায়লা (রা) কবিতা আবৃত্তি করার মাঝে বললেন : আরে বোকা ইব্‌ন আশরাফ! আমি তোমার কাছে বিশেষ প্রয়োজনে এসেছিলাম, তা তোমাকে বলতে চাই। তবে আমার কথা যেন গোপন থাকে। সে বলল : তাই করব। তিনি বললেন : এই লোকটির (রাসূলুল্লাহ্ সা) আগমন আমাদের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা আরব বিশ্ব আমাদের জন্য শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা একই ধনুকে আমাদের উপর তীর নিক্ষেপ করছে, অর্থাৎ সকলে মিলে আমাদের বিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আমাদের সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। এক কথায়, আমরা ও আমাদের সন্তান-সন্ততিরা বিপদগ্রস্ত। কা'ব বললো : আমি আশরাফ তনয়, আমি তোমাকে প্রথম থেকেই বলে আসছি : হে সালামার পুত্র, আমি যা বলছি তাই ঘটবে। সিলকান (রা) তাকে বললেন : আমি চেয়েছিলাম, তুমি আমাদের কাছে কিছু খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করবে। আমরা তোমার কাছে কিছু বন্ধক রাখবো এবং তোমাকে নিশ্চয়তা দিব। এ ব্যাপারে আমরা তোমার সাথে সদাচারণ করবো। সে বলল : তোমরা তোমাদের সন্তানদের আমার কাছে বন্ধক রাখবে কি? সিলকান (রা) জবাব দিলেন : তুমি আমাদের অপমানিত করতে চাচ্ছো। আমার সাথে আমার অন্যান্য বন্ধুরাও রয়েছেন, তাদের মতও আমার মতের অনুরূপ। তাদের তোমার কাছে নিয়ে আসতে চাই, তাদের হাতে তুমি কিছু শস্য বিক্রয় করো এবং কিছু দয়াও করো। আমরা তোমার কাছে এতগুলো হাতিয়ার বন্ধক রাখবো, যার দ্বারা শস্যের মূল্য পূর্ণ হতে পারে। সিলকান (রা) এ কৌশল এজন্য অবলম্বন করেছেন, যাতে তারা যখন অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আসবেন, তখন সে যেন সন্দেহ না করে। এরপর সিলকান (রা) ফিরে গিয়ে সাথীদের কাছে তার বৃত্তান্ত শুনালেন এবং তাদেরকে হাতিয়ার নিয়ে আসতে বললেন। এরপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে কা'ব বলেছিল : তোমরা কি তোমাদের স্ত্রীদের আমার কাছে বন্ধক রাখবে? সিলকান (রা) বললেন : আমাদের স্ত্রীদের তোমার কাছে কিভাবে বন্ধক রাখতে পারি, তুমি হলে ইয়াসরাববাসীদের সেরা যুবক এবং সব চাইতে বেশী সুগন্ধে ভূষিত। এরপর সে বলেছিল : তোমরা তোমাদের সন্তানদের আমার কাছে বন্ধক রাখবে কি?

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে সওর ইব্‌ন যায়দ ইকরিমা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের সাথে 'বাকীউল গারাকাদ' পর্যন্ত গিয়ে তাদেরকে রওনা করিয়ে দেন এবং বলেন : আল্লাহ্‌র নামে রওনা হও। ইয়া আল্লাহ্! আপনি এদের সাহায্য করুন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ঘরে ফিরে আসেন। সে রাতটি ছিল পূর্ণিমার রাত। তাঁরা সকলে কা'বের দুর্গে পৌছলেন। আবূ নায়লা (রা) তাকে আওয়াজ দিলেন। সে সদ্য বিবাহিত ছিল। আওয়াজ শুনতেই লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লো। তার স্ত্রী তাকে ধরে বললেন : তুমি যোদ্ধা, আর যোদ্ধারা এমন সময় বের হয় না। সে বলল : এতো আবূ নায়লা, আমাকে ঘুমন্ত পেলে জাগ্রত করত না। তার স্ত্রী বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার আওয়াজে অনিষ্টের ঘ্রাণ অনুভব করছি। বর্ণনাকারী বলেন : কা'ব বললো, নওজোয়ান তো সেই, যে বর্শাবাজীর জন্য ডাকা হলেও প্রত্যাখ্যান করে না।

এরপর সে নেমে এসে কিছুক্ষণ তাদের সাথে গল্প করলো। তারাও তার সাথে গল্প করলো। এরপর তিনি বললেন : হে আশরাফ তনয়, চলো, শিবুল আজুয পর্যন্ত যাই। বাকী রাতটা সেখানেই গল্প করে কাটিয়ে দেই। সে বলল : তোমাদের যা ইচ্ছা।

তারা সকলে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলো। কিছুক্ষণ হাঁটার পর আবূ নায়লা (রা) তার মাথার কানের কাছে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, তারপর হাত শুঁকে বললেন : আজকের মত সুগন্ধে মোহিত এমন রাত আমি আর কখনো দেখিনি। তারপর আরও কিছুদূর এগিয়ে পুনরায় তাই করলেন, ফলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তারপর আরও কিছুদূর এগিয়ে তার মাথার চুল ধরে বললেন : মারো আল্লাহ্‌র দুশমনকে। সকলে মিলে তার উপর আক্রমণ করলেন। কিন্তু তাদের তরবারিগুলো একটির উপর আরেকটি পড়ছিল; ফলে, কোন কাজ হলো না। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) বলেন : যখন আমি লক্ষ্য করলাম। আমাদের তরবারিগুলো কোনই কাজে আসছে না, তখন আমার তরবারিতে রাখা ছুরিটির কথা মনে হলো, আমি তা বের করলাম। আল্লাহ্‌র দুশমন এমনভাবে চীৎকার করলো যে, আশেপাশের দুর্গগুলোর এমন কোন দুর্গ বাকী রইলো না, যাতে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়নি। আমি ছুরি তার নাভির নীচে চেপে পূর্ণ বল প্রয়োগ করলাম, এমন কি তা নাভির নীচ পর্যন্ত পৌছে গেল। আল্লাহ্‌র দুশমন পড়ে গেল। হারিছ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন মু'আয (রা)ও আহত হলেন। তার মাথা কিংবা পায়ে আঘাত লাগলো। এ আঘাত ছিল আমাদের তরবারিরই। এরপর আমরা রওনা হয়ে বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ, বনূ কুরায়যা ও বু'আছ এর এলাকাগুলো অতিক্রম করে হাররাতুল উরায়জ পর্যন্ত চলে এলাম। আমাদের সংগী হারিছ ইব্‌ন আওস (রা) পিছনে রয়ে গেলেন এবং রক্তক্ষরণের কারণে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাই আমরা তার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তিনি আমাদের পদচিহ্নগুলো লক্ষ্য করে আমাদের কাছে পৌছে গেলেন। এরপর আমরা তাকে উঠিয়ে নিলাম এবং রাতের শেষাংশে তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমরা সালাম আরয করলে তিনি বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে আল্লাহ্‌র দুশমনকে

কতল করার সংবাদ শুনালাম। তিনি আমাদের সাথীর যখমের উপর পবিত্র মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন। এরপর তিনি ফিরে গেলেন এবং আমরাও নিজ নিজ ঘরে ফিরে এলাম। সকালবেলা লক্ষ্য করলাম, আল্লাহ্‌র দুশমনের উপর রাতে আমাদের এ আক্রমণের কারণে গোটা ইয়াহূদী সম্প্রদায় আতংকিত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক ইয়াহূদী নিজ জীবনের আশংকা করতে লাগলো।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) এই কবিতা আবৃত্তি করেন :

فغودر منهم كعب صريعًا * فذلت بعد مصرعه النضير
على الكفين ثم وقد علته * بأيدينا مشهرة ذكور
بأمر محمد إذ دس ليلاً * إلى كعب أخا كعب يسير
فماكره فأنزله بمكر * ومحمود أخو ثقة جسور

পরিশেষে তাদের কা'বকে ধরাশায়ী করা হলো এবং তার ধরাশায়ী হওয়ার পর বনূ নযীর লাঞ্ছিত হলো।

সে সেখানে তার দু'হাতের উপর পড়েছিল এবং আমাদের হাতের তীক্ষ্ম তরবারি তার উপর ছেয়ে ছিল।

(সে সময়ের কথা স্মরণ কর), যখন মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশে বনূ কা'বের এক ব্যক্তি রাতের বেলা গোপনে কা'ব (ইব্‌ন আশরাফ)-এর দিকে যাচ্ছিল।

সে তার সাথে ফন্দি করে তাকে ঘর থেকে বের করে আনে। আত্মনির্ভরশীল ও সাহসী ব্যক্তি প্রশংসার যোগ্য হয়ে থাকে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই কবিতাগুলো তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ, যা বনূ নযীরের যুদ্ধসংক্রান্ত। ইনশা-আল্লাহ্ সে যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এর উল্লেখ করবো।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন আশরাফ ও সালাম ইব্‌ন আবুল হাকীক-এর হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন :

لله درُّ عصابة لاقيتهم * يابن الحقيق وأنت يابن الأشرف
يسرون بالبيض الخفاف إليكم * مرحًا كأسد في عرين مغرف
حتى أتوكم في محل بلادكم * فسقوكم حتفا ببيض ذنف
مُسْتَنصرين لنصر دين نبيهم * مستصغرين لكل أمر مجحف

হে ইব্‌ন হাকীক, আর হে ইব্‌ন আশরাফ, তোমরা যাদের মুকাবিলা করেছো, সে সম্প্রদায়ের উত্তম প্রতিদান আল্লাহ্ তা'আলার হাতেই ন্যস্ত।

তারা শুভ্র (ঝলমলে) হালকা তরবারি নিয়ে ঘন বনের সিংহের ন্যায় দম্ভের সাথে তোমাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এভাবে তারা তোমাদের কাছে, তোমাদের বসতির বাড়িগুলোতে আসে এবং শুভ্র ঝলমলে দ্রুত হত্যাকারী তরবারিসমূহ দ্বারা তোমাদের মৃত্যুর পেয়ালা পান করায়।

যারা তাদের নবীর দীনের সাহায্যের লক্ষ্যে একে অপরের সাহায্য চাচ্ছিল এবং তারা জান-মাল ধ্বংসকারী যে কোন আশংকাকে তুচ্ছ মনে করছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : সালাম ইব্ন আবুল হাকীকের হত্যার ঘটনা ইনশা-আল্লাহ্ আমি অচিরেই যথাস্থানে বর্ণনা করবো। তার বক্তব্য ذنف -এর বর্ণনা ইব্ন ইসহাক ছাড়া অন্যদের।

মুহায়্যসা ও হুয়াইসার ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

مَنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالِ يَهُودَ فَاقْتُلُوهُ

তোমরা ইয়াহূদীদের যাকেই পারে, তাকে হত্যা করবে। এ নির্দেশ পেয়ে মুহায়্যসা ইব্ন মাসঊদ, ইব্ন সুনায়নার উপর আক্রমণ করেন।

ইব্ন হিশাম তার নাম মাহীসা বলেছেন। অনেকের মতে মুহায়্যসা ইব্ন মাসঊদ (ইব্ন কা'ব) ইব্ন আমির ইব্ন 'আদী ইব্ন মাজদা'আ ইব্ন হারিসা ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন আওস।

ইব্ন হিশাম আরো বলেন : অনেকে ইব্ন সুনায়নার স্থলে ইব্ন শুনায়না বলেছেন।

ইব্ন সুনায়না ছিল একজন ইয়াহূদী ব্যবসায়ী। তাদের সাথে তার মেলামেশা ও লেনদেন ছিল। মুহায়্যসা (রা) তাকে হত্যা করেন। মুহায়্যসা (রা)-এর ভাই হুয়াইসা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং তিনি ছিলেন মুহায়্যসা (রা)-এর বড় ভাই। হত্যাকাণ্ডের পর হুয়াইসা (রা) তার ভাইকে মারধর করে বলতে লাগলেন : হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে। আল্লাহ্র কসম! তার মাল দ্বারা কিছু হলেও তোমার পেটে চর্বি জন্মেছে। তখন মুহায়্যসা (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম : আল্লাহ্র কসম! তাকে হত্যা করার নির্দেশ আমাকে এমন এক ব্যক্তি দিয়েছেন, যদি তিনি তোমাকেও হত্যা করার নির্দেশ দেন, তবে আমি তোমাকেও হত্যা করে ফেলবো। একথা শুনে প্রথমবারের মত হুয়াইসার অন্তরে ইসলামের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি হলো। তখন তিনি বললেন : যদি মুহাম্মদ (সা) তোমাকে আমার হত্যার নির্দেশ দিতেন, তবে কি তুমি আমাকে হত্যা করতে? মুহায়্যসা (রা) বললেন : অবশ্যই! আল্লাহ্র কসম! যদি তিনি আমাকে তোমার হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিতেন, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করতাম। একথা শুনে হুয়াইসা বলেন : আল্লাহ্র কসম! যে দীন তোমাকে এ পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে তা নি:সন্দেহে এক বিস্ময়ের বিষয়। এরপর হুয়াইসা ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এ বর্ণনা আমাকে বনূ হারিসার জনৈক আযাদকৃত গোলাম শুনিয়েছেন। তিনি তা শুনেছেন মুহায়্যসা (রা)-এর কন্যা থেকে এবং তিনি তা শুনেছেন তাঁর পিতা মুহায়্যসা (রা) থেকে।

মুহায়্যসা (রা)-এর কবিতা

মুহায়্যসা (রা) এই সম্পর্কেই বলেন :

يلوم ابن أمي لو آمر بقتله * لطبقت ذفراه بابيض قاضب
حسام كلون الملح اخلص صقلة * متى ما أصوبه فليس بكاذب
وماسرني أني قتلتك طائعًا * وأن لنا مابين بصرى ومأرب

(আমি ইব্‌ন সুনায়নাকে হত্যা করেছি বলে) আমার মার ছেলে অর্থাৎ আমার ভাই আমাকে তিরস্কার করছে। অথচ যদি তাকেও হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে আমি তার কানের পেছনের উভয় হাড় শ্বেতশুভ্র ঝলমলে কর্তনকারী তরবারি দ্বারা অবশ্যই কেটে দেবো।

এমন তরবারি দিয়ে যা লবণের রংয়ের মত সাদা এবং এটি খাঁটি ইস্পাতের তৈরী। যখন আমি আঘাত করবো, তখন তা ব্যর্থ হবে না।

আর তখন আমার কি যে আনন্দ হবে যে, আনুগত্যের বশবর্তী হয়ে আমি তোমাকে হত্যা করবো এবং আমাদের উভয়ের মাঝে বসরা ও মারিবের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে।

বনূ কুরায়যার ঘটনা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে আবূ উবায়দা (রা) আবূ আমর মাদানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার উপর বিজয় লাভ করেন, তখন তিনি তাদের প্রায় চারশো ইয়াহূদী পুরুষকে গ্রেফতার করেন। এরা বনূ খাযরাজের বিপক্ষে বনূ আওসের মিত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাদের শিরশ্ছেদের নির্দেশ দেন, তখন বনূ খাযরাজ তাদের শিরশ্ছেদ করতে থাকে এবং এতে তারা বেশ আনন্দবোধ করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লক্ষ্য করলেন, খাযরাজের লোকদের চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত, আর বনূ আওসের প্রতি লক্ষ্য করলেন যে, তাদের মাঝে এর কোন চিহ্ন নেই। তখন তিনি বুঝতে পারলেন, আওস ও বনূ কুরায়যার মাঝে বিদ্যমান মিত্রতাই এর কারণ। তখন বনূ কুরায়যার মাত্র বারো জন অবশিষ্ট ছিল, তিনি তাদেরকে আওসের হাতে সমর্পণ করলেন। তিনি দুই দুই ব্যক্তিকে বনূ কুরায়যার এক একজনকে দিয়ে বললেন :

لِيَضْرِبْ فُلاَنٌ وَلْيُذْنِفْ فُلاَنٌ ـ

"তার হত্যাকার্য অমুকে আরম্ভ করবে, আর অমুকে শেষ করবে।"

হুয়াইসার ইসলাম গ্রহণ

তাদেরকে দেওয়া লোকদের মধ্যে ইয়াহূদীদের কা'ব ইব্‌ন ইয়াহুযাও ছিল। সে ছিল বনূ কুরায়যার উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন একজন। তাকে মুহায়্যসা ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ও আবূ বুরদা ইব্‌ন নাইয়ার (রা)-এর হাতে সমর্পণ করলেন। আবূ বুরদা (রা) হলো : যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরবানীর জন্য এক বছরের বকরী যবাই করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি বললেন :

لِيَضْرِبْهُ مُحَيِّصَةُ وَلْيُذَفِّفُ عَلَيْهِ اَبُوْ بُرْدَةَ

মুহায়্যসা তার হত্যাকার্য আরম্ভ করবে এবং আবূ বুরদা তা শেষ করবে।

তখন মুহায়্যসা (রা) তার উপর আঘাত করলেন, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করতে পারলেন না। তখন আবূ বুরদা তার হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করলেন। এ সময় হুয়াইসা যিনি তখন কাফির ছিলেন, নিজ ভাই মুহায়্যসাকে বললেন : তুমি কা'ব ইব্‌ন ইয়াহুযাকে হত্যা করলে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, হুয়াইসা বললেন : শোন হে! আল্লাহ্‌র কসম! তার সম্পদ দ্বারা তোমার পেটে বেশ কিছু চর্বি জমেছে। হে মুহায়্যসা! তুমি তো একটা অপদার্থ। তখন মুহায়্যসা (রা) তাকে বললেন : তাকে হত্যা করতে আমাকে এমন এক মহান ব্যক্তি নির্দেশ দিয়েছেন, যিনি তোমাকেও হত্যা করার নির্দেশ দিলে, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করে ফেলব। মুহায়্যসা (রা)-এর এ কথায় তিনি অত্যন্ত অভিভূত হন এবং তার কাছ থেকে বিস্মিত হয়ে ফিরে যান। জনশ্রুতি এই যে, তিনি সারারাত অনিদ্রা অবস্থায় তার ভাইয়ের এ কথায় বিস্ময়বোধ করতে লাগলেন।

এরপর সকালবেলা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! নিঃসন্দেহে এটাই সত্যধর্ম। অবশেষে তিনি নবী (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ সম্পর্কেই মুহায়্যসা (রা) কিছু কবিতা রচনা করেন, যা আমি আগেই বর্ণনা করেছি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাজরান থেকে ফিরে আসার পর, জুমাদাল উখরা, রজব, শাবান ও রমযান মাসে মদীনায় অবস্থান করেন। আর কুরায়শরা তাঁর বিরুদ্ধে তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে উহুদের ময়দানে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

উহুদ যুদ্ধ

উহুদ যুদ্ধের ঘটনা এরূপ যেমন আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম যুহ্রী, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাব্বান, আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা ও হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আমর ইব্ন সা'দ ইব্ন মু'আয প্রমুখ আলিম বর্ণনা করেছেন। এঁদের সকলেই উহুদের ঘটনার কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন। এখানে আমি উহুদ যুদ্ধ সংক্রান্ত যেসব ঘটনা উল্লেখ করেছি, তাতে তাদের সকলের বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে।

কুরায়শদের বিরোধিতা

বদরের যুদ্ধে যখন কুরায়শরা পরাজিত হল এবং তাদের পরাজিত দল মক্কায় ফিরে গেল, আর এদিকে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব ও তার বাণিজ্যিক কাফিলা নিয়ে মক্কায় ফিরে এল, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাবী'আ, ইকরামা ইব্ন আবূ জাহিল, সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া প্রমুখ কুরায়শের আরও কিছু ব্যক্তি, যাদের পিতা-পুত্র কিংবা ভাই বদরের দিন নিহত হয়েছিল, তারা আবূ সুফিয়ান ও কুরায়শদের মধ্যে সেই কাফিলায় যাদের বাণিজ্যিক পণ্য ছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন :

'হে কুরায়শ সম্প্রদায়! মুহাম্মদ তোমাদের শিকড় শুদ্ধ উৎপাটন করে দিয়েছে, তোমাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করেছে। সুতরাং তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ধন-সম্পদ দ্বারা আমাদের সাহায্য কর, যাতে আমরা তাদের থেকে আমাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে, তাদের প্রতিশোধ নিতে পারি। তখন তাদের কথা মত কুরায়শরা তাই করল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : কতক আলিম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয় :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ـ

আল্লাহ্র পথ হতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য কাফিররা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে; এরপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে, তারপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে (৮ : ৩৬)।

কুরায়শদের সংঘবদ্ধ হওয়া প্রসংগে

আবূ সুফিয়ান এবং বাণিজ্যিক কাফিলার উসকানিতে গোটা কুরায়শ সম্প্রদায় ও তাদের মিত্ররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে কেবল ঐক্যবদ্ধই হল না বরং কিনানার গোত্রগুলো এবং তিহামার লোকেরা, যারা তাদের অনুগত ছিল, তারাও তাদের সহযোগিতার জন্য তৈরি হল :

আবূ উয্যা প্রসংগে

আবূ উয্যা আমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ জুমাহী নামে এক ব্যক্তি ছিল, বদর যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যার উপর অনুগ্রহ করেছিলেন। তার অনেক সন্তান-সন্ততি ছিল এবং সে অভাবী ছিল। সে বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বলল : আপনি তো জানেন, আমার অনেক সন্তান-সন্ততি এবং আমি একজন অভাবী মানুষ। আপনি আমার উপর অনুগ্রহ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে, তাকে ছেড়ে দেন। এরপর সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া তাকে বললেন : হে আবূ উয্যা! তুমি তো কবি। তুমি তোমার কবিতা ও বাকশক্তি দিয়ে আমাদের সাহায্য কর এবং আমাদের সাথে যুদ্ধে চল। সে জবাব দিল : মুহাম্মদ (সা) বদর যুদ্ধে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন, তাই আমি তাঁর বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে প্রস্তুত নই।

তখন সাফওয়ান বললেন : আচ্ছা, সে কথা থাক, তুমি তো নিজের জীবন দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পার। আমি অংগীকার করছি, যদি তুমি নিরাপদে ফিরে আসতে পার, তবে আমি তোমাকে প্রচুর সম্পদ দিয়ে ধনী করে দিব। আর যদি তুমি যুদ্ধে মারা যাও, তবে আমি এ দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তোমার মেয়েরা আমার মেয়েদের সাথে জীবন যাপন করবে এবং সুখে-দুঃখে তারা আমার মেয়েদের মতই থাকবে।

আবূ উয্যার অংগীকার ভংগ প্রসংগে

আবূ উয্যা এতে সম্মত হয়ে গেল এবং তিহামার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল। সেখানে পৌঁছে সে বনূ কিনানাকে যুদ্ধের জন্য আহবান জানিয়ে এই কবিতা বলল :

إيها بنى عبد مناف الرزام * أنتم حماة وابو كم حام

لا تعدونى نصركم بعد العام * لا تسلمونى لايحل إسلام

হে অবিচল যোদ্ধা বনূ আব্দ মানাফ! তোমরা হলে গোত্র মার্যদা সংরক্ষণকারী, যেমন ছিল তোমাদের পিতৃ পুরুষেরা গোত্র মর্যাদা রক্ষাকারী (সুতরাং এ কঠিন পরিস্থিতিতে তোমরা আমাদের সাহায্য কর)।

এ বছরের পর আর আমাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতির কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের শত্রুর হাতে ছেড়ে দিও না; কেননা, এরূপ করা আদৌ উচিত নয়।

মুসাফি' ইব্ন আবদ মানাফ প্রসংগে

এ ছাড়াও মুসাফি ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জুমাহ্ বনূ মালিক ইব্ন কিনানার কাছে পৌঁছে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতি প্ররোচিত করে এই কবিতা আবৃত্তি করলেন :

يا مال مال الحسب المقدم * أنشد ذا القربى وذا التذمم

من كان ذارحم ومن لم يرحم * الحلف وسط البلد المحرم

عند حطيم الكعبة المعظم

হে বনূ মালিক ইব্‌ন কিনানা! তোমাদের সেই আগেকার আভিজাত্যবোধের কি হলো যে, আমি এখন সেই আত্মীয়-স্বজনকে, প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তাদানকারীদের তালাশ করে বেড়াচ্ছি?

তোমরা বল তো, দয়াবান রহম দিলের অধিকারী কারা ছিল? সম্মানিত শহরের মাঝে, পবিত্র কা'বা ঘরের হাতীমের পাশে, কে মিত্রদের প্রতি অনুগ্রহ করেনি? (অর্থাৎ তোমরাই এরূপ করেছিলে, এখন তোমাদের কি হলো?)

ওয়াহ্শী প্রসংগে

জুবায়র ইব্‌ন মুতঈমের ওয়াহ্শী নামে এক হাবশী গোলাম ছিল। সে হাবশীদের মত বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী ছিল। তার লক্ষ্য খুব কমই ভ্রষ্ট হতো। জুবায়র তার গোলামকে বলল : তুমিও সকলের সাথে যুদ্ধে চলো। যদি তুমি আমার চাচা তু'মা ইব্‌ন 'আদীর হত্যার প্রতিশোধে মুহাম্মদের চাচা হামযাকে হত্যা করতে পার, তবে তুমি আমার পক্ষ হতে আযাদ হয়ে যাবে।

কুরায়শ তাদের অনুসারী ও তাদের সাথে যোগদানকারী বনূ কিনানা ও তিহামার লোকদের নিয়ে অস্ত্র-শস্ত্রসহ পূর্ণ সাজ-সজ্জায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রণাঙ্গনের দিকে বেরিয়ে পড়ল। আর কেউ যাতে পলায়ন না করে, সেই সাথে নিজেদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয়, সে জন্য তারা নিজেদের মহিলাদেরকে হাওদায় বসিয়ে সাথে নিয়ে নিল।

কুরায়শদের সেনাপতি আবূ সুফিয়ান হিন্দা বিন্‌ত উতবাকে সাথে নিল। অনুরূপভাবে ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল, উম্মু হাকীম বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরাকে, হারিস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা ফাতিমা বিন্‌ত উয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরাকে ও সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া বুরযা বিন্‌ত মাসঊদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন উমায়ের সাকাফীকে সাথে নিয়ে নিল। বুরযা ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার মা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে তার নাম রুকাইয়া।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আর আমর ইব্‌ন 'আস রায়তা বিন্‌ত মুনাব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজকে। রায়তা ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমরের মা। অনুরূপভাবে তালহা ইব্‌ন আবূ তালহা সুলাফা বিন্‌ত সা'দ ইব্‌ন শুহায়দ আনসারীকে সাথে নিল।

আবূ তালহা হল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল উয্যা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবদুদ্দার এর কুনিয়াত আর সুলাফা হল তালহার ছেলে মুসাফি', জুল্লাস ও কিলাবের মা। তাদের পিতাসহ তারা সকলে উহুদে নিহত হয়। বনূ মালিক ইব্‌ন হিসল গোত্রের খুন্নাস বিন্‌ত মালিক ইব্‌ন মাযরাব নামক জনৈক মহিলা তার ছেলে আবূ আযীয ইব্‌ন উমায়েরসহ যুদ্ধে বেরিয়েছিল। সে মাসআব ইব্‌ন উমায়েরেরও মা ছিল। অনুরূপভাবে আমরা বিন্‌ত আলকামা এ অভিযানে অংশগ্রহণ করে। সে ছিল বনূ হারিস ইব্‌ন আব্‌দ মানাত ইব্‌ন কিনানার একজন মহিলা।

হিন্দ বিন্ত উতবা যখনই ওয়াহ্শীর কাছ দিয়ে অতিক্রম করত, কিংবা ওয়াহ্শী যখন তার পাশে আসত, তখন সে তাকে বলত : হে আবূ দাসমা, আমার কলিজা শীতল কর। আবূ দাসমা ছিল ওয়াহ্শীর কুনিয়াত। মোটকথা, তারা যুদ্ধের জন্য রওনা হয়ে সেখানে পৌঁছে আয়নায়ন পর্বতে আস্তানা গাড়ল, যা মদীনার বিপরীত দিকে কানাত উপত্যকার পাশে বতনে সাবখার নিম্নভূমিতে অবস্থিত ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বপ্ন এবং সাহাবীদের সংগে তাঁর পরামর্শ

বর্ণনাকারী বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শদের অবস্থা শুনলেন, আর মুসলমানরা তাদের স্থানে অবতরণ করলেন, তখন তিনি মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি একটি আজব স্বপ্ন দেখেছি। আমি একটি গাভী দেখলাম, আর দেখলাম আমার তরবারির ধারে ভঙ্গুরতা পড়ে গেছে, আর দেখলাম আমার হাত একটি মজবুত লৌহবর্মে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমার ধারণা, এর দ্বারা মদীনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমাকে কতক জ্ঞানী ব্যক্তি একথা শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : رايت بقراً لي تذبح অর্থাৎ আমি দেখলাম, আমার কিছু গাভী যবাই করা হচ্ছে।

তিনি আরও ইরশাদ করেন : গাভী দ্বারা উদ্দেশ্য আমার কিছু সাহাবী, যারা নিহত হবে। আর তরবারিতে করাতের দাঁত দ্বারা উদ্দেশ্য আমার বংশের এক ব্যক্তি, যে নিহত হবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যদি তোমরা মনে কর যে, আমরা মদীনাতে অবস্থান করি, আর কুরায়শরা যেখানে ছাউনি গেড়েছে, তারা সেখানেই থাক; তবে এটা তাদের জন্য খুবই খারাপ হবে, আর তোমাদের জন্য ভাল হবে। কেননা, যদি তারা সেখানেই থাকে, তবে তারা অত্যন্ত ভুল জায়গায় থাকবে। আর যদি তারা মদীনায় এসে আমাদের উপর আক্রমণ করে, তবে আমরা সকলে সেখানে থেকে তাদের বিরুদ্ধে লড়ব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা থেকে বের হওয়া সমীচীন মনে করছিলেন না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সম্পূর্ণ একমত ছিল। সে জোরালোভাবে মদীনায় অবস্থান করা ও বাইরে বেরিয়ে আক্রমণ না করার প্রতি তাকীদ করছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলমান যারা বদরে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হননি এবং পরবর্তীতে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে শহীদ হওয়ার মর্যাদা দান করেন, তারা জোর দাবি করে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বাইরে বেরিয়ে দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করার সুযোগ আমাদেরকে দিন, যাতে তারা এ ধারণা করতে না পারে যে, আমাদের মধ্যে কোন প্রকার কাপুরুষতা ও দুর্বলতা রয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় (তার কথা খণ্ডন করে) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! মদীনায়ই অবস্থান করুন, তাদের দিকে বের হবেন না। আল্লাহ্‌র কসম! যখনই আমরা মদীনা থেকে কোন শত্রুকে লক্ষ্য করে বের হয়েছি, তখনই আমরা পরাভূত হয়েছি। আর যখনই মদীনায় তারা আমাদের উপর চড়াও হয়েছে, তখন তারা পরাস্ত হয়েছে। সুতরাং ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কুরায়শদের তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন। যদি তারা স্বস্থানেই ছাউনি গেড়ে বসে থাকে তবে সে

স্থান হবে তাদের জন্য নিকৃষ্ট জেলখানা স্বরূপ। আর যদি তারা মদীনায় প্রবেশ করে, তবে পুরুষেরা তাদের সাথে তুমুল মুকাবিলা করবে, আর মহিলা ও শিশুরা ছাদের উপর থেকে তাদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করবে। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে যেমন এসেছিল তেমনি বিফল হয়ে ফিরে যাবে।

কিন্তু যারা বের হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করতে আগ্রহী ছিলেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বারবার আব্দার করতে লাগলেন। ফলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং লৌহবর্ম পরিধান করে বেরিয়ে আসলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল শুক্রবার জুমাআর সালাত আদায়ের পর। ঐ দিনই বনূ নাজ্জারের আনসার সাহাবী মালিক ইব্ন আমর (রা)-এর ইন্তিকাল হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম তাঁর জানাযার সালাত আদায় করলেন, তারপর দুশমনদের উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ কষ্ট দেয়ার কারণে লজ্জাবোধ করতে লাগলেন। তারা বলতে লাগলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনর্থ কষ্টে ফেলে দিলাম, এটা আমাদের জন্য সমীচীন ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁদের কাছে বেরিয়ে এলেন, তখন তারা আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা শুধু শুধু আপনাকে কষ্টে ফেলে দিলাম। এটা আমাদের জন্য মোটেই সমীচীন হয়নি। আপনি ইচ্ছা করলে এখানেই অবস্থান করুন, আপনার যাওয়ার দরকার নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : কোন নবীর জন্য শোভা পায় না একবার লৌহবর্ম পরিধান করার পর যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক হাজার সাহাবীর একটি দল সংগে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইব্ন উম্মু মাকতূমকে লোকেদের নিয়ে সালাত আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

মুনাফিকদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া

ইব্ন ইসহাক বলেন : যখন মুসলিম সৈন্যদল মদীনা ও উহুদের মধ্যবর্তী 'শাওত' নামক স্থানে পৌঁছলো, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল এক-তৃতীয়াংশ লোক নিয়ে ফিরে গেল এবং বলতে লাগল : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কথা শুনলেন, আমার কথা শুনলেন না। হে লোক সকল! আমার বুঝে আসছে না, এখানে নিজেকে ধ্বংস করার কি অর্থ, মোটকথা সে তার দলের যে সব লোকদের অন্তরে কপটতা ও সংশয় ছিল, তাদেরকে নিয়ে ফিরে গেল।

বনূ সালামার লোক আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম তাঁদের পিছু পিছু গিয়ে বললেন : হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের নিজ সম্প্রদায় ও নবীকে শত্রুর মুখোমুখি রেখে এভাবে চলে যেও না। জবাবে তারা বলল : যদি জানতাম, তোমরা যুদ্ধের সম্মুখীন হবে, তবে তোমাদেরকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করতাম না। কিন্তু আমাদের ধারণায় যুদ্ধ ঘটবে না। যখন মুনাফিকরা তাঁর কথা মানল না এবং ফিরে যেতেই চাইলো, তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : হে আল্লাহ্র

দুশমনেরা! আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজ রহমত থেকে দূরে রাখুন। অচিরেই আল্লাহ্ তাঁর নবীকে তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : যিয়াদ ছাড়া সকলেই মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আনসার সাহাবিগণ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা আমাদের ইয়াহূদী মিত্রদের সাহায্য নিব কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমাদের জন্য তাদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই।

যিয়াদ বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আমার কাছে বলেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) অগ্রসর হয়ে বনূ হারিসার হাররা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন একটি কাণ্ড ঘটল যে, জনৈক ব্যক্তির ঘোড়া মাছি তাড়ানোর জন্য সজোরে লেজ নাড়ল, আর তা যেয়ে তার তরবারির কব্জির উপর পড়লো; ফলে তরবারি খাপ থেকে বেরিয়ে আসলো।

ইব্ন হিশাম বলেন : অনেকে (سيف كلاّب এর স্থলে) سيف كلاب বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুলক্ষণ নেওয়াকে পছন্দ করতেন, আর কুলক্ষণ নেওয়াকে অপছন্দ করতেন। তিনি তরবারির মালিককে বললেন : তরবারি খাপে ভরে নাও। আমার ধারণা, আজ তরবারি খাপ থেকে বের হবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : কে আছো যে, আমাদেরকে শত্রুর কাছে এমন পথ ধরে নিয়ে যাবে, যা শত্রুর সামনে দিয়ে অতিক্রম করে না। আবূ খায়ছামা বনূ হারিসা ইব্ন হারিসের লোক বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি নিয়ে যাব। এই কথা বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বনূ হারিসার হাররায় নিয়ে চললেন। পথে লোকদের বাগান ইত্যাদির কথাও আলোচনা করলেন। এক সময় তারা মিরবা' ইব্ন ফায়যা-এর বাগানের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সে মুনাফিক ছিল এবং অন্ধ ছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের আগমনের কথা অনুভব করে তাদের চেহারার উপর মুঠ ভরে ভরে মাটি ছুড়তে লাগল এবং বলতে লাগল : তুমি যদি আল্লাহ্র রাসূল হয়ে থাক, তবে তোমার আমার বাগানে আসার অনুমতি নেই। আরো বর্ণিত রয়েছে যে, সে হাতে মাটি নিয়ে বলতে লাগলেন : হে মুহাম্মদ, আল্লাহ্র কসম! যদি আমি জানতে সক্ষম হতাম যে, এই মাটি তুমি ছাড়া আর অন্য কারো চেহারায় লাগবে না, তবে অবশ্যই আমি তা তোমার চেহারার উপর ছুড়ে মারতাম। এ কথা শুনে সকলেই তাকে হত্যা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) গিয়ে বললেন : তাকে হত্যা করো না। সে একই সাথে চক্ষু ও অন্তরের অন্ধ। কিন্তু সা'দ ইব্ন যায়দ, বনূ আবদুল আশহালের লোক, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করার আগেই তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং ধনুক উঠিয়ে তার মাথায় নিক্ষেপ করে তাকে আহত করে দেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উহুদে শিবির স্থাপন

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) অগ্রসর হয়ে উহুদের এক ঘাঁটিতে গিয়ে অবতরণ করলেন। স্থানটি ছিল পাহাড়ের পাশে উপত্যকার উঁচুতে, তিনি উট ও সৈন্য দলকে উহুদ পাহাড়ের দিকে রাখলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমাদের কেউ যেন যুদ্ধ না করে,

যতক্ষণ না আমি তাকে এর নির্দেশ দেই। তখন কুরায়শরা নিজেদের উট ও ঘোড়া সমগাহ নামক স্থানের ক্ষেতে চরাচ্ছিল, যা মুসলমানদের মালিকানাধীন 'কানাত' উপত্যকার একটি অংশ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ করতে নিষেধ করলে জনৈক আনসার সাহাবী (রা) বললেন : বনূ কায়লাহ (অর্থাৎ আওস ও খাযরাজ)-এর ক্ষেতে পশু চরানো হচ্ছে অথচ আমরা এর প্রতিরোধে এখনো তরবারি হাতে নিলাম না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করলেন, তাঁর সংগে তখন সাত শত লোক ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা), বনূ আমর ইব্‌ন আওফের লোককে তীরন্দাজদের দলপতি নিযুক্ত করলেন। তিনি তখন সাদা পোশাক পরিহিত ছিলেন। তীরন্দাজদের মোট সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন : তোমরা তীর দ্বারা অশ্বারোহীদেরকে প্রতিরোধ করবে, যাতে শত্রুদল পিছন দিক থেকে আমাদের উপর আক্রমণ না করতে পারে। যুদ্ধের পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল কিংবা প্রতিকূল যাই হোক না কেন, তোমরা তোমাদের স্থানে অটল থাকবে। তোমাদের ঐ দিক থেকে আমাদের উপর যেন কোন আক্রমণ না হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন দু'টি লৌহবর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি মুস'আব ইব্‌ন উমায়ের এর হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করলেন। তিনি ছিলেন বনূ আবদুদ্দারের লোক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক তরুণ যুবকদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব ফাযারী এবং বনু হারিসা গোত্রের রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা)-কে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি দিলেন। তখন তাদের উভয়ের বয়স ছিল পনের বছর। তিনি প্রথমে তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, এরপর যখন তাঁর কাছে এ মর্মে বলা হলো যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! রাফি' তীর নিক্ষেপে অত্যন্ত পারদর্শী, তখন তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। রাফি' (রা)-কে অনুমতি দেওয়ার পর সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা)-এর ব্যাপারে বলা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! সামুরা তো রাফিকে কুস্তিতে পরাস্ত করতে পারে। কাজেই তাঁকেও অনুমতি দিন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকেও অনুমতি দিলেন। আর নিম্নোক্ত লোকদের ফিরিয়ে দিলেন : (১) উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা), (২) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা), (৩) যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা), যিনি ছিলেন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের লোক; (৪) বারা ইব্‌ন আযিব (রা), যিনি বনূ হারিসার লোক ছিলেন; (৫) আমর ইব্‌ন হাযম, যিনি মালিক ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের লোক ছিলেন।

এরপর তিনি খন্দকের যুদ্ধে এঁদের সকলকে অনুমতি দিয়েছিলেন, তখন এঁদের বয়স ছিল পনের বছর।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এদিকে কুরায়শরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করল। তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার, যার মধ্যে অশ্বারোহী ছিল দু'শ। এদেরকে তারা একপাশে রেখে দিয়েছিল, প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। অশ্বারোহীদের ডান দিকে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ, আর বাম দিকে ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহলকে নিযুক্ত করা হল।

আবূ দুজানা এবং তাঁর বীরত্ব প্রসংগে

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) (নিজ তরবারি হাতে নিয়ে সাহাবাদের লক্ষ্য করে) বললেন :

من يأخذ هذا السيف بحقه

কে আছে, যে এই তরবারি নিয়ে এর হক আদায় করবে? একথা শুনে অনেকেই তরবারি নেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা কাউকেই দিলেন না। পরিশেষে বনূ সা'দার লোক আবূ দুজানা সিমাক ইব্ন খারাশা তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এর হক কি? তখন তিনি বললেন :

أن تضرب به العدوّ حتى ينحنى

এর হক এই যে, তা দ্বারা শত্রুকে এমনভাবে মারবে, যাতে তা বাঁকা হয়ে যায়।

তখন দুজানা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) এই তরবারি আমি নেব। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে তা দিয়ে দিলেন।

আবূ দুজানা (রা) ছিলেন অত্যন্ত সাহসী পুরুষ এবং যুদ্ধের বিভিন্ন কলাকৌশলে পারদর্শী। যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সময় তিনি একটি লাল পট্টি চিহ্নস্বরূপ মাথায় বেঁধে নিতেন। এর দ্বারা বুঝা যেত, তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত থেকে তরবারি নিয়ে, সেই লাল পট্টি বেঁধে নিলেন এবং বীরত্বের সাথে উভয় কাতারের মাঝে হাটতে লাগলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম জা'ফর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আসলাম বনূ সালামার জনৈক আনসার সাহাবী থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ দুজানা (রা)-কে বীরত্বের সাথে চলতে দেখে বললেন :

انها لمشية يبغضها الله الاّ فى مثل هذا الموطن

এ অহংকারসুলভ চলা আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ঘৃণা করেন, তবে এ ধরনের মুহূর্ত ছাড়া।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্ন আমর ইব্ন কাতাদা আমাকে শুনিয়েছেন যে, আমর ইব্ন মালিক ইব্ন নু'মান এর গোলাম আমির ইব্ন সায়ফী যে ছিল বনূ যুবাআর লোক, সে আওস গোত্রের পঞ্চাশ জন তরুণ, অন্য বর্ণনা মতে, পনের জন তরুণকে সাথে নিয়ে মক্কায় চলে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দূরে থাকার জন্য। সে কুরায়শদের সাথে এ মর্মে অঙ্গীকার করেছিল যে, যুদ্ধের ময়দানে তার সম্প্রদায়ের সাথে দেখা হলে কেউ-ই তার বিরুদ্ধে যাবে না। সেমতে মুকাবিলার সময় মক্কার গোলাম ও হাবশীদেরকে নিয়ে এই আবূ আমরই সর্বপ্রথম অগ্রসর হল। সে তার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলল : হে আওস গোত্র! আমি আবূ আমির। জবাবে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল : হে ফাসিক! আল্লাহ্ তোকে চক্ষু থেকে মাহরুম করুন। জাহিলী যুগে আবূ আমিরকে 'রাহিব' বলা হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নাম

রাখেন ফাসিক। সে তার সম্প্রদায়ের জবাব শুনে বললেন : আমার সম্প্রদায়কে ছেড়ে আসার পর তারা বিগড়ে গেছে। এরপর সে তাদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করল এবং প্রস্তর বর্ষণ করল।

আবূ সুফিয়ান ও তাঁর স্ত্রীকর্তৃক কুরায়শদের উত্তেজিত করা প্রসংগে

ইবন ইসহাক বলেন : আবূ সুফিয়ান আব্দুদ্দারের পতাকাবাহীদেরকে যুদ্ধের প্রতি উত্তেজিত করার জন্য বলছিলো : শোন হে বনূ আবদুদ্দার! বদর যুদ্ধেও ঝাণ্ডা তোমাদের হাতেই ছিল। তখন আমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তা তোমাদের জানা আছে। মনে রেখ, ঝাণ্ডা দেখেই লোকেরা অগ্রসর হয়, ঝাণ্ডা স্থানচ্যুত হলে লোকদের পা পিছলে যায়। সুতরাং এখনও সময় আছে, হয়ত তোমরা আমাদেরকে নিশ্চয়তা দাও যে, এ ঝাণ্ডা উত্তোলিত রাখবে অথবা ঝাণ্ডা ছেড়ে দাও, আমরা নিজেরাই তা সামলে নেব।

একথা শুনে তারা অবিচল থাকার অঙ্গীকার করে বলল : ঝাণ্ডা তোমাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে পারি, তবে কালকে যুদ্ধের ময়দানে দেখে নিবে আমাদের কৃতিত্ব। আবূ সুফিয়ান এটাই চাচ্ছিল।

উভয় দলের লোকেরা যখন যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হলো তখন হিন্দা তার সঙ্গিনীদের নিয়ে উঠে পড়লো এবং ঢোল বাজিয়ে ও গান গেয়ে পুরুষদের উত্তেজিত করতে লাগলো। হিন্দা এ কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল :

ويها بنى عبد الدار * ويها حماة الادبار

ضربًا بكل بتار -

উঠ হে বনূ আবদুদ্দার।

উঠ, হে পিছনের লোকদেরকে রক্ষণাবেক্ষণকারীরা।

শাণিত তরবারি নাও এবং হামলা করো।

আরো বলছিল :

إن تقبلوا نعانق * ونفرش النمارق

او تدبروا نفارق فراق غير وامق

তোমরা যদি অগ্রসর হও, তবে আমরা মহিলারা তোমাদেরকে বুকে জড়িয়ে নিব এবং তোমাদের জন্য উত্তম বিছানা ও বালিশ বিছিয়ে অভ্যর্থনা করবো।

আর যদি তোমরা পশ্চাদপসারণ করো, তবে আমরা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো, যেমন বিচ্ছিন্ন হয় প্রেমহীন ব্যক্তি।

ইব্ন হিশাম বর্ণনা করেন :উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের ধ্বনি ছিল : أمت أمت মার, মার।

ইব্ন ইসহাক বলেন : লোকেরা যুদ্ধ আরম্ভ করল এবং তা প্রচণ্ডরূপ ধারণ করল। আবূ দুজানা (রা) লড়াই করতে করতে শত্রুদলের কাতারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : একাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা) বলেন, আমিও রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে তাঁর তরবারি চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা আমাকে না দিয়ে আবূ দুজানাকে দেওয়ার কারণে আমি এই ভেবে মনঃক্ষুণ্ন হলাম যে, আমি তাঁর ফুফু সুফিয়া (রা)-এর ছেলে ও কুরায়শের লোক এবং আবূ দুজানার পূর্বে আমি তা চাইলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বাদ দিয়ে তাঁকে দিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি দেখব সে কি করে। এই বলে আমি তাঁর অনুসরণ করতে লাগলাম। দেখলাম, তিনি তাঁর সেই লাল পট্টি বের করে মাথায় বেঁধে নিলেন। এটা দেখে কোন কোন আনসার সাহাবী (রা) বললেন : আবূ দুজানা (রা) তো মৃত্যুর পট্টি বেঁধে নিয়েছে, তিনি এই কবিতা পড়া অবস্থায় রণাঙ্গনে ঝাপিয়ে ছিলেন :

انا الذى عاهدنى خليلى * ونحن بالسفح لدى النخيل

ألا أقوم للدهر فى الكيول * أضرب بسيف الله والرسول

আমি সেই ব্যক্তি, যার থেকে আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ (সা) খেজুর বৃক্ষের নীচে, পাহাড়ের কাছে, প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন।

আমি উঠে কাতারের শেষ পর্যন্ত মুকাবিলা করতে থাকবো। আল্লাহ্ ও তার রাসূল (সা)-এর তরবারি সমানে চালিয়ে যাব।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় الكيول। শব্দের স্থলে الكبول। শব্দ রয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ দুজনা (রা) যাকেই সামনে পেলেন, তাকেই হত্যা করলেন। মুশরিকদের মধ্যেও এমন একজন ছিল, যে আমাদের মুসলমানদের যাকেই পেত তাকেই শেষ করে দিত। আমি লক্ষ্য করলাম, সে আর আবূ দুজানা (রা) পরস্পরের কাছাকাছি হতে লাগলো। আমি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলাম, তিনি যেন এদের পরস্পরের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেন।' তাই ঘটল এবং তারা পরস্পরের মুখোমুখি হল। উভয় দিক থেকে তরবারি চলতে লাগল। মুশরিক ব্যক্তিটি আবূ দুজানা (রা)-এর উপর তরবারির আঘাত করল, কিন্তু আবূ দুজানা (রা) তরবারি দিয়ে তা প্রতিহত করে বেঁচে গেলেন। এরপর আবূ দুজানা (রা) কঠোর আঘাত করে তাকে শেষ করে দিলেন। এরপর আমি লক্ষ্য করলাম, আবূ দুজানা (রা) হিন্দা বিন্‌ত উতবার মাথার উপর তরবারি উত্তোলন করলেন, কিন্তু তিনি তাঁর উপর থেকে তরবারি সরিয়ে নিলেন।

যুবায়র (রা) বলেন : আমি ভাবতে লাগলাম, (এর রহস্য) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।

ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন, স্বয়ং আবূ দুজানা সিমাক ইব্‌ন খারাশা (রা)-এ সম্পর্কে নিজেই বর্ণনা করেন : আমি লক্ষ্য করলাম, এক ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য লোকদের উত্তেজিত করছে। আমি তার দিকে অগ্রসর হলাম এবং তাকে শেষ করার জন্য তার উপর তরবারি উঠালাম, তখন সে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। দেখলাম সে একজন মহিলা। ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র তরবারি দ্বারা একজন মহিলাকে হত্যা করে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করব না।

হামযা (রা)-এর শাহাদত

হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)ও যুদ্ধে তৎপর ছিলেন এবং এক এক করে শত্রু নিধন করে চলছিলেন। এমন কি তিনি আরতাত্ ইব্‌ন আব্‌দ শুরাহ্‌বিল ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্‌দারকেও মৃত্যুর ঘাঁটিতে পৌঁছে দিলেন। আরতাত ছিল পতাকাবাহীদের একজন। তারপর সিবা ইব্‌ন আবদুল উযযা গুবশানী হামযা (রা)-এর কাছে আসলো। তার কুনিয়াত ছিল আবূ নিয়ার। হামযা (রা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন : এসো, হে খতনাকারিণীর ছেলে। তার মার নাম ছিলো উম্মু আনমার। সে শুরায়ক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ওয়াহাব সাকাফীর বাঁদী ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : শুরায়ক ইব্‌ন আখনাছ ইব্‌ন শুরায়ক্। উম্মু আনমার মক্কায় মহিলাদের খতনা করতো। মোট কথা, যখন তারা পরস্পর মুখোমুখি হলো। তখন হামযা (রা) তাকে হত্যা করলেন।

যুবায়র ইব্‌ন মুতঈম এর গোলাম ওয়াহশী (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম ! আমি দেখতে লাগলাম, হামযা (রা) তরবারি দ্বারা লোকদেরকে নিধন করে চলেছেন। তাঁর তরবারি থেকে কেউই রেহাই পাচ্ছে না। হামযা (রা)-কে তখন ঈষৎ লালিমা মিশ্রিত কালো রঙের উটের মত দেখাচ্ছিল। ওয়াহশী (রা) বলেন : ততক্ষণে দেখলাম সিবা' ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা আমার সামনে দিয়ে হামযা (রা)-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাকে দেখে হামযা (রা) বললেন : হে খতনাকারিণীর ছেলে, এদিকে এসো। এই বলে তিনি তার উপর শক্ত আঘাত হানলেন, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ঐ মুহূর্তে আমি আমার বর্শা ঘুরিয়ে সোজা তার উপর ছুঁড়লাম, যা একেবারে তার নাভীর উপরের অংশে বিদ্ধ হলো এবং তাঁর উভয় পায়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। হামযা (রা) আমার দিকে এগিয়ে আসতে চাইলেন, কিন্তু তিনি কাবু হয়ে গিয়েছিলেন এবং মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি তাঁকে ছেড়ে দিলাম এবং এভাবেই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। এরপর আমি এসে আমার বর্শা নিয়ে নিলাম এবং নিজ বাহিনীর এক দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। এরপর আমার আর কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট রইলো না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফযল ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন হারিস, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার-এর সূত্রে জা'ফর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামরী থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের শাসনামলে আমি এবং বনূ নওফল ইব্‌ন মানাফের লোক উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন খিয়ার সফরে বের হলাম এবং লোকদের সাথে পাহাড়ী পথ অতিক্রম করলাম। আমরা ফেরার পথে হিমস এলাকার উপর দিয়ে যখন অতিক্রম করছিলাম, তখন যুবায়র ইব্‌ন মুতঈমের আযাদকৃত গোলাম ওয়াহশী সেখানে ছিলেন। সেখানে পৌঁছে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আদী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলো ? আমরা ওয়াহশী (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে হামযা (রা)-এর হত্যার ঘটনাটি জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি তাঁকে কিভাবে হত্যা করেছিলেন ? আমি বললাম : আপনার ইচ্ছা হলে চলুন। আমরা

বেরিয়ে হিমস শহরে ওয়াহশী (রা)-এর খোঁজ করতে লাগলাম। আমরা যখন তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিলাম, তখন এক ব্যক্তি আমাদেরকে বলল : তোমরা তাঁকে ঘরের সামনের উঠানে পাবে। তিনি এখন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছেন। যদি তোমরা তাঁকে এমন অবস্থায় পাও, যে তিনি নেশগ্রস্ত নন, তবে দেখবে তিনি আরবী ভাষায় কথা বলছেন, তখন তাঁর কাছে তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। এ সময় তোমরা তাঁকে যা জিজ্ঞাসা করবে, তার জবাব পেয়ে যাবে। আর যদি তাঁকে এমন অবস্থায় পাও যা সাধারণত হয়ে থাকে (অর্থাৎ তিনি যদি নেশাগ্রস্ত থাকেন) তবে তাঁকে ছেড়ে ফিরে আসবে। আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা,) বলেন : আমরা বেরিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। দেখতে পেলাম, তিনি তাঁর ঘরের সামনের উঠানে একটি চাটাইয়ের উপর বসে আছেন। তিনি বোগাস (কালো চীল)-এর মত একেবারেই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি কোন কারণ ছাড়াই চীৎকার করছিলেন। আমরা তাঁর কাছে পৌঁছে তাঁকে সালাম দিলাম। তখন তিনি মাথা উঠিয়ে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আদীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আদী ইব্‌ন খিয়ারের ছেলে ? উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আদী জবাব দিলেন : হ্যাঁ।

ওয়াহশী বললেন : আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে ঐ সময়ে পর থেকে দেখিনি, যখন আমি তোমাকে তোমার মা সা'দিয়ার কাছে দিয়েছিলাম, যিনি তোমাকে যীতুয়া নামক স্থানে দুধ পান করিয়েছিলেন। আমি যখন তোমাকে তাঁর হাতে উঠিয়ে দিলাম। তখন তিনি উটের উপর বসে ছিলেন। তিনি তোমাকে যখন নীচ থেকে উঠিয়ে নেন, তখন তোমার পা দুটো কাপড়ের বাইরে ঝলমল করছিল। আল্লাহ্র কসম! তুমি এখানে এসে দাঁড়াতেই তোমার পাগুলো চিনে ফেলেছি।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমাইয়া বলেন, আমরা উভয়েই ওয়াহশীর পাশে বসে তাঁকে বললাম : আমরা আপনার কাছে এসেছি হামযা (রা)-এর ঘটনা জানার জন্য। আপনি তাঁকে কিভাবে হত্যা করেছিলেন ? ওয়াহশী (রা) বললেন : আমি তোমাদেরকে সে ঘটনা ঠিক সেভাবেই শুনাবো, যেভাবে আমি তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শুনিয়ে ছিলাম, যখন তিনি আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি যুবায়র ইব্‌ন মুতঈম-এর গোলাম ছিলাম। তার চাচা তুমা ইব্‌ন আদী বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। কুরায়শরা যখন উহুদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন যুবায়র আমাকে বললেন : যদি তুমি আমার চাচার প্রতিশোধে মুহাম্মদ (সা)-এর চাচা হামযা (রা)-কে হত্যা করতে পার, তবে আমি তোমাকে আযাদ করে দেব। সুতরাং কুরায়শদের সাথে (উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য) আমি বেরিয়ে পড়লাম। আমি হাবশী ছিলাম। হাবশীদের মত বর্শা নিক্ষেপে আমি এমন দক্ষ ছিলাম যে, আমার বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট কমই হতো। যখন উভয় সৈন্যদলের মাঝে তুমুল লড়াই শুরু হলো, তখন আমি বেরিয়ে হামযা (রা)-এর তাকে রইলাম। আমি দেখলাম, তিনি ধূলায় ধূসরিত হয়ে লাল মিশ্রিত কৃষ্ণ উটের মত হয়ে গেছেন এবং তিনি তার তরবারি দ্বারা বরাবর লোকদেরকে নিধন করে যাচ্ছেন। তার তরবারির সামনে কেউই রেহাই পাচ্ছে না। আমি প্রস্তুত হয়ে দ্রুত তাঁর কাছে পৌঁছার জন্য গাছ কিংবা পাথরের আড়াল হতে লাগলাম। যাতে তিনি আমার নাগালের মধ্যে এসে যান। সেই মুহূর্তেই সীবা ইব্‌ন

আবদুল উয্‌যা আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে হামযা (রা)-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। হামযা (রা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন : এসো হে খতনাকারিণীর ছেলে। এরপর হামযা (রা) সীবা এর উপর তরবারির একটি আঘাত করলেন কিন্তু তা লক্ষ্য ভ্রষ্টহলো। এ সময় আমি বর্শা ঘুরিয়ে ঠিকমত সোজা করে ছুঁড়ে মারলাম। বর্শাটি হামযা (রা)-এর নাভীর উপরের অংশে, পেটে বিদ্ধ হয়ে উভয় পায়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল। হামযা (রা) এ অবস্থাতেই আমার দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি কাবু হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই পড়ে গেলেন। আমি তাঁকে তার জান বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এভাবেই ছেড়ে দিলাম। তারপর আমি তার কাছে গিয়ে বর্শা নিয়ে সেনা ছাউনিতে ফিরে এলাম এবং সেখানেই বসে রইলাম। এরপর আমার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি নিছক আযাদ হওয়ার জন্যই তাঁকে হত্যা করেছিলাম। সুতরাং যখন মক্কায় ফিরে এলাম, তখন আমাকে আযাদ করে দেওয়া হলো।

আমি মক্কায় অবস্থানরত ছিলাম, কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র মক্কা নগরী জয় করলেন, তখন আমি পালিয়ে তায়েফে চলে গেলাম এবং সেখানেই অবস্থান করতে লাগলাম। যখন তায়েফের প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে গেল, তখন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। একবার ভাবলাম সিরিয়া, ইয়ামান কিংবা অন্য কোন দেশে চলে যাব। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এই পেরেশানীর মধ্যেই ছিলাম, এ সময় এক ব্যক্তি এসে আমাকে বললেন : হে হতভাগা! আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন কাউকে হত্যা করেন না, যে তাঁর দীন গ্রহণ করে এবং কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে নেয়। ওয়াহশী (রা) বলেন : তার এ কথার পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মদীনায় আগমন করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তাঁর মাথার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ানো দেখে বিস্মিত হলেন। এ সময় আমি কালিমায়ে শাহাদাত পড়ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি ওয়াহশী ? আমি বললাম : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)। তিনি বললেন : বস্ এবং আমাকে বল তো তুমি কিভাবে হামযাকে হত্যা করেছিলে ?

ওয়াহশী (রা) বলেন : আমি পূর্ণ ঘটনা যেভাবে তোমাদের কাছে বর্ণনা করলাম, সেভাবে তাঁর কাছে বর্ণনা করে শুনিয়েছিলাম। আমার কথা শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন :

ويحك ! غيب عنى وجهك ، فلا أرينك

হতভাগা! তোমার চেহারা আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। আর যেন কোনদিন আমি তোমাকে না দেখি।

ওয়াহশী (রা) বলেন : তারপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেখানে থাকতেন, আমি আমার মুখ অন্য দিকে লুকিয়ে ফেলতাম, যাতে তিনি আমাকে না দেখতে পান। তার ইন্তিকাল পর্যন্ত আমি এরূপই করতাম।[১]

---

১. ইসলাম গ্রহণের পর তিনি 'সাহাবী'-এর মর্যাদা লাভ করেছেন, সুতরাং তাঁর সম্পর্কে নেশাগ্রস্ত হওয়ার বর্ণনা গ্রহণযোগ নয় (—সম্পাদক)।

মুসায়লামা কায্‌যাবের হত্যা

ওয়াহ্‌শী বলেন : এরপর মুসলিম বাহিনী যখন ইয়ামামার অধিপতি মুসায়লামা কায্‌যাবকে হত্যা করার জন্য রওনা হয়, তখন আমিও তাদের সংগে বের হই এবং ঐ বর্শাই সাথে নিয়ে নেই যা দ্বারা আমি হামযা (রা)-কে হত্যা করেছিলাম। যখন উভয় দলের মাঝে সংঘর্ষ শুরু হয়, তখন আমি মুসায়লামা কায্‌যাবকে দেখলাম, সে তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে চিনতাম না, তাই কাউকে জিজ্ঞাসা করে তার সম্পর্কে জেনে নিলাম এবং তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। অন্যদিক থেকে জনৈক আনসার সাহাবীও তাকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হন। আমরা উভয়ই তার উপর আঘাত করার ইচ্ছা করি। আমি আমার বর্শা ঘুরিয়ে ঠিক করে তার দিকে ছুঁড়ে মারি যা তার গায়ে গিয়ে বিঁধে যায়। এদিকে আনসার সাহাবী তরবারি দিয়ে তার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। আল্লাহ্-ই ভাল জানেন আমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছি। যদি আমি তাকে হত্যা করে থাকি, তাহলে মনে করবো, (আমি একদিকে যেমন) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। তেমনি (অন্যদিকে) সব চাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তিটিকেও আমিই হত্যা করেছি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফযল, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার-এর সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন : সেদিন আমি শুনতে পেলাম, জনৈক ব্যক্তি চীৎকার করে বলছে, মুসায়লামা কায্‌যাবকে একজন হাবশী গোলাম হত্যা করেছে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি এ তথ্য পেয়েছি যে, ওয়াহ্‌শীকে মদ পানের দায়ে বার বার শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল, এমনকি তাকে চাকরী থেকে বরখাস্তও করা হয়। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলতেন : আমি জানতাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা হামযা (রা)-এর হত্যাকারীকে ছাড়বেন না।

মুস'আব ইব্‌ন উমায়ের (রা)-এর শাহাদত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, মুস'আব ইব্‌ন উমায়ের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হিফাযত করার জন্য লড়তে থাকেন। এভাবে তিনি শহীদ হন। তাকে যে শহীদ করেছিলেন, সে হলো ইব্‌ন কামীআ লায়ছী। সে ভেবেছিল ইনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)। তাই সে কুরায়শদের কাছে ফিরে গিয়ে বলে যে, আমি মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করেছি। মুস'আব ইব্‌ন উমায়ের (রা) শহীদ হওয়ার পর, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঝাণ্ডা আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর হাতে অর্পণ করেন। আলী (রা)ও অন্যান্য মুসলমানদের সংগে মিলিত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে মাসলামা ইব্‌ন আলকামা মাযিনী বর্ণনা করেন যে, উহুদের দিন লড়াই যখন তীব্র আকার ধারণ করল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসারদের ঝাণ্ডার নীচে বসে গেলেন এবং তিনি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন : তুমি ঝাণ্ডা নিয়ে সামনে অগ্রসর হও। সুতরাং তিনি অগ্রসর হয়ে বললেন : আমিই আবুল ফুসাম। ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা মতে, মতান্তরে আবুল কুসাম। তখন মুশরিক

সেনাবাহিনীর পতাকাবাহী আবূ সা'দ ইব্ন আবূ তালহা তাঁকে ডেকে বললেন : হে আবুল কুসাম! ময়দানে এসে লড়বে কি? আলী (রা) বললেন : হ্যাঁ! এই বলে তিনি দুই কাতারের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দু'দিক থেকে তরবারি চলতে লাগলো। এক সময় আলী (রা) তরবারির আঘাত করে আবূ সা'দকে ভূপাতিত করলেন। কিন্তু তিনি তাকে একবারেই খতম না করে ফিরে এলেন। তাঁর সাথীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি তাকে খতম করলেন না কেন? জবাবে তিনি বললেন : সে আমার সামনে নগ্ন হয়ে পড়ায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাছাড়া আমি মনে করেছিলাম, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মৃত্যু দিয়েছেন।

অন্য বর্ণনামতে আবূ সা'দ ইব্ন আবূ তালহা উভয় কাতারের মাঝে এসে গর্জন করতে লাগল : "আমি কাসিম! কে আছ আমার সাথে মুকাবিলা করবে?" কেউ যখন বেরিয়ে এলো না, তখন সে বলতে লাগল : "হে মুহাম্মদ (সা)-এর সাথীরা, তোমরা ধারণা কর যে, তোমাদের নিহতরা জান্নাতে, আর আমাদের নিহতরা জাহান্নামে যাবে। লাতের কসম! তোমাদের ধারণা মিথ্যা, যদি সত্যি তোমাদের এ বিশ্বাস হতো, তাহলে অবশ্যই তোমাদের কেউ না কেউ মুকাবিলা জন্য বেরিয়ে আসত।" একথা শুনে আলী (রা) তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উভয়ের মাঝে তরবারি চলতে লাগলো। অবশেষে আলী (রা) তাঁকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে ফেললেন।

আসিম ইব্ন সাবিত (রা)-এর ঘটনা

আসিম ইব্ন সাবিত ইব্ন আবূ আকলা (রা)ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি মুসাফি ইব্ন তালহা ও তার ভাই জুল্লাস ইব্ন তালহাকে হত্যা করেন। আসিম ইব্ন সাবিত (রা) উভয় ভাইয়ের উপর একের পর এক তীর নিক্ষেপ করেন। তাদের এক একজন (মারাত্মকভাবে আহত হয়ে) তাদের মা সুলাফার কাছে পৌঁছে নিজের মাথা তার কোলে রাখলো। তাদের মা তাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে বৎস! কে তোমাদের আহত করেছে। তারা প্রত্যেকে বললেন : তা তো জানি না, তবে আমি আমার উপর তীর নিক্ষেপ করার সময় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি : এই নাও, আর আমি আবুল আকলার ছেলে। তখন তাদের মা প্রতিজ্ঞা করলো যে, আল্লাহ্ যদি তাকে সুযোগ দেন, তবে সে আসিমের মাথার খুলিতে মদ পান করবে। আসিম (রা) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এরূপ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি নিজেও কোন মুশরিক কে স্পর্শ করবেন না, আর তাকেও কোন মুশরিক স্পর্শ করতে না পারে।

উসমান ইব্ন আবূ তালহা উহুদের যুদ্ধের সময় এই কবিতা আবৃত্তি করে, তখন সে মুশরিকদের পতাকাবাহী ছিল :

إن على اهل اللّواء حقًا * أن يخضبوا الصعدة أو تندق

মনে রেখ! পতাকাবাহীদের দায়িত্ব হলো, তারা নিজ তীরগুলোকে (শত্রুর রক্তে) ক্রমাগত রঞ্জিত করতে থাকবে, যতক্ষণ না তা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায়।

উসমান ইব্‌ন আবূ তালহা এ কবিতা আবৃত্তি করছিল, তখন হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) তাকে হত্যা করেন।

ফেরেশতা কর্তৃক হানযালা (রা)-এর গোসল প্রসংগে

তুমুল যুদ্ধ চলাকালে হানযালা ইব্‌ন আবূ আমির গাসীল (রা) ও আবূ সুফিয়ান পরস্পর মুখোমুখী হল। হানযালা আবূ সুফিয়ানকে কাবু করে ফেললেন। এমন সময় শাদ্দাদ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন শাউব লক্ষ্য করলো, হানযালা (রা) আবূ সুফিয়ানকে কাবু করে ফেলছেন। তখন সে হানযালা (রা)-কে তরবারি দিয়ে আঘাত করে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমাদের সংগী অর্থাৎ হানযালাকে এখন ফেরেশতাগণ গোসল দিচ্ছে। সাহাবীরা তাঁর পরিবারস্থ লোক ও তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন : হানযালা কি অবস্থায় ছিলেন। তাঁর স্ত্রী জবাব দিলেন : তিনি যখন যুদ্ধের ঘোষণা শোনেন, তখন তিনি গোসল ফরয থাকা অবস্থায় বেরিয়ে পড়েন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় الهاتفة এর স্থলে الهائعة রয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে উত্তম ব্যক্তি হলো সে, যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে অপেক্ষা করে এবং যুদ্ধের ঘোষণা শুনামাত্রই যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়।

তিরিম্মাহ ইব্‌ন হাকীম আত্‌তাঈ বলেন : (তিরিম্মাহ অর্থ দীর্ঘকায় ব্যক্তি)

أنا ابن حماة المجد من آل مالك * إذا جعلت خور الرجال تهيع

আমি মালিক বংশের ঐ লোকদের সন্তান যারা মর্যাদা সংরক্ষণকারী, যখন কাপুরুষেরা আত্মসমর্পণ করে।

الهيعة। অর্থ ভয়ংকর আওয়াজ।

ইব্‌ন ইসকাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) (হানযালা (রা)-এর বিবরণ শুনে) বললেন, এজন্যই তো তাকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছেন,

হানযালার মৃত্যুতে ইবনুল আসওয়াদ ও আবূ সুফিয়ানের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : শাদ্দাদ ইব্‌ন আসওয়াদ হানযালা (রা)-কে শহীদ করার সময় এই কবিতা আবৃত্তি করেছিল :

لأحمين صاحبى ونفسى * بطعنة مثل شعاع الشمس

আমি আমার বন্ধুকে এবং আমার নিজেকে এমন বর্শা দ্বারা হিফাযত করবো, যা সূর্যের কিরণের মত ঝলমলে হবে।

এদিকে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব সেদিন তার ধৈর্য ধারণের কথা ও হানযালা (রা)-এর বিরুদ্ধে ইব্‌ন শা'উবের তাকে সাহায্য করার কথা উল্লেখ করে বলে :

ولو شئت نَجَّتنِى كُمَيت طمرة * ولم أحمِل النَّعماء لابن شعوب

وَما زال مُهرِى مزجر الكلب منهم * لدُن غدوةٍ حتى دنت لغُروب

أُقَاتِلهم وأدَّعِى يَا لِغَالِبٍ * وَأَدفعهُمْ عَنى بُركن صلِيب
فبكى وَلاَتَرعىَ مَقَالَةُ عَاذِلٍ * وَلاتَسأمى من عبرة وَنحيب
أباكِ وَإخوَانا له قد تَتَابِعوا * وحُق لَهُم من عبرة بنصِيب
وَسَلى الذى قَد كَانَ فِى النَّفسِ أنى * فتلتُ من النَّجَّار كُل نَجيب
ومن هاشمٍ قَرمَا كَرِيْمَا وَمُصعبا * وكان لدى الهيجاء غير هيوب
ولو أننى لم أشفِ نفسى منهم * لكانت شجا فى القَلب ذات نُدُوب
فآبوا وقد أودى الجلابيبُ منهم * بهم خَدَب من مُعطِب وكَئيب
أصابهم من لم يكُن لدمائهم * كِفاء وَلاَ فِى خُطَّه بِضَرِيب

যদি আমি চাইতাম, তবে আমার তেজস্বী সাদা-কালো ঘোড়া আমাকে উদ্ধার করে নিত। আর আমার ইব্‌ন শা'উবের অনুগ্রহ নেয়ার প্রয়োজন হত না। আমার এ ঘোড়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসলমানদের থেকে এতটুকু দূরত্বে দৃঢ় অবস্থায় ছিল, যতটুকু দূরত্ব থেকে কুকুরকে তাড়া দেওয়া হয়।

আমি তাদের সাথে লাগাতার লড়তে থাকি এবং হে বনূ গালিব বলে আহবান করতে থাকি এবং আমি দৃঢ় শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করি।

সুতরাং আহাজারি করে নাও। আর তিরস্কারকারীর তিরস্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না।

হে বনূ গালিব! তোমাদের বাপ ও ভাইদের প্রতি খুব আহাজারি করে নাও। যারা একের পর এক নিহত হচ্ছিল, (এতে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নয়), আর না অশ্রু ঝরাতে ক্লান্ত হওয়া উচিত। কেননা এরা কিছু হলেও তোমাদের অশ্রুর হকদার ছিল।

আর ঐসব লোকদের সান্ত্বনা দাও, যাদের মনে একথা রয়েছে যে, আমরা বনূ নাজ্জারের সকল সম্ভ্রান্ত লোকদের কেন হত্যা করে ফেললাম এবং বনূ হাশিমের অভিজাত এক ব্যক্তিকে কেন মৃত্যুর ঘাঁটিতে পৌঁছে দিয়েছি, যিনি ছিলেন, অত্যন্ত কঠোর এবং যুদ্ধের ময়দানে নির্ভয়ে লড়াইকারী (অর্থাৎ হামযা (রা)।

অথচ তাকে হত্যা করে আমার অন্তর যদি ঠাণ্ডা না করে নিতাম; তবে আমার অন্তরে এমন ক্ষত থেকে যেত, যার দাগ কখনও মুছতো না।

মুসলমানরা এমন অবস্থায় ফিরে গেল যে, তাদের বড় বড় তেজস্বী ব্যক্তি পেট এফোঁড় ওফোঁড়কারী বর্শার আঘাতে ধ্বংস হয়েছিল। তাদের কতকের শরীর থেকে প্রবাহিত হচ্ছিল শোণিত ধারা, আর তাদের কতক দুঃখ ও বিষন্নতায় জর্জরিত হয়েছিল। তাদেরকে আবূ সুফিয়ান পরীক্ষায় ফেলে দেয়, যার কারণে তাদের রক্তের প্রতিশোধ কেউ নিতে পারছিল না, আর না তার কৃতিত্বে কেউ তার সমকক্ষ ছিল।

جَلَابِيبُ বহুবচন, এক বচনে جِلْبَاب । جلباب-এর অর্থ হলো : মোটা ও অমসৃণ পায়জামা। কাফিররা মুসলমানদেরকে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে ছিল, তাদেরকে এই উপাধি দিয়েছিল।

হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) আবু সুফিয়ানের কবিতার জবাবে বলেন

ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা মতে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আবূ সুফিয়ানের কবিতার জবাবে এই কবিতা বলেন :

ذكرت القروم الصيد من آل هاشمٍ * ولستَ لزُورٍ قُلتَه بمُصيب

أتعجب أن أقصدت حمزة منهم * نجيبا وقد سمَّيتَه بنَجيب

ألم يقتُلوا عمراً وعُتَبة وابنه * وشيبة والحجَّاج وابنَ حَبيب

غداةَ دعا العاصي عليًا فراعَه * بضَربة غضب بَلّه بخَضيب

তুমি হাশিম বংশীয় বীর-বাহাদুর শিকারীদের কথা উল্লেখ করেছো। (নিঃসন্দেহে তুমি ভুল বলোনি, সত্যিই বলেছো) তাই বলে তোমার মিথ্যা কথা সত্য হতে পারে না।)

তুমি কি এ ব্যাপারে গর্বিত যে, তুমি হাশিম বংশীয় হামযা (রা)-এর মত অভিজাত ব্যক্তিকে অভিজাত বলে স্বীকার করেও হত্যা করেছো ?

বল তো, মুসলমানরা কি আমর, উতবা ও উতবার ছেলে শায়বা, হাজ্জাজ ও ইব্‌ন হাবীবকে হত্যা করেনি ?

এই ঘটনা কি সেদিন সকালের নয় যেদিন 'আস আলী (রা)-কে যুদ্ধের আহবান করেছিল। আর আলী (রা) তাকে এমন তরবারির আঘাতে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন, যা রঙীন রক্তে সিক্ত হচ্ছিল ?

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন শা'উব আবূ সুফিয়ানের প্রতি অনুগ্রহের খোটা দিয়ে বলে :

ولو لادفاعى يابن حرب ومشهَدى * لألفِيت يوم النَّعف غَير مُجيبٍ

ولو لامكرِّى المُهر بالنَّعف قرقرت * ضباع عَليه أوضِراءَ كَليب

হে ইব্‌ন হার্‌ব! আমি যদি উপস্থিত থেকে তোমাকে রক্ষা না করতাম, তবে উহুদ যুদ্ধের সময় তোমাকে এমন অবস্থায় পাওয়া যেত যে, তোমার আওয়াজ শোনার মত কোন লোকই থাকতো না।

যদি আমি উহুদ পাহাড়ে আমার ঘোড়া না ছাড়তাম, তবে শৃগাল আবূ সুফিয়ানের উপর চারদিক থেকে ঝাপিয়ে পড়ত এবং খেয়ে ফেলত।

ইবন হিশাম বলেন, তার বক্তব্যে (عليه او ضراء) ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অন্য কারো সূত্রে বর্ণিত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্‌ন হিশাম আবূ সুফিয়ানের কবিতার জবাবে বলেন :

جزيتهم يومًا ببدر كمثله * على سابح ذى ميعة وشبيب

لدى صحن بدر أو اقمت نوائحًا * عليك ولم تحفل مصاب حبيب

وانك لو عاينت ماكان منهم * لأبت يقلب مابقيت نخيب

তেজস্বী, ফুর্তিবাজ ও তরুণ ঘোড়ার পিঠে বসে আমি এমন এক যুদ্ধে সেই কাফিরদের প্রতিশোধ নিয়েছি, যেমন বদরের যুদ্ধে নেওয়া হয়েছিল। অথবা ধরে নাও, আমি তোমার উপর বিলাপকারিণীদের নির্ধারিত করে দিয়েছি, যারা কোন বন্ধুর বিপদেও সমবেত হওয়ার ছিল না।

যদি তুমি স্বচক্ষে ঐ দৃশ্য দেখতে, যা মুসলমানরা দেখিয়েছিল, তবে তুমি চিরদিনের জন্য ভীতু ও সন্ত্রস্ত এক অন্তর নিয়ে ফিরে আসতে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হারিস ইব্‌ন হিশাম এই কবিতা এজন্য বলেছিলেন যে, তার এ ধারণা হয়েছিল, আবূ সুফিয়ান তার কবিতা :

وما زال مهرى مزجر الكلب منهم

তাকেই লক্ষ্য করে বলেছিল। কেননা, তিনি বদর যুদ্ধের দিন ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্য করে তাঁর পতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। মুসলমানরা কাফিরদের তরবারি দিয়ে ব্যাপকভাবে হত্যা করেন; এমনকি তাদের সৈন্যদলকে সেনাছাউনি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন, ফলে, চূড়ান্তভাবে তারা পরাজিত হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করেন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তার পিতা আব্বাদ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে, তিনি যুবায়র (রা) থেকে, তিনি বলেন : আল্লাহ্ জানেন, আমি হিন্দা বিন্‌ত উতবা ও তার সঙ্গিনীদের কাপড় গুটিয়ে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পলায়ন করতে দেখেছি। আর তাদেরকে পাকড়াও করাটা কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু আমরা যখন কাফিরদের সৈন্যদলকে (পরাস্ত করে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলাম) তখন আমাদের তীরন্দাজরা (রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ছেড়ে দিয়ে) কাফিরদের পরাজিত সৈন্যদলের পিছু ধাওয়া করল, ফলে আমাদের পিঠ অশ্বারোহীদের দিকে হয়ে গেল। এই সুযোগে শত্রুরা আমাদের পিছন থেকে আক্রমণ করলো। অন্যদিকে জনৈক ঘোষক এরূপ ঘোষণা দিতে লাগল : ألا إن محمداً قد قتل শোন! শোন! মুহাম্মদ নিহত হয়েছে। তখন আমরা মুসলমানরাও তাদের দিকে ফিরলাম। আর তারাও আমাদের দিকে ফিরল। এ পরিস্থিতির উদ্ভব তখন হলো, যখন কাফিরদের ঝাণ্ডাবাহীদের নিঃশেষ করে ফেলেছিলাম এবং তাদের একজনও ঝাণ্ডার কাছে আসার সাহস পাচ্ছিল না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : الصارخ। অর্থ-গিরিপথে চীৎকারকারী, এখানে এ দ্বারা শয়তানকে বুঝান হয়েছে।

সুআবের বীরত্ব সম্পর্কে হাস্‌সানের বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কিছু সংখ্যক বিজ্ঞজনের বর্ণনামতে এ সময় কাফিরদের ঝাণ্ডা একেবারেই অবনমিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে যখন 'আমরাহ বিন্‌ত আলকামা হারিসী কুরায়শদের উদ্দেশ্যে তা উত্তোলন করল তখন কুরায়শরা পুনরায় ঝাণ্ডার চারপাশে সমবেত হলো। এক পর্যায়ে এই ঝাণ্ডা সুআব নামের হাবশীর হাতে এসে গেল। সে ছিল আবূ তালহার গোলাম এবং কাফিরদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি যে এই ঝাণ্ডা উঠিয়েছিল। সুআব এই ঝাণ্ডা রক্ষা করতে গিয়ে ক্রমাগত লড়ে যেতে লাগল এমনকি যখন তার উভয় হাত কেটে দেওয়া হলো, তখন সে হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে বুক ও গলার দ্বারা ঝাণ্ডাকে ধরলো এবং নিহত না হওয়া পর্যন্ত তা ধরে রাখলো। সে তখন বলছিল : اللهم هل اعــزرت আয় আল্লাহ্! আমি কি কোন ওযর অবশিষ্ট রেখেছি।

এ সম্পর্কে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন :

فخرتم باللواء وشرفخر * لواء حين رد إلى صؤاب

جعلتم فخركم فيه بعبد * وألأم من يطا عفر التراب

ظننتم والسفيه له ظنون * وما إن ذاك من أمر الصواب

بأن جلادنا يوم التقينا * بمكة بيعكم حمر العياب

أقر العين أن عصبت يداه * وما ان تعصبان على خضاب

তোমরা তোমাদের ঝাণ্ডা নিয়ে গর্ব করো, অথচ তোমাদের এ গর্ব ঘৃণ্যতম গর্ব, কেননা, এ ঝাণ্ডা সবশেষে সুআব (নামের গোলামের) মত ব্যক্তির হাতে পৌঁছেছে।

এ ঝাণ্ডা নিয়ে তোমরা গর্ব করছো এক গোলামের কারণে যার মায়ের অবস্থা এই যে, তাকে ধূসর বর্ণের লোকেরা ব্যবহার করে থাকে। (এখানে লোক দ্বারা বনূ আবূ তালহার দিকে ইংগিত করা হয়েছে।)

তোমরা ধারণা করছো, আর বোকাদের কাজ হলো নিছক ধারণা করা। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাস্তবতার সাথে ধারণার সম্পর্কে খুব কমই থাকে।

যেদিন আমরা এবং তোমরা (উহুদ যুদ্ধে) মুখোমুখী হয়েছিলাম, (সেদিন তোমাদের ধারণা ছিল যে) তোমরা আমাদের চামড়া মক্কায় (বাণিজ্যিক পণ্য রাখার) লাল থলে বানিয়ে বিক্রি করবে।

তার হাত লাল দেখে চক্ষু শীতল হতো, আর এ লাল রং মাখানো লাল নয় (বরং রক্তের কারণে লাল)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এর শেষ পংক্তিটি আবূ খুরাশ হুযালীর নামে বর্ণনা করা হয়। খালাফ আহমার আমাকে হুযালির নামে এ পংক্তিটি আরো কিছু পংক্তিটি শুনিয়ে দেন :

أقر العين أن عصبت يداها * وما إن تعصبان علي خضاب

অর্থাৎ এখানে يداه-এর স্থলে يداها রয়েছে, যার দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁর স্ত্রী, উহুদ যুদ্ধের সাথে এর সম্পর্ক নেই। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, এ পংক্তিগুলো মা'কিল ইব্ন খুয়ায়লিদ হুযালী রচিত।

আমরাহ্ বিন্ত আলকামা হারিসীর বীরত্ব সম্পর্কে হাস্সানের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : হাসান ইব্ন সাবিত, আমরাহ্ বিন্ত আলকামা হারিসী ও তার ঝাণ্ডা উত্তোলন সম্পর্কে বলেন :

اذا عضل سيقت إلينا كأنها * جداية شرك معلمات الحواجب

اقمنا لهم طعنا مبيراً منكلا * وجزناهم بالضرب من كل جانب

فلو لا لواء الحارثية أصبحوا * يباعون فى الأسواق بيع الجلائب

যখন বনূ আযল শিরক এলাকার হরিণের বাচ্চার মত আমাদের দিকে ধেয়ে এসেছিল, যাদের ভ্রুর উপর চিহ্ন ছিল ; তখন আমরা তাদের প্রতি দৃষ্টান্তমূলক বিধ্বংসী বর্শা নিক্ষেপ শুরু করি এবং চারিদিক থেকে তরবারির আঘাত করে তাদের লাশের স্তূপে পরিণত করি। যদি আমরাহ্ হারিসীর ঝাণ্ডা না হতো, তবে তারা বাজারে বাণিজ্যিক পণ্যের ন্যায় বিক্রি হতো।

ইব্ন হিশাম বলেন : হাস্সান ইব্ন সাবিতের এই কবিতাগুলো প্রথম কবিতাগুলোর অংশ বিশেষ।

উহুদ যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহত হওয়া প্রসংগে

ইব্ন ইসহাক বলেন : যখন মুসলমানগণ ছত্রভংগ হয়ে পড়েছিলেন, আর দুশমনরা তাদের উপর কঠিন আঘাত হানছিল, তখন ছিল মুসলমানদের অত্যন্ত দুর্যোগ ও কঠিন পরীক্ষার সময়। মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চাচ্ছিলেন তাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করছিলেন। এরপর শত্রুদল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাঁর উপর পাথর বর্ষণ করতে আরম্ভ করলো। ফলে, তিনি একপাশে পড়ে গেলেন, তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল, চেহারা মুবারক যখমী হলো এবং তাঁর ঠোঁটও কেটে গেল। যে ব্যক্তি তাঁকে আহত করেছিল, সে ছিল উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে হুমায়দ তাবীল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর পবিত্র চেহারাও যখমী হয়, মাথার যখম হতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে এবং তিনি এই বলে রক্ত মুছতে থাকেন :

كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوْا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ -

ঐ জাতি কিভাবে সফলকাম হতে পারে যারা তাদের নবীর চেহারা রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে। অথচ তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করছেন।

এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ.

"তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন কিংবা তাদের শাস্তি দিবেন—এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই ; কারণ তারা তো যালিম" (৩ : ১২৮)।

আঘাতের পর আঘাত

ইব্ন হিশাম বলেন : রুবায়হ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সাঈদ খুদরী (রা) তার পিতা থেকে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এ তথ্য বর্ণনা করেছেন যে, উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর পাথর নিক্ষেপ করে তার সামনের ডান দিকের নীচের দাঁত ভেঙ্গে দেয় এবং নীচের ঠোঁট যখমী করে দেয়, আবদুল্লাহ্ ইব্ন শিহাব যুহরী তার ললাট যখমী করে দেয়, আর ইব্ন কামিয়া তাঁর পবিত্র চেহারার উপরিঅংশ এমনভাবে আঘাত করে যে, তাঁর শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া মাথার ভিতরে ঢুকে যায় এবং তিনি একটি গর্তে পড়ে যান, এই গর্তটি আবূ আমির নামক জনৈক ব্যক্তি খনন করেছিল, যাতে মুসলমানরা না জেনে তার মধ্যে পড়ে। এ সময় আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত ধরেন, তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) তাঁকে ভর দিয়ে উঠান এবং সোজা দাঁড়া করিয়ে দেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর পিতা মালিক ইব্ন সিনান (রা) তার চেহারা থেকে রক্ত চুষে গিলে ফেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

مَنْ مَسَّ دَمِى دَمَهُ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ

আমার রক্ত যার রক্তের সাথে মিশেছে, দোজখের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না।

জীবন্ত শহীদ

ইব্ন হিশাম বলেন, আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ দারাওয়ারদী (র) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন :

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَى شَهِيْدٍ يَمْشِى عَلٰى وَجهِ الْاَرْضِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ -

যে ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী শহীদকে দেখতে চায়, সে যেন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্কে দেখে।

আবদুল আযীয দারাওয়ারদী আরও বর্ণনা করেছেন : ইসহাক ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন তালহা, ঈসা ইব্ন তালহা থেকে, তিনি আয়েশা (রা)-এর সূত্রে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ উবায়দা ইব্ন জার্রাহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা থেকে দু'টি কড়ার একটি টেনে বের করার সাথে সাথে তাঁর সামনের দিকে একটি দাঁত পড়ে যায়। তারপর তিনি অন্য কড়াটি বের করেন, তখন তার সামনের আরেকটি দাঁত পড়ে যায়। এভাবে তার দু'টি দাঁত পড়ে গিয়েছিল।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) উতবা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসকে লক্ষ্য করে বলেন :

إذا الله جازى معشراً بفعالهم * وضرهم الرحمن رب المشارق
فاخزاك ربى ياعتيب بن مالك * ولقاك قبل الموت احدى الصواعق
بسطت يمينا للنبى تعمداً * فأدميت فاه ، قطعت بالبوارق
فهلا ذكرت الله والمنزل الذى * تصير اليه عند إحدى البوائق

যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন গুমরাহ শ্রেণীকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তির ফয়সালা শুনান এবং যখন মাশরিকের রব রহমান তাদের অনিষ্টের মধ্যে ফেলেন, সে সময় হে উতবা ইব্‌ন মালিক ! আমার রব তোমাকে দারুণভাবে লাঞ্ছিত করুন এবং মৃত্যুর আগেই তোমার কোন না কোন বজ্রাঘাতের সাথে সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিন। স্বেচ্ছায় তুমি নবী (সা)-এর উপর হাত উঠিয়েছ এবং তার পবিত্র চেহারা রক্তাক্ত করেছ, আল্লাহ্ করুন ! তোমার হাত যেন তরবারি দিয়ে টুকরা টুকরা করা হয়।

তোমার কি আল্লাহ্‌র এবং সেই স্থানের কথা স্মরণ হয়নি, যে দিকে তোমাকে এক কঠিন বিপদের মুহূর্তে ফিরে যেতে হবে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি এই কবিতার দুটি লাইন ছেড়ে দিয়েছি, যাতে তিনি খারাপ ভাষা ব্যবহার করেছেন।

ইব্‌ন সাকানের আত্মত্যাগ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুসায়ন ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মাআয মাহমূদ ইব্‌ন আমর থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যখন শত্রুরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘিরে ফেলে, তখন তিনি বলেন : কে আছো, যে আমার জন্য তার জীবন বিক্রি করবে ? এ কথা শুনে যিয়াদ ইব্‌ন সাকান (কারো কারো মতে তিনি উমারা ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন সাকান) পাঁচজন আনসার সাহাবীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষা করতে গিয়ে একের পর এক শহীদ হয়ে যান। তাদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন যিয়াদ (রা) কিংবা আম্মারা (রা)। তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করতে থাকেন, যতক্ষণ না আঘাতে জর্জরিত হয়ে এক স্থান পড়ে যান। এরপর মুসলমানদের একটি দল দাঁড়িয়ে যায় এবং কাফিরদের পিছু ধাওয়া করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দূরে সরিয়ে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : ادنوه منى। তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যিয়াদ কিংবা আম্মারা (রা)-কে তাঁর পবিত্র উরুতে শুইয়ে দেন। এরপর তিনি তাঁর গণ্ডদেশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উরুতে থাকা অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

উম্মু আম্মারা (রা)-এর বাহাদুরী

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উম্মু আম্মারা নাসীবা বিন্‌ত কা'ব মাযিনী (রা) উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে সাঈদ ইব্‌ন আবূ যায়দ আনসারী বলেন যে, উম্মু সা'দ বিন্‌ত সা'দ ইব্‌ন রাবী বলতেন : আমি উম্মু আম্মারার কাছে গিয়ে বললাম : খালা, আপনার অবস্থা বলুন ? তিনি বললেন : আমি দিনের প্রথমাংশে বেরিয়ে পড়ি এবং লোকেদের কাজ-কর্ম দেখতে থাকি এ সময় আমার সাথে পানির মশক ছিল। এইভাবে ধীরে ধীরে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছে গেলাম। তখন তিনি তাঁর সংগীদের মাঝে ছিলেন, আর বিজয় ও আল্লাহ্‌র মদদ তখন মুসলমানদের পক্ষেই ছিল। কিন্তু যখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল এবং মুসলমানরা পরাজিত হতে লাগল, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে গিয়ে সরাসরি কাফিরদের মুকাবিলা করতে লাগলাম, তরবারি দিয়ে তাঁকে হিফাযত করতে লাগলাম এবং ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। এমন কি আমার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

উম্মু সা'দ আরও বলেন : আমি লক্ষ্য করলাম, তাঁর কাঁধে একটি গভীর ক্ষত রয়েছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনাকে এ আঘাত কে করেছে ? তিনি জবাব দিলেন : ইব্‌ন কামিআ। আল্লাহ্ তাকে অপদস্থ করুন ! লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ছেড়ে ইতস্তত ছুটাছুটি করতে লাগলো, তখন ইব্‌ন কামিআ অগ্রসর হয়ে বলছিল, মুহাম্মদকে দেখিয়ে দাও। সে যদি আজ বেঁচে যায়, তবে আমার রক্ষা নেই। ইব্‌ন কামিআর এ কথা শুনে আমি, মুসআব ইব্‌ন উমায়ের ও আরও কিছু লোক যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলেন, তাকে প্রতিহত করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। ঐ সময় ইব্‌ন কামিআ আমাকে এই আঘাতটি করে, আমিও তাকে তরবারি দ্বারা কয়েকটি আঘাত করি, কিন্তু আল্লাহ্‌র দশমন দু'টি লোহ বর্ম পরিহিত ছিল। তাই তার গায়ে আঘাত লাগেনি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিফাযতে আবূ দুজানা ও সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ভূমিকা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আর দুজানা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর উপুড় হয়ে পড়ে ঢালের মত হয়ে যান এবং তীরের পর তীর পিঠে পেতে নিতে থাকেন ; এবং তাঁর পিঠে অসংখ্য তীরের আঘাত লাগে। সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিফাযতের জন্য তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন। তিনি বলেন : আমি লক্ষ্য করলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এই বলে তীর দিচ্ছিলেন : ارْمِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ। আমার পিতামাতা তোমার উপর উৎসর্গ, তীর নিক্ষেপ করে যাও।

এমনকি তিনি আমাকে এমন একটি তীর দিলেন, যার ফলক ছিল না। তবুও তিনি বললেন : নাও এটাকেও নিক্ষেপ কর।

কাতাদা (রা) এবং তাঁর চোখ প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আসিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কাতাদা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধনুক থেকে নিক্ষেপ করছিলেন, এমন কি ধনুকের এক পাশ ফেটে গেল।

কাতাদা ইব্‌ন নু'মান (রা) তা নিয়ে নিলেন এবং তা তার হাতেই ছিল, সেদিন কাতাদা ইব্‌ন নু'মান (রা)-এর চোখে আঘাত লাগে, যার ফলে তাঁ চোখ বেরিয়ে এসে গালের উপর ঝুলে পড়ে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আসিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কাতাদা (রা) আরও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চোখটি নিজ পবিত্র হাত দিয়ে স্বস্থানে বসিয়ে দিলেন ; ফলে তাঁর এ চোখটি আগের চাইতে অধিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ও সুন্দর হয়ে গেল।

আনাস ইব্‌ন নযর (রা)-এর রাসূলপ্রীতি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কাসিম ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন রাফি' (বনী 'আদী ইব্‌ন নাজ্জারের লোক) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন নযর (রা) যিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর চাচা ছিলেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব ও তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে পৌঁছলেন। সেখানে আরও কিছু মুহাজির ও আনসার সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। সকলেই হাতের উপর হাত রেখে বসে ছিলেন। তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা এখানে কেন বসে আছেন ? তারা জবাব দিলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো শহীদ হয়ে গিয়েছেন। একথা শুনে তিনি তাদের বললেন : তবে তাঁর অবর্তমানে তোমরা এ জীবন দিয়ে কি করবে ? ওঠো, যে উদ্দেশ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবন উৎসর্গ করেছেন, তোমরাও সে উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করো। এরপর আনাস ইব্‌ন নযর (রা) কাফিরদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর বীরত্ব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুমায়দ তাবীল আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি সেদিন আনাস ইব্‌ন নযর (রা)-এর শরীরে তরবারির ৭০টি জখম দেখেছি। তাঁকে তাঁর বোন ছাড়া আর কেউ চিনতে পারেনি। তাঁর বোন তাঁকে তার আংগুল দেখে চেনেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ আলিম বর্ণনা করেছেন যে, উহুদের যুদ্ধে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর মুখে একটি পাথর লেগেছিল যার ফলে তাঁর সামনের একটা দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর দেহে বিশ বা তার চেয়েও অধিক আঘাত লাগে। কিছু আঘাত লেগেছিল তাঁর পায়ে, যার কারণে তিনি খোঁড়া হয়ে গিয়েছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী বর্ণনা করেন যে, মুসলমানদের বিপর্যয় ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিহত হওয়ার গুজব ছড়িয়ে যাওয়ার পর যিনি সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খোঁজ পেয়েছিলেন তিনি হলেন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)। তিনি বলেন : আমি শিরস্ত্রাণের নীচে থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উভয় চক্ষু ঝলমল করতে দেখে তাঁকে চিনে ফেললাম। তখন আমি উচ্চৈঃস্বরে আহবান করতে লাগলাম : হে মুসলিম সম্প্রদায় ! তোমাদের

জন্য সুসংবাদ। এই তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)আমাকে চুপ থাকতে ইংগিত করলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর যখন মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চিনতে পারলেন, তখন তিনি মুসলমানদের সাথে নিয়ে ঘাঁটির দিকে চলে গেলেন। এ সময় তাঁর সংগে ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক, উমর ইব্‌ন খাত্তাব, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্, যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম, হারিস ইব্‌ন সাম্‌মা (রা)-সহ আরও কিছু মুসলমান।

উবায় ইব্‌ন খালফের হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক আরও বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ঘাটির উপর উঠলেন, তখন সেখানে উবায় ইব্‌ন খালাফ তাঁর সন্ধান পেয়ে পৌঁছে গেল এবং বলল : হে মুহাম্মদ ! তুমি বেঁচে গেলে আমার রক্ষা নেই। তখন মুসলমানরা জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমরা কেউ কি তার দিকে অগ্রসর হব ? তিনি বললেন : তাকে ছেড়ে দাও। এরপর সে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে গেল, তখন তিনি হারিস ইব্‌ন সাম্‌মা থেকে বর্শা নিলেন। (ইব্‌ন ইসহাক বলেন,) আমি জানতে পেরেছি, অনেকের বক্তব্য এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাম্‌মা থেকে বর্শাটি নিয়ে তা এমন জোরে ঝাড়া দিলেন যে, আমরা এমনভাবে ছিটকে পড়লাম, যেমন ভীমরুলের ঝাঁক উটের তাড়া খেয়ে, উটের পিঠ থেকে উড়ে যায়। [ইব্‌ন হিশাম বলেন : الشعراء। অর্থ দংশনকারী মাছি]

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তার ঘাড়ের উপর এমন জোরে বর্শার আঘাত হানলেন, যার ফলে সে ঘোড়ার উপর থেকে ছিটকে পড়লো এবং কয়েকবার গড়াগড়ি খেল।

[ইব্‌ন হিশাম বলেন : تدأدأ অর্থাৎ تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج ঘোড়ার পিঠে থেকে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেল।]

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে সালিহ্ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ বর্ণনা করেছেন যে, উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফ মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে বলতেন : হে মুহাম্মদ ! আমার একটি আশ্রয়স্থল রয়েছে। তা হলো একটি ঘোড়া, যাকে আমি দৈনিক এক ফরক (প্রায় ৫ সের) দানা আহার দেই। তার উপর আরোহণ করে আমি তোমাকে হত্যা করব।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জবাবে বলতেন : ইন্‌শাআল্লাহ আমিই তোমাকে হত্যা করব। তাই উবায় ইব্‌ন খালফ যখন কুরায়শদের মাঝে ফিরে এলো, তখন তার ঘাড়ে সামান্য মাত্র আঘাত লেগেছিল, যার কারণে রগে রক্ত জমে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল : আল্লাহ্‌র কসম ! মুহাম্মদ আমাকে খুন করেছে। কুরায়শরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল : আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি অনর্থক মন খারাপ করছো। তোমার তো তেমন কিছু হয়নি। উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফ বলল : মুহাম্মদ আমাকে মক্কা থাকতেই বলেছিল : আমি তোমাকে হত্যা করব। তাই আল্লাহ্‌র কসম ! সে আমার উপর

শুধু থুথু ফেললেও আমি মরে যেতাম। এরপর কুরায়শরা তাকে নিয়ে মক্কায় ফেরার পথে, 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছলে আল্লাহ্‌র দুশমন মারা যায়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ সম্পর্কে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এই কবিতা রচনা করেন :

لقد ورث الضلالة عن ابيه * أبى يوم يارزه الرسول

أتيت اليه تحمل رم عظم * وتوعده وأنت به جهول

وقد قتلت بنو الجار منكم * أمية إذ يغوث يا عقيل

وتبّ ابنا ربيعة اذا أطاعا * أبا جهل ، لأ مهما الهبول

وافلت حارث لما شغلنا * بأسر القوم ، اسرته فليل

তার পিতার উত্তরাধিকার সূত্রেই উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফ গুমরাহী পেয়েছিল। আর সে উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মুকাবিলার জন্য এগিয়ে এসেছিল।

হে উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফ ! তুমি তোমার ধ্বংসশীল হাড় নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে এগিয়ে আসছিলে, আর তুমি তাঁর আসল পরিচয় না জেনে তাকে হুমকি দিচ্ছিলে।

বনূ নাজ্জার তোমাদের মধ্য থেকে উমাইয়াকে এমনভাবে হত্যা করেছে যে, সে হে আকীল! হে আকীল ! বরে ফরিয়াদ করছিল !

রাবীআর পুত্রদ্বয় আবূ জাহলের আনুগত্য করে ধ্বংস হলো, আর এখন তাদের মা ধ্বংস হোক। আমরা বন্দীদের গ্রেফতার করায় ব্যস্ত ছিলাম, এ সুযোগে হারিস উধাও হয়ে গেল ; আর তার গোত্র পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : أسرته এর অর্থ قبيلته অর্থাৎ তার গোত্র। হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) এ সম্পর্কে আরও বলেন :

ألا من مبلغ عنى أبيا * لقد ألقيت فى سحق السعير

تمنى بالضلالة من بعيد * وتقسم أن قدرت مع النذور

تمنيك الأمانى من بعيد * وقول الكفر يرجع فى غَرور

فقد لا قتك طعنة ذى حفاظ * كريم البيت ليس بذى فجور

له فضل على الاحياء طراً * إذا نابت ملمات الأمور

এমন কেউ আছে কি, যে উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফের কাছে আমার পক্ষ থেকে এই বার্তা পৌঁছে দেবে যে, তোমাকে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

তুমি দীর্ঘদিন যাবত ভ্রান্ত আশা করছিলে, আর সেই সাথে কসমও খাচ্ছিলে যে, তুমি অবশ্যই সফলকাম হবে।

তুমি অত্যন্ত দুরাশা করছিলে, অথচ কুফর সুলভ উক্তির ফলাফল নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছুই নয়।

তাই তোমার উপর এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের বর্শা বিদ্ধ হলো ; যিনি মর্যাদাশীল, নেতৃস্থানীয়, অভিজাত পরিবারের লোক। যিনি মর্যাদাহীন অনাচারী নন।

কঠিন বিপদ-আপদের সময়ে সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পার্বত্য ঘাঁটিতে উপনীত হওয়া প্রসংগে

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (স) যখন পার্বত্য ঘাঁটিতে উপনীত হলেন, তখন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) পানির সন্ধানে বের হয়ে উহুদের পাশ্ববর্তী মিহরাস জলাশয় থেকে তাঁর ঢাল ভরে পানি নিয়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে পান করার জন্য তা পেশ করলেন। তিনি তাতে দুর্গন্ধ অনুভব করে অপছন্দ করলেন, তা পান করলেন না, বরং তা দিয়ে তাঁর পবিত্র চেহারার রক্ত ধৌত করলেন। আর তিনি তাঁর মাথায় এ পানি ঢালার সময় বলতে লাগলেন : সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ্র গযব খুবই কঠোর, যে তাঁর নবীর চেহারা রক্তে রঞ্জিত করেছে।

সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের ঈমানী জযবা

আমার কাছে সালিহ্ ইব্ন কায়সান জনৈক ব্যক্তির সুত্রে সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : আল্লাহ্র কসম ! আমার অন্তরে কোন মানুষকে হত্যা করার তীব্র ইচ্ছা কখনো জন্মেনি, যতটা আমার ভাই উতবাকে হত্যা করার ব্যাপারে জন্মেছিল। যদিও আমি জানতাম যে, এ কারণে আমি আমার সম্প্রদায়ের কাছে ঘৃণিত হয়ে যাব। কিন্তু আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ ইরশাদই যথেষ্ট যে, সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ্র গযব খুবই কঠোর, যে তাঁর রাসূলের চেহারা রক্তে রঞ্জিত করেছে।

কুরায়শদের পশ্চাদ্ধাবন প্রসংগে

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাথীদের সংগে ঘাঁটিতে ছিলেন, এমন সময় কুরায়শের কিছু লোক পাহাড়ের চূড়ায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে উঠে গেল।

ইব্ন হিশামের বর্ণনা মতে, এ দলের দলপতি ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لَهُمْ اَنْ يَعْلُوْنَا

হে আল্লাহ্ ! তাদের জন্য আমাদের উপর চড়াও হওয়া উচিত হবে না। অবশেষে উমর (রা)-সহ মুহাজিরদের একটি দল তীব্র মুকাবিলা করে তাদের পাহাড় থেকে নামিয়ে দেন।

তালহা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্যকরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাহাড়ের একটি টিলায় আরোহণ করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি আহত হওয়ার কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, এছাড়া তিনি দুটো লৌহ বর্ম পরিহিত ছিলেন, এ কারণে তিনি সেখানে আরোহণ করতে সক্ষম হলেন না। তখন তালহা

ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) এসে তাঁর কাছে বসে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ তাঁর সাহায্যে টিলার উপর চড়ে নিজেকে সামলে নিলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন : তালহা নিজের উপর জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে, যখন সে আল্লাহ্‌র রাসূলের জন্য এ খিদমতটি আঞ্জাম দিয়েছে।

এ তথ্য আমি পেয়েছি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি ইকরামা (রা)-এর সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এ তথ্য পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সেদিন সেই ঘাঁটির ধাপে চড়তে পারেন নি।

ইব্‌ন হিশাম আরও বলেন : গুফরা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম উমর বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ যুদ্ধের দিন আহত হওয়ার কারণে সালাত বসে পড়িয়েছিলেন। আর মুসলমানরাও তাঁর পিছনে বসেই সালাত আদায় করেছিলেন।

ইয়ামান ও ওয়াকাশ (রা)-এর নিহত হওয়া সম্পর্কে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সেদিন মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল, এমন কি অনেকে মুনাক্কা এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, যা আওয়ায[1] এলাকার কাছে ছিল

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আসিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কাতাদা মাহমূদ ইব্‌ন লবীদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন উহুদ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন, তখন হুসায়েল ইব্‌ন জাবির ওরফে ইয়ামান, হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামানের পিতা ও সাবিত ইব্‌ন ওয়াকাশ (রা)-কে মহিলা ও শিশুদের সাথে গুহায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এঁরা দু'জন অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁরা একে অপরকে বললেন : এরে হতভাগা ! কিসের অপেক্ষা করছো ? আল্লাহ্‌র কসম ! আমাদের দু'জনের কারোই বয়স এর চাইতে বেশি বাকী নেই, যতটুকু গাধার দু'বার পানি পান করার সময়ে হয়ে থাকে। আজ না হয় কাল আমরা মরে যাব। আমরা তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিলে যাচ্ছি না কেন ? তবেই তো আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন। এ কথা বলে উভয়ই তরবারি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং লোকদের মাঝে ঢুকে গেলেন। তাদের এ ব্যাপারে কেউই কিছু জানতো না। সাবিত ইব্‌ন ওয়াকাশ (রা)-কে তো মুশরিকরা শহীদ করলো। আর হুসায়েল ইব্‌ন জাবির (রা)-কে মুসলমানরা চিনতে না পারায়, তার উপর তরবারির আঘাত করে, ফলে তিনি মারা যান। তখন হুযায়ফা (রা) বলে উঠলেন : ইনি তো আমার আব্বা। মুসলমানরা বললেন। আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা তো বুঝতে পারিনি। তাদের কথা সত্যই ছিল। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের সকলকে ক্ষমা করুন, তিনি অত্যন্ত দয়াবান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার দিয়্যত (রক্তপণ) দিতে চাইলেন ; কিন্তু

১. আওয়ায-মদীনার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত একটি স্থানের নাম।

হুযায়ফা (রা) মুসলমানদের জন্য তা ক্ষমা করে দিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেল।

ইয়াযীদ (রা) ও তাঁর পিতা হাতিব প্রসংগে

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে হাতিব ইব্ন উমাইয়া ইব্ন রাফির ইয়াযীদ নামে এক ছেলে ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি আহত হলেন। তাকে ঘরে আনা হলো। তখন তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। পরিবারস্থ সকলেই তাঁর চারিপাশে সমবেত হল। মুসলমান নরনারী সকলেই তাকে বলতে লাগলেন : হে হাতিব তনয় ! জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। হাতিব ছিল এক বৃদ্ধ ব্যক্তি। তার অন্তরে তখনও জাহিলিয়াত বর্তমান ছিল। তখন তার নিফাক তথা কপটতা প্রকাশ পেয়ে গেল। সে বলে উঠলো : তোমরা তাকে কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ ; হারমাল[1] জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছ ? আল্লাহ্র কসম ! তোমরা প্রতারণা করে এই তরুণের জীবন ধ্বংস করলে।

মুনাফিক অবস্থায় কুযমানের মৃত্যু

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আসিম ইব্ন আমর ইব্ন কাতাদা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল যার সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না যে, সে কোন গোত্রের। তার নাম ছিল কুযমান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে তার সম্পর্কে আলোচনা হলে তিনি বলতেন : اِنَّهُ لَمِنْ اَهْلِ النَّارِ। সে তো জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

উহুদের যুদ্ধ কুযমান বেশ উদ্যমের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এমনকি সে একাই সাত/আট জন মুশরিককে হত্যা করে। সে অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলো। অবশেষে সে নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হয়, যার কারণে উঠতে পারছিল না। তাকে উঠিয়ে বনূ যাফারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন মুসলমানরা বলতে লাগলেন : কুযমান আজ তোমার পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। সে বলল : আমাকে কিসের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে। আমি তো নিছক আমার কওমের মর্যাদা রক্ষার্থে লড়েছি। অন্যথায় কখনো আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম না। এরপর যখন তার জখমের যন্ত্রণা তীব্র হলো, তখন সে তূণীর থেকে তীর বের করে আত্মহত্যা করলো।

মুখায়রীকের ঘটনা সম্পর্কে

ইব্ন ইসহাক বলেন : উহুদের নিহতদের মধ্যে মুখায়রীক নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে ছিল বনূ ছা'লাবা ইব্ন ফিতূয়নের লোক। সে উহুদ যুদ্ধের দিন ইয়াহূদীদের লক্ষ্য করে বলল : হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! আল্লাহ্র কসম! তোমরা জানো যে, মুহাম্মদ (সা)-এর সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। তারা বললো : আজ তো শনিবার। মুখায়রীক বলল : শনিবার বলতে

---

১. হারমাল হলো এমন একটি গাচের নাম, যার থেকে ছোট কাল দানা উৎপন্ন হয়। সাধারণত ঃ এ গাছ কবরস্থানে জন্মে।

তোমাদের কিছুই নেই। এরপর মুখায়রীক তার আসবাবপত্র ও তরবারি নিয়ে বলল : যদি আমি নিহত হয়ে যাই, তবে আমার সম্পদ মুহাম্মদ (সা)-এর। তিনি তা যেভাবে চান সেভাবে ব্যবহার করবেন। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে তাঁর সংগে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো এবং নিহত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমার জানামতে মুখায়রীক একজন ভাল ইয়াহূদী ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্‌ন সুওয়াইদ ইব্‌ন সামিত নামে এক মুনাফিকও উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে বের হয়। যখন উভয় দল মুখোমুখি হল, তখন হারিস ইব্‌ন সুওয়াইদ মুজায্যার ইব্‌ন যিয়ার বালাভী ও বনু যুবায়আর জনৈক কায়স ইব্‌ন যায়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং উভয়কে হত্যা করলো। তারপর সে মক্কায় গিয়ে কুরায়শদের সাথে মিলে গেল। জনশ্রুতি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাকে হাতের নাগালে পেলে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু তিনি তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হলেন না। সে মক্কায় ছিল। এরপর সে তার ভাই জুল্লাস ইব্‌ন সুওয়াইদের কাছে তাওবার আবেদন করে পাঠালো যেন সে নিজ কওমের লোকেদের কাছে ফিরে আসতে পারে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর যে বর্ণনা পেয়েছি, সে মতে এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَاۤءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۔

কিভাবে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করবেন ঐ সম্প্রদায়কে যারা কুফরি করেছে তাদের ঈমান আনয়নের পর এবং এই সাক্ষ্যদানের পর যে, রাসূল সত্য, আর তাদের কাছে এসেছে নিদর্শনাদি, আর আল্লাহ্ তো যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না (৩ : ৮৬)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, যাদের উপর আমার আস্থা রয়েছে এমন কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হারিস ইব্‌ন সুওয়াইদ মুজায্যার ইব্‌ন যিয়াদকে হত্যা করে। সে কায়স ইব্‌ন যায়দকে হত্যা করেনি। এর প্রমাণ হলো, ইব্‌ন ইসহাক কায়স ইব্‌ন যায়দকে উহুদ যুদ্ধে নিহতদের তালিকায় উল্লেখ করেননি। আর হারিস মুজায্যারকে এজন্যই হত্যা করেছিল যে মুজায্যার তার পিতা সুওয়াইদকে আওস ও খাযরাজের মধ্যে সংঘটিত কোন এক যুদ্ধে হত্যা করেছিল। ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম দিকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাহাবাদের সংগে অবস্থানরত ছিলেন। এমন সময় হারিস ইব্‌ন সুওয়াইদ মদীনার কোন এক বাগান থেকে বেরিয়ে এলো। তখন তার গায়ে দু'টি লাল রং এর কাপড় ছিল। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে অন্য বর্ণনা মতে, জনৈক আনসার সাহাবীকে তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়ে তিনি তার শিরশ্ছেদ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুওয়াইদ ইব্‌ন সামিতকে মু'আয ইব্‌ন আফরা কোন প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই অতর্কিতভাবে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। এটি ছিল বু'আছ যুদ্ধের আগের ঘটনা।

উসায়রাম (রা)-এর শহীদ হওয়া সম্পর্কে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে হুসায়ন ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মু'আয ইব্‌ন আবূ আহমদের আযাদকৃত গোলাম আবূ সুফিয়ান সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : তিনি লোকদের জিজ্ঞাস করতেন : আচ্ছা আমাকে এমন একজন লোকের কথা বলতো, যে জান্নাতে প্রবেশ করলো, অথচ সে কোনদিন সালাত আদায় করিনি।

লোকেরা বলতে না পারলে, তারা তাকেই জিজ্ঞাসা করত, আপনিই বলুন, তিনি কে ? আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন : তিনি হলেন, বনূ আবদুল আশহালের উসায়রাম আমর ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন ওয়াকাশ।

(ইব্‌ন ইসহাক বলেন,) হুসায়ন বলেন : আমি মাহমূদ ইব্‌ন আসাদকে জিজ্ঞাসা করলাম, উসায়রামের ঘটনাটি কি ছিল : তিনি বললেন, উসায়রাম নিজ কওমের সামনে ইসলামকে অস্বীকার করত। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ যুদ্ধের জন্য বের হলেন, তখন তার ইসলামের প্রতি আগ্রহ জন্মালো এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর তরবারি হাতে নিয়ে মুসলমানদের সাথে শামিল হয়ে গেলেন এবং লড়তে থাকলেন ; এমন কি জখম তাকে অসহায় করে দিল। বনূ আবদুল আশহালের লোকেরা যখন যুদ্ধের ময়দানে তাদের নিহতদের খুঁজতে গিয়ে তাকে দেখতে পেল, তখন তারা বললেন : এ যে উসায়রাম ? সে এখানে কি করে এলো ? আমরা তো তাকে এ বিষয়ে অস্বীকারকারী অবস্থায় ছেড়ে এসেছি, তারপর তারা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলেন :

কি হে আমর, এখানে কি করে এলে? তোমার কওমের প্রতি দরদী হয়ে, না ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে? তিনি জবাব দিলেন : ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং ইসলাম গ্রহণ করেছি। তারপর আমি তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে যুদ্ধে শরীক হয়েছি এবং লড়তে লড়তে এই অবস্থায় পৌছেছি। একথা বলার পরই তিনি তাদের সামনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তখন তিনি বললেন : اِنَّهُ لَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ অর্থাৎ সে নিঃসন্দেহে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

আমর ইব্‌ন জামূহ (রা)-এর শাহাদত প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার পিতা ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বনূ সালামার কিছু প্রবীণ লোক থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইব্‌ন জামূহ (রা) খুবই খোঁড়া ছিলেন। তাঁর

সিংহের মত সাহসী চারজন ছেলে ছিল। তাঁরা সব যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে উপস্থিত থাকতেন। উহুদ যুদ্ধে তাঁরা তাঁদের পিতাকে যুদ্ধে যেতে বারণ করতে চাইলেন এবং বললেন : আপনাকে তো আল্লাহ্ তা'আলা অক্ষম করেছেন। আমর ইব্‌ন জামূহ (রা) ছেলেদের এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে গিয়ে আরয করলেন : আমার ছেলেরা খোঁড়া হওয়ার কারণে আমাকে আপনার সংগে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে বারণ করছে। আল্লাহ্‌র কসম ! আমার আকাঙ্ক্ষা, আমি এই খোঁড়া পা নিয়েই জান্নাতের ভূমিতে বিচরণ করব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা অপারগ করেছেন ; সুতরাং তোমার উপর জিহাদ ফরয নয়। আর তিনি তাঁর ছেলেদেরকে বললেন : তোমাদের জন্যও তাকে বাঁধা দেওয়া ঠিক নয়। হতে পারে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাহাদত নসীব করবেন। পরিশেষে আমর ইব্‌ন জামূহ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়লেন এবং উহুদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে সালিহ্ ইব্‌ন কায়সান বর্ণনা করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহাবীদের মধ্যে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, হিন্দা বিন্‌ত উতবা ও তার সঙ্গিনীরা তাঁদের নাক-কান কাটতে লাগলো। এমন কি হিন্দা পুরুষদের কর্তিত নাক-কানগুলো দিয়ে পায়ের নুপুর, গলার হার বানাল; আর নিজের গলার হার, কানের দুল ও পায়ের নুপুর খুলে যুবায়র ইব্‌ন মুতঈমের গোলাম ওয়াহশীকে দিয়ে দিল। হিন্দা হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর কলিজা ছিঁড়ে চিবাতে ও গিলতে চেষ্টা করলো কিন্তু গিলতে না পেরে তা থু করে ফেলে দিল। এরপর সে উঁচু একটি পাথরে চড়ে চীৎকার করে এই কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল :

نحن جزيناكم بيوم بدر * والحرب بعبد الحرب ذات سعر

ماكان عن عتبة لى من صبر * ولا أخى وعمه وبكرى

شفيت نفسى وقضيت نذرى * شفيت وحشى غليل صدرى

فشكر وحشى على عمرى * حتى ترم اعظمى فى قبرى

আজ আমরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছি। আর প্রথম যুদ্ধের পর দ্বিতীয় যুদ্ধ আরো উত্তেজনা পূর্ণ হয়ে থাকে। উতবার বেদনা বরদাশত করা না আমার পক্ষে সম্ভব ছিল, না আমার ভাইয়ের পক্ষে, আর না ছিল সম্ভব উতবার চাচা ও আমার প্রথম সন্তানের পক্ষে। আমি আমার প্রাণ জুড়িয়েছি, আমি আমার মান্নত পূরণ করেছি। হে ওয়াহশী ! তুমি আমার মনের দাহ নির্বাপিত করেছো।

সুতরাং আমি আজীবন ওয়াহশীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো, যতদিন না আমার হাঁড় কবরে জীর্ণ হয়ে যায়।

উপরোক্ত কবিতার জবাবে হিন্দা বিন্‌ত আছাছাহ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন মুত্তালিব বলেন :

خزيت فى بدر وبعد بدر * يابنت وقاع عظيم الكفر

صبحك الله غداة الفجر * ملها شميين الطوال الزهر

بكل قطاع حسام يفرى * حمزة ليثى وعلى صقرى

إذ رام شيب وأبوك غدرى * فخضبا منه ضواحى النحر

ونذرك السوء فشرنذر

হে লঞ্ছিত, পতিত ও কট্টর কাফিরের মেয়ে ! বদর যুদ্ধেও তুমি অপদস্থ হয়েছো, আর বদরের পরেও। আল্লাহ্ করুন, সকাল সকালেই কর্তনশীল তরবারিসহ দীর্ঘকায় বিশিষ্ট সুন্দর সুন্দর হাশিমীদের সাথে তোমার সাক্ষাৎ ঘটুক। হামযা হলেন আমার সিংহ, আর আলী হলেন আমার বাজপাখী।

যখন শায়বা আর তোমার বাপ আমার সাথে গাদ্দারী করেছে, তখন হামযা ও আলী তাদের বক্ষের বাইরের অংশগুলোকে রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে। তোমার এ মন্দ প্রতিজ্ঞা, অত্যন্ত ঘৃণিত প্রতিজ্ঞা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি এ কবিতাগুলোর তিনটি পংক্তি ছেড়ে দিয়েছি। কেননা তাতে মন্দ গালি-গালাজ বলেছে :

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিন্দা বিন্‌ত উতবা এ সময় এ পংক্তিগুলোও আবৃত্তি করেছিল :

شفيت من حمزة نفسى بأحد * حتى بقرت بطنة عن الكبد

أذهب عنى ذاك ماكنت أجد * من لدعة الحزن الشديد المعتمد

والحرب تعلوكم بشؤبوب برد * تقدم إقداما عليكم كا لأسد

উহুদের মাঠে হামযাকে নিহত করে আমার কলিজা ঠাণ্ডা করেছি এবং তার পেট ফেড়ে তাঁর কলিজা পর্যন্ত বের করে নিয়েছি।

এর দ্বারা এক কঠিন জীবননাশক মর্মপীড়ার সেই ধড়ফড়ানি শেষ হয়ে গিয়েছে, যা আমি আমার বক্ষে অনুভব করছিলাম।

এ যুদ্ধ তোমাদের উপর শিলাবৃষ্টির ন্যায় উছলিয়ে পড়ছিল এবং তা রক্ত পিপাসু সিংহের ন্যায় তোমাদের উপর চড়াও হচ্ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে সালিহ্ ইব্‌ন কায়সান বর্ণনা করেন যে, আমি শুনেছি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন : হে ইব্‌ন ফরীআ : (ইব্‌ন হিশাম বলেন : ফরীআ হলেন খালিদ ইব্‌ন খুনায়সের কন্যা। আর খুনায়স হলো : হারিসা ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন আব্‌দ ওদ্দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খায়রাজ ইব্‌ন সাঈদা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খায়রাজের ছেলে)।

যদি শুনতে হিন্দা বিন্‌ত উতবার উক্তি এবং দেখতে তার সেই দম্ভ যা সে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কবিতা পড়ে এবং হামযা (রা)-এর সাথে তার আচরণের কথা উল্লেখ

করে দেখাচ্ছিল। হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) তাঁকে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! আমার চোখের সামনে সেই বর্শাটি এখনো ভাসছে যা তখন পড়ছিল, তখন আমি উঁচু স্থানে বসা ছিলাম। আমি ভাবতে লাগলাম, আল্লাহ্‌র কসম! এই হাতিয়ার তো আরবদের হাতিয়ার নয়। এই বর্শাই হামযা (রা)-এর উপর পড়েছিল, কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু তবুও হিন্দার এই কথা : "নাও, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট" আমি শুনেছিলাম।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে হিন্দার কিছু কবিতা ও শুনালেন। তখন হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) এই পংক্তিটি আবৃতি করলেন :

اشرت لكاع وكان عادتها * لؤما إذا اشرت مع الكفر

অপদার্থ মহিলা দর্প দেখাচ্ছে। তার এ স্বভাব অত্যন্ত ঘৃণ্য যে কাফির হয়েও সে দর্প দেখাচ্ছে। ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই পংক্তিটি তাঁর দীর্ঘ কবিতার অংশ বিশেষ, যা আমি এখানে ছেড়ে দিয়েছি। আরও কিছু কবিতা ছেড়ে দিয়েছি, যার শেষ অক্ষর দাল (د) ও যাল (ذ)। কেননা এগুলোতে তিনি মন্দ গালি গালাজ করেছেন।

আবূ সুফিয়ান ও হামযা (রা)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ হারিছ ইব্‌ন মানাতের লোক হুলায়স ইব্‌ন যাব্বান সে সময় হাবায়শ গোত্রের সরদার ছিলেন। তিনি আবূ সুফিয়ানের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আর তখন সে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের মাড়িতে তার বর্শার ফলা দ্বারা এই বলে আঘাত করছিল : (ذق عــقــق) মজাটা বুঝো, হে নাফরমান কোথাকার। এ অবস্থা দেখে হুলায়স বললেন : হে বনূ কিনানা ! কুরায়শদের এই সরদার আপন চাচাত ভাই (হামযা (রা)-এর মরা লাশের সাথে যে আচরণ করছে, তোমরা তা দেখতে পাচ্ছ। তখন আবূ সুফিয়ান বললেন : হতভাগা, আমার এ আচরণ গোপন করো, কারণ এটা ছিল একটা বিচ্যুতি।

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ও আবূ সুফিয়ান

যুদ্ধ শেষে আবূ সুফিয়ান যখন ফেরার ইচ্ছা করলো, তখন সে পাহাড়ের উপর চড়ে চীৎকার করে (নিজেকে সম্বোধন করে) বলতে লাগলেন :

আবূ সুফিয়ান ! কাজের কাজ করলে ? যুদ্ধে আবর্তন বিবর্তন ঘটেই। এক যুদ্ধে আরেকটি যুদ্ধের প্রতিশোধ হয়ে যায়।

أعل هبل হে হুবাল ! তোমার ধর্মের জয় হোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, উঠ, তার জবাব দাও এবং বল :

الله أعلى وأجل لاسواء قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار

আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ ও মহান। আমরা আর তোমরা সমান নই। আমাদের নিহতরা জান্নাতে আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে।

এ জবাব শুনে আবূ সুফিয়ান বললেন : হে উমর এদিকে এসো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে বললেন : তুমি তার কাছে যাও এবং দেখ তার কি হয়েছে। উমর (রা) তার কাছে গেলে আবূ সুফিয়ান তাঁকে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, হে উমর ! বলতো আমরা কি মুহাম্মাদ (সা)-কে হত্যা করেছি ? উমর (রা) জবাব দিলেন : মোটেই নয়। তিনি তো এখনও তোমার সব কথা শুনছেন। আবূ সুফিয়ান বললেন : তোমাকে আমি ইব্‌ন কামিআ থেকে অধিক সত্যবাদি, বিশ্বস্ত মনে করি। সে তো বলছিল, আমি মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করে ফেলেছি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইব্‌ন কামিআর নাম ছিল আবদুল্লাহ্।

আবূ সুফিয়ানের হুমকি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আবূ সুফিয়ান ঘোষণা করলেন : হে মুসলিম সম্প্রদায় ! তোমাদের নিহতদের কতকের মুছলা করা হয়েছে, (নাক, কান কেটে দেওয়া হয়েছে)। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম ! আমি এতে সন্তুষ্টও নই এবং অসন্তুষ্টও নই। আমি এ ব্যাপারে নির্দেশও দেইনি, এ থেকে নিষেধও করিনি।

আবূ সুফিয়ান তার সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় বললেন : আগামী বছর বদর প্রান্তরে তোমাদের সাথে আমাদের আবার যুদ্ধ হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক সাহাবীকে বললেন : বল, ঠিক আছে। তোমাদের ও আমাদের মাঝে এই কথা রইলো।

আলী (রা) কর্তৃক মুশরিক বাহিনীর অনুসরণ

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে নির্দেশ দিলেন : তাদের পিছু পিছু গিয়ে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য কর। যদি তুমি দেখ তারা অশ্বপাল এক পাশে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর নিজেরা উটে আরোহণ করেছে, তবে মনে করবে, তারা মক্কায় ফিরে যাচ্ছে। আর যদি তারা ঘোড়ায় আরোহণ করে, উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, তবে মনে করবে, তারা মদীনার দিকে রওনা হয়েছে। ঐ সত্তার কসম ! যাঁর হাতে আমার জীবন, যদি তারা মদীনা আক্রমণ করার ইচ্ছা করে, আমি নিজেই তাদের দিকে অগ্রসর হব এবং তাদের সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করব।

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন : আমি তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম যে, তারা তাদের ঘোড়াগুলো একপাশে রেখে, নিজেরা উটের উপর আরোহণ করেছে এবং মক্কার দিকে রওনা হয়েছে।

শহীদদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর

এবার মুসলমানরা নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের শহীদদের খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বনূ নাজ্জারের লোক মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ সা'সাআ মাযিনী, বর্ণনা করেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : কে আছ,

যে আমার পক্ষ থেকে দেখে আসবে সা'দ ইব্ন রাবী'আর কি অবস্থা ? সে কি জীবিতদের মাঝে, না মৃতদের মাঝে ? জনৈক আনসার সাহাবী বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমি দেখে আসি, সা'দ কি হালে আছে। তিনি গিয়ে তাঁকে নিহতদের মাঝে আহত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখনও তাঁর দেহে জীবনের স্পন্দন ছিল। তিনি বলেন : আমি সা'দ (রা)-কে বললাম : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে দেখতে বলেছেন : তুমি কি জীবিতদের মাঝে, না মৃতদের মাঝে। তখন সা'দ (রা) বললেন : আমি মৃতদের মাঝে, আমার সময় আর বেশী বাকী নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আমার সালাম পৌঁছিয়ে বলবে ঃ সা'দ ইব্ন রাবী'আ আপনাকে বলছে :

جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزٰى نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ

আল্লাহ্ নবীদেরকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে যে প্রতিদান দিয়েছিলেন, আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে তার চেয়েও উত্তম প্রতিদান দিন।

আর তোমার কওমকেও আমার সালাম পৌঁছাবে এবং তাদের বলবে : সা'দ ইব্ন রাবী'আ তোমাদের বলছে, তোমাদের চোখের পলক অবশিষ্ট থাকাকালে যদি তোমাদের নবীর কোন কষ্ট হয়, তবে আল্লাহ্র সামনে তোমরা কোন ওযর পেশ করতে পারবে না। আনসার সাহাবী আরও বলেন : আমি তাঁর ইন্তিকাল না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছেই অপেক্ষা করতে থাকলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে সব খবর জানালাম।

সা'দ ইব্ন রাবী'আ (রা)এর মরতবা

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার কাছে আবূ বকর যুবায়রী বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি প্রবেশ করলো। এসময় তিনি সা'দ ইব্ন রাবী'আ (রা)-এর ছোট একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে চুমু খাচ্ছিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : এ মেয়েটি কে ? আবূ বকর (রা) জবাব দিলেন : আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি সা'দ ইব্ন রাবী'আ (রা)-এর মেয়ে। বায়আতে আকাবার দিন তিনি প্রতিনিধি দলের অন্যতম ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।

হামযা (রা)-এর শাহাদাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুমকি

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি এ তথ্য পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-কে তালাশ করতে বেরিয়ে তাঁকে 'বাতনে ওয়াদীতে পেলেন। দেখলেন, বুক ফেড়ে কলিজা বের করা হয়েছে এবং তাঁর নাক ও কান কাটা হয়েছে। ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দৃশ্য দেখে বললেন : সুফিয়া দুঃখ পাবে এবং আমার পর এক প্রথা জারী হয়ে যাবে, যদি আমি এ আশংকা না করতাম তবে আমি হামযা (রা)-কে এভাবেই ছেড়ে যেতাম, আর সে হিংস্র জন্তু ও পাখির খোরাক হতো। যদি কোনদিন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কুরায়শের উপর বিজয় লাভ করার সুযোগ দান করেন, তবে আমি তাদের মধ্য থেকে অন্তত ত্রিশ জনের মুছলাহ্ করব।

হামযা (রা)-এর সংগে এ আচরণকারীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুঃখ ও ক্রোধ দেখে মুসলমানরা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! যদি তিনি কোনদিন আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করেন, তবে আমরা তাদের এমন মুছালাহ করব যে, আরবের বুকে এমন মুছলাহ কেউ করেনি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামযা (রা)-এর পাশে দাঁড়িয়ে বললেন : আপনার কারণে আমার উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে, এরূপ বিপদ ভবিষ্যতে আর কোন দিন আসবে না। এ স্থানের চাইতে অধিক ঘৃর্ণিত কোন স্থানে আমি কখনো দাঁড়াইনি। এরপর তিনি বললেন : জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে সংবাদ দিয়েছেন যে, সপ্ত আকাশের অধিবাসীদের মাঝে হামযা (রা) সম্পর্কে এরূপ লেখা হয়ে গেছে :

حَمْزَةُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَسَدُ اللّٰهِ وَ أَسَدُ رَسُوْلِهِ

হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র সিংহ, আল্লাহ্‌র রাসূলের সিংহ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, হামযা (রা) ও আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ, এঁরা তিনজন দুধভাই ছিলেন। এঁদের তিনজনকে আবূ লাহাবের বাঁদী (সুয়ায়বা) দুধ পান করিয়েছিলেন।

কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়া এবং সবরের নির্দেশ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বুরায়দা ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন ফারওয়া আসলামী মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযীসহ অন্যান্য আরও কিছু লোক থেকে, যাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মুছলাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও সাহাবাদের এ উক্তির প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهِ ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ - وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ، وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ، وَلاَتَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ -

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর; তবে ঠিক ততখানি করবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে ; তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই উত্তম। ধৈর্যধারণ কর, তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহ্‌রই সাহায্যে। তাদের কারণে দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না (১৬ : ১২৬-১২৭)।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্ষমা করে দিয়ে ধৈর্যধারণ করেন এবং মুছলাহ করতে নিষেধ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে হুমায়দ তাবীল হাসান সূত্রে সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন জায়গায় অবস্থান করে, আমাদেরকে দান খয়রাতের নির্দেশ এবং মুছলাহ সম্পর্কে বারণ না করা পর্যন্ত, সে স্থান ত্যাগ করতেন না।

শহীদদের জানাযার সালাত আদায় প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, এমন এক ব্যক্তি আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছের আযাদকৃত গোলাম মিকসাম সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে হামযা (রা)-কে একটি চাদরে মুড়িয়ে দেওয়া হলো। তারপর তিনি তাঁর জানাযার সালাত আদায় করলেন। এতে তিনি সাতটি তাকবীর বললেন। তারপর অন্যান্য শহীদদের এনে একের পর এক হামযা (রা)-এর পাশে রাখা হলো, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের জানাযার সালাত আদায় করতে থাকলেন। সাথে হামযা (রা)-এর জানাযার সালাতও আদায় হতে লাগলো। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামযা (রা)-এর উপর বাহাত্তরবার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

সুফিয়া (রা)-এর দুঃখ বেদনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি এ তথ্য পেয়েছি যে, সুফিয়া বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব হামযা (রা)-কে দেখার জন্য অগ্রসর হলেন, তিনি পিতা-মাতা উভয় দিক থেকে তাঁর আপন ভাই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ছেলে যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-কে বললেন : তুমি সুফিয়াকে গিয়ে বাঁধা দাও। তাঁর ভাইয়ের এ দুরাবস্থা যেন তিনি না দেখেন। যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা) তাঁকে গিয়ে বললেন : আম্মা ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকে ফিরে যেতে বলেছেন। সুফিয়া (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : কেন ? শুনেছি আমার ভাই (হামযা)-এর মুছলাহ করা হয়েছে। এসব আল্লাহ্‌র পথে হয়েছে। যা কিছু ঘটেছে আল্লাহ্ আমাদেরকে তার উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দান করেছেন। আল্লাহ্ চাহে ত আমি সওয়াবের আশা করবো এবং ধৈর্যধারণ করবো।

যুবায়র (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে এ খবর তাঁকে জানালেন। তখন তিনি বললেন : আচ্ছা তাকে আসতে দাও। সুফিয়া (রা) এসে তাঁকে দেখলেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করলেন ; আর اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ে তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশে তাঁকে দাফন করা হলো।

শহীদদের দাফন প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহ্‌শের লোকেরা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহ্‌শ (রা)-কে হামযা (রা)-এর সংগে একই কবরে দাফন করেন। তিনি ছিলেন উমায়মা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিবের ছেলে, (আর উমায়মা ছিলেন হামযা (রা)-এর বোন, এই হিসাবে) হামযা (রা) ছিলেন তাঁর মামা। হামযা (রা)-এর মত আবদুল্লাহ (রা)-কেও মুছলাহ করা হয়েছিল। তবে তাঁর পেট ফেড়ে কলিজা বের করা হয়নি। আমি এই বর্ণনা আবদুল্লাহ্ (রা)-এর পরিবারস্থ লোক ছাড়া আর কারো কাছে শুনিনি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুসলমানরা কতক শহীদকে বহন করে নিয়ে মদীনায় দাফন করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবশিষ্ট লাশ মদীনায় নিয়ে যেতে নিষেধ করে বলেন : তারা যেখানে শহীদ হয়েছে সেখানেই তাদের দাফন কর।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম যুহ্রী, বনূ যুহ্রার মিত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন সুআইর উযরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদের শহীদদের লক্ষ্য করে বললেন : আমি এদের সকলের ব্যাপারে সাক্ষী। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র পথে যে আহত হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠাবেন যে, তার জখম থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে, যার রং হবে রক্তের কিন্তু ঘ্রাণ হবে মিশকের।

তোমরা লক্ষ্য কর, এদের মধ্যে কে অধিক কুরআন হিফ্যকারী। তাকে সকলের আগে কবরে রাখো। তাঁরা একই কবরে দু'জন, তিনজন করে দাফন করতে লাগলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার চাচা মূসা ইব্ন ইয়াসার আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আবূল কাসিম (সা) বলেছেন : আল্লাহ্র পথে যে কোন ব্যক্তি আহত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠাবেন যে, তার যখম থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। যার রং হবে রক্তেরই কিন্তু ঘ্রাণ হবে মিশকের।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার আব্বা ইসহাক ইব্ন ইয়াসার বনূ সালামার কতক শায়েখের কাছ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন শহীদদের দাফন করার নির্দেশ দেওয়ার সময় বলেছিলেন, আমার ইব্ন জামূহ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন হারামের প্রতি লক্ষ্য রাখ। দুনিয়াতে এদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিল আন্তরকিতাপূর্ণ। সুতরাং এদের একই কবরে দাফন কর।

হামনা (রা)-এর শোক

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি এ তথ্য পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফিরার পথে হামনা বিন্ত জাহ্শ নাম্নী এক মহিলা তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করলেন। লোকেরা তাঁকে তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্র মৃত্যুর সংবাদ শুনালো। তখন তিনি اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ে তাঁর জন্য মাগফিরাত চাইলেন। তারপর তাঁকে তাঁর মামা হামযা (রা)-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনানো হলো। তখনও তিনি اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ে তাঁর জন্য ইস্তিগফার করলেন। তারপর তাঁর স্বামী মুস'আব ইব্ন উমায়ের (রা)-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনানো হলো তখন তিনি চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ভাই ও মামার মৃত্যু সংবাদে অবিচলিত এবং স্বামীর মৃত্যু সংবাদে চীৎকার করতে দেখে বললেন : মহিলাদের অন্তরে তাদের স্বামীদের জন্য বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

আনসার মহিলাদের বিলাপ

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ আবদুল আশহাল ও বনূ যাফারের জনৈক আনসার সাহাবীর ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মহিলাদেরকে তাঁদের শহীদদের জন্য বিলাপ করতে শুনলেন। তখন তাঁর চক্ষু থেকেও অশ্রু ঝরে পড়লো। এ সময় তিনি বললেন : হামযার জন্য ক্রন্দন করার মত কেউ নেই। তখন সা'দ ইব্ন মু'আয ও উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) বনূ

আবদুল আশহালের ঘরে গিয়ে তাদের মহিলাদের বললেন : তোমরা গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচার জন্য বিলাপ কর।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে হাকীম ইব্‌ন হাকীম আব্বাদ ইব্‌ন হুনায়ফ সূত্রে বনূ আবদুল আশহালের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামযা (রা)-এর জন্য মহিলাদের ক্রন্দনের শব্দ শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এলেন। তারা মসজিদের দরজাতেই বিলাপ করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : আল্লাহ্ তোমাদের উপর রহম করুন, তোমরা ফিরে যাও। তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা দানের যথেষ্ট হক আদায় করেছো।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সেই দিন থেকেই বিলাপ করতে নিষেধ করা হয়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদের ক্রন্দনের শব্দ শনতে পেয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের উপর রহম করুন, তাদের পক্ষ হতে সমবেদনা প্রকাশের সদাচার পূর্ব থেকেই চলে আসছে। এখন তাদের ফিরে যেতে বল।

দীনারী মহিলার ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আওন ইসমাঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ সূত্রে সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ দীনারের জনৈকা মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ মহিলার স্বামী ভাই ও বাপ সব উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। যখন তাঁকে এদের সকলের মৃত্যু সংবাদ শুনানো হলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি অবস্থায় আছেন? সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন : হে আমুকের মা ! তিনি আল্লাহ্র মেহেরবানীতে ভাল আছেন, যেমন তুমি চাও। মহিলা বললেন : আমাকে দেখিয়ে দাও। আমি স্বচক্ষে তাঁকে দেখব। বর্ণনাকারী বলেন : এরপর তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দিকে ইংগিত করে দেখিয়ে দেয়া হলো। তখন তিনি বলেন :

كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ

"আপনার বর্তমানে সব বিপদই তুচ্ছ।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : الجلل। অর্থ অত্যন্ত নগন্য ও অনেক বড় উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়, তবে এখানে অত্যন্ত তুচ্ছ অর্থই ব্যবহৃত হয়েছে। ইমরাউল কায়স অত্যন্ত তুচ্ছ অর্থে নিম্নোক্ত পংক্তিতে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন :

لقتل بنى أسد ربهم * ألا كل شيء سواه جَلل

বনূ আসাদের আপন বাদশাহকে হত্যা করা ছাড়া, তাদের অন্য সব অপরাধই তুচ্ছ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তবে অন্য কবি অর্থাৎ হারিসা ইব্‌ন ওয়ালাহ জারমী তার নিম্নোক্ত পংক্তিতে جَلل শব্দটি 'অনেক বড়' অর্থেই ব্যবহার করেছে।

ولئن عفوت لأعفون جللاً * ولئن سطوت لأوهنن عظمى

যদি আমি ক্ষমা করি তবে বড় অপরাধই ক্ষমা করবো। আর যদি প্রতিপত্তি বিস্তার করি, তবে সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।

তরবারি ধোয়া প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে ফিরে তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা)-কে নিজ তরবারি দিয়ে বললেন : নেও মা, এর রক্তগুলো ধুয়ে ফেল। আল্লাহ্‌র কসম ! আজ এটি আমার সাথে বেশ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছে। আলী (রা)ও নিজ তরবারি তাঁকে দিয়ে বললেন : এই তরবারিটিও ধুয়ে ফেল। আল্লাহ্‌র শপথ। আজ এটি আমার সাথে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছে। একথার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যদি তুমি যুদ্ধে সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক, তবে তোমার সাথে সাহল ইব্‌ন হুসায়ফ এবং আবূ দুজানাও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরবারির নাম ছিল যুলফিকার।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আবূ নুজায়েহ বলেছেন, উহুদ যুদ্ধে জনৈক ব্যক্তি ঘোষণা দিলেন যে,

لاَ سَيْفَ إلاَّ ذُوالْفَقَارْ وَلاَ فَتَى إلاَّ عَلِى

যুলফিকারই তো একমাত্র তরবারি, আর আলী (রা)-ই একমাত্র যুবক।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে বলেন : মুশরিকরা আমাদের আর এ ধরনের বিপর্যয়ে ফেলতে পারবে না, যতদিন না আল্লাহ্ তাদের উপর আমাদের বিজয়ী করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি শনিবার।

হামরাউল আসাদের যুদ্ধ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তার পরের দিন অর্থাৎ রবিবার ১৬ই শাওয়াল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য জনৈক ঘোষণাকারী লোকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন। তিনি এরূপ ঘোষণাও করলেন, যে যাঁরা গতকল্য আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল, শুধু তারাই যেন আজ আমাদের সংগে বের হয়। এই ঘোষণা শুনে জারিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হাযির হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমার আব্বা আমাকে আমার সাত বোনের দেখাশুনার জন্য রেখে যান এবং বলেন : দেখ বৎস ! আমার জন্য এবং তোমার জন্য সমীচীন হবে না যে, এই মহিলাদের কোন পুরুষ ছাড়া এভাবে ছেড়ে যাই। আর তুমি এমন নও যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি নিজের উপর তোমাকে অগ্রাধিকার দিব। সুতরাং তুমি বোনদের দেখাশুনার জন্য থেকে যাও। তাই আমি তাদের সাথে রয়ে গিয়েছিলাম। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি তাঁর

সংগে বের হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়েছিলেন শুধুমাত্র শত্রুদেরকে ভয় দেখানোর জন্য এবং তাদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, তিনি তাদের খোঁজে বের হয়েছেন, যাতে তারা বুঝে নেয় যে, তাঁদের শক্তি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। উহুদ যুদ্ধে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার কারণে তাঁরা শত্রুর মুকাবিলায় দুর্বল হয়ে পড়েননি।

মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের উদ্দীপনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সাবিত ; আয়েশা বিন্‌ত উসমানের আযাদকৃত গোলাম আবূ সায়েব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনূ আশহালের জনৈক সাহাবী উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে শরীক ছিলেন। তিনি বলেন : আমি এবং আমার ভাই উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে উহুদ যুদ্ধে শরীক ছিলাম এবং আহত হয়ে ফিরলাম। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে শত্রুর খোঁজে বের হওয়ার নির্দেশ হলো, তখন আমি আমার ভাইকে বললাম কিংবা ভাই আমাকে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে আমরা কি মাহরুম থেকে যাব? আল্লাহ্‌র কসম ! এখন আমাদের এমন কোন বাহনও নেই, যাতে আমরা আরোহণ করতে পারি, আর আমরা উভয়ে মারাত্মকভাবে আহত। এরপর আমরা উভয়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বের হয়ে পড়লাম। ভাইয়ের তুলনায় আমি কিছুটা কম আহত ছিলাম। ভাই (তিনি) কাবু হয়ে পড়লে, আমি তাকে উঠিয়ে নিতাম এবং সকলের পিছু পিছু চলতাম আর কিছুক্ষণ তিনি পায়ে হাঁটতেন। এভাবে আমরা মুসলমানদের সাথে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেলাম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা থেকে বেরিয়ে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছেন, যা ছিল মদীনা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত। ইব্‌ন হিশামের বর্ণনামতে, এসময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ইব্‌ন উম্মু মাকতূমকে শাসক নিযুক্ত করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে সোম, মঙ্গল ও বুধবার অবস্থান করেন। তারপর মদীনায় ফিরে আসেন।

মা'বাদ খুযায়ীর ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, এ সময় মা'বাদ ইব্‌ন আবূ মা'বাদ খুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে থেকে অতিক্রম করছিলেন, তিনি ছিলেন খুযাআ গোত্রীয়। এ গোত্রের মুসলিম, মুশরিক সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশ্বস্ত ও হিতাকাংক্ষী ছিল। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা তিহামার পরিস্থিতি যাই হোক না কেন তা তাঁর কাছে গোপন রাখবে না। মা'বাদ তখনও মুশরিক ছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল : হে মুহাম্মদ ! আপনার এ বিপদে সত্যি আমরা মর্মাহত। আমরা চাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এ কাফিরদের মাঝে হিফাযত করুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামরাউল আসাদে থাকা অবস্থাতেই মা'বাদ তাঁর কাছ থেকে চলে গেল এবং রাওহা নামক স্থানে আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীদের সাথে সাক্ষাৎ করলো। তখন তারা

সর্বসম্মতিক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাথীদের উপর পুনরায় আক্রমণ করার জন্য সিদ্ধান্ত করেছিল। তারা বলছিল : আমরা যখন মুহাম্মদের উল্লেখযোগ্য, অভিজাত ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দিয়েছি, তখন তাদের একেবারে মূলোৎপাটন না করে ফিরে যাবো ? মোটেই হতে পারে না, বরং অবশিষ্টদের উপরও আক্রমণ করে তাদের শেষ করে যাবো।

আবূ সুফিয়ান মা'বাদকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : কি ব্যাপার মা'বাদ : সে বলল : মুহাম্মদ তাঁর সংগীদেরসহ এমন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তোমাদের সন্ধানে বের হয়েছে, যে রকম বাহিনী আমি আর কখনও দেখিনি। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে আছে। আর সেদিন যারা তাঁর সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেনি, তারাও আজ তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত । তারা তোমাদের প্রতি এমন ক্রুদ্ধ, যার দৃষ্টান্ত আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি।

আবূ সুফিয়ান বললেন : তোমার সর্বনাশ হোক ; তুমি বল কি ? মা'বাদ বললেন : আল্লাহ্র কসম ! আমার মনে হয় না, তাদের অশ্বের কপাল দেখার আগে তোমরা এখান থেকে ফিরে যেতে পারবে।

আবূ সুফিয়ান পুনরায় বলল : আল্লাহ্র কসম ! তাহলে আমরা এখন তাদের উপর আক্রমণ করে, তাদের অবশিষ্টদেরও মূলোৎপাটন করেই ছাড়বো। তখন মা'বাদ বললেন : আমি তোমাকে এরূপ করতে নিষেধ করছি।

আল্লাহ্র কসম ! আমি যা দেখেছি, তা আমাকে কয়েকটি লাইন রচনা করতে বাধ্য করেছে। আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন : কি রচনা করেছো ? তখন মা'বাদ বললেন : এই শ্লোক রচনা করেছি :

كادت تُهدُّ من الأصوات راحلتى * إذ سالت الارضُ بالجُرد الأبابيلِ
تَردِى باسدٍ كَرام لاتنابلةٍ * عند اللقاء ولاميل معازيل
فظلت عدوا أظن الإرض مائلةً * لما سَمَوا برئيس غير مخذول
فقلت : ويل ابن حربٍ من لقائكم * إذا تَغَطمطت البَطحَاء بالجيل
انى نذير لأهل البسل ضاحية * لكل ذى إربةٍ منهم ومعقول
من جيش أحمد لاوخشٍ تنابلة * وليس يوصَف ما انذرت بالقيل

সৈন্যদের তর্জন-গর্জনে আমার উটনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ার উপক্রম হল, যখন ভূ-পৃষ্ঠে পালের পর পাল ঘোড়ার সয়লাব বয়ে এলো।

ঐ ঘোড়াগুলো যুদ্ধের সময় তাদের ঐসব আরোহীদের অত্যন্ত দ্রুত নিয়ে যায় যারা ক্ষুদ্রাকায় নয়, অভিজাত, সিংহতুল্য এবং অস্ত্রসজ্জিত। এ দৃশ্য দেখে আমি দ্রুত পালালাম। আমার মনে হচ্ছিল, তখন ঐ ভূখণ্ড যেন কাঁপছে, যখন সজ্জিত দীর্ঘদেহী সিংহদল, তাদের অপরাজেয় নেতার সংগে অগ্রসর হচ্ছিল।

আমি বললাম : ইব্ন হারবের কপাল মন্দ যে, সে তোমাদের (মুসলমানদের) সংগে মুকাবিলা করবে। আর আমি যখন একথা বলছি, তখন প্রস্তরময় যমীন মুসলিম সেনাদলের পদচারণায় প্রকম্পিত হচ্ছিল।

আমি কুরায়শদের বরং সকল বিবেকবান ও সচেতন ব্যক্তিকে আহমাদ (সা)-এর ঐ সৈন্যদলের থেকে সতর্ক করছি, যারা তুচ্ছ ও ক্ষুদ্রাকায় নয়। আর আমি যে বিষয়ে সতর্ক করছি, তা যেন নিছক মুখের কথা বলে মনে না করা হয়।

আবূ সুফিয়ানের পয়গাম

আবূ সুফিয়ানের কাছ দিয়ে আবদুল কায়সের একটি দল অতিক্রম করল, সে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন : কোথায় যাচ্ছ ? তারা জবাব দিল মদীনার দিকে। আবূ সুফিয়ান পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন : কেন ? তারা জবাব দিল : নিছক ঘুরাফিরার উদ্দেশ্যে। আবূ সুফিয়ানে বললেন : তোমরা কি আমার পক্ষ থেকে মুহাম্মদকে একটা পয়গাম পৌছে দিবে, যা আমি তোমাদের মাধ্যমে পৌছাতে চাই? যদি তোমরা তা কর, তবে এর বিনিময়ে আমি তোমাদের উকাযে পৌছার পর কিসমিস দিব।

তারা বলল : আচ্ছা, ঠিক আছে। তখন আবূ সুফিয়ান বলল : তাঁর সংগে তোমাদের সাক্ষাৎ হলে বলবে যে, আমরা তাঁর এবং তাঁর অবশিষ্ট লোকদের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে পুনরায় তাদের দিকে ফিরে আসার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছি। এই আরোহী দল হামরাউল আসাদে পৌছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আবূ সুফিয়ানের এ পয়গাম পৌছে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"আল্লাহ্-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।"

সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার পরামর্শ

ইব্ন হিশাম বলেন, আমাদের কাছে আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব উহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে যাচ্ছিল, তখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবশিষ্ট সাথীদের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে পুনরায় মদীনায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলো। কিন্তু তখন সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খালাফ তাদেরকে বলল : তোমরা এমনটি করো না। মুসলমানরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। আমাদের ভয় হচ্ছে যে, তাদের এবারকার লড়াই আগের চাইতে ভিন্ন ধরনের হবে। সুতরাং তোমরা ফিরে যাও। তার এ কথায় কুরায়শরা ফিরে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সংবাদ পেয়ে বললেন :

والذى نفسى بيده ، لقد سومت لهم حجارة ، لوصبحوا بها لكانوا كامس الذاهب

ঐ সত্তার কসম ! যার হাতে আমার জীবন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাস্তি স্বরূপ তাদের জন্য পাথর চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল। যদি সকালে তারা সেই পাথরগুলোর সম্মুখীন হতো, তবে তারা গতকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।

আবূ উয্‌যার হত্যা

আবূ উবায়দা বলেন : মদীনায় ফেরার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ এলাকাতে মু'আবিয়া ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবূল 'আস ইব্‌ন উমাইয়া ইবন আব্‌দ শাম্‌সকে গ্রেফতার করলেন, যে ছিল আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের নানা অর্থাৎ তার মা আয়েশা-এর পিতা। আর গ্রেফতার করলেন আবূ উয্‌যা জুমহীকে ইতিপূর্বে আবূ উয্‌যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর যুদ্ধে গ্রেফতার করেছিলেন। কিন্তু কোন পণ ছাড়াই তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন সে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা করে দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! এখন তুমি মক্কায় গিয়ে একথা গর্ব করে বলতে পারবে না যে, আমি মুহাম্মদ (সা)-কে দুবার ধোঁকা দিয়েছি। একথা বলে তিনি যুবায়র (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, হে যুবায়র, তার শিরশ্ছেদ কর। নির্দেশ পেয়ে তিনি তার শিরশ্ছেদ করলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিবের সূত্রে আমার কাছে এই তথ্য পৌছেছে। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সময় বলেছিলেন :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَايُلْدَغُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ ، إِضْرِبْ عُنُقَهُ يَاعَاصِمُ ابْنِ ثَابِتَ

মু'মিনের জন্য এক গর্তে থেকে দু'বার দংশিত হওয়া সমীচীন নয়, হে আসিম ইব্‌ন সাবিত! তার শিরশ্ছেদ কর। এ নির্দেশ পেয়ে তিনি তার শিরশ্ছেদ করলেন।

মু'আবিয়া ইব্‌ন মুগীরার হত্যা :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কথিত আছে, যায়দ ইব্‌ন হারিসা ও আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হামরাউল আসাদ থেকে ফিরার পর মু'আবিয়া ইব্‌ন মুগীরাকে হত্যা করেন। মু'আবিয়া উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। উসমান (রা) তার নিরাপত্তার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আবেদন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে এই শর্তে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন যে, তিনদিন পর যদি তাকে পাওয়া যায়, তবে তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু সে তিনদিন পরেও সেখানেই লুকিয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ও আম্মার (রা)-কে ডেকে বললেন : তোমরা মু'আবিয়াকে অমুক জায়গায় পাবে। তাঁরা তাকে সেখানে পেয়ে হত্যা করলো।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়ের অবস্থা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইব্‌ন শিহাব যুহরী বর্ণনা করেছেন যে, মদীনায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূলের ব্যক্তিগত ও গোত্রগত এক বিশেষ মর্যাদা ছিল। সেই সুবাদে তার জন্য মসজিদে একটি জায়গা নির্ধারিত ছিল। সেখানে সে বিনা বাধায় দাঁড়িয়ে জুমাআর সালাত আদায় করত। জুমাআর দিন যখন রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবার জন্য মিম্বরে বসতেন, তখন সে দাঁড়িয়ে সকলকে লক্ষ্য করে বলত :

হে লোক সকল ! এই তো তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে তোমাদের ইজ্জত-সম্মান দান করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর সাহায্য সহায়তা কর, তাঁর হাতকে শক্তিশালী কর। তাঁর নির্দেশ শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর। এরপর সে বসে যেত, তারপর সে উহুদ যুদ্ধে যখন এ কাণ্ড ঘটাল যে, সে তার কিছু লোক নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এলো। উহুদের যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় ফিরে এলেন, তখন সে আগের অভ্যাস মত দাঁড়িয়ে আগের মত ঘোষণা দিতে চাইলো। তখন মুসলমানরা তাকে বাঁধা দিয়ে চারদিক থেকে তার কাপড় টেনে ধরে বললেন : হে আল্লাহ্‌র দুশমন ! বস। তুমি এখানে কিছু বলার যোগ্য নও। উহুদ যুদ্ধে যা করার তা করেছো।

তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় লোকদের ডিংগিয়ে এই বলতে বলতে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল : আল্লাহ্‌র কসম ! আমি যেন কোন খারাপ কথা বলে ফেলেছি। আমিতো তাঁর বিষয়টি শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছিলাম, এ সময় মসজিদের দরজায় তার সাথে জনৈক আনসার সাহাবীর সাক্ষাৎ হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : রে হতভাগা ! তোমার কি হয়েছে ? সে বললো আমিতো তাঁর বিষয়টি শক্তিশালি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর কিছু সংগী আমার সাথে দুর্ব্যবহার করলো। আমি যেন কোন খারাপ কথা বলে ফেলেছি। আমি তো তাঁর বিষয়টি শক্তিশালী করতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন : রে হতভাগা ! তুমি ফিরে যাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবেন। সে বললেন : আমি চাইনা যে, তিনি আমার জন্য ইস্তিগফার করুন।

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের অগ্নি-পরীক্ষা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদের দিনটি ছিল বিপদ ও মুসীবতের দিন, পরীক্ষার দিন। আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা মুসলমানদের পরীক্ষা করেন এবং মুনাফিকদের শাস্তি দেন, যারা মুখে ঈমানদার বলে প্রকাশ করতো, কিন্তু তাদের অন্তরে কুফর লুকায়িত ছিল। সেইসাথে সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে থেকে যাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেন, তাঁদের তিনি শাহাদাত দ্বারা সম্মানিত করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে যে সব আয়াত নাযিল করেন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বর্ণনাকারী বলেন ; আমাদের কাছে আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম বর্ণনা করেছন। তিনি বলেন : আমাদের কাছে যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : উহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের যে অংশ নাযিল করেন তা হলো সূরা আল-ইমরানের ৬০টি আয়াত। এই আয়াতগুলোতে ঘটনার বিবরণ এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাদের তিরস্কার করেছেন, সে তিরস্কারের আলোচনা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেন :

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۔

স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট হতে প্রত্যূষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মু'মিনদেরকে ঘাঁটিতে বিনস্ত করছিলে ; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ; (৩ : ১২১)। ইব্ন হিশাম বলেন : تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তাদের জন্য বসার ও অবস্থানের স্থান নির্ধারণ করছিলে।

কুমায়ত ইব্ন যায়দ বলেন :

ليتنى كنت قبله * قد تبوأتُ مَضجعا

হায় ! যদি আমি তার পূর্বেই শোয়ার জায়গা প্রস্তুত করে নিতাম।

এই পংক্তিটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

(سَمِيع ، عليم) অর্থাৎ তোমরা যা বল, তা তিনি শোনেন এবং তোমরা যা গোপন কর, তা তিনি জানেন।

اِذْهَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلاَ

যখন তোমাদের মাঝে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল (৩ : ১২২)।

تَفْشَلاَ অর্থ تتخاذلا তোমাদের মনোবল হারাবার উপক্রম হয়েছিল। الطَّائِفَتَانِ। দু'টি দল অর্থাৎ বনূ সালামা ইব্ন জুশম ইব্ন খাযরাজ ও আওস গোত্রের বনূ হারিসা ইব্ন নাবীত, এরাই ছিল সৈন্যদলের উভয় বাহু।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا এবং আল্লাহ্ উভয়ের সহায়ক ছিলেন (৩ : ১২২)।

অর্থাৎ তারা যে সাহস হারা হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে তা দূর করে দেন। এদের এভাবে সাহস হারানোর একমাত্র কারণ ছিল যে, এরা দুর্বল ও কাতর হয়ে পড়েছিল। দীনের ব্যাপারে সংশয়ের কারণে নয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নিজ রহমতে তাদের অন্তর থেকে থেকে এ অবস্থা দূর করে দেন। ফলে দুর্বলতা থেকে মুক্তি লাভ করে তাঁরা তাদের নবীর সংগে মিলিত হল।

ইব্ন হিশাম বলেন : আসাদ গোত্রের জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি দল বলতে লাগল : আমরা যে সাহসহারা হওয়ার উপক্রম হয়েছিলাম তা না হওয়া আমাদের কাছে পছন্দনীয় ছিল না। কারণ সাহসহারা হওয়ার ফলেই তো আল্লাহ্ আমাদের সহায়ক হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা

ইব্ন ইসহাক বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ۔

আল্লাহ্র প্রতিই যেন মু'মিনগণ নির্ভর করে (৩ : ১২২)।

অর্থাৎ মু'মিনদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুর্বলতা অনুভব করবে, সে যেন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চায়। আল্লাহ্ তাকে তার ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ তার পক্ষ হয়ে শত্রু দমন করবেন ; এভাবে সে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

তিনি তার থেকে যাবতীয় ক্ষতিকর বিষয়াদি দূর করে দেবেন। তার উদ্দেশ্য সফল করার ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চার করবেন।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ·

এবং বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে, আল্লাহ্ তো তোমাদের সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (৩ : ১২৩)।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় কর, এটাই তাঁর নিয়ামতের শুকর। আল্লাহ্ তা'আলা বদরের দিন তোমাদের সাহায্য করেন, অথচ সেদিন তোমরা সংখ্যায় ছিলে কম, শক্তিতে ছিলে দুর্বল।

ফেরেশতা দিয়ে সাহায্যের সুসংবাদ

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ · بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ·

স্মরণ কর, যখন তুমি মু'মিনদের বলছিলে, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সহায়তা করবেন ? হ্যাঁ, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল, আর তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করে তাহলে আল্লাহ্ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন (৩ : ১২৪-১২৫)।

অর্থাৎ (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,) তোমরা যদি আমার শত্রুর মুকাবিলায় ধৈর্যধারণ কর এবং আমার নির্দেশ পালন কর, আর এ সময় শত্রুরা তোমাদের উপর আক্রমণ করে বসে, তখন আমি পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করব।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : مُسَوِّمِيْنَ অর্থ مُعْلِمِيْنَ অর্থাৎ চিহ্নিত। হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বসরী (র) থেকে আমাদের কাছে এ তথ্য পৌঁছেছে। তিনি বলেন : সেসব ফেরেশতাদের ঘোড়াগুলোর লেজ ও ললাটে সাদা পশমী সুতার চিহ্ন ছিল। তবে ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের চিহ্ন ছিল সাদা পাগড়ী। (ইব্‌ন হিশাম বলেন) বদরের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এ কথা উল্লেখ করেছি।

سِيمَا অর্থ আলামত, চিহ্ন।

পবিত্র কুরআনে আছে :

سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ·

অর্থাৎ তাদের মুখমণ্ডলে, সিজদার হিহ্ন থাকবে (৪৮ : ২৯)।

এখানে سِيمَاهُمْ অর্থ عَلاَمَتُهُمْ তাদের চিহ্নসমূহ, অর্থাৎ তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র উল্লেখ আছে :

حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُوْدٍ ، مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ .

অর্থাৎ এবং আমি তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পাথর, কঙ্কর যা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল (১১ : ৮২-৮৩)।

এখানেও مُّسَوَّمَةً অর্থ مُعَلَّمَةً চিহ্নিত।

(ইব্‌ন হিশাম বলেন :) আমার কাছে হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বসরী (র) সূত্রে এ তথ্য পৌঁছেছে। তিনি বলেছেন যে, সে পাথরগুলোতে এমন কিছু নির্দশন ছিল, যা প্রমাণ করছিল যে, তা দুনিয়ার পাথর নয় বরং তা ছিল আযাবের পাথর।

রুবা ইব্‌ন আজ্জাজ বলেন :

فالان تُبلى مبى الجيادُ السَّهَم * ولاتُجَارِينى إذا ماسَوَّمُواْ
وشخصت إبصارُهُمْ وأجذَموا

এখন আমাকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উত্তম ঘোড়া পরীক্ষায় ফেলে এবং তারা আমাকে নিস্কৃতি দেয় না, যখন তাদের উপর চিহ্ন লাগানো হয়, আর তাদের চোখ বিস্ফারিত হয় এবং তারা দ্রুত চলে যায়। এগুলো তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

مُّسَوَّمَةً শব্দটি مَرْعِيَة (যে জন্তুকে চরানো হয়) অর্থে ব্যবহার হয়।

পবিত্র কুরআনে আছে : وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةِ অর্থাৎ আর চিহ্নিত অশ্বরাজি (৩ : ১৪)।

شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ অর্থাৎ যাতে তোমরা পশুচারণ করিয়ে থাক (১৬ : ১০)।

আরবরা বলে থাকে : سوم خيله وأبله ، وأسامها অর্থাৎ সে তার ঘোড়া ও উটসমূহ চরালো। কুমায়ত ইব্‌ন যায়দ আবৃত্তি করেন :

راعيا كان مسجحا ففقدنا * ه وفقدُ المُسيم هلك السوام

তিনি ছিলেন উত্তমরূপে রাখালের দায়িত্ব পালনকারী, আমরা তাকে হারালাম আর রাখলকে হারানো মানেই পশু পাল ধ্বংস হওয়া।

ইবন হিশাম বলেন : مسجحا অর্থ উত্তমরূপে রাখালের দায়িত্ব পালনকারী। এই পংক্তিটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

সাহায্য কেবল আল্লাহ্‌রই

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ.

আল্লাহ্ তো এটাকে কেবল তোমাদের জন্য সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত-প্রশান্তির-হেতু করেছেন এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হতেই হয় (৩ : ১২৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আমার যে সব ফেরেশতা সৈন্য তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি, তা শুধু এ জন্য যে তোমাদের অন্তরে যেন প্রশান্তি লাভ হয়। কেননা, তোমাদের দুর্বলতা আমার জানা রয়েছে, আর সাহায্য তো একমাত্র আমার কাছ থেকেই হতে পারে। কেননা, একমাত্র আমিই তো ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। আর এটা এজন্যে যে, মর্যাদা ও হুকুম করার অধিকার একমাত্র আমারই, আমার কোন সৃষ্টির নয়।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ·

কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার অথবা লাঞ্ছিত করার জন্য, ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায় (৩ : ১২৭)।

অর্থাৎ যাতে তিনি মুশরিকদের কতককে হত্যার মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন, তাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্যে অথবা তাদের ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দেন অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে তাদের ব্যর্থ করে ফিরিয়ে দেন। তারা যা আশা করেছিল তার কিছুই তারা লাভ করতে পারেনি।

ইব্ন হিশম বলেন : يَكْبِتَهُمْ অর্থাৎ তিনি তাদের কঠিন পেরেশানীতে ফেলে দেবেন এবং তাদের উদ্দেশ্য পণ্ড করে দেবেন।

কবি যুররুম্মাহ্ বলেন :

ما انس من شجن لا أنس موقفنا * فى حيرة بيـن مسرور و مكبوت

দুঃখ আমি যতই ভুলে যাই, কিন্তু সে পরিস্থিতির কথা আমি ভুলি না, যা ছিল আনন্দ ও পরাজয়ের মধ্যবর্তী হতভম্বতার অবস্থা।

يَكْبِتَهُمْ (এর আর একটি অর্থ হলো : তাদের অধোমুখে ফেলে দেবেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেন :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ·

তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন–এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই, কারণ তারা যালিম (৩ : ১২৮)।

অর্থাৎ আমার বান্দাদের ব্যাপারে তোমার কোন নির্দেশ চলতে পারে না। কিন্তু তাদের ব্যাপারে আমি তোমাকে যে নির্দেশ দেই অথবা দয়া পরবশ হয়ে তাদের ক্ষমা করে দেই; তবে ইচ্ছা করলে আমি তাদের ক্ষমা করতে পারি; কিংবা ইচ্ছা করলে আমি তাদের গুনাহের কারণে শাস্তি দিতে পারি। আর এটা আমার হক।

فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ অর্থাৎ তারা আমার অবাধ্য হয়ে এ শাস্তির যোগ্য হয়েছে।

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের গুনাহ্ করা সত্ত্বেও তাদের ক্ষমা করে দেন এবং তাদের প্রতি রহম করেন।

সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً

হে মু'মিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেও না (৩ : ১৩০)।

অর্থাৎ যখন তোমরা বিধর্মী ছিলে, তখন তোমাদের ধর্মকর্তৃক হারামকৃত যে সব বস্তু তোমরা ভক্ষণ করতে, এখন আল্লাহ্কর্তৃক হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়ে, ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর, তা ভক্ষণ করো না।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ এবং আল্লাহ্কে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (৩ : ১৩০)।

অর্থাৎ আল্লাহ্র আনুগত্য কর, আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, তা থেকে তোমরা পরিত্রাণ পাবে এবং তিনি যে সওয়াবের প্রতি তোমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, তা তোমরা লাভ করতে পারবে।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ এবং তোমরা সেই আগুনকে ভয় করো, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে (৩ : ১৩১)।

অর্থাৎ আমাকে অস্বীকারকারীদের জন্য যে জাহান্নাম আবাসস্থল হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, সুতরাং তাকে ভয় কর।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন : وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা কৃপালাভ করতে পার (৩ : ১৩২)।

এখানে সে সব লোকদের নিন্দা করা হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ঐসব নির্দেশ অমান্য করেছে, যা উহুদের যুদ্ধে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের দেওয়া হয়েছিল।

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ.

তোমরা ধাবমান হও আপন প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য (৩ : ১৩৩)।

অর্থাৎ এ জান্নাত ঐসব লোকদের আবাসস্থল যারা আমার এবং আমার রাসূলের আনুগত্য করে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

•الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ·

যারা সচ্ছল এবং অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন (৩ : ১৩৪)।

অর্থাৎ, এই গুণগুলোই হলো ইহ্সান। যে-ই এ গুণের অধিকারী হবে, আমি তাকে ভালবাসব।

আল্লাহ্ আরো বলেন :

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ·

এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে, আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে ? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে শুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না (৩ : ১৩৫)।

অর্থাৎ তাদের দ্বারা কোন অশ্লীল কাজ হয়ে গেলে কিংবা তারা কোন গুনাহ্ করে নিজের উপর যুলুম করে ফেললে। তাদের মনে হয় যে আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো নিষেধ করেছেন এবং এগুলো তাদের জন্য হারাম করেছেন। ফলে তারা তওবা ও ইস্তিগফার করে নেয় এবং বুঝে নেয় যে, এসব গুনাহ্ কিংবা অপরাধ শুধুমাত্র আল্লাহ্ই ক্ষমা করতে পারেন।

وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

আর তারা জেনে শুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না (৩ : ১৩৫)।

অর্থাৎ এরা সেই মুশরিকদের মত নিজেদের গুনাহের উপর অনড় থাকে না। মুশরিকরা তো নিজেদের কুফরের উপর বাড়াবাড়ি করে, অথচ তারা জানে যে, তাদের উপর আমি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা হারাম করেছি।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ·

ওরাই তারা, যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ক্ষমা এবং এমন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম! (৩ : ১৩৬)।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উপর নাযিলকৃত বিপদাপদ, তাদের উপর আপতিত পরীক্ষাসমূহ ও তাদের মাধ্যে যাদেরকে শাহাদতের জন্য মনোনীত করেছেন, তা আলোচনা করেন।

সুতরাং মুসলমানদের সান্ত্বনাদান, তাদের কৃতকর্মের প্রশংসা ও তাদের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

মিথ্যাশ্রয়ীদের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

তোমাদের পূর্বে বহু বিধানগত হয়েছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম (৩ : ১৩৭)।

অর্থাৎ 'আদ, ছামূদ, লূত ও আসহাবে মাদয়ান যারা আমার রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার সাথে শরীক করেছিল। তাদের শাস্তি ও প্রতিশোধে যে সব ঘটনাবলী অতীতে আমি ঘটিয়েছি, তা পর্যবেক্ষণ কর। এখনও যারা তাদের মত আচরণ করবে, তাদের পরিণামও তাই হবে। আসলে আমি তাদেরকে ঢিল দিয়েছি, যাতে মুসলমানদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে যে পরাভূত করে কাফিরদের দল সামান্য মজবুত করে দেয়া হয়েছিল, এর কারণে এ ধারণা যেন না হয় যে, আমার ও তোমাদের (মুসলমানদের) শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে না।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ.

এটা মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ। (৩ : ১৩৮)

অর্থাৎ এটা লোকদের জন্য ব্যাখ্যা স্বরূপ, যদি তারা হিদায়াত ও উপদেশ গ্রহণ করে নেয়। هُدًى وَّمَوْعِظَةٌ অর্থ নূর ও আদব।

لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থ যে আমার আনুগত্য করে এবং আমার নির্দেশ সম্পর্কে অবগত।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দু:খিত হয়ো না (৩ : ১৩৯)।

অর্থাৎ তোমরা দুর্বল হয়ে পড়ো না এবং তোমাদের এ বিপদের কারণে তোমরা নিরাশ হয়ে যেও না।

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ বরং তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মু'মিন হও। (৩ : ১৩৯)।

অর্থাৎ আমার রাসূল আমার পক্ষ থেকে যা কিছু তোমাদের কাছে এনেছে, যদি তোমরা তা পুরোপুরি সত্য প্রতিপন্ন করতে থাক, তবে বিজয় ও সাহায্য তোমরাই পাবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই (৩ : ১৪০)।

অর্থাৎ লোকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য একবার কাউকে এবং অন্যবার অন্যকে শক্তি ও রাজত্ব দান করি।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

যাতে আল্লাহ্ মু'মিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ্ যালিমদের পছন্দ করেন না (৩ : ১৪০)।

অর্থাৎ আল্লাহ্ মু'মিন ও মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য করার জন্য এবং মু'মিনদের মধ্যে যাদের সৌভাগ্য দান করার ইচ্ছা তাদেরকে শাহাদতের সৌভাগ্য দান করার জন্য এরূপ করেন। আলোচ্য আয়াতে যালিম দ্বারা মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে, যারা মুখে তো ঈমানের কথা প্রকাশ করতো, কিন্তু তাদের অন্তর নাফরমানীতে ভরা ছিল।

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং যাতে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন (৩ : ১৪১)।

অর্থাৎ যাতে প্রকৃত মু'মিনদের পরীক্ষা হয়ে যায় এবং একথাও জানা যয়ে যায় যে, তাদের মাঝে কি পরিমাণ সবর, সহনশীলতা ও বিশ্বাস বিদ্যমান রয়েছে।

وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ আর যাতে তিনি কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন (৩ : ১৪১)।

অর্থাৎ যাতে মুনাফিকদের মুখের সে সব কথা বাতিল করতে পারেন, যা তাদের অন্তরে নেই, যার ফলে তাদের মনের লুকায়িত কুফর প্রকাশ পেয়ে যায়।

মুজাহিদীনদের জন্য জান্নাত

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনও জানেন না? (৩ : ১৪২)।

অর্থাৎ তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে এবং আমার পক্ষ থেকে সম্মানজনক সওয়াব হাসিল করে নিবে, অথচ এখন পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে বিপদের মাধ্যমে পরীক্ষা নেইনি। যাতে আমি আমার প্রতি তোমাদের ঈমান আনার কারণে, তোমাদের উপর যে বিপদ আসে, তাতে তোমাদের সবরের নিষ্ঠা এবং বিপদে তোমাদের ধৈর্য ধারণ সম্পর্কে জেনে নিতে পারি। তোমরা শত্রুর সাথে (উহুদ যুদ্ধে) মুখোমুখী হওয়ার আগে ঐ সত্যের জন্য যার উপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত শাহাদত লাভের আকাঙ্ক্ষা করছিলে।

অর্থাৎ যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হারানোর কারণে এবং শাহাদত লাভের আশায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে শত্রুর মুকাবিলায় বের হতে বাধ্য করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন :

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা তা কামনা করতে, এখন তো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখলে (৩ : ১৪৩)।

অর্থাৎ শত্রুদের হাতের তরবারিতে তোমরা মৃত্যুকে স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিলে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তা তোমাদের থেকে প্রতিহত করেছেন।

মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ .

মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র ; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনও আল্লাহ্র ক্ষতি করবে না বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন (৩ : ১৪৪)।

অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন এবং মুসলমানদের সাহস হারিয়ে পশ্চাদপসারণ করার কারণে, তোমরা ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে পূর্বের মত কাফির হয়ে যাবে? তোমরা কি শত্রুর সাথে যুদ্ধ জিহাদ করা, আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের কাছে যে দীন রেখে গেছে, এসব কিছু ছেড়ে দিবে ? অথচ সে আমার পক্ষ থেকে যে কিতাব নিয়ে এসেছে তাতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, সে মৃত্যুবরণ করে তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যে পশ্চাদপসারণ করবে অর্থাৎ দীন থেকে ফিরে যাবে, যে আল্লাহ্র তা'আলার কোন ক্ষতি সাধন করবে না, অর্থাৎ এতে আল্লাহ্ তা'আলার ইজ্জত, রাজত্ব, সার্বভৌমত্ব ও কুদরতে কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন, অর্থাৎ যারা তাঁর আনুগত্য করে এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করে তাদের।

মৃত্যুর সময় নির্ধারিত

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلاً

আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কারও মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু তার মেয়াদ অবধারিত (৩ : ১৪৫)।

অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর মৃত্যুর একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে, যখন সে নির্ধারিত সময় এসে যাবে তখন তাঁর মৃত্যু হবে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দিবেন তখনই তা ঘটবে।

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشّٰكِرِيْنَ.

কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দেই এবং কেউ পারলৌকিক পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করব (৩ : ১৪৫)।

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা একমাত্র দুনিয়াতেই কামনা করে এবং আখিরাতের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ নেই, আমি তাদের ভাগ্য মুতাবিক রিযিক দান করি, তার চেয়ে বেশী সে কিছুই পায় না। আর আখিরাতে তার কোন অংশ থাকে না। পক্ষান্তরে যে আখিরাতের লাভ খুঁজে আমি তাকে আখিরাতের অংশ দান করি এবং সাথে সাথে দুনিয়াতেও তার রিযিক নির্ধারিত করে দেই। এই প্রতিদান কৃতজ্ঞদের জন্য অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ.

এবং কত নবী যুদ্ধ করেছে তাদের সাথে বহু আল্লাহ্ ওয়ালা ছিল। আল্লাহ্র পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন (৩ : ১৪৬)।

অর্থাৎ নবীকে হারিয়ে ফেলার কারণে তারা হীনবল হয়ে হয়ে পড়েনি। আর না তারা শত্রুর মুকাবিলায় দুর্বল হয়ে পড়েছে। আর না তারা জিহাদে পরাভূত হয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর দীন থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এটাই হল ধৈর্য। আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।

পূর্ববর্তী নবীগণ এবং তাঁদের সহচর

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

এ কথা ব্যতীত তাদের আর কোন কথা ছিল না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে সীমা লংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর (৩ : ১৪৭)।

ইবন হিশাম বলেন : الرِّبِّيِّيْنَ এর একবচন হলো رِبِّى আর তারা যে মানাত ইব্ন উদ্দ ইবন তাবিখা ইব্ন ইলয়াছ এর ছেলে যাব্বাকে اَلرِّبَابُ বলতো তার কারণ এই যে, তারা সকলে সমবেত হয়ে পরস্পর মিত্রতাবদ্ধ হয়েছিল।

এ কারণে তারা جَمَاعَاتٌ বলে اَلرِّبَابُ বা দলসমূহ বুঝায়। اَلرِّبَابُ এর একবচন رِبَابَةٌ ও رِبَّةٌ অর্থ পেয়ালা কিংবা লাঠি সমষ্টি। এর সাথেই দলকে তুলনা করা হয়েছে।

যেমন আবূ যুআয়ব হুযালী বলেন :

وكانهن ربابة وكَأَنَة * يسر يفيض على القداح ويصدع

যেন তারা পেয়ালাসমষ্টি। আর যেন সে নরম ও সহজ পেয়ালায় পান করে এবং পরে তা ভেঙ্গে দেয়।

এ পংক্তিটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ। কবি উমাইয়া ইবন আবূ সালত বলেন :

حول شياطينهم ابابيل ربيون شدوا سنوراً مدسوراً

তাদের শয়তানগুলোর চারিপাশে সমবেত ঝাঁক, পেরেকযুক্ত বর্ম পরিহিত।

এই লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশ বিশেষ।

ইব্ন হিশাম বলেন : اَلرِّبَابَةُ-এর আর একটি অর্থ হলো কাপড়ের টুকরা, যাতে পেয়ালা জড়িয়ে রাখা হয়।

ইবন হিশাম বলেন : السَّنُّوْرُ অর্থ বর্ম; الدسر অর্থ কড়ার পেরেক।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَحَمَلْنَاهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ

তখন আমি নূহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে (৫৪ : ১৩)।

কবি আবূ আখযার হিম্মানী, তামীমের এই কবিতা বলেন :

دسراً بأطراف القنا المقوم মজবুত বর্শার চারিদিক পেরেক দ্বারা শক্ত করে দাও।

ইবন ইসহাক বলেন : আয়াতের অর্থ এই যে, হে মুসলমানগণ, তৎকালীন উম্মতেরা যেমন বলেছিল তোমরাও তেমনি বল। আর মনে রেখ, যা কিছু হয়েছে তোমাদের গুনাহের কারণেই হয়েছে। সুতরাং তারা যেমন ইস্তিগফার করেছে, তোমরাও তেমনিভাবে ইস্তিগফার কর এবং তারা যেমন নিজ দীনের উপর অটল ছিল তোমরাও তেমনিভাবে নিজ দীনের উপর অটল থেকে তা বাস্তবায়িত করতে থাক। আর দীন ছেড়ে পশ্চাদপসরণ করো না। তারা যেমন অবিচল থাকার জন্য দু'আ করেছে, তোমরাও তেমনিভাবে দু'আ কর। তারা যেমন কাফিরদের উপর জয়লাভ করার জন্য দু'আ করেছিল, তোমরাও তেমনিভাবে দু'আ কর। এ সবগুলো ছিল পূর্বযুগের উম্মতের কথা। তাদের নবীরা নিহত হয়েছিল কিন্তু তারা তোমাদের মত আচরণ করেনি।

فَاٰتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন (৩ : ১৪৮)।

কাফিরদের আনুগত্যের পরিণতি

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ.

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে (৩ : ১৪৯)।

অর্থাৎ, তারপর তো তোমরা তোমাদের শত্রুর কাছ থেকে বিফল মনোরথ হবে। এভাবে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় বরবাদ হবে।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ আল্লাহ্ই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী (৩ : ১৫০)।

অর্থাৎ, তোমরা মুখে যা বল, তা যদি সত্যিকার মন থেকে বলে থাক, তবে তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই আশ্রয় গ্রহণ কর। তিনি ছাড়া আর কারও সাহায্য চেয়ো না এবং তোমরা তোমাদের দীন পরিত্যাগ করে গুমরাহ হয়ে যেও না।

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ অচিরেই আমি কাফিরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব (৩ : ১৫১)।

অর্থাৎ যে ভীতির মাধ্যমে আমি তোমাদের-তাদের উপর বিজয় দান করে থাকি। আমি এজন্যে এরূপ করি যে, তারা কোন দলীল ছাড়া আমার সংগে শরীক স্থির করেছে। সুতরাং তোমরা যে গুনাহ করছো, আমার নির্দেশ অমান্য করেছো এবং নবীর অবাধ্য হয়েছো, এর কারণে তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছে, তাতে তোমরা একথা ভেব না যে, পরিশেষে জয় তাদেরই হবে।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا اَرٰكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

আল্লাহ্ তোমাদের সাথে তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন, যখন তোমরা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে, আর যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদের দেখবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কতক ইহকাল চাচ্ছিল এবং কতক পরকাল চাচ্ছিল। এরপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের তাদের হতে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদের ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল (৩ : ১৫২)।

অর্থাৎ আমি তোমাদের শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা তখনই পূরণ করে দিয়েছি। যখন তোমরা আমার নির্দেশে তরবারি দিয়ে তাদের হত্যা করছিলে আমি তোমাদের হাতকে তাদের উপর প্রবল করে নিয়েছিলাম এবং তাদের হাতকে তোমাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম।

ইবন হিশাম বলেন : اَلْحَسُّ অর্থ মূলোৎপাটন করা حَسَتُ الشَّيْئَ অর্থাৎ আমি তরবারি বা অন্য কিছু দিয়ে তার মূলসহ উৎপাটন করেছি।

কবি জরীর বলেন

تَحسهم السيوف كما تسامى * حريق النار فى الأجرم الحصيد

তরবারি তাদের মূলোৎপাটন করছিল, যেমন কাটা শুকানো গাছের কারণে আগুন উদ্দীপিত হয়।

এই পংক্তিটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

কবি রুবাহ্ ইবন আজ্জাজ বলেন

اذا شكونا سنة جسوسا * تاكل بعد الأخضر اليبيسا

যখন আমরা সমূলে গ্রাসকারী দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করছিলাম, যা সবুজগুলো খাওয়ার পর শুকনোগুলোও খেয়ে শেষ করছিল।

এই পংক্তি দুটো তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : حَتّٰى إِذَا فَشِلْتُمْ অর্থাৎ যখন তোমরা মনোবল হারালে এবং تَنَازَعْتُمْ فِى الْأَمْرِ আমার নির্দেশের ব্যাপারে মতানৈক্য করলে; অর্থাৎ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে নির্দেশ দিয়েছিল এবং যে দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পণ করেছিল, তা তোমরা পরিত্যাগ করেছিলে। এর দ্বারা তীরন্দাজদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرٰكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ আর তোমরা যা ভালবাস তা তোমাদের দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে। অর্থাৎ নিশ্চিত বিজয়ের পর, এবং কুরায়শদের তাদের মহিলাদের এবং ধন-সম্পদ ফেলে পালিয়ে যাওয়ার পর।

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا 'তোমাদের কতক ইহকাল চাচ্ছিল' অর্থাৎ যারা পার্থিব লুটতরাজ করার ইচ্ছা করছিল এবং যে আনুগত্যের উপর আখিরাতের সওয়াব নির্ভরশীল তা বর্জন করছিল।

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ 'আর কতক পরকাল চাচ্ছিল' অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদই করছিল এবং আখিরাতে আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম সওয়াবের আশা করছিল। তারা পার্থিব লোভ-লালসায় বশবর্তী হয়ে, তাদের যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তা তারা করেনি। মারাত্মক অন্যায়কে ক্ষমা করে দিয়েছেন তোমাদের নবী আর আল্লাহ্ তোমাদের এ নির্দেশ অমান্য করার কারণে তিনি তোমাদের ধ্বংস করেননি। বরং আল্লাহ্ তা'আলা এরপরও নিজ অনুগ্রহ তোমাদের উপর অব্যাহত রেখেছেন। এরপর আল্লাহ্ বলেন :

مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, এ জগতে তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য শাস্তি দান করেছেন। তাদের শাস্তি দেওয়া পূর্ণ অধিকার থাকা সত্ত্বেও তাদের ঈমানের কারণে তিনি দয়াপরবশ হয়ে গুনাহের জন্য তাদের মূলে ধ্বংস করেননি।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের তাদের নবীকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণে তিরস্কার করছেন। তিনি তাদের ডাকছিলেন, আর তারা তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিল না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰى اَحَدٍ وَّ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْ اُخْرٰكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ ۔

স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটে ছিলে এবং পিছন ফিরে কারও প্রতি লক্ষ্য করছিলে না, আর রাসূল তোমাদের পিছন দিক হতে আহবান করছিল, ফলে তিনি তোমাদের বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে, তার জন্য তোমরা দু:খিত না হও (৩ : ১৫৩)।

অর্থাৎ বিপদের পর বিপদ আসতে লাগলো যেমন তোমাদের কতক ভাই নিহত হলো শক্ররা তোমাদের উপর প্রবল হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিহত হওয়ার গুজব শুনে তোমাদের মাঝে এক হতাশার সঞ্চার হলো, এটাই ছিল যা একের পর এক পেরেশানী তোমাদের উপর আসতে লাগলো, যাতে তোমরা তোমাদের স্বচক্ষে বিজয় দেখার পর তা হারিয়ে যাওয়ার কারণে এবং তোমাদের ভাইদের নিহত হওয়ার কারণে, তোমরা দু:খিত না হও। পরিশেষে আমি এভাবে তোমাদের সে বিপদ দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছি। আল্লাহ্ বলেন :

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ 'তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত' (৩ : ১৫৩)।

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের যে হতাশা ও বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তা এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিহত হওয়া সম্পর্কে শয়তানের গুজব আল্লাহ্ তা'আলা নাকচ করেছেন। এরপর মুসলমানরা যখন তাদের রাসূল (সা)-কে নিজেদের মাঝে জীবিত পেল, তখন তাদের শক্রর উপর জয়লাভের পর পরাস্ত হওয়ার দুঃখ এবং ভাইদের নিহত হওয়াজনিত মর্মবেদনা লাঘব হয়ে গেল। আর তারা দেখতে পেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিহত হওয়া থেকে হিফাযত করেছেন।

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَىْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِىْ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۔

আর দুঃখের পর তিনি তোমাদের প্রদান করলেন প্রশান্তি-তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিলো এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এই বলে যে, আমাদের কি কোন অধিকার আছে ? বল, সমস্ত বিষয় আল্লাহ্রই ইখতিয়ারে। যা তারা তোমার নিকট প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, আর বলে, এই ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এই

স্থানে নিহত হতাম না।' বল, 'যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল, তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হত।' এটা এজন্য যে আল্লাহ্ তোমাদের বক্ষে যা আছে তা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশোধন করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত (৩ : ১৫৪)।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি আস্থাশীলদের উপর তন্দ্রা নাযিল করেন, ফলে তারা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে। অপরপক্ষে, মুনাফিকরা নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করলো এবং আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে নির্বোধসুলভ ও অবাস্তব ধারণা পোষণ করলো; আর তারা এরূপ করছিল মৃত্যুর ভয়ে। কারণ, তাদের আখিরাতে পুনরুত্থিত হওয়ার উপর বিশ্বাস ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের পরস্পর তিরস্কার এবং এ বিপদের কারণে তাদের আক্ষেপের কথা উল্লেখ করে তাঁর নবীকে বলেন :

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ

হে নবী! আপনি বলে দিন যদি তোমরা আপন ঘরেই অবস্থান করতে (৩ : ১৫৪)।

আর এ যুদ্ধের ময়দানে হাযির না হতে, সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গোপন রহস্য প্রকাশ করে দিয়েছেন।

لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ

তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল, তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হত।

وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা পরিশোধন করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত (৩ : ১৫৪)।

অর্থাৎ তারা তাদের মনে যেসব বিষয় তোমাদের থেকে গোপন রেখেছে, তা আল্লাহ্র কাছে গোপন নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْكَانُوْا غُزًّى لَوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَامَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কুফরী করে ও তাদের ভাইরা যখন দেশে দেশে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের নিকট থাকত, তবে তারা মরত না এবং নিহত হত না।' ফলে আল্লাহ্ এটাই তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন, আল্লাহ্ই জীবনদান করেন ও মৃত্যু ঘটান ; তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। (৩ : ১৫৬)।

অর্থাৎ সে সব মুনাফিকের মত হয়ো না, যারা তাদের ভাইদের আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী সফর করতে বাধা প্রদান করে এবং তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে কিংবা নিহত হলে বলে যে, 'এরা আমাদের কথা মানলে মৃত্যুবরণ করত না নিহতও হতো না।

لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوْبِهِمْ

ফলে আল্লাহ্ এটাই তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন (৩ : ১৫৬)।

তাদের প্রতিপালকের প্রতি তাদের বিশ্বাস গৌণ হওয়ার কারণে তারা এরূপ করে। وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ, আল্লাহ্ই জীবনদান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।

তিনি নিজ কুদরতে তার মৃত্যুর সময় থেকে যতটুকু ইচ্ছা বিলম্বিত করেন, আর যতটুকু ইচ্ছা তরান্বিত করেন।

আল্লাহ্র রাস্তায় জীবন দান সম্পর্কে

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ.

তোমরা আল্লাহ্র পথে নিহত হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে, যা তারা জমা করে আল্লাহ্র ক্ষমা এবং দয়া অবশ্য তা অপেক্ষা শ্রেয় (৩ : ১৫৭)।

অর্থাৎ মৃত্যু তো অবধারিত, এ থেকে কেউ-ই রেহাই পাবে না। সুতরাং আল্লাহ্র পথের মৃত্যু ঐ দুনিয়া থেকে উত্তম, যা সঞ্চয় করার জন্য এই মুনাফিকরা জিহাদে অংশ গ্রহণ করা থেকে পেছনে থাকে এবং মৃত্যুকে ভয় করে। কেননা, তারা মরে গেলে কিংবা নিহত হলে দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে বঞ্চিত হবে। এদের আখিরাতের কোন চিন্তা নেই।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَا اِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ.

এবং তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে আল্লাহ্রই নিকট তোমাদের একত্র করা হবে (৩ : ১৫৮)।

অর্থাৎ সর্বাবস্থায়ই যখন আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন দুনিয়ার চাকচিক্যে তোমাদের ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। আর তোমাদের নিকট জিহাদ এবং জিহাদে শরীক হওয়ার কারণে আল্লাহ্ যে সাওয়াবের প্রতি তোমাদের উৎসাহিত করেছেন, তার প্রতি তোমাদের আগ্রহশীল হওয়া উচিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোমল স্বভাব সম্পর্কে

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। এরপর তুমি কোন

সংকল্প করলে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে; যারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন (৩ : ১৫৯)।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাথে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নম্র স্বভাবের ও ধৈর্য-সহ্যের কথা উল্লেখ করেছেন কেননা, তারা হলো দুর্বল। আল্লাহ্ কর্তৃক ফরযকৃত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যে ক্রটি হওয়ামাত্রই কঠোরতা অবলম্বন করা হলে তারা তা বরদাশত করতে সক্ষম হতো না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, فَاعْفُ عَنْهُمْ তুমি তাদের ভুলক্রটি ক্ষমা কর। وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা মু'মিন, তাদের দ্বারা যখন কোন গুনাহ্ হয়ে যায় তখন তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। যাতে একথা তাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, তুমি তাদের কথা শোন এবং তাদের সাহায্য গ্রহণ কর; যদিও তাদের পরামর্শ ও সাহায্য নেয়ার তোমার কোন প্রয়োজন নেই, তবে তুমি দীনের ব্যাপারে তাদের মন জয় করার জন্যই এরূপ করবে।

আল্লাহ্র উপর ভরসা করা

فَاِذَا عَزَمْتَ অর্থাৎ যখন তুমি কোন বিষয়ে সংকল্প করবে, অর্থাৎ যদি এমন কোন বিষয়ের দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যা তোমার কাছে আমার পক্ষ থেকে (ওহীর মাধ্যমে) এসেছে, কিংবা তার সম্পর্ক দীনের ব্যাপারে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের সাথে হোক এবং এ জিহাদ ছাড়া উদ্দেশ্য সাধনের কোন বিকল্প কিছুই থাকে না; তখন তুমি আমার নির্দেশে তা সম্পন্ন কর, চাই এতে কেউ তোমার পক্ষে থাকুক বা বিপক্ষে যাক। فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ আর তুমি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে এবং বান্দাদের কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আল্লাহ্কেই সন্তুষ্ট রাখবে। اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ। যারা নির্ভর করে, আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ

আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হবার কেউই থাকবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে? (৩ : ১৬০)।

সুতরাং মানুষের জন্য আমার আহকামকে উপেক্ষা করো না বরং মানুষের কথাকে আমার নির্দেশের সামনে সম্পূর্ণ বর্জন কর।

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

আর মু'মিনদের উচিত মানুষের উপর নয়; বরং আল্লাহ্র উপর ভরসা করা।

নবী (সা)-এর বিশেষ মর্যাদা

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করবে, এটা নবীর পক্ষে অসম্ভব এবং কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে, কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে আসবে। এরপর প্রত্যেককে যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে। তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না (৩ : ১৬১)।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে যে নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেন, তা লোকেদের ভয়ে কিংবা পার্থিব মোহে পড়ে লোকের থেকে গোপন করা তাঁর জন্য সম্ভব নয়। এমনটি যে করবে, কিয়ামতের দিন তার সামনে তা প্রকাশ পেয়ে যাবে, যা সে করবে। তারপর সে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে, এ ব্যাপারে তার প্রতি কোন প্রকার অবিচার কিংবা বাড়াবাড়ি করা হবে না।

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَاۤءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

আল্লাহ্ যাতে রাযী, যে তারই অনুসরণ করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই যার আবাস ? আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল (৩ : ১৬২)।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের শত্রুতা কিংবা মিত্রতার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে একমাত্র আল্লাহ্কেই সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করে, তার মরতবা নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তির থেকে অনেক বেশী, যে মানুষের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কোন পরওয়া করে না। যার কারণে সে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধের যোগ্য হয়। এরা উভয়ে বরাবর হতে পারে না।

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ.

আল্লাহ্র নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে আল্লাহ্ তার সম্যক-দ্রষ্টা। (৩ : ১৬৩)।

অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য তার আমল মুতাবিক জান্নাত ও জাহান্নামে একটি স্তর নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আল্লাহ্র কাছে গোপন নয় কে বাধ্য আর কে অবাধ্য।

মুসলমানদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন; সে তাঁর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করে, তাদেরকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা তো পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল (৩ : ১৬৪)।

অর্থাৎ হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের উপর এটা আল্লাহ্র বড় অনুগ্রহ যে, তোমাদের মধ্য হতে তিনি রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তোমরা যে নতুন নতুন বিষয় সৃষ্টি করে রেখেছিলে এবং তোমাদের যা আমল ছিল, সে ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শুনাবেন। আর তোমাদের ভাল মন্দের শিক্ষা দিবেন। যাতে তোমরা ভালকে চিনে তার উপর

আমল করতে পার এবং মন্দকে চিনে তা থেকে বাঁচতে পার। আর সে তোমাদের খবর দেবে যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে এখন তোমরা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করবে, এতে তোমাদের মাঝে আনুগত্যের আগ্রহ আরও তীব্র হবে। আর আল্লাহ্ যে সব বিষয়ে অসন্তুষ্ট হন, তা থেকে বেঁচে তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে পারবে এবং এভাবে তোমরা জান্নাতের সওয়াব লাভ করতে পারবে। এর পূর্বে তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে অর্থাৎ জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলে। ভাল-মন্দের পার্থক্য করার যোগ্যতা তোমাদের ছিল না। ভাল কথা শুনার ব্যাপারে তোমরা বধির, হক কথা বলার ব্যাপারে বোবা এবং সৎপথ দেখার ব্যাপারে অন্ধ ছিলে।

উহুদ যুদ্ধের বিপর্যয় প্রসংগে

তারপর আল্লাহ্ সে সব মুসীবতের কথা, যা মুসলমানদের উপর উহুদ যুদ্ধে আপতিত হয়েছিল, তার উল্লেখ করে বলেন :

اَوَلَمَّآ اَصَابَكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

কি ব্যাপার। যখন তোমাদের উপর মুসীবত আসলো, তখন তোমরা বললেন, এটা কোত্থেকে আসলো ? অথচ তোমরা তো দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। বল, এটা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হতো; আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান (৩ : ১৬৫)।

অর্থাৎ তোমাদের ভুলের কারণেই যদি তোমাদের ভাইদের উপর কোন বিপদ আসে, তবে তাতে কি আসে যায়। এর পূর্বে বদর প্রান্তরে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে তোমরা তাদের কতল ও বন্দী করে তাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। তোমরা ভুলে গেলে তোমাদের গুনাহের কথা এবং তোমাদের নবী তোমাদের যে নির্দেশ দিয়েছিল, তোমরা তার বিরোধিতা করেছিলে, একথা কি তোমরা ভুলে গেলে ?

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিতে কিংবা ক্ষমা করতে পূর্ণ সক্ষম।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا

যে দিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তা আল্লাহ্‌রই হুকুমে; এটা মু'মিনদেরকে জানবার জন্য এবং মুনাফিকদের জানবার জন্য (৩ : ১৬৬-৬৭)।

অর্থাৎ যা তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুপক্ষের মাঝে মুকাবিলার সময় ঘটেছিল তা আমার হুকুমেই ঘটেছিল। এ ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন তোমরা যা করার তা করলে আমার সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি আসার পর, যাতে মু'মিন আর মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়।

মুনাফিকদের অবস্থা

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِدْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّ اتَّبَعْنٰكُمْ.

এবং তাদের বলা হয়েছিল, 'এসো তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর।' তারা বলেছিল, 'যদি জানতাম যে, যুদ্ধ হবে তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম' (৩ : ১৬৭)।

অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ও তার অনুচররা উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ ছেড়ে ফিরে এসেছিল। তারা তখন বলেছিল, আমরা যদি জানতে পারতাম এবং আমাদের এ বিশ্বাস হত যে, নিশ্চিত যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তবে আমরা তোমাদের সাথে অবশ্যই যেতাম এবং তোমাদের পক্ষ হয়ে লড়াই করতাম। কিন্তু, আমাদের ধারণা ছিল যুদ্ধ সংঘটিত হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের এ গোপন নিফাক স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দিয়ে বলেছেন :

هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ. اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

সেদিন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিকটতর ছিল। যা তাদের অন্তরে নাই তারা তা মুখে বলে; তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত। যারা ঘরে বসে রইলো এবং তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলল যে, তারা তাদের কথামত চললে নিহত হতো না, তাদের বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে নিজেদের মৃত্যু হতে রক্ষা কর' (৩ : ১৬৭-১৬৮)।

অর্থাৎ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যদি তোমরা তোমাদের থেকে মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পার, তবে তা কর। জিহাদ থেকে ফিরে থাকাই ছিল, তাদের মূল লক্ষ্য। আর এর মূলে ছিল তাদের নিফাকী। দুনিয়াতে বেশী দিন বেঁচে থাকার লক্ষ্যে এবং মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য তারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করাকে পরিত্যাগ করেছিল।

জিহাদের প্রেরণা

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর মাধ্যমে মু'মিনদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং জিহাদে জীবন দেওয়া সহজ এ কথা উল্লেখ করে বলেন :

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ - فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা

দিয়েছেন, তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে; এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দু:খিতও হবে না (৩ : ১৬৯-১৭০)।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে যারা নিহত হয়েছে, তুমি তাদের মৃত মনে করো না। আমি তাদের জীবিত করেছি, জান্নাতের আনন্দ ও আয়েশে তাদের রিযিকদান করা হয়। তাদের জিহাদের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা যে অনুগ্রহ করেছেন, তাতে এরা অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রফুল্ল।

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَايُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ·

আল্লাহ্‌র অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না (৩ : ১৭১)।

কেননা, তারা দেখে নিয়েছে অঙ্গীকার পূরণ ও বিরাট প্রতিদান।

উহুদ যুদ্ধে শহীদদের মর্যাদা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া আবূ যুবায়ের সূত্রে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন :

উহুদের যুদ্ধে যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রূহ সবুজ পাখীর মধ্যে রাখলেন। ঐ রূহসমূহ জান্নাতের নহরে আসে এবং সেই সব নহরের গাছের ফল ভক্ষণ করে এবং আরশের ছায়ায় সোনার বাতির কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে।

যখন সে রূহগুলো খাদ্য ও পানীয়র সুঘ্রাণ এবং নিজেদের বাসস্থানের সৌন্দর্য দেখতে পেলো, তখন তারা বললেন : হায়! যদি আমাদের ভাইয়েরা জানত যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সংগে কি সদাচরণ করেছেন, তবে তারা জিহাদের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করতো না এবং তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেত না। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমাদের পক্ষ থেকে এ বার্তা আমি তাদের পৌছে দেব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ . (٣ : ١٦٩)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে হারিছ ইব্‌ন ফুযায়েল মাহমূদ ইব্‌ন লবীদ আনসারী সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

'বারিক' জান্নাতের দরজার একটি নহর। শহীদগণ সে নহরের উপর একটি সবুজ গম্বুজে অবস্থান করেন। সকাল-সন্ধ্যা জান্নাত থেকে তাদের রিযিক পৌঁছতে থাকে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে জনৈক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, জবাবে তিনি বলেন :

"উহুদ যুদ্ধে তোমাদের ভাইয়েরা নিহত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রূহ সবুজ পাখির উদরে রেখে দিলেন। এই রূহগুলো জান্নাতের নহরে আগমন করে তার ফল ভক্ষণ করে, আরশের ছায়ায় সোনার বাতির কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করেন :

يَا عِبَادِيْ ! مَا تَشْتَهُوْنَ فَأَزِيْدُكُمْ .

হে আমার বান্দারা ! তোমরা কি চাও ? আমি তোমাদের আরও বেশী দান করব। তখন রূহগুলো জবাব দেয়—

رَبَّنَا لاَ فَوْقَ مَا اَعْطَيْتَنَا - اَلْجَنَّةَ نَاكُلُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْنَا .

হে আমার রব ! আপনি আমাদের যা কিছু দান করেছেন তার চাইতে বেশী কিছু চাই না। আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে আহার-বিহার করি।

আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলেন : হে আমার বান্দারা ! তোমরা কি চাও ? আমি আরও বাড়িয়ে দেব ? তারা বলেন : হে আমাদের রব ! আপনি আমাদের যা দিয়েছেন, এর চাইতে বেশী আর কিছু চাই না। আমরা জান্নাতে রয়েছি, যেখানে ইচ্ছা আহার-বিহার করি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলেন : হে আমার বান্দারা ! তোমরা কি চাও, আমি তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেব ? তারা বলে : হে আমাদের রব ! আপনি যা দিয়েছেন তার চাইতে বেশী কিছু চাই না। আমরা জান্নাতে রয়েছি, যেখানে ইচ্ছা আহার-বিহার করি। তবে এতটুকু আমরা চাই যে, আমাদের রূহগুলো আমাদের শরীরে ফিরিয়ে দিয়ে আবার আমাদের দুনিয়াতে পাঠানো হোক, যাতে আমরা পুনরায় আপনার পথে জিহাদ করে আর একবার শহীদ হতে পারি।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি

ইব্ন ইসহাক বলেন : জনৈক বন্ধু আমাকে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আকীল' জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

হে জাবির! আমি তোমাকে সুসংবাদ শুনাব কি ? জাবির (র) বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহ্র নবী ! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন : উহুদে তোমার পিতা যে স্থানে শহীদ হয়েছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সে জায়গাতেই জীবিত করে জিজ্ঞাসা করেছিল : হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ! আমার কি ধরনের আচরণ তুমি পছন্দ করবে ? সে বলেছিল : হে আমার রব ! আমি পছন্দ করি যে আপনি আমাকে আবার দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি আর একবার আপনার জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হই।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আমর ইব্ন উবায়দ হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেন,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

ঐ সত্তার কসম ! যার হাতে আমার জীবন এমন কোন মু'মিন নেই, যে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার পর চাইবে যে, দুনিয়ার সব কিছু দেওয়া সত্ত্বেও তাকে আবার দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হোক, শহীদ ছাড়া, সে চাইবে যে, তাকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হোক, যাতে সে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে পুনরায় শহীদ হতে পারে।

যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে গিয়েছিলেন

ইব্ন ইসহাক বলেন :

الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

জখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে (৩ : ১৭২)।

অর্থাৎ ঐসব মু'মিন যারা উহুদের যুদ্ধের পরের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সংগে জখমের ব্যথা-যন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও হামরাউল আসাদে গিয়েছিল।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ. الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। এদেরকে লোকেরা বলেছিল : তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে; সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এটা তাদের ঈমান দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল; আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক (৩ : ১৭২-১৭৩)।

মুসলমানদের যারা এ জাতীয় কথা বলেছিল তারা হলো : আবদুল কায়িসের কিছু লোক, যারা আবূ সুফিয়ানের সাথে আলোচনা করার পর মুসলমানদের বলেছিল যে, আবূ সুফিয়ান ও অন্যান্যরা প্রচুর সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছে। তারা পুনরায় তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ.

তারপর তারা আল্লাহ্র অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ্ যাতে রাযী, তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল (৩ : ১৭৪)।

কেননা, তিনি তাদেরকে শত্রুর সাথে পুনরায় সংঘর্ষ হওয়া থেকে হিফাযত করেন।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

শয়তানই তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায় সুতরাং যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে তোমরা তাদের ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর (৩ : ১৭৫)।

দু:খিত না হওয়া প্রসংগে

وَلاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِيْ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِيْ الْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

যারা কুফরীতে ত্বরিতগতি, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয় (অর্থাৎ মুনাফিকরা) তারা কখনও আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ আখিরাতে তাদের কোন অংশ দিবার ইচ্ছা করেন না। তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করেছে, তারা কখনও আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। কাফিররা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য; আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। অসৎকে সৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা (অর্থাৎ কাফির মুনাফিক), যে অবস্থায় রয়েছো, আল্লাহ্ মু'মিনদের সেই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্যের সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ অবহিত করার নন (অর্থাৎ ঐ ব্যাপারে, যাতে আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা করতে চান, যাতে তোমরা বেঁচে থাকো)। তবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান আনো, তোমরা ঈমান আনলে ও তাকওয়া অবলম্বন করে চললে (অর্থাৎ বিরত হয়ে তওবা করলে) তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে (৩ : ১৭৬-১৭৯)।

উহুদ যুদ্ধে যে সব মুহাজির শহীদ হন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সংগে যে সব মুহাজির মুসলমান শহীদ হন, তাঁরা ছিলেন :

১. কুরায়শের শাখা বংশ বনূ হাশীম ইব্‌ন আব্‌দ মানফের হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম (রা)। তাঁকে জুবায়র ইব্‌ন মুতঈমের গোলাম ওয়াহশী শহীদ করেছিল।

২. বনূ উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামসের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ। তিনি আসাদ ইব্‌ন খুযায়মাহ বংশীয়, বনূ উমাইয়ার মিত্র।

৩. বনূ আবদুদ্‌দার ইব্‌ন কুসাঈ এর মুস'আব ইব্‌ন উমায়র। তাঁকে শহীদ করেছিল ইব্‌ন কামিআ লায়ছী।

৪. বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াক্‌যা এর শাম্‌মাস ইব্‌ন উমান।
কুরায়শী মুহাজিরদের এঁরা চারজন।

আনসার সাহাবীদের মধ্যে

৫. বনূ আব্‌দ আশ্‌হালের আমর ইব্‌ন মু'আয ইব্‌ন নু'মান।

৬. হারিছ ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন রাফি'

৭. উমারা ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন সাকান।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'সাকান' ছিলেন–রাফি' ইব্‌ন ইমরাউল কায়সের পুত্র। অনেকের মতে সাক্‌ন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৮. সালামা ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন ওয়াক্‌শ

৯. আমর ইব্‌ন সাবিত ওয়াক্‌শ এঁরা দু'জন।

১০. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কাতাদা (র) আমার কাছে এ তথ্য পেশ করেছেন যে, এদের পিতা সাবিতও উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

১১. রিফা'আহ ইব্‌ন ওয়াক্‌শ।

১২ হুসায়ল ইব্‌ন জাবির ওরফে ইয়ামান। তিনি ছিলেন হুযায়ফার পিতা। যুদ্ধের ময়দানে অজ্ঞাত অবস্থায় মুসলমানদের হাতেই তিনি নিহত হন।
যাদের হাতে তিনি নিহত হয়েছিলেন, হুযায়ফা (রা) তাদের রক্তপণ ক্ষমা করে দেন।

১৩. সায়ফী ইব্‌ন কায়যী

১৪. হাবাব ইব্‌ন কায়যী

১৫. আব্বাস ইব্‌ন সাহল

১৬. হারিছ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন মু'আয, এঁরা বারজন।

<u>রাতিজ এলাকায় :</u>

১৭. ইয়াস ইব্‌ন আওস ইব্‌ন আতীক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবদুল আলাম ইব্‌ন আউরা ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন আবদুল আশহাল

১৮. উবায়দ ইব্‌ন তায়হান

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে, 'আতীক ইব্‌ন তায়হান।

১৯. হাবীব ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন তায়ম। এঁরা তিনজন

<u>বনূ যুফারের :</u>

২০. ইয়াযীদ ইব্‌ন খাতিব ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন রাফি'। তিনি এ গোত্র থেকে একমাত্র ব্যক্তি।

বনূ আমর ইব্‌ন আওফের শাখা বংশ বনী যুবায়আ ইব্‌ন যায়দের :

২১. আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়িস ইব্‌ন যায়দ।

২২. হানযালা ইব্‌ন আবূ আমির ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমাহ। তাঁকে 'গাসীলুল মালায়কা' বলা হয়। কেননা তাঁর শহীদ হওয়ার পর, তাঁকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছিলেন)। তাকে শহীদ করে শাদ্দাদ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন শু'উব লায়ছী। এঁরা দু'জন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন :

২৩. কায়স ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন যুবায়'আ।

২৪. মালিক ইব্‌ন আমাহ ইব্‌ন যুবায়'আ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

বনূ উবায়দ ইব্‌ন যায়দ এর :

২৫. উনায়স ইব্‌ন কাতাদা। এক ব্যক্তি। বনূ ছা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফের :

২৬. আবূও হায়্যাহ্। তিনি ছিলেন সা'দ ইব্‌ন খায়সামা এর বৈপিত্রেয় ভাই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ হায়্যাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাবিত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

২৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন নু'মান। তিনি ছিলেন তীরন্দাজদের আমীর।

এঁরা দু'জন

বনূ সালম ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওসের :

২৮. খায়ছামা, ইনি ছিলেন সা'দ ইব্‌ন খায়ছামার পিতা। এ গোত্র থেকে তিনি তিনি একমাত্র ব্যক্তি।

বনূ সালামের মিত্র বনূ আজলানের :

২৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম, এক ব্যক্তি।

বনূ মু'আবিয়া ইব্‌ন মালিকের :

৩০. সুবায় ইব্‌ন হাতিব ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন হায়শাহ। এ গোত্র থেকে তিনি তিনি একমাত্র ব্যক্তি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে সুওয়াইবীক ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হাতিব ইব্‌ন হাইশা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ নাজ্জারের শাখা বংশ বনূ সাওয়াদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গানীর :

৩১. আমর ইব্‌ন কায়স ও তার ছেলে কায়স ইব্‌ন আমর।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৩২. সাবিত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ

৩৩. আমির ইব্‌ন মুখাল্লাদ।

এঁরা চারজন

<u>বনূ মাবযুলের</u>

৩৪. আবূ হুবায়রা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন আমর ইবন ছাক্‌ফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন মাবযূল।

৩৫. আমর ইব্‌ন মুতার্‌রাফ ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন আমর। এঁরা দু'ব্যক্তি।

<u>বনূ আমর ইব্‌ন মালিকের :</u>

৩৬. আওস ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন মুনাযির-এক ব্যক্তি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আওস ইব্‌ন সাবিত ছিলেন—হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের ভাই।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

<u>বনূ আদী ইব্‌ন নাজ্জারের :</u>

৩৭. আনাস ইব্‌ন নাযর ইব্‌ন যামযাম ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন জুন্দুর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন গানম 'আদী ইব্‌ন নাজ্জার। এক ব্যক্তি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আনাস ইব্‌ন নাযার ইনি ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খাদিম আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর চাচা।

<u>বনূ মাযিন ইব্‌ন নাজ্জারের :</u>

৩৮. কায়স ইব্‌ন মুখাল্লাদ

৩৯. তাদের দাস কায়সান-এঁরা দু'ব্যক্তি।

<u>বনূ দীনার ইব্‌ন নাজ্জারের :</u>

৪০. সুলায়ম ইব্‌ন হারিস,

৪১. নু'মান ইব্‌ন আব্‌দ আমর-এঁরা দু'ব্যক্তি।

<u>বনূ হারিস ইব্‌ন খায়রাজের :</u>

৪২. খারিজা ইব্‌ন যাযদ ইব্‌ন আবূ যুহায়র।

৪৩. সা'দ ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবূ যুহায়র। এদের দু'জনকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল।

৪৪. আওস ইব্‌ন আরকাম ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন কা'ব-এঁরা তিনজন।

<u>বনূ আবজার অথবা বনূ খুদরার :</u>

৪৫. মালিক ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আবজার। আর তিনি ছিলেন আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর পিতা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর নাম ছিল সিনান, মতান্তরে সা'দ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৪৬. সাঈদ ইব্‌ন সুওয়াইদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবজার।

৪৭. উতবা ইব্‌ন রাবী ইব্‌ন রাফি' ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আবজার।—এঁরা তিন ব্যক্তি।

বনূ সাঈদা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজের :

৪৮. সা'লাবা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন সাঈদা।

৪৯. সাক্‌ফ ইব্‌ন ফারওয়া ইব্‌ন বাদী।

এঁরা দু'ব্যক্তি।

বনূ তারীফ, সা'দ ইব্‌ন উবাদার দলের :

৫০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন ওয়াকশ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন তারীফ।

৫১. তাদের জুহায়না গোত্রীয় মিত্র যাম্‌রা।

এঁরা দু'ব্যক্তি।

আওফ ইব্‌ন খাযরাজের শাখা গোত্র বনূ সালিম, তার শাখা বংশ বনূ মালিক ইব্‌ন আজলান।

ইব্‌ন যায়দ ইব্ন গানম ইব্‌ন সালিমের :

৫২. নাওফল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ।

৫৩. আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন নাযলা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান।

৫৪. নু'মান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সা'লাবা ফিহ্‌র ইব্‌ন গানম ইব্‌ন সালিম।

৫৫. তাদের বালী গোত্রীয় মিত্র-মুজায্‌যার ইব্‌ন যিয়াদ।

৫৬. উবাদা ইব্‌ন হাস্‌সান

নু'মান ইব্‌ন মালিক, মুজায়যার ও উবাদাকে একই কবরে দাফন করা হয়।

এঁরা মোট পাঁচজন।

বনূ হুবলার :

৫৭. রিফা'আ ইব্‌ন আমর। এ গোত্র থেকে তিনি তিনি একমাত্র ব্যক্তি।

বনূ সালামার শাখা বংশ বনূ হারামের :

৫৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন হারাম।

৫৯. আমর ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম। এঁদের দু'জনকে এক কবরে দাফন করা হয়।

৬০. খাল্লাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম।

৬১. আমর ইব্‌ন জামূহের আযাদকৃত গোলাম আবূ আয়মান। এঁরা মোট চারজন।

বনূ সওয়াদ ইব্‌ন গানমের :

৬২. সুলায়ম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাদীদা।

৬৩. তাঁর আযাদকৃত গোলাম 'আনতারা।

৬৪. সাহ্‌ল ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আবূ কা'ব ইব্‌ন কায়ন। এঁরা তিনজন।

<u>বনূ যুরায়েক ইব্‌ন আমিরের :</u>

৬৫. যাক্‌ওয়ান ইব্‌ন আব্‌দ কায়স

৬৬. উবায়দ ইব্‌ন মু'আল্লা ইব্‌ন লাওযান।

এঁরা দু'জন

ইব্‌ন হিশাম বলেন, উবায়দ ইব্‌ন মু'আল্লা ছিলেন বনী হাবীবের লোক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সংগে যে সব মুহাজির ও আনসার মুসলমান শহীদ হন, তারা ছিলেন সর্বমোট পঁয়ষট্টি জন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যে সওরজন শহীদের নাম আমি উল্লেখ করেছি, তাদের মধ্যে যাদের নাম ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেনি, তাঁরা হলেন :

<u>আওস বংশের শাখা বংশ বনূ মু'আবিয়া ইব্‌ন মালিকের :</u>

১. মালিক ইব্‌ন নু'মায়লা। তিনি মুযায়না গোত্রীয় এবং তাদের মিত্র।

খাতমা বংশের (খাতমার নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুশম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আওস)

২. হারিস ইব্‌ন 'আদী ইবন খারাশাহ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আমির ইব্‌ন খাত্‌মা।.

<u>খাযরাজ বংশের শাখা বনূ সাওয়াদ ইবন মালিকের :</u>

৩. মালিক ইব্‌ন ইয়াস বনূ আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জারের :

৪. ইয়াস ইব্‌ন আদী

<u>বনূ সারিম ইব্‌ন 'আওফের :</u>

৫. আমর ইব্‌ন ইয়াস।

উহুদ যুদ্ধে যে সব মুশরিক নিহত হয় তাদের সম্পর্কে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধের দিন যে সব মুশরিক নিহত হয়, তারা ছিল কুরায়শ বংশের শাখা বংশ বনু আব্‌দুদ্‌দার ইব্‌ন কুসাঈ এর ঝাণ্ডাবাহীদের লোক। এর হলো :

১. তালহা ইব্‌ন আবূ তালহা। আবূ তালহার নাম হলো আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবদুদ্‌দার। তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

২. আবূ সাঈদ ইব্‌ন আবূ তালহা, তাকে হত্যা করেন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা)। ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনামতে তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৩. উসমান ইব্‌ন আবূ তালহা। তাকে হত্যা করেন হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)।

৪. মুসাফি' ইব্‌ন তাল্‌হা

৫. জুল্‌লাস ইব্‌ন তাল্‌হা ;
এদের দু'জনকে হত্যা করেন আসিম ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন আবুল আকলাহ (রা)।

৬. কিলাব ইব্‌ন তালহা

৭. হারিছ ইব্‌ন তাল্‌হা,
এদের দু'জনকে হত্যা করেন কুযমান (রা)। ইনি ছিলেন বনূ যুফারের মিত্র।
ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে কিলাব ইব্‌ন তালহাকে হত্যা করেন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৮. আরতাত ইব্‌ন আব্‌দ শারহবীল ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্‌দার। তাকে হত্যা করেন হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)।

৯. আবূ যায়দ ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্‌দার; তাকে হত্যা করেন কুযমান (রা)।

১০. সুআব, সে ছিল আবূ যায়দের হাবশী গোলাম, তাকেও হত্যা করেন কুযমান (রা)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনা মতে তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। অনেকের মতে সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা) এবং ভিন্ন মতে আবূ দুজানা (রা) তাকে হত্যা করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

১১. কাসিত ইব্‌ন শুরায়হ ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আব দুদ্‌দার। তাকে হত্যা করেন কুযমান (রা)।

এদের সংখ্যা মোট এগারজন

<u>বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাঈ থেকে :</u>

১২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ, তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। এ গোত্র থেকে একজন মাত্র।

<u>বনূ যুহ্‌রা ইব্‌ন কিলাব থেকে :</u>

১৩. আবুল হাকাম ইব্‌ন আখনাস ইব্‌ন শুরায়ক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ওয়াহব সাকাফী। তাদের মিত্র। তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

১৪. সিবা ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা। আবদুল উয্‌যার নাম ছিল আমর ইব্‌ন নায্‌লা ইব্‌ন গুবশান ইব্‌ন সুলায়ম ইব্‌ন মালাকান ইব্‌ন আফসী। খুযা'ই বংশীয়, তাদের মিত্র।

তাকে হত্যা করেন হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) এরা দুই ব্যক্তি।

<u>বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকযা থেকে :</u>

১৫. হিশাম ইব্‌ন আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা। তাকে হত্যা করেন কুযমান (রা)।

১৬. ওয়ালীদ ইব্‌ন 'আস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা। তাকেও হত্যা করেন কুযমান (রা)।

১৭. আবূ উমাইয়া ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা। তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

১৮. খালিদ ইব্‌ন আলাম। তাদের মিত্র। তাকেও কুযমান (রা) হত্যা করেন।
এদের সংখ্যা চারজন।

<u>বনূ জুমাহ্ ইব্‌ন আমর থেকে :</u>

১৯. আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ্ তার কুনিয়াত ছিল আবূ উয্‌যা। তাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বন্দী অবস্থায় হত্যা করেন।

২০. উবায় ইব্‌ন খালাফ ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ। তাকেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে কতল করেন।
এরা দু'জন।

<u>বনূ আমীর ইব্‌ন লুআঈ থেকে :</u>

২১. উবায়দা ইব্‌ন জাবির।

২২. শায়বা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন মুযাররিব। এদের দু'জনকে কুযমান (রা) হত্যা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে উবায়দ ইব্‌ন জাবিরকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হত্যা করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধের দিন আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের থেকে যাদের হত্যা করেন তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল বাইশজন।

উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কিত কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে যে সব কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করা হয়েছে, তার মধ্যে হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওয়াহব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আয়িয ইব্‌ন আব্‌দ ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন মাখযূম এর কবিতাও রয়েছে।

ইব্‌ন হিশামের মতে : আয়িম ইবন ইমরান ইবন মাখযূম :

مَا بِلُ هَمٍّ عَمِيْدٍ بات يَطرُقني * بالوُد من هند إذ تَعدو عَوَاديها
بَاتَت تُعَاتِبني هند وتَعذُلني * وَالحربُ قَد شُغلَت عَنى مَواليهَا
مَهلاً فَلا تَعذُ لينى إنَّ من خُلُقِى * مَا قَدْ عَلِمت وَمَا إن لَستُ أخفيهَا
مُسَاعِف لبَنِى كَعبٍ بما كَلِفُواْ * حَمَّالُ عِبءٍ وَاثقَال أعانِيهَا
وَقَد حَملتُ سلاحِى فَوق مُشتَرَف * ساطٍ سَبوحٍ إذا تَجرِى يُبَاريهَا
كَأنَّه إذ جَرى عير بفَدفَدة * مُكدَّم لاحِق بالعوْن يَحمِيهَا
من آل أعوجَ يَرتَاح النَّدى له * كجذع شَعراء مُستَعلٍ مَرَاقيهَا
أعددتُهُ ورِقَاقَ الحَدَّ مُنتَحِلا * وَمَارِنًا لخُطُوبٍ قَدْ ألاقيهَا
هذَا وَبَيْضَاء مثل النِّهى مُحكَمة * نيطت عليَّ فمَا تَبدو مساويها
سُقنَا كِنَانة من أطراف ذى يَمَن * عُرض البِلاد على مَاكَانَ يُزجِيها
قَالت كِنَانةُ : أنَّى تَذْهبون بنَا ؟ * قُلنَا النُّخَيل ، فأمُّوها ومن فِيها
نحن الفَوارس يوم الجر من أحُد * هابت مَعَدٌّ فَقُلنَا نحن نَأتِيهَا
هابُو ضِرَابا وَطَعنَا صَادقا خَذمَا * مِمًّا يَرَوْن وَقد ضُمَّت قَواصيها
ثُمَّتَ رُحنَا كأنا عارِض بَرِدِ * وقام هامُ بَنِى النَّجَّارِ يَبكِيهَا
كأنَ هامَهُم عند الوغى فِلَق * من قَيض رُبدٍ نَفَتَهُ عَن أداحِيهَا
أو حَنظَل ذَعذَعَتهُ الرِّيحُ فِى غُصن * بالٍ تعَاوره مِنهَا سَوَافِيهَا
قَد نَبذُلُ المَال سَحًّا لاَحِسَابَ له * وَنَطعَن الخَيل شَزرًا فِى مَاقِيهَا
وَلَيلَةٍ يَصطَلِى بِالفَرثِ جَازِرُهَا * يَختَصُّ بِالنَّقَرى المُثرِينَ دَاعِيها
وَلَيلَةٍ مِن جُمَادَى ذَاتِ أندِيَةٍ * جَربَا جُمَادِيَّةٍ قَد بِتُّ أسرِيهَا
لاَيَنبَح الكَلبُ فِيهَا غيرَ وَاحِدَة * مِنَ القَرِيس وَلاَ تَسرِى أفَاعِيهَا
أوقَدَتُ فِيها لذى الضَّرَّاء جَاحِمَة * كَالبَرقِ ذَاكِيَةَ الأركَان أحمِيها
أورَثَنِى ذَاكُمْ عَمْرو وَوَالِده * منَ قَبلِه كَانَ بالمَثنَى يُغَالِيَهَا
كَانُواْ يُبَارُوْنَ أنوَاءَ النُّجُوم فَمَا * دَنَّت عَن السُّورَةَ العُليَا مُسَاعِيهَا

সেই দুঃখজনিত চিন্তার কথা আর কি জিজ্ঞাসা করছ, যা আমাকে রাতের বেলা জাগিয়ে দিচ্ছিল হিন্দার পক্ষ থেকে, যখন তার ব্যস্ততা সীমাতিক্রম করে গিয়েছিল।

রাতভর হিন্দা আমাকে তীব্র ক্রোধের সাথে তিরস্কার করছিল, অথচ যুদ্ধের পরিচালকমণ্ডলী আমার দিক থেকে পূর্ণ উদাসীন ছিল।

একটু থামো, (হে হিন্দা!) আমাকে তিরস্কার করো না। আমার স্বভাব তাই, যা তুমি জানো, আর আমি তা গোপন করতে চাই না।

বনূ কা'ব যে বিষয়ের প্রতি আসক্ত ও অনুরক্ত আমি তাতে তাদের পূর্ণ বিশ্বস্ত ও অনুগত। আমি বড় বড় দায়িত্বের বোঝা বহনকারী এবং এর কষ্ট সহ্য করি।

আমি আমার যুদ্ধের হাতিয়ার এমন ঘোড়ার উপর রেখেছি, যার সৌন্দর্যের প্রতি মানুষ পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাঁর পদক্ষেপ দীর্ঘ, অত্যন্ত দ্রুতগামী এবং সে দৌড় প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হয়।

যখন জংলী গাধা মুক্ত ময়দানে দ্রুত দৌড়ায়, তখন এ আহত ঘোড়া তাকেও তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলে এবং সামনে অগ্রসর হতে বাধা দেয়।

এ ঘোড়া আরবের প্রসিদ্ধ ঘোড়া আওয়াজ বংশের। তার গোটা মজলিস তাকে দেখে আত্মহারা হয়ে যায়, মনে হয় যেন তা ঘন খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড, যার ডালগুলো উঁচুতে বিস্তৃত।

আমি সে ঘোড়াকে এবং একটি বাছাই করা সূতীক্ষ্ণ ধারাল তরবারিকে, আর একটি চকচকে বর্শাকে সে দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি, যার সম্মুখীন আমি হতে পারি।

সে সাথে আমি এমন একটি লৌহবর্মও রেখে দিয়েছি, যা অত্যন্ত মজবুত এবং ছোট একটি ট্যাংকীর মত আমার শরীরের সাথে মিশে থাকে। তাতে বড় বড় ছিদ্র নেই।

আমরা বনূ কিনানাকে ইয়ামান অধিবাসীদের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে টেনে বের করে নিয়ে এসেছি। সেই সাথে সে নগরীর প্রাচুর্য ও তাদেরকে টেনে নিয়ে এসেছি।

বনূ কিনানা জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? জবাবে আমরা বললাম : আমরা তোমাদের 'নাখীল' (মদীনার) দিকে নিয়ে যাচ্ছি। সুতরাং তোমরা সেখানকার এবং সে স্থানের অধিবাসীদের ইচ্ছা করে নাও (অর্থাৎ সে অভিমুখে চল)।

উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে যুদ্ধের সময় আমরা ছিলাম অশ্বারোহী। আমরা হুঙ্কার দিলাম, আমরা আসছি। তখন মা'আদ গোত্র আতংকিত হয়ে গেল। যখন তারা আমাদের তরবারি ও বর্শা চালনা দেখল, যার দ্বারা শরীরের টুকরাগুলো ছিঁড়ে ছুটে পড়ছিল, তখন তারা কেঁপে উঠল। অথচ তাদের সকল লোক, নিকট ও দূর থেকে এক জায়গায় সমবেত হচ্ছিল।

তারপর আমরা সন্ধ্যাবেলা ঝঞ্ঝাময় শিলাবৃষ্টির মত আক্রমণ করলাম। তখন বনূ নাজ্জারের দুর্ভাগ্যের পাখি মাতম করছিল।

রণাঙ্গনে তাদের মাথার খুলিগুলো মনে হচ্ছিল উটপাখির ডিমের খোসার টুকরার মত; যা বাসার বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

কিংবা ঐ খুলিগুলো, যা ঐ মাকাল ফলের মত মনে হচ্ছিল, যাকে একটি জীর্ণ শাখায় দোলাচ্ছে বাতাস এবং সে ডালকে বরাবর 'ধূলিবালি উড়ায়' এমন হাওয়া সব সময় আন্দোলিত করছে। কখনও কখনও যেন আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তরবারি ও বর্শার দ্বারা অত্যন্ত বদান্যতা দেখাচ্ছিলাম ; যার কোন হিসাব ছিল না। আমরা ডান-বাম এবং সব দিক থেকে শত্রুপক্ষের ঘোড়াসমূহের চোখের কোণায় ক্রমাগত বর্শা নিক্ষেপ করছিলাম।

এমন অনেক রাত রয়েছে, যাতে একদিকে সাধারণ লোকেরা হাঁটাচলা করে উষ্ণতা গ্রহণ করছিল। অন্যদিকে আগুনের তাপ নেয়ার জন্য আহবানকারীরা নেতৃস্থানীয় বিশেষ ব্যক্তিদের আহবান করছিল, (দীন-দরিদ্রদেরকে কেউ আহবান করছিল না)।

তারপর বরফ জমার মৌসুমে অনেক রাত এমনও ছিল, যা জুমাদা মাসের রাতের মত। যাতে ঝুরি-ঝুরি বরফ পড়ছিল এবং বরফপাতকালীন সময়ে প্রচণ্ড শীতের কষ্টও হচ্ছিল। এ সময় আমি রাতের পর রাত চলতাম। সে রাত এমন হতো, যাতে দু'একটি ছাড়া ঘেউ ঘেউকারী কোন কুকুরও পাওয়া যেত না, এমন কি সাপ ও তার গর্ত থেকে বের হতে পারতো না। এমনই রাতে আমি দুস্থ-দরিদ্রদের জন্যে আগুন জ্বালিয়ে ছিলাম ; যার চারিপাশে বিদ্যুতের ন্যায় আলো ছড়িয়েছিল এবং আমি সব সময় তার রক্ষণাবেক্ষণ করছিলাম।

এ জিনিস আমি 'আমর' থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। আর আমরের পিতা এর আগে (লোকদের উপকারার্থে) বারবার-এ অগ্নি প্রজ্বলিত করতো।

আমর ও তার পিতার স্বগোত্রীয়রা নক্ষত্রের ভাগ্যলিপি মুকাবিলা করত। আর উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার জন্য অবিরাম চেষ্টা করতো।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুবায়রার এ কবিতার জবাবে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) নিম্নোক্ত কবিতা বলেন :

سُقتم كِنَانَـةَ جَهلاً مِّن سَفاهَتِـكُمْ * إلَى الرَّسُوْلِ فَجُند اللّٰهُ مُخزِيهَا

أُورَدتُمُوهَا حِيَاضَ المَوت ضاحية * فَالنَّارُ مَوعِدُهَا ، وَالقَتْلُ لاَقِيهَا

جَمَّعتُمُوهَا أحَابِيشًا بِلاَ حَسَبٍ * أئِمَّةَ الكُفرِ غَرَّتكُم طَوَاغِيهَا

ألا اِعتَبرتُمْ بِخيلِ اللّٰهِ إذ قَتَلَت * أهلَ القَلِيب وَمَن ألقَينَهُ فِيهَا

كَم مِن أسِيرٍ فَكَكنَاهُ بِلا ثَمَنٍ * وَجَزَّ نَاصِيَةٍ كُنَّا مَوَالِيْهَا

তোমরা নির্বুদ্ধিতার কারণে না জেনে শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুকাবিলায় বনূ কিনানাকে নিয়ে এসেছ, আর ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, আল্লাহ্ সৈন্য বনূ কিনানাকে লাঞ্ছিত করেছে।

বস্তুত তোমরা সকাল সকালই তাদেরকে মৃত্যুর হাউজে নিয়ে এসেছিলে। সুতরাং জাহান্নামই হয়েছে তাদের নির্ধারিত স্থান, আর মৃত্যু তাদের সাক্ষাৎ করেছে।

তোমরা বংশ মর্যাদাহীন অপদার্থ কতগুলো লোক সমবেত করেছ, কুকুরের সরদারদের দাম্ভিকরা তোমাদের প্রতারিত করেছে।

তোমরা কি আল্লাহ্‌র অশ্বারোহীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করনি, যখন তারা বদর যুদ্ধে সে সব কাফিরদের হত্যা করেছিল যারা বদরের কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ?

অনেক বন্দীকে আমরা কোন বিনিময় ছাড়াই রেহাই করে দিয়েছি এবং আমরা তাদের কপালের চুল পর্যন্ত কাটিনি, তাদের উপর আমাদের অনেক অনুগ্রহ ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) রচিত এ কবিতা আবূ যায়দ আনসারী আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) ও হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওয়াহাবের কবিতার জবাবে বলেন :

ألا هل أتى غَسَّانَ عَنَّا وَدُونهم * مِنَ الأرض خَرق سَيرُهُ مُتَنَعنِع
صَحارٍ وَأعلام كأنَّ قَتامَهَا * من البُعد نَقع هَامِد مُتَقطِع
نَظَلّ به البُزل العَرامِيْس رُزَّحا * وَيَخلُوْ به غَيث السِّنين فيُمرِع
به جِيَفُ الحَسرى يَلُوح صَليبُهَا * كَمَا لاح كَتَّانُ التجارِ المُوَضَّع
به العِينُ وَالآرامُ يَمْشِين خِلفةً * وَبَيضُ نَعَام قَيضُه يَتَقَلَّع
مَجَالِدُنَا عَن دِيننَا كل فَخمةٍ * مُذَرَّبة فيها القَوانِسُ تَلمَع
وكل صَمُوْت فِي الصوانِ كأنَّهَا * إذَا لُبِسَتْ تَهى مِن الماء مُترَع
ولكن بَبدر سائلُواْ مَن لَقِيتُمُ * مِن النَّاسِ والأنبَاء بالغَيب تَنفع
وأنَّا بأرض الخَوف لو كَانَ أهلَهَا * سوانا لقد أجلَوا بليل فأقشَعُواْ
إذَا جَاءَ مِنَّا رَاكِبُ كان قولُه * أعدّوا لما يُزجي ابنُ حرب وَيَجْمَعُ
فَمَهما يُهِمُّ النَّاسَ مما يَكيْدُنا * فنحنُ لهُ مِن سَائر النَّاس أوسَع
فلو غيرُنَا كَانت جَميعًا تَكيدُهُ * البريَّة قد أعطَوا يداً وَتَوزَّعوا
نجَادِ لا تَبقى علَيعنَا قَبيلَة * مِنَ النَّاسِ إلاَّ أن يَهَابوا ويَفظَعوا
ولَمَّا ابتَنَوا بِالعَرضِ قَالَ سَرَاتُنَا * عَلامَ إذا لم تَمنَع العرضَ نَزرَع ؟
وفينا رسولُ اللّه نَتبع أمره * إذا قال فِينا القَول لا نَتطَلَّع
تَدلّى عَلَيه الرُّوحُ من عندَ رَبِّه * يُنزَّل مِن جَوِّ السَّمَاءِ وَيُرفَع
نُشَاوِره فِيمَا نُريد وَقَصرُنَا * إذا ما اشهى إنَّا نُطيع ونَسمَع
وَقَال رسولُ اللّه لما بَدَوا لَنَا * ذَرُواْ عنكم هَول المنيَّات واطمعوا
وكُونُوا كَمَن يَشرى الحياةَ تَقَرُّبًا * إلى مَلِك يُحيا لَدَيه وَيُرجَع
ولكن خُذُوا أسيَافَكم وتوكّلوا * على اللّه إنَّ الأمرَ للّه أجمَعُ
فسِرنا إليهم جَهرَةً فِي رِحَالِهم * ضُحَيًّا عَلَيْنَا البِيْضُ لا نَتخشع

بِمَلمُومَـةٍ فِـيهَا السَّنَوَّرُ والقَنَا * إذَا ضَـربـوا أقـدامـهَا لاتَـورَّع

فجئنا إلى مَوْجٍ من البحرَ وَسطه * أحابيشُ منـهـم حاسر ومُـقَنّع

ثـلاثـة آلاف ونـحـنُ نَـصيّـة * ثلاث مئـيـن إن كَثُـرنَـا وأربـع

تُغاورهم تـجرى المنيَّة بيـنـنـا * نُشَارعهـم حـوضَ المنايا ونَشرع

تهادَى قِسِيُّ النَّبع فِينَا وفـيـهـمُ * ومـا هـو إلا اليثربـى المُـقـطَّـع

وَمنجوفَـة حِرميَّـة صاعـديَّـة * يُذرّ عليـهَا السَّم سَاعـةُ تُصنَـع

تَصُوبُ بأبـدان الرجّال وتـارةً * تـمرّ بأعـراضِ البصَار تَقَعقع

وخَيل تَراها بالفَضاء كأنـها * جَـرَاد صَبَـا فـى قَـرَّة يَتَـريَّـع

فلمَّا تَلاقَينَا وَدارت بنا الرحى * ولـيـس لأمـرٍ حَـمَّـه اللّٰه مَـدفـع

ضَرَبنَـاهُمُ حَتّى تَركنَا سَرَاتَهم * كأنـهـمُ بالقاع خُشب مُصَـرَّع

لَدَن غُدوةٌ حتى استفقنا عشيَّةً * كــأنّ ذكـانَـا حَـرُّ نَـار تَـلـفَّـع

وَرَاحوا سراعا مُوجفيـن كأنهم * جَـهام هراقـت مـاءه الريحُ مُقلع

ورُحنـا وأخـرَانَا بِطاء كأنّنـا * أسودُ عَلى لحم ببيشـة ظُلَّـع

فَنلنا ونـال القـومُ منّـا وربـمـا * فَعلنـا ولكن ما لدى اللّٰه أوسـع

ودارت رَحَانا واستدارت رحاهمُ * وقد جُعلوا كُلّ مـن الشَّـرَ يَـشبَع

ونحن أُناس لانرى القَتل سُبَّـةً * على كُلّ مَنْ يَحمِى الدمارَ وَيَمنَع

جِلاد على رَيب الحوادث لانَرَى * على هالكٍ عَينَا لَنَا الدَّهرَ تدمَع

بنو الحَربِ لانَعياه بشئٍ نَقُـولُـه * ولا نـحن مـمـا جرَّت الحربُ نجزَع

بنوالحَربِ إن نَظفَر للسنَا بفُحُش * ولا نـحنُ مـن أظفارها نَتـوجَّع

وكُنَّا شهَابا يَتّقـى النَّاسُ حَـرّه * وَيَـفـرُجُ عَـنــهُ من يَـليه وَيسفع

فَخرتَ على ابنَ الزِّبعرى وَقد سرى * لكم طَـلَب مِن أخـر اللَّيلَ مُـتبـع

فسَل عنك فى عُليا مَعدٍّ وَغيرهَا * مِنَ النَّاس مَنْ أخزَى مَقَامًا وَأشنَع

وَمَن هو لَم تَترك له الحربُ مَفخرا * ومـن خـدّه يَـومَ الكـريـهـة أضـرَع

شَدَدنا بِحَولِ اللّٰه وَالنَّصر شَدَّةً * عَـلـيـكـم وأطـرافُ الأسِنَّـة سُـرَّع

تكُرُّ القَنَا فِيكُـمْ كَأنّ فُروعهَا * عَـزَالـى مَـزَادٍ مَاؤُهَا يَـتَـهَـزَّع

عَمَدنا إلى أهلِ اللّواءِ وَمَن يَطِرِ * بذكر اللّواء فهو فى الحَمد أسرع

فخانوا وقد أعطوا يَداً وتخاذَلُوا * أبى اللّهُ إلاّ أمرَه وَهو أصنع

ওহে শোন ! আমাদের ও গাস্সান গোত্রের মাঝে এমন প্রশস্ত মরুপ্রান্তর অন্তরায় যে, তাতে ভ্রমণকারী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আরও অন্তরায় এমন প্রান্তর ও উঁচু পাহাড়, যার কালো ছায়া দূর থেকে মনে হয় যেন বিক্ষিপ্ত কতগুলো ধূলিবালির স্তম্ভ।

শক্তিশালী উটও সেখানে ধ্বংস হয়ে যায়। বৃষ্টি প্রতি বছর সেখান থেকে সরে অন্যান্য ভূমি তৃপ্ত করে।

তাতে বিমর্ষ লোকদের দুর্গন্ধময় লাশের চর্বি ঝলমল করে, যেমন ঝলমল করে ব্যবসায়ীর নক্শীদার রেশমী চাদর।

তাতে হরিণ, নীল গাভী, একের পর এক কাতারে কাতারে চলতে থাকে এবং উট পাখির ডিমের খোসার টুকরা উড়ে বেড়ায়।

এ কঠিন ও দূরের পথ হওয়া সত্ত্বে গাস্সান গোত্রের কাছে আমাদের (ইসলাম) ধর্মের রক্ষক পৌঁছেনি। এ দীনের রক্ষকরা হলেন যুদ্ধ পারদর্শীদের এক বিশাল সৈন্যদল, যাদের অস্ত্রের অগ্রভাগ ঝলমল করে আর যাতে প্রত্যেক সৈন্যর কাছে ঘন বুনট যুক্ত শক্ত মজবুত লৌহবর্ম রয়েছে। যখন তা পরা হয়, তখন মনে হয় যেন পানি ভর্তি পুকুর।

একটু জিজ্ঞাসা করে দেখতো যে, বদরে তোমরা কেমন বীর পুরুষদের সম্মুখীন হয়েছিলে। যখন অদৃশ্যের সংবাদ তাদের উপকৃত করছিল, আমরা এমন এক ভয়ানক ভূমিতে ছিলাম, আমাদের স্থানে অন্য কেউ হলে এক রাতেই তাদের পদস্খলন ঘটতো এবং তারা দেশ ছেড়ে পালাত।

আমাদের কাছে যে কোন আরোহী আসত তার একই বক্তব্য হতো : প্রস্তুতি গ্রহণ কর, কেননা সুফিয়ান ইব্ন হারব বিভিন্ন গোত্র থেকে লোক সমবেত করছে এবং যাবতীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করছে।

যখনই আবূ সুফিয়ান আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তার লোকদের সাহস বৃদ্ধি করে ; তখনই আমরা সকলের চাইতে বেশী প্রশস্তভাবে তার মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই।

গোটা সৃষ্টি যখন চক্রান্ত করে পরাজিত করতে সমবেত হলো, তখন আমাদের ছাড়া আর কার সাধ্য ছিল যে, পরাজয় স্বীকার না করতো এবং ছিন্ন ভিন্ন না হতো।

কিন্তু আমরা বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করতে থাকি : ফলে এমন কোন গোত্র অবশিষ্ট রইল না যে, আমাদের ভয়ে আতংকিত হয়নি।

কাফিররা মদীনার কাছে এসে যখন তাঁবু গাড়লো, যখন আমাদের নেতৃস্থানীয়রা বললেন : তোমরা নিজেদের ইয্যত রক্ষা করতে সক্ষম না হলে তোমরা কিভাবে টিকে থাকবে।

আর আমাদের মাঝে রয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল (সা) ! আমরা তাঁর নির্দেশ মেনে চলি। তিনি আমাদের ব্যাপারে যখন কিছু বলেন, তখন আমরা (শ্রদ্ধার কারণে তাঁর দিকে) চোখ তুলে দেখি না।

তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রূহুল কুদ্দুস (জিবরাঈল (আ) তাঁর কাছে অবতরণ করেন, আল্লাহ্র ফয়সালায় তাঁকে আকাশ থেকে অবতরণ করা হয় এবং পুনরায় উপরে ডেকে নেয়া হয়।

আমরা যে কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে পরামর্শ করি। তারপর তাঁর যা ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা হয়, তা আমরা অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করি এবং মেনে নেই।

শত্রু যখন আমাদের সামনে এসে পড়লো, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের বললেন : মৃত্যুর ভয় মন থেকে দূরে সরিয়ে দাও বরং মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কর।

আর ঐসব লোকদের মত হয়ে যাও, যারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের নিমিত্তে জীবন পর্যন্ত কুরবানী করে দেয়। ঐ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করার জন্য, যাঁর কাছে সকলকে জীবিত করে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

নিজেদের তরবারি সামলে নাও, আর আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। কেননা, সব কিছুই আল্লাহ্র হাতে।

তাঁর এ নির্দেশ শুনে আমরা সকলে কাফিরদের হাওদার দিকে নির্ভীকভাবে অগ্রসর হলাম এমন এক সৈন্য দল নিয়ে. যারা অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ সজ্জিত ছিল। ঐ সৈন্যদল যখন এগিয়ে চলত, তখন মোটেই থামত না (বরং এগিয়েই যেত)।

অবশেষে আমরা কাফির সৈন্যদলের মাঝে ঢুকে পড়ি; তাদের মধ্যে হাবশী গোলামও ছিল, কিছু ছিল শিরস্ত্রাণ পরিহিত, আর কিছু ছিল নগ্ন মস্তক বিশিষ্ট।

তাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার, আমরা সর্বমোট তিনশ, আর বেশী থেকে বেশী হলে চারশ; কিন্তু আমরা ছিলাম বাছাই করা, যুদ্ধ আমাদের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিল (কখনও অনুকূল, কখনও প্রতিকূল); আর মৃত্যু তার খেলা খেলছিল। মৃত্যুর হাউজের পানি তাদেরকেও আমরাও পান করাচ্ছিলাম এবং আমরাও তা পান করছিলাম।

'নাব' বৃক্ষের ধনুক আমাদের ও তাদের উভয়েরই ভাঙ্গছিল। এগুলো ইয়াসরাবেরই তৈরি ছিল।

হারামের অধিবাসী সায়েদের হাতের বানানো ঐসব তীরও ভেঙ্গে যাচ্ছিল, যা প্রস্তুত করার সময় বিষ মিশানো হয়েছিল।

এ তীরগুলো অনবরত লোকদের শরীরে পতিত হচ্ছিল, কখনও কখনও পাথরে পড়ে আওয়াজ সৃষ্টি করছিল। ঐ ঘোড়াগুলো পড়ে যাচ্ছিল যা মুক্ত মাঠে এমন মনে হচ্ছিল, যেন শীতকালীন পূবালী বাতাসে উড়ন্ত পতঙ্গপাল উড়ে-উড়ে পড়ছে।

সুতরাং আমরা উভয় প্রতিপক্ষ একে অপরের মুখোমুখি হলাম এবং যুদ্ধের চাকা আমাদের উপর তীব্রভাবে চলতে লাগলো, আর আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য থেকে পালাবার কোন উপায় থাকল না।

তখন আমরা তরবারি দিয়ে আক্রমণ করে তাদের শীর্ষস্থানীয় লোকদের এমন অবস্থায় ছাড়লাম, যেন নিম্ন ভূমিতে আছড়ে ফেলা কাঠ পড়ে রয়েছে। এ তরবারি চালনা সকালে শুরু হয়েছে আর আমরা সন্ধ্যাবেলা শ্বাস নিলাম। আমাদের যুদ্ধোন্মাদনা যেন আগুনের দাহ, যা ঝলসে দেয়।

তারপর তারা দ্রুত পালাতে লাগলো, যেন উপড়ে ফেলা একটি মেঘমালা, যার পানি বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছে এবং দ্রুত উড়ে চলে যাচ্ছে। আর সন্ধ্যাবেলা আমরা এমনভাবে ফিরে এলাম যে, আমাদের শেষ কাতারের লোকেরা শান্ত পদে, দম্ভের সাথে চলে আসছিল, যেন আমরা বধ্য ভূমিতে গর্বের ভঙ্গিতে গোশ্‌ত ভক্ষণকারী সিংহ।

তারপর আমরা কাফিরদের থেকে এবং কাফিররা আমাদের থেকে যা কিছু পাওয়ার পেয়ে গেছে। আর আমরা বেশ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত প্রশস্ত।

আর আমাদের চাকা তাদের উপর এবং তাদের চাকা আমাদের উপর তীব্রভাবে চললো। ফলে আমরা সকলে প্রাণভরে একে অপরের মুকাবিলা করি।

আর আমরা তো ঐ ব্যক্তির জন্য নিহত হওয়া দূষণীয় মনে করি না, যে নিজের হক রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়।

আমরা যুগের বিপর্যয়কে বরদাশ্‌ত করতে পূর্ণ সক্ষম, আমাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত কারো জন্য কোন দিন অশ্রু ঝরাতে একটি চক্ষুও দেখা যাবে না।

আমরা চিরকাল যুদ্ধপ্রিয়, আর যা বলি তা পূর্ণ করতে কখনও ক্লান্তি হই না, আর না যুদ্ধজনিত বিপদাপদে হতাশ হয়ে পড়ি, আমরা তো কঠোর যুদ্ধবাজ। আমরা জয়লাভ করলে অন্যায় অশ্লীলতায় মেতে উঠি না। আর না আমরা যুদ্ধের থাবার আঘাতে ব্যথিত হই।

আমরা হলাম যুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখা, লোকে তার তাপ থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু যে কাছে যায়, সে রক্ষা পায় না, জ্বলে-পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

হে ইব্‌ন যাব্‌আরী! নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে তুমি আমাদের উপর গর্ব করছো, অথচ তোমরা মারাত্মক পালিয়েছিলে। আর আমাদের লোকেরা তোমাদের সন্ধানে শেষ রাত পর্যন্ত ছুটাছুটি করছিল।

মা'আদ-এর চূড়ায় ও অন্যান্য স্থানগুলোতে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, আপন মর্যাদার দিক থেকে আমাদের উভয়ের মাঝে কে অধিক লাঞ্ছিত ও লজ্জিত।

আর কে সে ব্যক্তি, যার জন্য যুদ্ধ কোন গর্বের অবকাশ রাখেনি। আর কে সে ব্যক্তি, যার গণ্ডদেশ যুদ্ধের দিন জঘন্য রকম অপদস্থ হয়েছে?

আল্লাহ্‌র শক্তি ও সাহায্যের উপর ভরসা করে আমরা তোমাদের উপর কঠিনভাবে আক্রমণ করলাম, সাথে সাথে বর্শার ফলক তোমাদের উপর দ্রুত চলতে লাগলো।

তোমাদের উপর বারবার আক্রমণ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন (সে সব বর্শার) জখম খাদ্য পাত্রের চওড়া মুখ, যা বরাবর ভাঙ্গছিল।

অন্য বর্ণনায় يتهرع-এর স্থলে يتهزع রয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থ হবে, সে জখমগুলো থেকে পানির মত প্রবাহিত হচ্ছিল রক্তধারা।

যেসব পতাকাবাহী, ঝাণ্ডার আলোচনা করে দম্ভ করছিল, সর্ব প্রথম আমরা তাদেরই তাক করলাম। তখন মুহূর্তেই ঝাণ্ডা অবনত করে দ্রুত আমাদের প্রশংসা করতে লাগলো।

এরপর সে পতাকাবাহীরা এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পরাজয় স্বীকার করে নিল এবং লাঞ্ছিত হলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেই ছাড়লেন আর তিনি সূচারু কর্মশীল। ইব্‌ন হিশাম বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) এ কবিতাটি এভাবে বলেছেন—

مجالدنا عن جذمنا كل فخمة

অর্থাৎ عن جذمنا শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ-মূল বংশ অর্থাৎ আমাদের বংশের হিফাযতকারী।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমার জন্য مجالدنا عن ديننا বলা কি ঠিক হবে না? কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বললেন : অবশ্যই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

فهو أحسن এটাই উত্তম। ফলে, কা'ব তা مجالدنا عن ديننا করে নিলেন।

উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে কবিতা

ইব্‌ন যাব'আরীর কবিতা :

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাব'আরী উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন :

يَا غُرَابَ البَين أسمَعتَ فقُل * إنما تَنطِق شَيئًا قد فُعِل
إنّ للخَير واللشَّرِّ مَدًّى * وكِلاَ ذلِكَ وَجهُ وَقبلُ
وَالعَطِيَّاتُ خِسَاسُ بَينَهم * وَسَواء قَبرُ مُثرٍ وَمُقِلَ
كُلُّ عَيشٍ وَنَعيم زَائل * وبناتُ الدَّهر يَلعَبنَ بِكُل
أبلِغَن حَسَّانَ عَنّي ايَةً * فَقَريض الشّعر يَشفِي ذَالغُلَل
كم تَرى بالجَرّ من جُمجُمة * وأكُفٌّ قَد أتِرَّت وَرِجِل
وَسَرَابِيلَ حِسَانٍ سُرِيَت * عن كُماة أُهلكوا فى المُنتَزَل
كم قَتَلنَا مِن كَرِيم شَيِّد * ماجد الجدّين مِقدام بَطل
صَادِقِ النَّجدة قَرم بارع * غير مُلتاث لَدَى وَقع الأسَل
فَسَل المِهرَاس مَن سَاكِنُه * بين أقحاف وهام كَالحَجل

لَيتَ أشياخى ببدر شهدُوا * جَزَعَ الخَزرج مَن وَقع الأسل

حين حَكَّت بقُباء بَركَهَا * واستحَر القَتلَ فى عبد الآشل

ثُمَّ خَفُّوا عند ذاكم رُقَصًا * رَقَصَ الحَفَّان يعلو فى الجَبَل

فَقَتَلنَا الضِّعفَ من أشرَافهم * وَعَدَلنَا مَيلَ بَدرٍ فَاعتَدَل

لا ألُوم النَّفس إلا أننا * لو كَرَرنَا لَفَعَلنا المُفتَعَل

بسيُوفِ الهند تَعلو هَامَهم * عَلَلاً تَعلُوهُمْ بعد نَهَل

হে বিরহের বার্তাবাহক কাক। তুমি ঘোষণা দিয়েছ। সুতরাং তুমি তোমার কথা বলে যাও; তুমি যা বল তাই ঘটে।

ভাল-মন্দ সব কিছুরই সীমা রয়েছে। আর এ ভাল-মন্দের পরিণিতি ভবিষ্যতে একদিন না একদিন আসবেই।

আর মানুষ যা কিছু পেয়েছে তা সবই তুচ্ছি অর্থহীন। কারণ ধনী-দরিদ্র সকলের কবরই সমান।

ভোগ বিলাস, ধন-দৌলত সব কিছুই অস্থায়ী, আর কালের কন্যারা (অর্থাৎ বিপদাপদ) সবার সাথে খেলা করে।

হে দূত! হাস্সান ইব্ন সাবিতকে আমার পক্ষ থেকে এ নিদর্শন (কবিতা) পৌঁছে দাও। কেননা, কবিতার টুকরাই তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে।

তুমি উহুদ পাহাড়ের প্রান্তে একদিকে কত যে মাথার খুলি, আর অন্যদিকে কত যে, কর্তিত হাত-পা পড়া দেখেছ।

আরও কত লৌহবর্ম দেখেছ, যা সশস্ত্র সৈনিকদের থেকে খসে পড়েছিল, যাদের রণাঙ্গনে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

আমরা কত যে সম্ভ্রান্ত সরদারকে হত্যা করেছি, যারা উভয় দিক থেকেই অভিজাত এবং যুদ্ধে অগ্রবর্তী বীরসেনা ছিল।

যাদের বীরত্ব ছিল সর্বজনস্বীকৃত, যারা ছিল বীরপুরুষ ও সাহসী। তারা তীরের বৃষ্টির সময়ও দুর্বল হয়ে পড়তো না।

সুতরাং 'মিহরাস' কে জিজ্ঞাসা কর, 'হাজাল' পাখির ন্যায় মস্তক ও খুলির মধ্যে কে পড়ে রয়েছে?

বদরের ময়দানে তীরবৃষ্টির কারণে খাযরাজীরা যে হা-হুতাশ করছিল, তা যদি আমাদের বড়রা দেখতেন।

(এ দৃশ্য সে মুহূর্তে দেখার ছিল) যখন কুবাতে তাদের উট যমীনের সাথে বুক লাগিয়ে বসেছিল, আর তখন বনূ আবদুল আশহালে হত্যাযজ্ঞ চলছিল।

এরপর তারা এমনভাবে নেচে নেচে দ্রুত পালাচ্ছিল, যেমন উটপাখি পাহাড়ে চড়ার সময় নাচতে থাকে।

তাদের সর্দারদের মধ্যে যারা দুর্বল ছিল, তাদের আমরা হত্যা করেছি। আর তাদের সে সাহসও শেষ করে দিয়েছি, যা বদরের যুদ্ধে তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল।

আমি একটি মাত্র বিষয়েই নিজকে তিরস্কার করি যে, যদি আমরা পুনরায় আক্রমণ করতাম, তাহলে হিন্দুস্থানের তৈরি তরবারি দ্বারা একটি গৌরবজনক কাজ করে ফেলতাম। সেই তরবারিগুলো তাদের মাথার উপর এমনভাবে উত্তোলিত হত যে, তা প্রথম তৃষ্ণার পর দ্বিতীয় তৃষ্ণা দূর করে দিত।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা)-এর জবাব

ইব্‌ন যাব'আরীর উল্লেখিত কবিতার জবাবে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন :

ذهَبَت يـابـن الزِّبَعرَى وَقَعَة * كـان مِنَّا الفَضلُ فـيـها لَو عَـدَل

ولقد نلتُم ونـلنـا مـنـكُـمُ * وكـذاكَ الـحَـربُ أحـيَـانَـا دُوَل

نَضَع الأسيافَ فى أكتافكـم * حيـثُ نَهـوِى عَـلـلاً بـعـد نَـهَـل

نُخرِج الأضياح من أستاهكم * كسُلاح النِّيـب يـأكُلن العَصَل

إذ تُوَلُّونَ عَلـى أعـقَـابـكُـم * هُرَّبا فِـى الشِّعب أشباه الـرَّسَـل

إذ شَـدَدنَـا شَـدَّةً صَادِقَـة * فَـأجـأنـا كـم إلـى سَفح الجَبَل

بِخَنَاطِيـلَ كَاشـدَاف الـمـلا * مَنْ يُلاقـوه مـنَ النَّاسِ يُـهَـل

صَاقَ عنَّا الشِّعبُ إذ نـجزَعُه * وَمَـلأنَـا الـفَـرطَ مِنـه وَالـرّجَـل

يـرجَالٍ لستُـمُ أمثَـالهُـم * أيُـدِّوا جِـبـرِيـلَ نَـصراً فَـنَزَل

وَعَلَونَا يَـومَ بَـدرٍ بالتُّـقى * طاعـةِ اللّه وَتَـصـديق الـرُّسُلِ

وَقَتَلنا كُـلَّ رَأسٍ مـنـهُـمُ * وَقَـتَـلنَـا كُـلَّ جَـحـجَـاحٍ رِفَـلّ

وَتَركنَا فِى قُـرَيـشٍ عَـورَةَ * يَـومَ بَـدرٍ وَأحَـادِيـثَ الـمَـثـل

وَرَسُـولُ اللّهِ حَـقًّـا شَاهِـدِ * يَـوم بَـدَرٍ وَالـتَّـنَـابِـيـلَ الـهُـبُل

فِى قُرَيشٍ مِن جَموع جُمِّعُوا * مثل ما يجمع فى الخِصب الهمل

نحن لا أمثالُكُم وُلدَ استِها * نَحضُـرُ الـنَّـاسَ إذَا الـبـأسُ نَـزَل

ইব্‌ন যাব'আরীর উপর দিয়ে এমন যুদ্ধ গত হয়েছে যে, তা যদি সঠিকভাবে হতো, তবে বিজয় ও সাহায্য লাভের সৌভাগ্যে আমরাই লাভ করতাম। কিন্তু বাস্তব কথা এ যে, আমাদের

থেকে তোমাদের যা পাওয়ার ছিল, তা তোমরা পেয়েছ। আর আমরা তোমাদের থেকে যা পাওয়ার, তা পেয়েছি। আর যুদ্ধে এরূপই হয়ে থাকে যে, তা উভয় প্রতিপক্ষের মাঝে মোড় পরিবর্তন করে থাকে।

আমরা তাদের বাহুতে তরবারির আঘাত হানছিলাম। আর এভাবেই তাদের উপর আক্রমণ করে, একের পর এক রক্ত পিপাসা নিবারণ করছিলাম।

আমরা তোমাদের নিতম্ব দেশে (তরবারির আঘাত করে) যেন ঐ পানি মিশ্রিত দুধ বের করছিলাম, যা ঐ বয়স্কা উষ্ট্রীর দুধের মত যে 'নাবাতুল আসাল' (এক প্রকার ঘাস, যা খেলে দুধলাল বর্ণ হয়ে যায়) খেয়েছে।

(আমরা তোমাদের নিতম্ব দেশ থেকে ঐ সময় দুধ বের করছিলাম), যখন তোমরা পিঠ দেখিয়ে তোমাদের ঘাঁটির দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলে, যেমন উট দলে-দলে পলায়ন করে থাকে।

যখন আমরা তোমাদের উপর অব্যর্থ হামলা করে তোমাদের পাহাড়ের দিকে তাড়িয়ে দিয়ে পিছু হটতে বাধ্য করি।

বিভিন্ন ধরনের লোকদের সমবায়ে গঠিত বাহিনীদের দ্বারা এ আক্রমণ করি, যারা প্রশস্ত যমীনে ছড়িয়েছিল, আর এরা যাদের উপরই আক্রমণ করতো তারাই পরাভূত হতো।

যখন আমরা সে ঘাঁটি আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করছিলাম, তখন সে ঘাঁটি সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তার উচুঁ-নিচু জমিগুলো ভরে গিয়েছিল।

আমরা এমন মানুষের সংগে গিয়ে ছিলাম, যাঁদের মত তোমরা হতে পারবে না। আর তাঁরা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হতেন।

আমরা বদরের যুদ্ধে তাক্ওয়া-পরহিয্গারী, আল্লাহ্র আনুগত্য ও রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বদৌলতে তোমাদের উপর জয়ী হয়েছিলাম।

আমরা তাদের সকলের শিরশ্ছেদ করি এবং তাদের প্রত্যেক সরদারকে মৃত্যুর কোলে সঁপে দেই, যে গর্বভরে লম্বা লুংগী পরিধান করতো।

আমরা কুরায়শদের বদর যুদ্ধে লজ্জা ও শরম রেখে দেই আর তাদের জন্য এমন কথাও রেখে দেই, যা পরবর্তীতে প্রবাদ বাক্য হয়ে অবশিষ্ট থাকবে।

আল্লাহ্র সত্য রাসূল (সা) বদর যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং তিনি মেদবহুল, ইতর ও বেঁটেদের দেখছিলেন; যারা কুরায়শদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা এমনভাবে সমবেত হয়েছিল যেমন সবুজ চারণ ভূমিতে লাগামহীন ও রাখালবিহীন উট সমবেত হয়।

আমরা তোমাদের মত নিতম্বদেশ থেকে জন্ম নেয়া সন্তান নই, যুদ্ধের ময়দানে পরীক্ষার মুহূর্তে আমরা পালিয়ে যাই না, বরং সবার সাথে সব সময় উপস্থিত থাকি।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ কবিতাগুলো আমাকে আবূ যায়দ আনসারী শুনিয়েছেন, আর أحاديث المثل-এর কবিতাটি এবং এর পরবর্তী কবিতাটি فى قريش من جموع جمَّعوا। ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেননি, বরং তা অন্য সূত্রে বর্ণিত।

কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্ন মালিক (রা) তাঁর নিম্নোক্ত কবিতায় হামযা (রা) ও উহুদ যুদ্ধে অন্যান্য শহীদ মুসলমানদের জন্য শোক প্রকাশ করেন।

نَشَجتَ وَهَل لكَ مِن مَنشَجٍ * وكُنتَ مَتى تَذكِر تَلجَج

تَذكُّرَ قَومٍ آتَانِى لَهم * أحَادِيثُ فِى الزَّمَنِ الأعوَج

فَقَلبُكَ مِن ذِكرِهِم خَافق * مِنَ الشَّوقِ والحَزَن المُنضَجِ

وَقَتَلاَهُمْ فِى جِنَانِ النَّعِيم * كَرامُ المَدَاخِل وَالمَخرَج

بِمَا صَبَرُواْ تَحتَ ظلّ اللّوَاء * لَواءُ الرّسُولُ بِذى الأضوج

غَدَاةَ أجَابَت بَأسيَافِهَا * جَمِيعًا بَنُو الوسِ وَالخَزرج

وَأشيَاعُ أحمَمَ إذ شَايَعوا * عَلى الحَقّ ذِى النُّورِ وَالمَنهَج

فَمَا بَرِحُواْ يَضرِبُونَ الكُمَاة * وَيَمضُونَ فِى القَسطَل المُرهَبِ

كذالَكَ حَتى دعاهُمْ مَلِيك * إلى جَنَّة دَوحَةٍ المَولِج

فَكُلُّهُم مَاتَ حُرَّ البَلاَءِ * عَلى مُلَّة اللهِ لَم يَخرَجِ

كَحَمزَةَ لَمَّا وَفِى صَادِقًا * بِذِى هَبَّةٍ صَارِمٍ سَلجَج

فَلاَقَاهُ عَبدُ بَنِى نَوفَل * يُبَربِرُ كَالمجَمَل الأدعَجِ

فَأوجُره حَربَةُ كَالشَّهَابِ * تَلهَبُ فِى اللّهَب المُوهَج

ونُعمَانُ أوَفي بِمِيثَاقِه * وَحَنطَلَةَ الخَير لَم يُحنَجِ

عَن الحَقّ حَتى غَدَت رُوحه * إلَى مَنزِل فَاَخرِ الزِّبرِج

أُولئكَ لاَ مَن ثَوَى منكُمُ * مِنَ النَّارِ فِى الدَّركَ المُرتَج

(কবি নিজেকে লক্ষ্য করে বলেন :) তুমি কেঁদে ফেললে! কান্নার কি তোমার অবকাশ আছে ? তুমি তো এমন ছিলে যে, যখন সে সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করতে, তখন তাদের কথা আলোচনা করতে থাকতেই, যাদের সংবাদ এ প্রতিকূল সময়ে আমার কাছে পৌছেছে।

সুতরাং অন্তর দগ্ধিভূত করে দেয়, এমন চিন্তা ও আগ্রহের কারণে তোমার অন্তর তাঁদের স্মরণে অধীর।

এদের নিহতরা নিআমতের কাননে পৌছেছে, যার আসা-যাওয়ার দরজা অত্যন্ত মনোরম।

এরা এজন্য জান্নাতে পৌছেছে যে, এরা উহুদ উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঝাণ্ডার নীচে ঐ সময় ধৈর্যধারণ করেছে, যখন আওস ও খাযরাজের লোকেরা এবং অনুরূপভাবে আহমদ

(সা)-এর অন্যান্য অনুসারীরা সকলেই নিজ নিজ তরবারি দ্বারা কাফিরদের মুকাবিলা করেছিল, আর এসব মুসলমান স্পষ্ট ও উজ্জ্বল সত্যের অনুসরণ করছিলেন।

এই মুসলমানরা উড়ন্ত ধূলির মাঝে এগিয়ে গিয়ে বড় বড় বাহাদুরদের উপর অনবরত তরবারির আঘাত করছিল।

এভাবেই চলতে লাগল, এমনকি তাদেরকে মহান আল্লাহ্ ঐ জান্নাতের দিকে ডেকে নিয়ে গেলেন, যার প্রবেশ পথে সবুজ–শ্যামল ঘন ডালবিশিষ্ট বৃক্ষ রয়েছে।

তাঁরা পরীক্ষার অবস্থায় আল্লাহ্‌র দীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং তাঁরা এতে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি।

যেমন, হামযা (রা) যখন তিনি হাড় কর্তনকারী এমন তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা বিশ্বস্ততার হক আদায় করেন।

তখন বনূ নাওফলের ঐ গোলামটি তাঁর মুখোমুখী হলো, যে কাল উটের মত উত্তেজিত হয়েছিল। আর সে গোলাম অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বর্শা হামযা (রা)-এর বক্ষ দেশে ছুঁড়ে মারলো, যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি প্রজ্বলিত আগুনের মাঝে লক লক করছিল।

এই শহীদদের মাঝে নু'মান (রা)ও তাঁর অঙ্গীকারপূর্ণ করেছেন, আর হানযালা (রা) ও তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। তিনি ছিলেন সৎ কর্মশীল এবং সত্য থেকে কখনও বিমুখ হতেন না।

তিনি সত্য থেকে বিমুখ হননি, এমন কি তাঁর রূহ এমন স্থানে পৌঁছে গেছে যার কারুকার্য অত্যন্ত গৌরবের বস্তু অর্থাৎ জান্নাত।

এই শহীদ মুসলমানরা তোমাদের ঐ সব লোকদের মত নয়, যারা জাহান্নামের ঐ তলদেশে নিজেদের ঠিকানা বানিয়েছে, যা চারদিক থেকে বন্ধ।

যিরারের কবিতা

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতার জবাবে যিরার ইব্‌ন খাত্তাব ফিহরী বলেছে :

أَيَجزع كَعب لأشياعه * وَيَبكى مِنَ الزَّمَن الأعوَج
سَجِيجَ المُذكّى رَأى إلفه * تَروَّح فِى صَادر مُحنَج
فَرَاحَ الروَّايَا وَغَادَرنَهُ * يُعَجعج قَسراً وَلم يُحدَج
فَقُولا لكَعبٍ يُضَنى البُكَا * وللنبىءُ من لحمه يَنضَج
لِمضرع إخوانه فى مَكَرٍّ * من الخَيل ذى قَسطلٍ مُرهَج
فياليت عمراً وأشياعه * وَعُتبة فى جَمعنا السُّورج
فَيَشفُوا النُّفوس بأوِتارها * بقَتلى أصيبت من الخَزرج
وَقَتلى من الأوس فى مَعرَكٍ * أصيبوا جميعا بذى الأضوُج

ومَقتَل حمزة تحتَ اللِّواء * بمُطَّرِدٍ ، مَارِنٍ ، مُخلَج
وحيثُ انثنَى مُصعَب ثَاوِيَا * بضربَه ذى هَبَّة سَلجَج
بأحُدٍ وأسيافُنَا فيهم * تَلَهَّبُ كَاللَّهَب المُوهَج
غَدَاة لقينا كُمُ فى الحَدِيدِ * كأسد البَراح فَلم تُعنَج
بكُلِّ مَجلَّحَة العُقَاب * وأجرد ذى مَيعَة مُسرَج
فَدُسناهُمْ ثمَّ حتى انثَنَوا * سوى زاهق النَّفس أو مُحرج

কা'আব ইব্‌ন মালিক কি তার সমগোত্রীয়দের জন্য মাতম করছে এবং প্রতিকূল সময়ের কান্না কাঁদছে এবং সে কান্নার সময় ঐ বৃদ্ধ উটের মত শব্দ করছে, যার চোখের সামনে তার সাথী উট পানি পান করে পশু পালে ফিরে গিয়ে আরাম করছে। তারপর সেই পানিবাহী উট সন্ধ্যায় বেরিয়ে তাকে ঐ অবস্থায়ই ছেড়ে গিয়েছে এবং তার উপর হাওদা রাখা হয়নি, আর সে শুধু চিৎকারই করতে থাকে।

সুতরাং হে আমার বন্ধুদ্বয়! (আরবীয় কবিয়া অনেক সময় নিজে দু'জন বন্ধু কল্পনা করে তাদের লক্ষ্য করে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করে), তোমরা কা'ব ইব্‌ন মালিককে আবার কাঁদতে বল এবং তাঁর কাঁচা গোশতকেও বল, তা যেন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সে যেন ঐ ময়দান তার ভাইদের নিহত হওয়ার কারণে ক্রন্দন করে, যেখানে ঘোড়া ঘুরে ফিরে আক্রমণ করছিল এবং প্রচুর ধূলা উড়ছিল।

হায়! যদি উমর, তার অনুসারী ও উতবা প্রমুখ (এরা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল), এ সময় আমাদের উত্তেজিত সৈন্যদলে উপস্থিত থাকতো, তবে তারা এ দৃশ্য দেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করতো যে, তাদের রক্তের প্রতিশোধ খাযরাজ ও আওস গোত্রের ঐ সব লোকদের থেকে নেওয়া হয়েছে, যাদের উহুদ যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করা হয়েছে। সেই সাথে ঝাণ্ডার নীচে একটি ধারালো সঞ্চলনশীল ও সুতীক্ষ্ণ বর্শা দিয়ে হামযাকেও হত্যা করে রক্তের প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। আরও প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে যে, উহুদের প্রান্তরে আমাদের তরবারিগুলো নিহতদের মধ্যে লেলিহান অগ্নিশিখার মত ঝলমল করছিল। মুস'আবকেও মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। এটা ঐ সময়ের কথা, যখন আমরা লৌহ বর্ম পরে খোলা ময়দানের ঐ অপ্রতিরোধ্য বাঘের মত নিজ নিজ (ঘোড়ার) জিন বেঁধে, স্বল্প লোম বিশিষ্ট প্রফুল্ল নিরলস শকুনের মত ঘোড়ায় বসে, হে মুসলমানরা! তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছিলাম।

তারপর আমরা ঐ স্থানেই পদদলিত করি, এমনকি তাদের জন্য জীবন দেওয়া কিংবা অপারগ হওয়া ব্যতীত, আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেক কবিতা বিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো যিরারের রচিত নয় বল অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কা'ব (রা) তাঁর এক কবিতায় "ذى النور و المنهج" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এটা আবূ যায়দ আনসারীর বর্ণনা।

উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে কবিতা

ইব্ন যাব'আরীর কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাব'আরী উহুদ যুদ্ধের সময় এই কবিতা রচনা করে, যাতে সে নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করেছে :

ألا ذرفت من مقلتيله دموع * وقد بان من حبل الشباب قطوع

وشط بمن تهوى المزارو فرّقت * نوى الحى دار بالحبيب فجوع

وليس لما ولّى على ذعى حرارة * وان طال تدراف الدموع رجوع

فذرذا ولكن هل اتى امّ مالك * أحاديث قوى والحديث يشيع

ومجنبنا جردا إلى اهل يثرب * عناجيج منها متلد ونزيع

عشية سرنا فى لهام يقودنا * ضرور الاعارى للصديق تفوع

تشدّ علينا كل زغف كأنها * غدير بضوج الوادبينى نقيع

فلما راونا خالطتهم مهابة * وعاينهم امر هنالك فظيع

وودّوا لوان الارض ينشق طهرها * بهم ومبور القوم ثم جزوع

وقد عريّت بيض كأن وميضها * حريق ترقى فى الاباء سريع

بايماننا نعلوبها كل هامة * ومنها سمام للعدو ذريع

فغادرن قتلى الأوس غاصبة بهم * ضاع وطير يعتفين وقرع

وجمع بين النجّار فى كل تلعة * بابدانهم من وقعهن نجيع

ولو لا علوالشعب غادرن احمدا * ولكن علا والسهرى شروع

كما غادرت فى الكر حمزة ثاويا * وفى صدره ماضى الشباة وقيع

ونعمان قد غادرن تحت لرائه * على لحمد طير يجفن وقوع

بأحدوأرماح المكماة يردهم * كما غال أشطان الدلاء نزوع

(সে নিজেকে লক্ষ্য করে বলে) তোমার চক্ষু থেকে কি অশ্রু ঝরেনি, অথচ যুবকের রশি ছিড়ে যাওয়া এখন একবারেই সুস্পষ্ট। আর যার সাক্ষাতের তুমি আশা কর, তা এখন অসম্ভব। বন্ধুর ঘরটি, যা তার অবর্তমানে মর্মবিদারী হয়ে পড়েছে, তা গোত্রের বিচ্ছিন্নতার আশংকা সৃষ্টি

করেছে। আর যে জিনিস মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যতই অশ্রু ঝরাও না কেন, তা আর মর্মপীড়ায় দগ্ধিভূত ব্যক্তির কাছে ফিরে আসার নয়।

আচ্ছা, রেখে দাও সে কথা; এখন বলতো, চার দিকেই যখন এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে, এখন উম্মু মালিকের কাছেও কি আমার গোত্রের সংবাদ পৌঁছেছে? উম্মু মালিকের কাছে এ সংবাদও কি পৌঁছেছে যে, সন্ধ্যায় আমরা এক বিশাল সৈন্যদল নিয়ে, যা আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, বেরিয়ে ছিলাম; তখন আমরা আমাদের সুন্দর ও সুঠাম ঘোড়াকে অত্যন্ত দ্রুত ইয়াছরিববাসীদের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম ? ঐ ঘোড়াগুলোর কিছুতো আমাদের ঘরেই জন্ম নিয়েছিল, আর কিছু ছিল বাইরের, (আর এ সব এ উদ্দেশ্যে করা হচ্ছিল যে,) যা শত্রুর জন্য ক্ষতিকর, তা বন্ধুদের জন্য তো উপকারী হয়ে থাকে।

এরপর মুসলমানরা আমাদের দেখতেই তাদের সারাদেহে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, যেন সেখানে কোন ভয়ানক জিনিস তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে। তখন তাদের মধ্যে এরূপ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় যে, যদি ভূপৃষ্ঠ দ্বিখণ্ডিত হয়ে তাদের ভিতরে নিয়ে নিত আর অবস্থা এই ছিল যে, তাদের বড় বড় ধৈর্যশালীরাও মারাত্মকভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। আর তরবারি খাপ থেকে বের করে উন্মুক্ত করা হলো, যার চমক এমন ছিল যে, তা ঘন ডালবিশিষ্ট ঝাড়ও ভেদ করে চলে যাচ্ছে।

এ সব তরবারি হাতে নিয়ে আমরা সকল শত্রুর মাথার উপর চড়াও হলাম। তাতে শত্রুর জন্য জীবননাশক কিছু বিষাক্ত তরবারিও ছিল।

ঐ তরবারিগুলো আওস গোত্রের নিহতদের এমন অবস্থায় রেখে দিল যে, তাদের মাঝে ভালূক ও পাখি ছুটাছুটি করছিল, যারা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের থেকে খাবার খাচ্ছিল।

আর ঐ তরবারিগুলো বনূ নাজ্জারের দলগুলোকে সবস্থানে মেরে রেখে দিয়েছে, যাদের শরীরে এ তরবারির আঘাতে রক্ত জমে যাচ্ছিল।

যদি তারা ঘাঁটিতে চড়ে না যেত, তবে ঐ তরবারিগুলো আহমদ (সা)-কেউ ঐ অবস্থায় পৌঁছে দিত। কিন্তু সে সঞ্চলনশীল বর্শার আশ্রয়ে উপরে উঠে গিয়েছিল।

যেমন ঐ তরবারিগুলো দ্বিতীয় আক্রমণে হামযাকে জায়গা মত পৌঁছে দিয়েছিল, যখন তার বক্ষদেশে অত্যন্ত তীক্ষ্ম অস্ত্র বিদ্ধ হয়েছিল।'

আর যেমন নু'মানকে তরবারিগুলো ঝাণ্ডার নীচে এমন অবস্থায় পৌঁছে দিল যে, তার গোশ্‌ত পাখি পড়ে তার পেটের মধ্যে ঢুকে, নিজ নিজ উদর পূর্ণ করছিল।

এসব কিছু ঘটে ছিল উহুদের ময়দানে, যেখানে বীর সৈনিকদের বর্শা তাদেরই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছিল। এই বর্শাগুলো এভাবেই তাদেরকে ধ্বংস করছিল, যেন বালতির রশিগুলো কেউ পানি উঠাতে গিয়ে ছিঁড়ছে।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন যাব'আরীর উল্লেখিত কবিতাগুলো জবাবে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন :

اشاقك من ام الوليد ربوع * بلاقع مامن اهلهن جميع

عفاهن صيفيّ الرياح وواكف * من الدلويحّاف السحاب همدع

فلم يبق إلاموقد النار حوله * رواكد امثال الحمام كنوع

فدع ذكر دارٍ بدّدت بين اهلها * نوىً لمتيناتِ الحبال قطوع

وقل ان يكن يوم باحد بعده * سفيه فان الحق سوف يشيع

فقد صابرت فيه بنلوا لاوس كلهم * ومان لهم طمر هناك رفيع

وحامى بنو النجّار فيه وصابروا * وما كان منهم فى اللقاء جزوع

امام سول الله لايخذنونه * لهم ناصرمن ربهم وشفيع

وفوا اذ كفرتم ياسختين بربكم * ولايستوى عبد وفى ومضيع

بأيديهم بيض إذا حمش الوغى * فلا بد ان يردى لهن صريع

كما غادرت فى النقع عتبة ثاويا * وسعدا صريعا والرشيج شروع

وقد غادرت تحت العجاجة مسندا * ابيًا رقد بل القميص نجيع

بكف رسول الله حيث تنصبت * على القوم ممًا قديثرن نقوع

أولئك قوم سادة من فروعكم * وفى كل قوم سادة وفروع

بهن نغز الله حتى يعذنا * وان كان امر ياسخين نظيع

فلا تزكروا فتلى وحمزة فيهم * قتيل ثوى الله وهو مطيع

فان جنان الخلد منزلة له * وامر الذى يقضى الامور سويع

وقتلا كم فى النار افضل رزقهم * حميم معا فى جوفها وضريع

উম্মুল ওয়ালীদের ঘরগুলো কি (হে কবি!) তোমার সাথে বিরোধিতা করছে। এখনতো সে ঘরগুলো এমন সমতল ভূমি হয়ে গেছে, যেখানে কোন বসবাসকারী অবশিষ্ট নেই।

ঐ ঘরগুলোকে গ্রীষ্মকালীন প্রবল বায়ু একেবারেই ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। আর ঐ বৃষ্টি দ্বারা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে যা 'দালও' নক্ষত্রের সাথে সম্পৃক্ত গর্জনধনী যুক্ত, দ্রুত ধাবমান ও মুষলধারে বর্ষণশীল মেঘ থেকে হয়ে থাকে।

এখন সেখানে শুধু অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার স্থান (চুলা) ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। যার আশেপাশে ছোট ছোট দেয়ালগুলো এমনভাবে লেগে আছে, যেমন কবুতর তার স্থানে লেগে থাকে।

সুতরাং এখন সে ঘরের আলোচনা ছেড়ে দাও, যে বসবাসকারীদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং এমন বিচ্ছিন্নতা, যা নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ককে ছিন্ন করে দিয়েছে।

আর বলে দাও, কোন নির্বোধ যদি উহুদকে গণায় ধরে (তবে তাতে কিছু আসে যায় না), কেননা সত্য অতিসত্বর বিস্তার লাভ করবে।

বস্তুত: উহুদ যুদ্ধে আওস গোত্রের সমস্ত লোক অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। অথচ সেখানে তাদের প্রচুর সুখ্যাতি ছিল।

এ যুদ্ধে বনূ নাজ্জারও যথেষ্ট অভিজাত্যবোধ ও ধৈর্য ও সহ্যের পরিচয় দিয়েছে এবং তাদের মাঝে এমন কেউ ছিল না, যে যুদ্ধের মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে ঘাবড়ে গিয়ে তাঁকে তাঁরা অসহায় ছেড়ে দিবে। তিনি তাঁদের জন্য পরোয়ারদিগারের পক্ষ থেকে সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী ছিলেন।

তারা পূর্ণ বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়। যখন হে কুরায়শ! তোমরা তোমাদের পরোয়ারাদিগারের সংগে কুফ্‌রী করেছিলে। আর নিজ বিশ্বস্ততার অনুভূতি হারিয়ে বসেছে, এমন একজন বিশ্বাসঘাতক, একজন বিশ্বস্ত বান্দার সমান হতে পারে না।

তাঁদের হাতে এমন তরবারি রয়েছে যখন যুদ্ধ তীব্ররূপ ধারণ করে, তখন ভূপাতিত হয়ে নিহত হওয়ার লোকেরা সে গুলোর সামনে এসে স্বেচ্ছায় ধ্বংস হয়ে যায়।

যখন সেই তরবারিগুলো 'উতবা (উসমান ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা)-কে ধূলা-বালিতে হত্যা করেছে এবং সা'দকে ধরাশায়ী করেছেন তখন ক্রমাগত বর্শা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল।

(যাদেরকে আমরা হত্যা করেছি) তারা তাদের গোত্রের শীর্ষস্থানীয় লোক, আর তোমরা তাদের শাখাতুল্য। আর প্রত্যেক গোত্রেরই সরদার ও তার অনুসারী হয়ে থাকে।

হে কুরায়শ সম্প্রদায়! পরিস্থিতি যত ভয়ানকই হোক না কেন; আমরা সেই তরবারি দিয়ে আল্লাহ্‌র নাম বুলন্দ করে থাকি। আর তিনি আমাদের ইজ্জত ও বিজয় দান করেন।

অন্যান নিহতদের কথা আর কি বলব, যখন হামযাও তাদের মাঝে শহীদ হয়ে গেলেন, যিনি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে, আল্লাহ্‌রই পথে জীবন দান করলেন।

এ জন্য তাঁর ঠিকানা হলো স্থায়ী জান্নাত। আর সকল বিষয়ের মীমাংসাকারী আল্লাহ্‌র নির্দেশ অত্যন্ত দ্রুত কার্যকর হয়ে থাকে।

আর তোমাদের নিহতদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। তার মাঝে তাদের উত্তম ফুটন্ত পানি, আর'যারী' (এক প্রকারের ঘাস)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কতক কবিতা বিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-ও ইব্‌ন যাব'আরীর বলে মনে করেন না। আর ইব্‌ন যাব'আরীর কবিতায় ماضى الشباة এবং طريجفن যুক্ত কবিতাগুলো ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অন্য কোন বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত।

আমর ইব্ন ‘আসের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধের সময় আমর ইব্ন ‘আস (কুরায়শের পক্ষে) এই কবিতা বলেন :

خرجنا من الفيفا عليهم كاننا * مع الصبح من رضوى الحبيك المنطق

تمنت بنو النجار جهلا لقاءنا * لدى كنب سلع والأماطنى نصدق

فما راعهم بالشرّ الافجاءة * كراديس خيل فى الزقة تمرق

ارادوا لكيما يتبيحوا قبابنا * ودون القباب اليوم صرب محرّف

وكانت قبابا او منت قبل ماترى * اذ رامها قوم ابيحوا واحنقوا

كأن رؤس الخزرجيّنى غذدة * وايمانهم بالمشرفيه بروق

আমরা সমতল ময়দান থেকে বের হয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম (এবং আমরা এত দ্রুত পৌঁছে গেলাম), যেন ভোরের সাথে সাথে আমরাও রায্ওয়া পাহাড় থেকেই উদিত হলাম। যা অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং যাতে অসংখ্য পথ রয়েছে।

বনূ নাজ্জার অহজ্ঞতাবশত: ‘সাল্’ পাহাড়ের পাদদেশে আমাদের মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিল। আর আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় সত্যও হয়ে থাকে।

‘রায্ওয়া’ পাহাড়ের সংকীর্ণ পথগুলো থেকে হঠাৎ ছুটে আসা ঘোড়ার দলগুলো বনূ নাজ্জারকে যুদ্ধের আশংকায় আতঙ্কিত করে দিল।

বনূ নাজ্জার আমাদের তাঁবুগুলো লুণ্ঠন করার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু সে তাঁবুগুলোর হিফাযতের জন্য এক অগ্নিঝরা তরবারি চালনা অন্তরায় ছিল।

এই তাঁবুগুলোকে প্রথমেও লুণ্ঠন করার চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু যারা এ চিন্তা করেছে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কঠিন ক্রোধের সম্মুখীন হয়েছে। আর তাঁবুগুলো আগেও (বদরের যুদ্ধেও) নিরাপদ ছিল।

সেদিন (উহুদের যুদ্ধে) ভোর বেলা মাশরাফি তরবারির সামনে খাযরাজীদের মাথাগুলো এমন মনে হচ্ছিল, যেন তা বারুক ঘাস, যা পিয়াজের মত সহজে কেটে যায়।

কা‘ব ইব্ন মালিক (রা)-এর কবিতা

ইব্ন হিশামের বর্ণনা মতে ইব্ন ‘আসের কবিতার জবাবে কা‘ব ইব্ন মালিক (রা) এই কবিতা বলেন :

الا ابلغا فورا على نأى دارها * وعندهم من علمنا اليوم مصدق

بأنا غداة السّفح من بطن يثرب * صبرنا ورايات المنية تخفق

صبرنا لهم والصبرا منا سجيّة * اذ اطارت الابرام نسمو ونرتق

على عادة تلكم جرينا بصبرنا * وقدما لدى العايات نجرى فنسبق

لنا حـومـة لاتسطع يقـودها * نبـى أتى بالـحق عف مصـدّق

الاهل اتى افنـاء فـهربـن مـالك * مقطع اطــراف وهـــام فـفـلــق

হে আমার বন্ধুদ্বয়! শোন,–ফিহর গোত্রের ঘর দূরে হলেও তাদের কাছে আমার এ বার্তা পৌছে দাও। আর আজ তাদের কাজেই আমাদের সত্যতার মাপকাঠি বিদ্যমান রয়েছে। সে বার্তা এই যে, ইয়াসরিবের সমতল ভূমির পাহাড়ের পাদাদেশের ঘটনায় আমরা ঐ সময় ধৈর্য ধারণ করছি, যখন মৃত্যুর ঝাণ্ডা পতপত করে উড়ছিল।

আমরা তাদের মুকাবিলায় যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছি। আর ধৈর্য ধারণ করা তো আমাদের মজ্জাগত বিষয়। আর ইতরের দলেরা যখন ঝাঁপিয়ে আসে, তখন আমরা বিজয়ী হয়ে আমাদের ব্যাপার সামলে নেই। আমরা সেই অভ্যাস মত ধৈর্যের সাথে চেষ্টা-সাধনা করি এবং উদ্দেশ্য সাধনের সময় আমরা এভাবেই চেষ্টা করে অগ্রগামী হয়ে থাকি।

আমরা এক উঁচু স্থানের অধিকারী, যার উপর কেউ হামলা করতে পারে না। –এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেই নবী (সা) যিনি আমাদের নিকট সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, যিনি পূত ও পবিত্র সত্যবাদী।

এ কথা কি সত্য নয় যে, ফিহ্র ইব্ন মালিকের বিভিন্ন গোত্রের কাছে কর্তিত হাত, পা ও মস্তক পেঁছেছে?

যিরার ইব্ন খাত্তাবের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : যিরার ইব্ন খাত্তার এই কবিতা বলেন :

إنـى وجدكه لـولامـقـدمى فرسـى * اذا جالت الخيل بيـن الـجزع والقاع

مازال منكم بحنت الجزع من احد * اصـواب هـام تزاقـى امرها شاعى

وفارس قد اصاب السيف مفرقة * افـلاق هـامــة كـفــروة الــراعــى

انــى وجــدك لا أتقك مـنـتـطقا * بصارم مثـل لون الـمـلـح قـطاع

علـى رحالـة مـلــواح مـشابــرة * نحـوالـصريـخ اذا ماثـوّب الداعى

ومـا انتميت الى حـور ولا كشف * ولا لـنـــام غــــداة الـبـــأس اوراع

بل ضاربيـن حبيله اليهن اذ لحقوا * شم العـرانــيــن عـنـد الموت لذاع

شم بها لـيـل مسترخ حمـائـلـهـم * يـعـسـرن لـلموت سعيا غيرو دعداع

তোমার ভাগ্যের শপথ! যদি আমি আমার ঘোড়া তখন আগে না বাড়াতাম, যখন উপত্যকার মোড় এবং নিম্নভূমির মাঝে অশ্বারোহীরা পায়চারী করছিল, তবে উহুদ পাহাড়ের সেই উপত্যাকার মোড়ে তোমারে মস্তক থেকে বেরিয়ে উড়ন্ত পাখির ধ্বনি গর্জন করত এবং ছড়িয়ে পড়ত। আর অশ্বারোহীর মস্তকের শিঁথি বরাবর তরবারি এমন আঘাত করত যে, তাদের মস্তকের টুকরা রাখালের থলের মত শুধু উড়তেই থাকতো।

তোমরা ভাগ্যের শপথ ! বাস্তব কথা এই যে, বার বার দু'আ করছে এমন ব্যক্তির মত আমি লবণের মত শুভ্র কর্তনকারী তরবারি নিয়ে এবং একটি সুঠাম সহনশীল ঘোড়ার জীনে বসে, পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে সব সময় দৃঢ় থাকি।

সে সব লোকদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, যারা দুর্বল ও নিরস্ত্র। আর না সে সব ইতরদের সাথে (আমার সম্পর্ক রয়েছে), যারা যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে কাপুরুষতার পরিচয় দেয়, বরং আমার সম্পর্ক ঐ সব লোকদের সাথে, যারা শত্রুর সাথে মুকাবিলার সময় ঝলমলে সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা কঠিন আক্রমণ করে। যারা উঁচু নাকবিশিষ্ট এবং মৃত্যুর সময় যারা আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তারা সরদার, যাদের তরবারির খাপ সর্বদা ঢিলা থাকে এবং তারা মৃত্যুর জন্য নিরলসভাবে জীবনপণ সাধনা করে।

নিম্নের কবিতাগুলোও যিরার ইব্‌ন খাত্তাবের :

لـما اتت من بنى كعب مزينة * والـخزرجية فيها البيض تأتلق
وجـرّدوا مـشـرفـيّـان مـهـنـدة * ورايـة كجناع النسر تخـتـفق
فـقـلـت يـوم بـايـام ومـعـركـه * تنبى لما خلفها ماهزهز الورق
قدعـؤدوا كل يوم ان تـكون لـهم * ريـح القـتـال واسلاب الذين لقوا
خيرت نفسى على ماكان من وجل * منها وايقنت ان الـمجد مستبق
اكرهت مهرى حتى خاض غمرتهم * وبـلـه مـن نـجـيـع عـانك عـلـق
فظل مهرى وسربالى جـيـدهـما * نفخ العروق وشاش الطعن والورق
ايـقـنـت انى مـقـيـم فى ديـارهـم * حتى يفارق ما فى جوفه الـحدق
لاتـجزعـرا يـابـنى مخزوم ان لكم * مثل الـمغـيرة فـيـكم مابه زهق
صبرافدّى لـكـم امـى ومـا ولـدت * تعاوروا الضرب حتى يدبر الشفق

আমাদের কাছে যখন বনূ কা'ব-এর পক্ষ থেকে সশস্ত্র বাহিনী পৌঁছলো এবং ঐ খাযরাজী গোত্রও পৌঁছলো, যাদের তরবারিগুলো ঝলমল করছিল। আর তারা সকলে মাশরাফি ও হিন্দুস্থানের তৈরি তরবারিসমূহ খাপ থেকে বের করে নিয়েছিল, আর শকুনের পাখার মত পত-পত করছে, এমন ঝাণ্ডাও বের করে নিয়েছিল। তখন আমি বলেছিলাম : আজ সমস্ত যুদ্ধের মুকাবিলায় একটি যুদ্ধ হবে। আর এই যুদ্ধই প্রমাণ করবে যে, পরবর্তীদের জন্য এ যুদ্ধের কারণে সকল জাঁকজমক ও শৃঙ্খলা চুরমার হয়ে যাবে এবং গোটা পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে যাবে।

এরা তো এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, প্রতিদিন তাদের জন্য যুদ্ধের হাওয়া বইতে থাকবে এবং যাদের সাথে মুকাবিলা হবে, তাদের থেকে গনীমতের মাল লুটে নিবে।

এ যুদ্ধজনিত আশঙ্কার জন্য আমি নিজকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলাম। আর এ বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম যে সর্ব অবস্থায় মান-সম্মানই অগ্রগামী থাকবে।

আমি আমার ঘোড়া তাদের মাঝে হাঁকিয়ে দিলাম, যা তাদের উচ্ছ্বসিত সয়লাবে ঢুকে পড়লো এবং লাল রক্তে-রঞ্জিত হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল তা যেন রগ থেকে উপচে পড়া খুন। যেমন বর্শার আঘাতে বিভিন্ন স্থানে ছিটা দেখা যায় এবং রক্তের দাগ পড়ে যায়।

আমি দৃঢ়সংকল্প করে নিয়েছিলাম যে, আমি তাদের এলাকায় ঐ সময় পর্যন্ত অনড় থাকব, যতক্ষণ না চক্ষুর পুতলী তার বৃত্ত ছেড়ে দেয়, (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করব না)।

হে বনূ মাখযুম ! তোমরা বিচলিত হয়ো না, তোমাদের জন্য মুগীরার দৃষ্টান্তই যথেষ্ট, যে তোমাদেরই এক সদস্য এবং এ দৃষ্টান্তে কোন প্রকার ত্রুটি নেই। তোমাদের উপর আমার মা এবং তার সন্তানরা উৎসর্গ হোক। যতক্ষণ না সন্ধ্যার লালিমা অস্তমিত হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তরবারি চালিয়ে যাও, (অর্থাৎ রাত পর্যন্ত যুদ্ধ কর)।

আমর ইব্‌ন 'আসের কবিতা

আমর ইব্‌ন 'আস এ কবিতা বলেন :

لـمـا رأيت الـحرب ينز * سـرهـا بـالـرضـف نـزرا
وتناولت شـهـبـاء تـلـحـو * الـنـاس بـالـضـرا لـحـوا
زيـقـنـت ان الـمـوت حق * والـحـيـاة تـكـون لـغـوا
حمّت اتـو ابـى عـلـى * عـتـدٍ يـبـذّ الـخـيـل رهـوا
سـلـسٍ اذا نـكـبـن فـى * البيـداء يعلو الطـرف علوا
واذ تـنـزل مـاءه * من عـطـفـه يـز داد زهـوا
ربذٍ كيعفور الصريـمـة * راعـه الـرامـون دحـرا
سـنـج نـسـاه ضـابـط * للـخـيـل ارخـاء وعـدوا
فـفـدّى لـهـم امـىٍّ غـداة * الـروع اذ يـمـشـون قـطـوا
سيرا إلى كبش الكتيبـة * اذ جلـتـه الـشـمـس جـلـوا

আমি যখন লক্ষ্য করলাম যে, যুদ্ধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্তপ্ত পাথরে ঘর্ষণ খেয়ে তীব্র আকার ধারণ করছে, আর প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সৈন্যরা সব লোকদের চামড়া অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ছুলে ফেলছে, তখন আমি ভালভাবেই বুঝে নিলাম যে, মৃত্যু অনিবার্য এবং জীবন বৃথা ও অনর্থ।

আমি আমার কাপড় এমন একটি ধৈর্যশীল ঘোড়ার উপর রেখে দিলাম, যা অন্যান্য ঘোড়া থেকে অনায়াসেই অগ্রগামী হতে পারতো। যে খুবই অনায়াসে উত্তম থেকে উত্তম উভয়কুল অভিজাত ঘোড়া থেকে এ সময় অগ্রগামী হচ্ছিল, যখন অন্যান্য ঘোড়া প্রান্তরে মুখ থুবড়ে পড়ছিল।

আর যখন সে ঘোড়ার পার্শ্বদেশ থেকে ঘাম করছিল, তখন তার অহংকার আরও বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এই ঘোড়া এমন দ্রুত দৌড়াচ্ছিল, যেমন বালুর টিলায় হরিণ শাবক অত্যন্ত দ্রুত দৌড়ায়, যাকে শিকারীরা তাড়া করে।

তার উরুর রগগুলো সংকুচিত ছিল। সে অত্যন্ত দ্রুত দৌড়ে অন্যান্য ঘোড়াকে পিছে ফেলে দিচ্ছিল।

যুদ্ধের সময় এ সব লোক যখন শত্রুবাহিনী ও তাদের ভেড়ারমত সরদারের দিকে, সূর্যের আলোতে, অত্যন্ত শান্তপদে দম্ভের সাথে অগ্রসর হয়, তখন ইচ্ছা হয় যে, আমার মা তাদের উপর উৎসর্গ হোক।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর জবাবে বলেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যিরার ও ইব্‌ন 'আস উভয়ের কবিতার জবাবে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন :

ابلغ قريش وخير القول اصدقه * والصدق عند ذوى الالباب مقبول

ان قد قتلنا بقتلانا سراتكم * اهل اللواء ففيما يكثر القيل

ويوم بدر لقيناكم لنا مدد * فيه مع النصر ميكال و جبريل

ان تقتلونا فدين الحق فطرتنا * والقتل فى الحق عند الله تفضيل

وان تروا امرنا فى رأيكم سفها * فرأىُ من خالف الاسلام تضليل

فلا تمنوا لقاح الحرب واقتعدوا * ان اخا الحرب اصدى اللون مشغول

ان لكم عندنا ضربا تراح له * عرج الضباع له خذم رعابيل

انا بنو الحرب تمريها وننتجها * وعندنا لذوى الاضغان تنكيل

ان ينج منها ابن حرب بعدما بلغت * منه التراقى وامر الله مفعول

فقد افادت له حلما وموعظة * لمن يكون له لب ومعقول

ولو هبطتم ببطن السيل كافحكم * ضربا بشاكلة البطحاء ترعبل

تلقاكم عصب حول النبى لهم * مما يعدون للهيجا سرابيل

من جذم غسّان مسترخ حمائلهم * لاجبناء ولاميل معازيل

يمشون تحت عمايات القتال كما * تمشى المصاعبة الادم المراسيل

او مثل مشى اسود الظل الثقها * يوم رذاذ من الجوزاء مشمول

فى كل سابغة كالنهى محكمة * قيامها فلج كالسيف بهلول

ترد حد قرام لنبل خاسئة * ويرجع السيف عنها وهو مفلول

ولو قذفتم بلع عن ظهوركم * وللحياة ودفع الموت تأجيل
مازال فى القوم وترمنكم ابدا * تعفو السلام عليه وهو مطلول
عبد وحر كريم موثق فنصا * شطر المدينة مأسور ومفتول
كنا نؤمل اخرا كم فاعجلكم * منا فوارس لاعزل ولاميل
اذا جنى فيهم الجافى فقد علموا * حقا بان الذى قد جرّ محمول
وما نحن ولا نحن من اثم مجاهرة * ولا ملوم ولا فى الغرم مخزول

কুরায়শকে আমার এ বার্তা পৌঁছে দাও, আর সব চাইতে উত্তম কথা হলো তা যা সবচাইতে সত্য। আর জ্ঞানী বুদ্ধিমানদের কাছে সত্যই গ্রহণযোগ্য। বার্তা এই যে, আমরা আমাদের নিহতদের বিনিময়ে তোমাদের শীর্ষস্থানীয় পতাকাবাহীদের হত্যা করেছি; সুতরাং বল, লোকদের মাঝে কোন বিষয়ের অধিক আলোচনা হয়। (অর্থাৎ এই আলোচনাই তো বেশী হয় যে, তোমাদের পতাকাবাহীদের হত্যা করা হয়েছে)।

বদর যুদ্ধে তোমাদের সাথে আমাদের মুকাবিলা হয়, আমাদের পক্ষে এমন সাহায্য ছিল যে, তাতে মিকাঈল ও জিবরাঈল (আ) সাহায্যসহ উপস্থিত ছিলেন।

তোমরা যদি আমাদের হত্যাও করো (তাতে কি আসে যায়); কেননা, সত্য ধর্ম আমাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। আর সত্যের জন্য শহীদ হওয়া তো আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত ফযীলতের বিষয়।

যদি তোমরা তোমাদের ধারণা মতে একথা মনে কর যে, আমাদের বিষয়টি নিবুর্দ্ধিতাসুলভ, তবে মনে রেখো, যে ব্যক্তি ইসলামের বিরোধী, তার মত ও পথ ভ্রান্ত।

সুতরাং তোমরা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করার সাহস করো না এবং চুপচাপ বসে থাক। কেননা যুদ্ধপ্রিয় মানুষের বর্ম রক্তে-রঞ্জিত থাকে এবং সেসব সময় যুদ্ধে ব্যস্ত থাকে।

আমাদের কাছে তোমাদের জন্য রয়েছে তরবারির আঘাত, যাতে খোঁড়া ভল্লুক তরঙ্গায়িত হয়। কেননা, এ আঘাতে তার গোশ্ত টুকরো টুকরো হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মনে রেখো, আমরা যুদ্ধপ্রিয় লোক। যুদ্ধকে আমরা উটনীর মত দোহন করি এবং তার দ্বারা বাচ্চা জন্মিয়ে দেই। আর আমাদের কাছে হিংসুকের জন্য রয়েছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি।

তারপর যুদ্ধ একবার আবূ সুফিয়ানের কণ্ঠনালী পর্যন্ত গিয়ে পৌছে অর্থাৎ বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার পর তার মেজাজ ঠিক হয়; এরপরও যদি সে কোনভাবে পরিত্রাণ লাভ করে, তবে যুদ্ধ তাতে এক প্রকারের ধ্বংস সৃষ্টি করবে এবং তাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ হয়ে যাবে, যাদের সামান্যতম বুদ্ধি ও বিবেক রয়েছে।

যদি তোমরা 'সায়েল' নিম্নভূমিতে অবতরণ কর, তবে বাত্হার কোণে তোমাদের তুমুল লড়াই এর মুকাবিলা করতে হবে।

আর তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চারপাশে সমবেত এমন লোকদের পাবে, যাদের কাছে লৌহবর্ম রয়েছে; যা তারা যুদ্ধের জন্য তৈরি করে রেখেছে।

এ লোকগুলো গাস্সান গোত্রের বংশোদ্ভূত, যাদের তরবারির খাপ যুদ্ধের জন্য সদা-সর্বদা ঢিলা থাকে। যারা ভীরু কিংবা নিরস্ত্র নয় এবং যাদের কাছে বর্শা ইত্যাদি নেই।

এ লোকগুলো যুদ্ধের ময়দানে, যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে, এমনভাবে চলে; যেমন সাদা নর উট একের পর এক দলে দলে চলে, কিংবা ঐ সিংহের মত চলে, যাদের দক্ষিণা বাতাসের সাথে জাওযা নক্ষত্র থেকে বর্ষিত হালকা বৃষ্টি সিক্ত করে এবং সেগুলো ছায়ার মধ্যে বিচরণ করে।

এ লোকগুলো এমন লৌহবর্ম পরিহিত, যা অত্যন্ত মজবুত এবং ঐ পুকুরের মত, যা তরবারির মত চকচকে এবং 'ফালাজ' নামক নহরের নিকট অবস্থিত।

এই লৌহবর্মগুলো মোটা শাণিত তীরকে ব্যর্থ করে ফিরিয়ে দেয় এবং তরবারি যখন এর থেকে ফিরে যায়, তখন তাতে দাগ পড়ে যায়। (অর্থাৎ তাতে বর্শা ও তীরের আঘাতে কিছু হয় না) আর এ অবস্থায় মৃত্যুর মুকাবিলা করা এবং বেঁচে থাকার জন্য কিছু সময় পাওয়া যায়। এ সময় যদি তোমরা নিজেদের পিঠ থেকে পাহাড়ও ছুঁড়ে মারতে, তবে আমাদের দলের ঐ ব্যক্তি যার থেকে তোমাদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে হতো, তার উপর পাহাড়ের পাথরও অকেজো হয়ে যেতো; আর সে রক্তপণ না দিয়েই বেঁচে যেত।

গোলাম হউক কিংবা স্বাধীন ভদ্র লোক, যে বড় আকারের শিকার কাবুকারী, যখন সে মদীনার দিকে মুখ করবে, তখন তাকে হয় বন্দী করা হবে কিংবা তাকে মেরে ফেলা হবে।

আমরা তোমাদের দলের শেষ লোকদের এক রকমের আশা দিতাম, আর এই ভিত্তিতে যখন তোমরা সামনে অগ্রসর হতে, তখন আমাদের আরোহীরা, যারা ঢাল ও অস্ত্রশস্ত্র শূন্য নয়, তারা এসে দ্রুত তোমাদের বন্দী করতো।

এরা এমন আরোহী যে, তাদের মধ্যে যখনই কেউ সামান্যতম কোন অপরাধ করে, তখন সে এ নীতিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নেয় যে, যে কোন অপরাধ করবে, তাকে অবশ্যই এর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আমরা সে সব লোক নই, যারা প্রকাশ্যে অপরাধে লিপ্ত হয়। আর আমরা এমন লোকও নই, যারা নিন্দিত। আর না আমরা এমন লোক, যাদের থেকে এভাবে জরিমানা আদায় করা হবে যে, তাদের কোন সাথী ও সাহায্যকারী থাকবে না।

হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) উহুদ যুদ্ধে ঝাণ্ডাবাহী সাহাবীদের সংখ্যা উল্লেখ করে একটি কবিতা রচনা করেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রচিত কবিতাসমূহের মাঝে তাঁর এ কবিতাটি সর্বোত্তম। কবিতাটি নিম্নরূপ :

منع النوم بالعشاء الهموم * وخيال اذا تغور النجوم

রজনী শেষে যখন তারকারাজি অস্ত যাচ্ছিল, তখনও চিন্তা-ভাবনা নিদ্রাকে বিলুপ্ত করে দিল।

من حبيب اضاف قلبك منه * سقم فهو داخل مكتوم

এটা সেই প্রিয়জনের বিরহ যাতনায়, যার ভালবাসার ব্যাধি তোমার হৃদয়ের মাঝে ঠাঁই নিয়েছে, আর তা সেখানে লুকিয়ে আছে।

يالقومى هل يقتل المرء مثلى * واهن البطش والعظام سؤوم

হে আমার সম্প্রদায়! আমার মত ব্যক্তিকে কি কেউ হত্যা করতে পারে, যার ক্ষমতা অতি দুর্বল, অস্থিসার এবং যে অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়?

لويدب الحولى من ولد الذر * عليها لاندبتها الكلوم

যদি তার উপর দিয়ে হেঁটে যায় ক্ষুদ্র পিপঁড়ার বাচ্চা তাতেও তার দেহে অঙ্কিত হয় জখম-চিহ্ন।

شأنها العطر والفراش ويعلو * هالجين ولؤلؤ منظوم

তার (আমার প্রেমিকার) কাজ হলো—কেবল আতরের ঘ্রাণ নেওয়া, আর বিছানায় শোয়া তার দেহে শোভা পায় রূপোর গয়না, আর গলায় মণি-মুক্তার মালা।

لم تفتها ها شمس النهار بشئ * غير ان الشباب ليس يدوم

দিনের আলো তার সৌন্দর্যে কোন ঘাটতি আনেনি, কিন্তু তাতে কি, যৌবন কারও স্থায়ী হয় না।

إن خالى خطيب جابية الجو * لان عند النعمان حين يقوم

আমার মামা[১] যখন জাওলানের[২] ক্ষুদ্র জলাশয়ের পাশে নু'মানের কাছে দাঁড়ায়, তখন তিনি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

وانا الصقر عند باب ابن سلمى * يوم نعمان فى الكبول سقيم

ইব্‌ন সালমার দরজায় আমরা সেদিন ছিলাম বাজপাখীর মত, যেদিন নু'মান ব্যাধিগ্রস্ত ছিল, বেড়ি-বাঁধনে আবদ্ধ।

وابى وواقد اطلقالى * يوم راحا و كبلهم مخطوم

উবায় ও ওয়াকিদ যেদিন তারা সেখানে গিয়েছিল, আমারই কারণে সে দিন তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল; আর আমার ভয়ে তাদের শিকল ছিন্ন হয়েছিল।

ورهنت اليدين عنهم جميعا * كل كف جزء لها مقسوم

তাদের সকলের পক্ষ হতে আমি আমার দু'হাত বন্ধক রেখেছিলাম। প্রত্যেক হাতকে তার নিজ-নিজ অংশে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল।

---

১. অর্থাৎ মাস্‌লামা ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন সামিত।

২. 'জাওলার' শামের একটি জায়গার নাম।

وسطت نسبتى الذوائب منهم * كل دار فيها اب لى عظيم

তাদের মধ্যে যারা উচ্চ বংশীয় তাদের সংগে আমার সম্পর্ক রয়েছে। তাদের প্রত্যেক পরিবারেই রয়েছেন আমার কোন না কোন মহান পূর্বপুরুষ।

وَأَبِى فِى سَمِيحة القائل الفاصِلُ * يوم التقت عليه الخصوم

সুমায়হার[১] পাশে আমার পিতা ছিলেন একজন চূড়ান্ত মীমাংসাকারী ব্যক্তি, যখন বিচার প্রার্থীরা তার শরণাপন্ন হয়েছিল।

تلك افعالنا وفعل الزبعرى * خامل فى صديقه مذموم

এসব আমাদেরই গৌরবময় কীর্তি, আর যাব'আরীর কাজ-কর্ম ম্লান হয়ে গেছে, যা তার বন্ধুদের কাছেও নিন্দিত।

رب حلم اضاعه عدم الما * لِ وجهل غطّى عليه النعيم

বস্তুত অর্থাভাব বহু সহনশীলতার অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। পক্ষান্তরে অনেক মূর্খতা হয় প্রাচুর্যে ভরপুর।

لا تسبنني فلست بسبى * ان سبى من الرجال الكريم

তুমি আমাকে গালি দিও না, আমাকে গালি দেওয়া তোমার মুখে শোভা পায় না। কেননা, আমার গাল-মন্দকারীরাও ভদ্রলোকদের অন্তর্ভুক্ত।

ما ابالى انب بالحزن تيس * ام لحانى بظهر غيب لئيم

আমার কোন পরওয়া নেই, তা টিলার উপর বসে কোন ব্যাঙ ডাকাডাকি করুক, কিংবা পশ্চাতে বসে কোন ইতর লোক কুৎসা রটাক।

ولى البأس منكم اذ رحلتم * اسرة من بنى قصى صميم

তোমরা কুসায়ই গোত্রের একটি অভিজাত পরিবার বটে, কিন্তু তোমরা যুদ্ধের জন্য যখন রওনা হয়েছিলে, তখনই বিপর্যয় তোমাদের সাথী হয়েছিল।

تسعة تحمل اللواء وطارت * فى رعاع من القنا مخزوم

বনূ মাখযূম দুর্বল বর্শাধারী একটি বাহিনী নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছিল। তাদের মাঝে নয়জন ছিল পতাকাবাহী।

واقاموا حتى ابيحوا جميعا * فى مـقام وكلهـم مذموم
بدم عانك وكان حـفاظا * ان يقيموا ان الكريم كريم

তারা এখানে এসে অবস্থান গ্রহণ করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সকলকে লাল রক্তে রঞ্জিত করে অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থায় বেওয়ারিশ লাশে পরিণত করা হল।

১. সুমায়হা একটি কুয়ার নাম। মদীনায় অবস্থিত। আওস ও খাযরাজ গোত্রের সুদীর্ঘকালীন বিবাদের নিষ্পত্তি এ কুয়ার পাশেই হয়েছিল।

এস্থানে তারা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল; বস্তুত শরীফ মানুষ শরীফসুলভ আচরণই করে থাকে

واقاموا حتى ازيروا شعوبا * والقنا فى نحورهم محطوم

তারা এখানে এসে অবস্থান নিয়েছিল, যে কারণে তাদের বক্ষে বর্শা ভেঙে মৃত্যুর সাথে তাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া হয়।

وقريش تفر منا لواذا * ان يقيموا و خف منها الحلوم

আর কুরায়শদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা দিশেহারা হয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালাতে ছিল, সেখানে এক মুহূর্ত দেরী করার মত সাহস তাদের ছিল না।

لم تطق حمله العواتق منهم * انما يحمل اللواء النجوم

তাদের কাঁধে এ পতাকা বহনের ক্ষমতা ছিল না, বস্তুত পতাকা তো তারকারাই (অর্থাৎ মুসলমানরাই) বহন করতে পারে।

ইব্ন হিশাম বলেন : হাস্‌সান ইব্ন সাবিত (রা) منع النوم بالعشاء الهموم শীর্ষক এ কবিতাটি রাত্রিকালে রচনা করেছিলেন। তাই গোত্রের লোকদের ডেকে এনে বলেছিলেন, আমার আংশকা হল যে, ভোর হওয়ার আগেই আমার মৃত্যু এসে যাবে, আর তোমরা এ কবিতাটি আমার থেকে বর্ণনা করতে পারবে না।

হাজ্জাজ সুলামীর কবিতা

ইব্ন হিশাম বলেন : উহুদ যুদ্ধে আমীরুল মু'মিনীন আবুল হাসান আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা), তাল্‌হা ইব্ন আবূ তাল্‌হা ইব্ন আবদুল উয্‌যা ইব্ন উসমান ইব্ন আবদুদ্‌দারকে হত্যা করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধে তুলায়হা ছিল মুশরিকদের ঝাণ্ডাবাহী। কবি হাজ্জাজ ইব্ন ইলাত সুলামী এ ঘটনার উল্লেখপূর্বক আলী (রা)-এর প্রশংসা করে একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি আবূ উবায়দা আমার কাছে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন :

لله اى مذبب عن حرمة * اعنى ابن فاطمة المعم المخولا

سبقت يداك له بعاجل طعنة * تركت طلحة للجبين مجدلا

وشددت شدة باسل فكشفتهم * بالجراذ يهوون اخول احولا

আল্লাহ্‌র কসম! মান-সম্মান রক্ষায় সদা তৎপর কে জান? আমি বলছি, ফাতিমার পুত্রের[১] কথা, যেমন শরীফ তাঁর পিতৃকূল, তেমনি মাতুলগণও। হে আলী! বর্শা নিক্ষেপে তোমার হাতের ক্ষীপ্রতা তুলায়হাকেও হার মানিয়েছে, আর তুমি তাকে অধোমুখে ভূপাতিত করেছ।

১. অর্থাৎ হযরত 'আলী (রা)। তাঁর মায়ের নাম ছিল ফাতিমা, যিনি হাশিমের পুত্র আসাদের কন্যা ছিলেন। এভাবে হযরত আলী (রা)-এর পিতা ও মাতা উভয়ে ছিলেন হাশিম গোত্রীয়। হাশিম গোত্রে এ মর্যাদা সর্ব প্রথম তিনিই লাভ করেন।

একজন প্রকৃত বীরের মত তুমি উহুদের রণক্ষেত্রে এমনই হামলা চালালে যাতে কাফিররা ঊর্ধ্বশ্বাসে পাহাড়ের দিকে দৌড়াল, (কিন্তু শেষ রক্ষা হল না), তারা একের পর এক নীচে পড়লো।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ও উহুদের অন্যান্য শহীদের প্রতি শোক প্রকাশ করে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) নিম্নোক্ত কবিতাটিও আবৃত্তি করেন :

يامى قومى فاند بن * بسحيرة شجو النوائح

হে আমার মা, তুমি ওঠ এবং সুহায়রা কুয়ার পাশে গিয়ে বিলাপকারিণী রমণীদের মত কাঁদ,

كالحاملات الوقر بال * ثقل الملحات الدوالح

সেই নারীদের মত কাঁদ, যারা ভারী বোঝাকে কষ্টে-সৃষ্টে বহন করছে,

للمعولات الخامشا * ت وجوه حرات صحائح

তাদের চেহারা স্বাধীন শরীফ নারীদের মত, তারা কাঁদছে, মুখ খামচাচ্ছে আর আর্তনাদ করছে।

وكأن سيل دموعها الـ * أنصاب تخضب بالذبائح

তাদের অশ্রুধারা যেন 'আন্‌সাব' পাথর যা কুরবানীর জানোয়ারের রক্তে-রঞ্জিত করা হচ্ছে।

ينقضن اشعارا لهن * هناك بادية المسائح

ঐ বিলাপকারিণী মহিলারা সেখানে তাদের চুলের বাঁধন খুলে ফেলেছিল, আর তাদের বেণী স্পষ্ট চোখে পড়ছিল।

وكأنها اذناب خي * ل بالضحى شمس روامح

দিনের আলোতে সে বেণী ঐ ঘোড়ার লেজের চুলের মত মনে হচ্ছিল, যে চারপায়ে দ্রুত চলছিল।

من بين مشزور ومج * زور يذعذع بالبوارح

এমন মনে হচ্ছিল যে, তাদের বেণী ছিল শুকনো গোশতের মত, অথবা কর্তিত গোশতের ন্যায়, যার উপর দমকা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে।

يبكين شجوا مسلبا * ت كدحتهن الكوادح

শোকের বস্ত্র পরিধান করে তারা ক্রন্দনই করছিল, এই দুর্বিপাক তাদের বিষাদাচ্ছন্ন করে দিয়েছিল।

ولقد اصاب قلوبها * مجل له جلب قوارح

তাদের হৃদয়ে এমন আঘাত লেগেছিল, যার বেদনা ছিল অসহ্য কষ্টদায়ক।

اذ اقصد الحدثان من * كنا نرجى اذ نشائح

এই জখম সে সময় লাগে, যখন তাদের উপর নেমে আসে বিপদ, যাদের ব্যাপারে আমাদেরও আশংকা ছিল যে, না জানি তাদের উপর কি বিপর্যয় আসে।

اصحاب احد غالهم * دهر ألم له جوارح

অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধের সাথিগণ-কালচক্র যাদের উপর এমন মর্মন্তুদ আঘাত হেনেছে, যা ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়।

من كان فارسنا وحا * مينا اذا بعث المسالح

তা আঘাত হানে আমাদের সেই বীর অশ্বারোহীর উপর, যিনি দুর্যোগ মুহূর্তে যখন অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় প্রেরিত হতেন, তখন সেখানে আমাদের জন্য রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হিসাবে প্রমাণিত হতেন।

ياحمزه لا والله لا * انساك ما صر اللقائح

হে হামযা! আল্লাহ্‌র কসম! তোমাকে ততদিন পর্যন্ত ভুলব না, যতদিন দুধের উটনী দোহান হবে—।

لمناخ ايتام واضيا * ف وارملة تلامح

ইয়াতীম, মেহমান ও সেই সব বিধবাদের স্থানের কারণে, যারা দুর্বল ভীত চোখে দৃষ্টিপাত করে।

ولما ينوب الدهر فى * حرب لحرب وهى لاقح

তোমাকে ততদিন ভুলব না। যতদিন এ কালচক্র যুদ্ধ পরিক্রমায় আবর্তিত হতে থাকবে এবং সে যুদ্ধের অমঙ্গল বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

يافارسا يامدرها * ياحمز قد كنت المصامح

হে অশ্বারোহী বীর, হে জাতীয় প্রতিরক্ষার উৎসর্গিত প্রাণ! হে হামযা! তুমি আমাদের পক্ষে বীর-বিক্রমে রুখে দাঁড়াতে।

عنا شديدات الخطو * ب اذا ينوب لهن فادح

কঠিন হতে কঠিনতর বিপদকালে, যখন সর্বনাশা বিপদ বারবার আসত তখন তুমিই তার মুকাবিলা করতে।

ذكرتنى أسد الرسو * ل وذاك مدرهنا المنافح

তুমি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সে সিংহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, যিনি ছিলেন সব সময় আমাদের থেকে শত্রুদের প্রতিরোধকারী

عنا وكان يُعد اذ * عدالشريفون الجحاجح

যখন শরীফদের গণনা করা হত, তখন তাঁকে তাদের শ্রেষ্ঠ সর্দাররূপে গণ্য করা হত।

يعلو القماقم جهرة * سبط اليدين اغر واضح

বড় বড় সর্দারদের উপরও তাঁর প্রাধান্য ছিল সুস্পষ্ট। তিনি ছিলেন দানবীর মহানুভব ও খোশ-মেজাজী।

لاطائش رعش ولا * ذو علة بالحمل آنح

তিনি হালকা গড়নের লোক। ভীতু লোক ছিলেন না, আর তিনি দুর্বল ও রোগগ্রস্তও ছিলেন না যে, বোঝা উঠাবার সময় উটের মত হাঁপিয়ে উঠতেন।

بحرفليس يغب جا * رًا منه سيب او منادح

তিনি ছিলেন দানের সমুদ্র, তাঁর প্রতিবেশী তাঁর থেকে সব সময় উপহার উপঢৌকন ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করত।

اودى شباب اولى الحف * ل ائظ والتقيلون المراجح

চিরদিনের মত চলে গেছেন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ও গৌরবদীপ্ত নওজওয়ান সেই সাথে তাঁরাও, যাঁরা ছিলেন রাশভারী ও সহনশীল।

المطعمـون اذا المـشا * تى ما يصففهـن نـاضـح

لحـم الجلاد وفـوقـــه * مــن شحمـه شطب شرائح

যারা হৃষ্টপুষ্ট উটের চর্বিযুক্ত গোশত (দুর্ভিক্ষের সময়) আহার করাতেন সেই অর্ধাহারীদের, যারা বকরীর দুধ খেয়ে কোনক্রমে জীবন ধারণ করত।

ليدافعوا غن جارهم * مارام ذوالضغن المكاشح

এভাবে তারা নিজ প্রতিবেশীদের সেইসব হিংসাপরায়ণদের থেকে রক্ষা করার প্রয়াস পেতেন, যারা তাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকাত।

لهفى لشبان رزئنا * هم كأنهم المصابح

আমার আফসোস তো সেই সব নওজওয়ানদের জন্য, যাদের হারিয়ে আমরা বিপদগ্রস্ত হয়েছি, তাঁরা তো ছিলেন আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

شم بطارقة غطا * رفة خضارمة مسامح

তাঁরা ছিলেন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, নেতৃস্থানীয়, সকলের শ্রদ্ধেয়, দানবীর ও মহানুভব।

المشترون الحمد بالـ * أموال ان الحمد رابح

তাঁরা নিজেদের সম্পদের বিনিময়ে প্রশংসা ক্রয় করত। কেননা, মানুষের প্রশংসা অর্জন করাই তো আসল মুনাফা।

الجامزون بلجم * يوما اذا ما صاح صائع

তাঁরা তাদের ঘোড়ার লাগাম ধরে এমন নাজুক মূহূর্তে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, যখন লোকেরা ভয়ে চীৎকার করে উঠত।

من كان يرمى بالنوا * قر من زمان غير صالح

হায়! তিনিও চলে গেলেন, যার প্রতি কালচক্রের প্রতিকূল বিপদাপদের তীর নিক্ষেপ করা হয়েছে।

ما ان تزال ركابه * يرسمن فى غبر صحاصح

তাঁর উট ধূসর সমতল প্রান্তরে অবিশ্রান্ত ধেয়ে চলত।

راحت تبارى وهو فى * ركب صدورهم رواشح

এগিয়ে চলত প্রবল গতিতে। আর তিনি ঘর্মাপ্লুত বক্ষের একদল যোদ্ধার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন।

حتى تئوب له المعا * لى ليس من فوز السفائح

এভাবে তাঁর লড়াই চলতে থাকত, যতক্ষণ না তিনি অব্যর্থ তীর দ্বারা বিজয় ছিনিয়ে আনতেন।

ياحمز قد او حدتنى * كالعود شذبه الكوافح

হে হামযা! তুমি আমাকে ঐ ডালের মত একা ছেড়ে দিলে, যাকে কাঠুরিয়ারা গাছ থেকে কেটে আলাদা করেছে।

اشكو اليك وفوقك التر * بُ المكور والصفائح

من جندل نلقيه فو * قك اذ أجاد الضرح ضارح

فى واسع يحشونه * بالترب سوته المماسح

তোমার কাছে আমার অভিযোগ, যদিও আজ তোমার উপর স্তরে স্তরে মাটি ও বড় বড় পাথরের টুকরা। কবরখননকারীরা তাদের কাজ সমাপ্ত করলে আমরা তোমার উপর সে মাটি ও পাথর ছড়িয়ে দিলাম। এরপর তারা তোমাকে সে কবরে শুইয়ে দিয়ে মাটি সমান করে দিল।

فعزاؤنا انا نقو * لُ وقولنا برح بوارح

আজ আমাদের সান্ত্বনা এ ছাড়া আর কি যে, আমরা আমাদের দুঃখের কথা বলতে থাকব, যদিও আমাদের সে কথার দ্বারা শ্রোতাদের মন ভারাক্রান্ত হয়।

من كان امسى وهو عم * اوقع الحدثان جانح

কালচক্রের এ দুর্ঘটনা হতে বাঁচার জন্য কে অন্যত্র চলে গিয়েছিল?

فليأتنا فلتبك عى * ناهٔ لهلكانا النوافح

সে আমাদের কাছে ফিরে আসুক এবং আমাদের সেই নিহত ব্যক্তিদের জন্য অশ্রু প্রবাহিত করুক, যারা ছিলেন সৎকর্ম সাধনে তৎপর।

القائلين الفاعلين * ذوى السماحة والممادح

তারা যা বলতেন তা কাজে পরিণত করতেন। তাঁরা ছিলেন মহান, উদারদানে অতুলনীয়, সকল প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী।

من لايزول ندى يدى * ه له طوال الدهر مائح

তাঁরা ছিলেন এমন লোক, যাদের হাতের কৃপাধারা অভাবীদের জন্য সব সময় জারী ছিল। আর তাঁরা ছিলেন তৃষ্ণার্তদের জন্যে পানি সরবরাহকারী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কাব্য-সাহিত্য বিশেষজ্ঞদের মতে এ কবিতা হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর নয়। এর মধ্যে—

من كان يرمى بالنواقر শীর্ষক এ الجازمون بلجمهم ও المطعمون اذا المشانى এবং পংক্তি তিনটি ইব্‌ন ইসহাক থেকে নয়; বরং অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর আরো কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হযরত হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর প্রতি শোক প্রকাশ করে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও একটি কবিতা রচনা করেন। যথা :

اتعرف الدار عفا رسمها * بعدك صوب المسبل الهاطل

তুমি কি (প্রিয়ের) বাড়িটি চেন ? তোমার পরে অবিরাম বর্ষণ ধারায় তার চিহ্ন মিটে গেছে।

بين السراديح فأدمانة * فمدفع الروحاء فى حائل

বাড়িটি উদমানা ও তাঈ পর্বতের উপত্যকা হাইল-এর মাঝখানে রাওহার পানি জমা হওয়ার স্থানে অবস্থিত ছিল।

ساءلتها عن ذاك فاستعجمت * لم تدرما مرجوعة السائل

আমি তার কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গেল। সে উপলব্ধি করতে পারল না, প্রশ্নকারীর উত্তর কি হতে পারে।

دع عنك دارا قدعفا رسمها * وابك على حمزة ذى النائل

রেখে দাও সে বাড়ির কথা, যার চিহ্ন মুছে গেছে। তার চেয়ে হামযার স্মরণে কাঁদ, যিনি ছিলেন দানশীল ব্যক্তি।

المالئ الشيزى اذا أعصفت * غبراء فى ذى الشبم الماحل

যিনি সেই দুঃসময়েও গরীব ও অভাবীদের কাঠের পেয়ালা ভরে দিতেন, যখন শীত মওসুমের দুর্ভিক্ষকালে ধূলা মিশ্রিত বাতাস প্রবল হত।

التارك القرن لدى لبدة * يعثر فى ذى الخرص الذابل

তিনি সেই বীর পুরুষ, যিনি রণক্ষেত্রে তার প্রতিপক্ষকে দীর্ঘ কেশরবিশিষ্ট সিংহের সামনে, (অর্থাৎ নিজের সামনে), চিকন ফলাবিশিষ্ট বর্শাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় ফেলে রাখতেন।

اللابس الخيل اذا اجحمت * كالليث فى غابته الباسل

শত্রু সৈন্য যখন প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠত, তখন তিনি তাদেরকে বনের মাঝে রাগান্বিত সিংহের মত দিশেহারা করে ফেলতেন।

ابيض فى الذروة من هاشم * لم يمردون الحق بالباطل

তিনি হাশিম গোত্রের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সত্য ছেড়ে কখনও মিথ্যার জন্য ঝগড়া করতেন না।

مال شهيدا بين اسيافكم * شلت يدا وحشى من قاتل

(হে কাফিররা) তিনি তোমাদের তরবারির মাঝখানে পড়ে শহীদ হয়ে গেছেন। ওয়াহ্শীর হাত দু'টি অবশ হয়ে যাক, সেই তো তার ঘাতক!

اى امرئ غادر فى ألة * مطرورة مارنة العامل

সে কি ভাবতে পারেনি যে, সে কোন ব্যক্তির উপর তার অস্ত্র প্রয়োগ করেছে? তার অস্ত্র ছিল শাণিত এবং তার অগ্রভাগ ছিল সুচাল।

اظلمت الأرض لفقدانه * واسود نور القمر الناصل

তাঁর বিহনে বিশ্বজাহান আঁধারে ছেয়ে গেছে। মেঘের আবরণ ভেদ করে নির্গত চাঁদের আলো নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

صلى عليه الله فى جنة * عالية مكرمة الداخل

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করে তাঁকে সম্মানের সাথে সমুচ্চ জান্নাতে দাখিল করুন।

كنانرى حمزة حرزا لنا * فى كل امر نابنا نازل

আমাদের প্রতি আপতিত যে-কোন বিপদাপদে আমরা হামযাকে পেতাম আমাদের জন্য হিফাযতকারী।

وكان فى الاسلام ذاتدرأ * يكفيك فقد القاعد الخاذل

তিনি ছিলেন ইসলামের একজন অতন্দ্র প্রহরী। যারা সহযোগিতা করতে বিরত থাকত এবং হেনস্থা করার চেষ্টা করত তিনি একাই তাদের সে অভাব পূরণ করতে যথেষ্ট ছিলেন।

لا تفرحي ياهند واستحلبي * دمعا واذرى عبرة الثاكل

হে হিন্দা! তুমি হর্ষোৎফুল্ল হয়ো না; বরং অশ্রু ঝরাও এবং সন্তানহারা জননীর মত অঝোরে কাঁদ।

وابكى على عتبة اذ قطه * بالسيف تحت الرهج الجافل

কাঁদ উতবার শোকে, যাকে হামযা উড়ন্ত ধূলোর মাঝে তরবারি দ্বারা দু'ভাগ করে ফেলেছিলেন।

اذا خر فى مشيخة منكم * من كل عات قلبه جاهل

উতবা তোমাদের ঐ সব বড় বড় নেতাদের মাঝে ধপাস করে পড়ে গিয়েছিল, যারা ছিল দাম্ভিক ও মূর্খ।

ارداهم حمزة أسرة * يمشون تحت الحلق الفاضل

হামযা তাদের দর্প চূর্ণ করেন ঐ লোকদের মাঝে গিয়ে, যারা বর্ম পরিধান করে অহংকার ভরে চলত।

غداة جبريل وزير له * نعم وزير الفارس الحامل

সে দিন হযরত জিবরাঈল (আ) ছিলেন হামযার সাহায্যকারী। আক্রমণকারী অশ্বারোহীর জন্য তিনি কত উত্তম সাহায্যকারী ছিলেন।

হযরত হামযার শোকে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতা

طرقت همومك فالرقاد مسهد * وجزعت ان سلخ الشباب الاغيد

রাত্রিকালে তোমার চিন্তা আমার মনে জাগলো ; ফলে নিদ্রা চলে গেল। আমি এজন্যে অস্থির যে, সুখের যৌবন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ودعت فؤادك للهوى ضمرية * فهواك غوري وصحوك منجد

যাম্‌রা গোত্রের স্ত্রীলোকটি তোমার হৃদয়ে প্রেম নিবেদন করেছে। তোমার প্রেম আজ অধোগামী। আর তোমার সম্বিত হারিয়ে গেছে।

فدع التمادى فى الغواية سادرا * قدكنت فى طلب الغواية تفند

হে ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ ব্যক্তি, এ অলসতা ও গাফলতী পরিহার কর। বিভ্রান্তির পেছনে পড়ে তুমি অনেক কিছু হারিয়েছ।

ولقد انى لك ان تناهى طائعا * او ستفيق اذانهاك المرشد

এবার তোমার সময় হয়েছে ওসব ছেড়ে আনুগত্যে ফিরে আসার। মহান পথ-প্রদর্শকের নিষেধাজ্ঞা শুনে তোমার সচেতন হওয়ার সময় এসেছে।

ولقد هددت لفقد حمزة هدة ✻ ظلت بنات الجوف منها ترعد

হামযাকে হারিয়ে এখন আমি একেবারেই ভেঙে পড়েছি। আমার ভিতরের অঙ্গগুলো এখন কাঁপতে শুরু করেছে।

ولو انه فجعت حراء بمثله ✻ لرأيت راسى صخرها يتبدد

এরূপ আঘাত যদি হেরা পর্বতে লাগত। তাহলে আমি দেখতাম যে, তার শক্ত শক্ত পাথর ভেঙে খানখান হয়ে গেছে।

قوم تمكن فى ذؤابة هاشم ✻ حيث النبوة والندى والسودد

হামযা ছিলেন বনূ হাশিমের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। এ বংশেই তো নবুওয়াত, বদান্যতা ও নেতৃত্বের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে।

والعاقر الكوم الجلاد اذا غدت ✻ ريح يكاد الماء منها يجمد

তিনি সেই সময়ও হৃষ্টপুষ্ট উট যবাই করে অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন, যখন সকালের শৈত্য প্রবাহে পানি জমে যাওয়ার উপক্রম হত।

والتارك القرن الكمى مجدلا ✻ يوم الكريهة والقنا يتقصد

রণক্ষেত্রে যখন একের পর এক বর্শা ভেঙে যেত, সে সময় তিনি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করতেন।

و تراه يرفل فى الحديد كأنه ✻ ذو لبدة شثن البراثن اربد

তিনি যখন তরবারি হাতে মৃদু-চালে চলতেন তখন তুমি তাকে দেখলে ভাবতে যে, তিনি একটি ধূসর বর্ণের মজবুত থাবাবিশিষ্ট দীঘল-কেশর সিংহ।

عم النبى محمد وصفيه ✻ ورد الحمام فطاب ذاك المورد

তিনি নবী মুহাম্মদ (সা)-এর চাচা এবং তাঁর অন্তরঙ্গ। তিনি মৃত্যুর কূপ থেকে পানি পান করেছেন, যা তাঁর জন্য উত্তম বিবেচিত হয়েছে।

واتى المنية معلما فى اسرة ✻ نصروا النبى ومنهم المستشهد

তিনি এমন দলের সামনে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিলেন, যারা সব সময় নবী (সা)-এর সাহায্য করতেন, আর তাঁদের অনেকেই ছিলেন শাহাদতের প্রত্যাশী।

ولقد أخال بذاك هندا بشرت ✻ لتميت داخل غصة لا برد

مما صبحنا بالعقنقل قومها ✻ يوما تغيب فيه عنها الاسعد

وببئر بدر اذ يرد وجوههم ✻ جبريل تحت لوائنا ومحمد

হিন্দাকে যদি এ সুসংবাদ (?) দেওয়া হয় যে, আমরা বালুর টিবির উপর তার জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে যুদ্ধের মজা দেখিয়ে দিয়েছি, যার ফলে আস'আদও অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর বদর

যুদ্ধে মুহাম্মদ (সা) ও জিবরাঈল (আ) আমাদের পতাকাতলে থেকে তাদেরকে পশ্চাদমুখো করছিলেন তা হলে আমার ধারণা যে, সে তার ভিতরের ক্রোধানলে পুড়ে মরবে।

حتى رأيت لدى النبى سراتهم * قسمين يقتل من نشاء ويطرد

আমি নবী (সা)-এর পাশে তাদের নেতাদের দুই ভাগে বিভক্ত দেখেছি। একদল যদি আমরা চাইতাম, তাহলে তিনি তাদের হত্যা করতেন। আর এক দল যাদের তিনি তাড়িয়ে দেন।

فاقام بالعطن المعطن منهم * سبعون عتبة منهم والاسود

তাদের সত্তরজন উটের বিশ্রামস্থলে জনমের মত পড়ে থাকল। উত্‌বা ও আসওয়াদ ছিল তাদের অন্যতম।

وابن المغيرة قد ضربنا ضربة * فوق الوريد لها رشاش مزبد

আমরা ইব্‌ন মুগীরার গ্রীবাস্থিত শিরায় তরবারি দিয়ে এমন এক আঘাত হানি, যাতে সেখান থেকে প্রবল বেগে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে;

وامية الجمحى قوم ميله * عضب بايدى المؤمنين مهند

আর উমাইয়া জুমাহী! মু'মিনদের হাতের শাণিত হিন্দুস্তানী তরবারি, তার সব বক্রতা সোজা করে দিয়েছিল।

فاتاك فل المشركين كأنهم * والخيل تثفنهم نعام شرد

এরপর তোমার কাছে ঐসব পরাজিত সৈন্যরা আসলো, যাদের অবস্থা ছিল পলায়নপর উট পাখির মত; যখন আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী তাদের তাড়িয়ে নিচ্ছিল।

شتان من هو فى جهنم ثاويا * أبدا ومن هوفى الجنان مخلد

কত প্রভেদ সেই দু'জনের মাঝে, যাদের একজনের স্থায়ী ঠিকানা জাহান্নাম, আর অপরজন হবেন স্থায়ী জান্নাতবাসী।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) হামযা (রা)-এর শোকে আরো বলেন :

صفية قومى ولا تعجزى * وبكى النساء على حمزة
ولا تسأمى ان تطيلى البكا * على اسد الله فى الهزة
فقد كان عزا لأيتامنا * وليث الملاحم فى البزة
يريد بذاك رضا احمد * ورضوان ذى العرش والعزة

হে সাফিয়্যা, ওঠ! অক্ষমতা প্রকাশ করো না। হামযার শোকে অশ্রু বিসর্জন করার জন্য মহিলাদের উদ্বুদ্ধ কর। রণাঙ্গনের তেজস্বী এই আল্লাহ্‌র সিংহের প্রতি ক্রন্দন দীর্ঘায়িত করতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ো না। তিনি আমাদের ইয়াতীমদের জন্য ছিলেন এক শক্তিশালী আশ্রয়স্থল

এবং তিনি ছিলেন বড় বড় রণাঙ্গনে অস্ত্রধারী সিংহস্বরূপ। এতে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আহমদ (সা) ও আরশের অধিপতি, পরাক্রমশালী আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

কা'ব (রা) উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে আরো বলেন

انك عَمر ابيك الكري * م ان تسألى عنك من يجتدينا

তোমার মহানুভব পিতার জীবনের কসম! তুমি যদি নিজ প্রয়োজনে কাউকে জিজ্ঞাসা কর, কে আমাদের দান প্রার্থনা করে।

فان تسألى ثم لا تكذبى * يخبرك من قد سألت اليقينا

যদি তুমি একথা জিজ্ঞাসা কর, আর তোমার কাছে যদি মিথ্যা বলা না হয়, তবে তুমি যাদের জিজ্ঞাসা করবে, তারা তোমাকে নিশ্চিত করে বলবে।

بانا ليالى ذات العظا * م كنا ثمالا لمن يعترينا

যখন অনাহারক্লিষ্ট মানুষ রাতের বেলা বাধ্য হয়ে হাড্ডি সংগ্রহ করে আগুনে জ্বাল দেয়, সে সময়ে আমরাই তাদের আশ্রয়স্থল।

تلوذ البجود بأذرائنا * من الضر فى ازمات السنينا

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় দুঃখ-কষ্ট হতে পরিত্রাণের আশায় দলে দলে মানুষ আমাদেরই কাছে এসে আশ্রয় নেয়।

بجدوى فضول أولى وجدنا * وبالصبر والبذل فى المعدمينا

তারা শরণাপন্ন হয় আমাদের সচ্ছল লোকদের উচ্ছিষ্ট ভোগের জন্য এবং নিঃস্ব ও অভাবীদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণে সহায়তা দান ও ধৈর্যের সাথী হওয়ার জন্য।

وابقت لنا جلمات الحرو * ب ممن نوازى لدن ان برينا

সমকক্ষ লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে আমাদের হাতে যে সম্পদ অবশিষ্ট আছে, তা এমন কিছু উট।

معاطن تهوى اليها الحقوق * يحسبها من راها الفتينا

যাতে অন্য লোকদেরও হক আছে : (সেগুলি এমনই মোটাতাজা যে,) দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন তা বৃহদাকার কালো পাথরখণ্ড।

تخيّس فيها عناق الجما * ل صحما دواجن حمرا و جونا

তাদের সে হক আদায়ের জন্য উৎকৃষ্ট কালো উট যবাই করা হয়, লাল ও সাদা উটও বাদ যায় না।

ودفاع رجل كموج الفرا * ت يقدم جأواء جولا طحونا

এ উত্তম উটগুলো যেন ফুরাতের তরঙ্গমালার মত বহমান এক বিশাল পদাতিক বাহিনীর ঢল। এরা যে পথে অগ্রসর হয়, সব কিছু দলিত-মথিত করে দেয়।

ترى لونها مثل لون النجو * م رجرارجة تبرق الناظرينا

তুমি দেখবে, সে গুলোর রং তরঙ্গায়িত ঝলমলে তারকারাজির মত যা দর্শকদের দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দেয়।

فان كنت عن شأننا جاهلا * فسل عنه ذا العلم ممن يلينا

তুমি যদি আমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হয়ে থাক, তা হলে আমাদের আশে পাশে বসবাসকারী ওয়াকিফহালদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।

بنا كيف نفعل ان قلصت * عوانا ضروسا عضوضا حجونا

(জেনে নাও) যুদ্ধ যখন তীব্র আকার ধারণ করে এবং তাতে ক্রমাগত মানুষ নিহত হতে থাকে, আর এর বিষাক্ত বাঁকা দাঁত ছোবল দিতে আসে তখন আমরা কি করি?

ألسنا نشد عليها العصا * ب حتى تدر وحتى تلينا

আমরা কি তখন ঐ রণদৈত্যের চোখে পট্টি লাগিয়ে দেই না, যতক্ষণ না ভাল করে তার দুধ দুইয়ে নেই, কিংবা তাকে সম্পূর্ণ অবদমিত করি।

ويوم له وهج دائم * شديد التهاول حامى الأرينا

স্মরণ কর সেই দিনের কথা; যেদিন প্রজ্বলিত হয়েছিল এক স্থায়ী ও ভয়াবহ সমরানল।

طويل شديد اوار القتا * ل تنفي قواحزه المقرفينا

তা ছিল প্রচণ্ড ও স্থায়ী, যাতে হতাহত ও রক্তপাত ব্যাপকভাবে হচ্ছিল এবং যার দাপটে ইতর শ্রেণীর লোকেরা দূরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল।

تخال الكماة بأعراضه * ثمالا على لذة منزفينا

তার চারদিকে অনেক বড় বড় বীর পুরুষকে মাতালের মত মনে হচ্ছিল, যাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছিল।

تعاور أيمانهم بينهم * كئوس المنايا بحد الظبينا

তরবারির ধারের দ্বারা তাদের দক্ষিণহস্ত পরস্পরের মাঝে মৃত্যুর পেয়ালা বিতরণ করছিল।

شهدنا فكنا أولى بأسه * وتحت العماية والمعلمينا

সে যুদ্ধে আমরা শরীক ছিলাম। বিস্তৃত মেঘমালার নীচে আমরা ছিলাম প্রবল পরাক্রমশালী এবং যুদ্ধের চিহ্ন নির্ধারণকারী।

بخرس الحسيس حسان رواء * وبصرية قد اجمن الجفونا

আমরা নীরব তরবারি হাতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলাম। আমাদের তরবারিগুলো ছিল ঝকঝকে চমৎকার রক্তাপ্লুত, খাপের প্রতি ছিল এদের অনীহা।

فما ينفللن وماينحنين * وما ينتهين اذا ما نهينا

তা ভাংগত না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না এবং আমরা থেমে গেলেও তা থামতে চাইত না।

كبرق الخريف بأيدى الكماة * يفجعن بالظل هاما سكونا

বীর জওয়ানদের হাতে সেগুলো শারদীয় বিজলীর মত চোখ ধাঁধানো আলো বিচ্ছুরণ করছিল এবং আপন ছায়াতলে শত্রুর মাথা কেটে স্পন্দনহীন করছিল।

وعلمنا الضرب آباؤنا * وسوف نعلم ايضا بنينا

এই তলোয়ারচালনা আমাদের বাপ-দাদারাই আমাদের শিখিয়েছেন, আর আমরাও ভবিষ্যতে তা আমাদের সন্তানদের শেখাব।

جلاد الكماة وبذل التلا * دعن جل احسابنا ما بقينا

আমরা তাদের শেখাব মহাবীরদের তরবারি চালনার কৌশল এবং জীবনভর শ্রেষ্ঠ সঞ্চিত সম্পদ ব্যয় করার রীতি।

اذا مر قرن كفى نسله * و أورثه بعده آخرينا

যাতে এক প্রজন্ম বিগত হওয়ার পর, সে স্থানে তাদের পরবর্তী বংশধর স্থির হতে পারে এবং তাদের জ্ঞান-গরিমার উত্তরাধিকারী হতে পারে।

نشب و تهلك آباونا * وبينا نربى بنينا فنينا

আমরা যৌবনে পদার্পণ করি এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণ চির বিদায় নিয়ে যায়, অনুরূপ আমাদের সন্তানদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এক সময় আমরাও বিদায় হব।

سألت بك ابن الزبعرى فلم * أنبأك فى القوم الاهجينا

হে ইব্‌ন যিবারী! আমি তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু তোমার স্বগোত্রীয়দের থেকে আমাকে জানান হয় যে, তুমি একজন ইতর লোক।

خبيثا تطيف بك المنديات * مقيما على اللؤم حينا فحينا

তারা বলে, তুমি একটা অপদার্থ, নোংরা মানুষ, অশ্লীল কথাবার্তা তোমাকে উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক-সেদিক তাড়িয়ে বেড়ায়। আর তুমি সময়ে সময়ে নোংরামিতে জমে থাক।

تبجست تهجو رسول المليك * قاتلك الله جلفا لعينا

তুমি অসভ্য, বর্বর ও অভিশাপ্তের মত শাহানশাহ আল্লাহ্‌র রাসূলের নিন্দা করে বেড়াও; আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুন।

تقول الخنا ثم ترمى به * نقى الثياب تقيا امينا

তুমি অশ্লীল কথা বলে বেড়াও, এরপর তা নিক্ষেপ কর এমন স্বচ্ছবস্ত্রধারীর উপর যিনি খুবই মুত্তাকী এবং চির-বিশ্বস্ত।

ইবন হিশাম বলেন : بـنـا كـيـف نـفـعـل এবং এর পরবর্তী তিনটি পংক্তি, সেই সাথে نشب و تهلك اباؤنا ও এর পরবর্তী দু'টি পংক্তি আমাকে আবূ যায়দ আনসারী আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

কা'ব (রা)-এর আরো কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

سائل قريشا غداة السفح من احد * ماذا لقينا ومالاقوا من الهرب

উহুদ প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে কুরায়শদের জিজ্ঞাসা কর, সে দিন আমাদের কি অবস্থা ছিল এবং তাদেরই বা কি দশা হয়েছিল—যে কারণে তাদের পলায়ন করতে হয়েছিল?

كنا الأسود وكانوا النمر اذ زحفوا * ما إن نراقب من آل ولا نسب

সেদিন আমরা ছিলাম বাঘ আর তারা চিতা, তারা কাপুরুষের মত চোরাগোপ্তা হামলা করত। আর আমাদের অবস্থা এই ছিল যে, আমরা আমাদের পরিবার এবং বংশের প্রতি কোন লক্ষ্য করছিলাম না।

فكم تركنا بها من سيد بطل * حامى الذمار كريم الجد والحسب

সেখানে আমরা কত সর্দার ও বাহাদুরকে হত্যা করেছি, যারা ছিল কর্তব্যপরায়ণ, রক্ষক, ভদ্র পরিবার ও শরীফ খান্দানের সন্তান।

فينا الرسول شهاب ثم يتبعه * نور مضئ له فضل على الشهب

আমাদের মাঝে ছিলেন আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি উল্কার মত জ্যোতির্ময়, তদুপরি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রদত্ত হয়েছিলেন জগদ্দীপক আলো। সকল গ্রহ-নক্ষত্রের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল।

الحق منطقه والعدل سيرته * فمن يجبه اليه ينج من تبب

চিরসত্য তাঁর কথা। ন্যায়পরায়ণতা তাঁর চরিত্র। তাঁর ডাকে যে সাড়া দেয় সে ধ্বংস হতে মুক্তি লাভ করে।

نجد المقدم ماضى الهم معتزم * حين القلوب على رجف من الرعب

ভয়-ত্রাসে যখন অন্তর থরথর কাঁপে, তখনও তিনি দৃপ্তপদে সামনে এগিয়ে যান এবং সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেন।

يمضى ويذمرنا عن غير معصية * كانه البدر لم يطبع على الكذب

তিনি আমাদের এমন কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন, যা নাফরমানী থেকে মুক্ত এবং তিনি তা কার্যকর করে ছাড়েন। তিনি যেন চতুর্দশীর চাঁদ, অসত্য তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

بدا لنا فأتبعناه نصدقه * وكذبوه فكنا أسعد العرب

আমাদের মাঝে তাঁর আবির্ভাব ঘটলে আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তাঁর অনুসারী হই, কিন্তু কাফিররা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে, ফলে আমরা হয়ে যাই আরবের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান।

جالوا وجلنا فما فاؤوا وما رجعوا * ونحن نثفنهم لم نأل فى الطلب

তারাও পশ্চাতে ফেরে, আর আমরাও ফিরি, কিন্তু তারা পুনরায় আক্রমণ করার জন্য ফিরে আসেনি। আর আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা, যাতে আমরা কোন ত্রুটি করিনি

ليسا سواء وشتى بين امرها * حزب الاله واهل الشرك والنصب

উভয় দল সমান হয় না। তাদের মাঝে আছে বিস্তর ব্যবধান। একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র দল, আর অপরটি পাথর-পূজারী মুশরিকদের দল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : يمضى ويذمرنا হতে শেষ পর্যন্ত পংক্তিগুলো আবূ যায়দ আনসারী আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর শোকে নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন, আর ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাকে আবূ যায়দ আনসারী তা কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নামে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

بكت عينى وحق لها بكاها * وما يغنى البكاء ولا العويل

আমার চোখে অশ্রু ঝরেছে, আর এরূপ হওয়াই উচিত ছিল। তবে ক্রন্দন ও আর্ত-চিৎকার কি কাজের ছিল?

على أسد الإله غداة قالوا * أحمزة ذاكم الرجل القتيل

অশ্রু বহিয়েছিল আল্লাহ্‌র সিংহের জন্য, যেদিন লোকেরা বলেছিল : এই নিহত লোকটি কি হামযা?

أصيب المسلمون به جميعا * هناك وقد أصيب به الرسول

তাঁর শাহাদাতের কারণে সকল মুসলিমের অন্তরে আঘাত লেগেছিল, আর এ কারণে আল্লাহ্‌র রাসূলও ব্যথিত হয়েছিলেন।

أبا يعلى لك الاركان هدت * وانت الماجد البر الوصول

হে আবূ ইয়া'লা[১] তোমার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে, অথচ তুমি ছিলে একজন শরীফ, সৎ ও পরপোকারী মানুষ।

عليك سلام ربك فى جنان * مخالطها نعيم لايزول

জান্নাতে তোমার উপর তোমার রবের পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক; তোমার জন্য রয়েছে সেখানে স্থায়ী নি'আমত।

ألا ياهاشم الأخيار صبرا * فكل فعالكم حسن جميل

হে বনূ হাশিম ! হে শ্রেষ্ঠ মানুষেরা! তোমরা ধৈর্যধারণ কর। তোমাদের সকল কাজই উৎকৃষ্ট ও সুন্দর।

---

১. হযরত হামযা (রা)-এর উপনাম।

رسول الله مصطبر كريم * بامر الله ينطق اذ يقول

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও মহানুভব ব্যক্তি, তিনি যখন যা বলেন, তা আল্লাহ্‌র নির্দেশেই বলেন।

الا من مبلغ عنى لؤيا * فبعد اليوم دائلة تدول

কে সে ব্যক্তি, যে লুআই গোত্রের কাছে আমার এ বার্তা পৌঁছে দেবে যে, এ যুদ্ধই শেষ নয়, এর পর আরও যুদ্ধ রয়েছে।

وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا * وقائعنا بها يشفى الغليل

এ যুদ্ধের আগে কাফিররা আমাদের ভালভাবে চিনেছে, তারা আস্বাদন করেছে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার স্বাদ; যাতে তৃষ্ণার্তদের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হচ্ছিল।

نسيتم ضربنا بقليب بدر * غداة اتاكم الموت العجيل

বদর-কুয়ার তীরে আমাদের সেই তরবারির আঘাত কি তোমরা ভুলে গেছ, যাতে তোমরা দ্রুত মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছিলে!

غداة ثوى ابو جهل صريعا * عليه الطير حائمة تجول

যখন আবূ জাহলকে ভূপাতিত করে হত্যা করা হয়েছিল, তখন পাখিরা তার উপর চক্রাকারে ঘুরছিল।

وعتبة وابنه خرا جميعا * وشيبة عضه السيف الصقيل

আরও লুটিয়ে পড়েছিল উতবা ও তার ছেলে। সেই সাথে শায়বাও শাণিত তলোয়ারে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল।

ومتركنا امية مجلعبا * وفى حيزومه لدن نبيل

আমরা উমাইয়াকে মাটিতে সোজা করে রেখেছিলাম। আর তার বুকে বিঁধেছিল এক বড় বর্শা।

و هام بنى ربيعة سائلوها * ففى اسيافنا منها فلول

বনূ রাবী'আ গোত্রের লোকদের মাথার খুলির কাছে জিজ্ঞাসা কর, যার কারণে আমাদের তরবারিগুলো ভেঙে গেছে।

الا يا هند فابكى لا تملى * فانت الواله العبرى الهبول

ওহে হিন্দা! এখন খুব কাঁদ, ক্লান্তবোধ কর না। তুমি তো বহু সন্তানহারা; তোমার কি কান্নার শেষ আছে?

الا ياهند لا تهدى شماتنا * بحمزة ان عزكم ذليل

ওহে হিন্‌দা! হামযার প্রতি তোমার অন্তরে যে আক্রোশ জমে আছে তা আর প্রকাশ করতে যেও না। কারণ তোমার সম্মান তো মাটিতে মিশে গেছে।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) আরও বলেন :

ابلغ قريشا على نأيها * اتفخر منا بما لم تلى

কুরায়শের লোকেরা দূরে বটে, তবু তাদের কাছে আমার এ বার্তা পৌঁছে দাও যে, তোমরা কি আমাদের সাথে এমন বিষয় নিয়ে অহংকার করতে পার, যার কাছেও তোমরা নও?

فخرتم بقتلى اصابتهم * فواضل من نعم المفضل

তোমরা তো অহংকার করছ আমাদের সেই শহীদদের জন্য, যারা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে শ্রেষ্ঠতম নি'আমত ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

فحلوا جنانا وابقوا لكم * أسودا تحامى عن الاشبل

তারা চলে গেছেন জান্নাতে, আর তোমাদের জন্য রেখে গেছেন এমন সব সিংহ, যারা তাদের শাবকদের রক্ষা করতে জানে।

تقاتل عن دينها وسطها * نبى عن الحق لم ينكل

তাঁরা তাদের দীনের হিফাযতের জন্য লড়াই করেন। তাঁদের মাঝে রয়েছেন সেই মহান নবী, যিনি সত্য হতে এক কদমও বিচ্যুত হন না।

رمته معد بعور الكلام * ونبل العداوة لا تاتلى

মা'দ গোত্র তাঁর প্রতি অশ্লীল বাক্যবান ছুঁড়েছে, আর নিক্ষেপ করেছে শত্রুতার তীর। তারা এ অপচেষ্টায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : لم تلى ও من نعم المفضل -এর লাইন ক'টি আমাকে আবূ যায়দ আনসারী আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

যিরার ইব্‌ন খাত্তাবের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে যিরার ইব্‌ন খাত্তাব বলেছে :

مابال عينك قد ازرى بها السهد * كانما جال فى اجفانها الرمد

তোমার চোখের কি হল যে, অনিদ্রা তাকে বিকারগ্রস্ত করে দিয়েছে? যেন পাপড়িগুলো বেদনায় অস্থির হয়ে পড়েছে।

امن فراق حبيب كنت تالفه * قد حال من دونه الاعداء والبعد

একি কোন বন্ধুর বিরহে—যাকে তুমি ভালবাসতে এবং দুশমনী ও দূরত্ব তার সাথে মিলনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে?

ام ذاك من شغب قوم لاجداء بهم * اذ الحروب تلظ نارها تقد

নাকি শত্রুদের সেই নিরর্থক হাঙ্গামার কারণে, যা তারা সৃষ্টি করেছিল লেলিহান সমরানল জ্বলে ওঠার সময়?

ما ينتهون عن الغى الذى ركبوا * ومالهم من لؤى ويحهم عضد

তারা যে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে, তা থেকে তারা আর ফিরে আসছে না, ধিক তাদের জন্য, লুআই গোত্রের কোন সহযোগিতা তারা পায় না।

وقد نشدناهم بالله قاطبة * فما تردهم الارحام والنشد

আমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র দুহাই দিয়েও দেখেছি, কিন্তু তারা এমন যে, আত্মীয়তার সম্পর্কও তাদের ফেরাতে পারে না, আর না কসমও।

حتى اذا ما ابوا الا محاربة * واستحصدت بيننا الاضغان والحقد

অবশেষে তারা যখন পরস্পর যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই স্বীকার করল না এবং আমাদের ও তাদের মাঝে ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেল।

سرنا اليهم بجيش فى جوانبه * قوانس البيض والمحبوكة السرد

তখন আমরা তাদের দিকে অগ্রসর হলাম এক বিশাল বাহিনী নিয়ে। যার চারদিকে ছিল উঁচু উঁচু লৌহ-শিরস্ত্রাণ এবং সুদৃঢ় বর্ম।

والجرد ترمل بالابطال شازبة * كانها حدأ فى سيرها تؤد

আর দেখা যাচ্ছিল স্বল্প কেশবিশিষ্ট শক্তপেশীর ঘোড়া যা তাদের বীর যোদ্ধাদের নিয়ে হেলে দুলে এগিয়ে যাচ্ছিল; মনে হচ্ছিল যেন তা এক ঝাঁক বাজপক্ষী, যা শিকারের উদ্দেশ্যে দ্রুত উড়ে যাচ্ছে।

جيش يقودهم صخر و يرأسهم * كانه ليث غاب هاصر حرد

সে বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল লৌহ-মানব (আবূ সুফিয়ান), যার প্রতিটি সৈন্য ছিল জংগলের ঐ সিংহের মত, যা শিকার ধরে ছিড়ে-ফেড়ে রাখে।

فابرز الحين قوما من منا زلهم * فكان منا ومنهم ملتقى احد

অবশেষে মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়টি তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে আনে, ফলে, তাদের ও আমাদের মাঝে উহুদ প্রান্তর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

فغودرت منهم قتلى مجدلة * كالمعز اصرده بالصردح البرد

সেখানে তাদের অনেককে হত্যা করে মাটিতে ফেলে রাখা হয়, মনে হচ্ছিল যেন প্রচণ্ড শীতের কারণে শক্ত ভূমিতে ছাগল মরে পড়ে আছে।

قتلى كرام بنو النجار وسطهم * ومصعب من قنانا حوله قصد

তাদের অনেক শরীফ লোকদের হত্যা করা হয়েছিল; তাদের মাঝে বনূ নাজ্জারও ছিল এবং মুস'আব ইব্‌ন উমায়রও; যাদের চারপাশে আমাদের বর্শা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছিল।

وحمزة القرم مصروع تطيف به * ثكلى وقد حز منه الانف والكبد

সরদার হামযাও মুখ থুবড়ে পড়েছিল, সন্তানহারা মায়ের মত (তাঁর বোন সাফিয়্যা) তাঁর চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখছিল যে, তাঁর নাক, কান ও কলিজা কেটে তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

كانه حين يكبو فى جديته * تحت العجاج وفيه ثعلب جسد

বর্শা বিদ্ধ হয়ে সে যখন ধুলো-বালির নীচে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল তখন তাকে মনে হচ্ছিল,

حوار ناب وقد ولى صحابته * كما تولى النعام الهارب الشرد

সে যেন একটি দু'বছরের উটের বাচ্চা, যার সাথীরা ভড়কে যাওয়া উট-পাখির মত পিঠ-ফিরিয়ে পালাচ্ছিল।

مجلحين ولا يلوون قد ملئوا * رعبا فنجتهم العوصاء والكؤد

তারা পালাচ্ছিল বাঁচার দৃঢ়-সংকল্প নিয়ে, আর তারা কোন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিল না। আসলে তারা ভীষণ ভয় পেয়েছিল। অবশেষে দুর্গম-বন্ধুর গিরিপথ তাদের রক্ষা করল।

تبكى عليهم نساء لايعول لها * من كل سالبة اثوابها قدد

শোকের পোশাক পরে তাদের জন্য বিধবা রমণীরা কাঁদছিল, আর তারা কাঁদার সময় সে পোশাক বিদীর্ণ করছিল।

وقد تركناهم للطير ملحمة * وللضباع الى اجسادهم تفد

আমরা তাদেরকে পাখি আর শেয়ালদের জন্য রণক্ষেত্রে রেখে আসি, যারা দলে দলে এসে তাদের গোশত খাচ্ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কাব্য বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে এ কবিতাটি যিরার ইব্‌ন খাত্তারের রচনা নয়।

আবূ যা'আনার কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধের দিন আবূ যা'আনা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উতবা নিম্নের চরণ দু'টি আবৃত্তি করছিল সে ছিল জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের লোক :

انا ابو زعنه يعدو بى الهزم * لم تمنع المخزاة إلا بالالم

يحمى الزمار خزرجى من جشم

আমি আবূ যা'আনা। আমার (অশ্ব) হুযাম আমাকে নিয়ে উড়ে চলে। লাঞ্ছনা হতে বাঁচার জন্য একটিমাত্র পথ, আর তা হলো ঝুঁকি নিয়ে বিপদের মুকাবিলা করা। আমরা জুশাম গোত্রীয় খাযরাজী, যারা নিজেদের কর্তব্য পালনে তৎপর।

আলী (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদের রণক্ষেত্রে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-ও একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : আসলে এটি আবৃত্তি করেছিলেন আলী (রা) ছাড়া অন্য একজন মুসলিম। কাব্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ অনেকে আমার কাছে এরূপই বলেছেন। আমি তাদের কাউকে বলতে শুনিনি যে, এ কবিতাটিকে আলী (রা) রচিত। কবিতাটি নিম্নরূপ :

لاهم إن الحارث بن الصمة * كان وفيا وبنا ذا ذمه

اقبل فى مهامه مهمة * كليلة ظلماء مدلهمة

بين سيوف ورماح جمة * يبغى رسول الله فيما ثمه

হায় আল্লাহ্! হারিস ইব্‌ন সামা, যিনি একজন প্রতিশ্রুতি পালনকারী ও দায়িত্ব সচেতন লোক, নিছিদ্র অন্ধকার রজনীর মত সেই ভীষণ রণক্ষেত্রে অসংখ্য তরবারি ও বর্শার মাঝে খুঁজে ফিরছিল কোথায় আছেন আল্লাহ্‌র রাসূল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : كليلة শব্দ সম্বলিত পংক্তিটি ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অপর সূত্র থেকে প্রাপ্ত।

ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহলের রণোদ্দীপক কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উহুদ যুদ্ধে আবূ জাহলের পুত্র ইকরামা আবৃত্তি করছিল :

كلهم يزجره ارحب هلا * ولن يرده اليوم الا مقبلا

يحمل رمحا ورئيسا جحفلا

প্রত্যেকেই তার ঘোড়াকে ارحب (হট) (এ দিকে এস) বলে হাঁকাচ্ছিল, এবং দেখছিল যে, ঘোড়া একজন সম্মানিত নেতা ও বর্শা বহন করে অগ্রসর হচ্ছে।

আ'শা তামীমীর কবিতা

আ'শা ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন নাব্বাশ তামীমী উহুদ যুদ্ধে আবদুদ্দার গোত্রের নিহতদের শোকে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : আ'শা ছিল আসাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন তামীম গোত্রের লোক,

حيى من حى على نأيهم * بنو أبى طلحة لا تصرف

يمر ساقيهم عليهم بها * وكل ساق لهم يعرف

لاجارهم يشكو ولاضيفهم * من دونه باب لهم يصرف

আবূ তালহার পরিবারবর্গ যদিও দূরে তবুও সকল গোত্রের পক্ষ এতে তাদের জন্য যিন্দাবাদ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। তাদের যিন্দাবাদ ধ্বনি কেউ রদ করতে পারে না। তাদের সাকী পানপাত্র নিয়ে তাদের মাঝে প্রদক্ষিণ করে। বস্তুত: সাকিগণ তাদেরকে ভাল করেই চেনে।

তাদের কোন প্রতিবেশী এবং মেহমান তাদের সম্পর্কে কোন অভিযোগ করে না, আর না তাদের জন্য দরজা কখনো বন্ধ করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাব'আরীর কবিতা

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাব'আরী উহুদ যুদ্ধের দিন নীচের কবিতা আবৃত্তি করেছিল ঃ

قتلنا ابن جحش فاغتبطنا بقتله * وحمزة فى فرسانه وابن قوقل

وافلتنا منهم رجال فاسرعوا * فليتهم عاجوا ولم نتعجل

اقاموا لنا حتى تعض سيوفنا * سراتهم وكلنا غير عزل

وحتى يكون القتل فينا وفيهم * ويلقوا صبوحا شره غير منجل

আমরা ইব্ন জাহাশকে হত্যা করেছি এবং তাকে হত্যা করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আর আমরা আরও হত্যা করেছি হামযাকে তার অশ্বারোহীদের মাঝে এবং ইব্ন কাওকালকেও।

তাদের কিছু লোক আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং তারা দ্রুত পালিয়ে গেছে। ইস্! তারা যদি আর একটু দেরি করত, আর আমরা তাড়াহুড়া না করতাম! তারা যদি আরেকটু দেরি করত এবং সেই সুযোগে আমাদের তরবারিগুলো তাদের বাছা বাছা লোকদের দু'ভাগ করে ফেলত! আর সে দিন তো আমরা কেউ নিরস্ত্র ছিলাম না। আর সেদিন হতো তাদের ও আমাদের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ এবং তারা আস্বাদন করত মৃত্যুর স্বাদ, যার অনিষ্ট দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হতো।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ কবিতার وكلنا এবং ويلقوا صبوحا শীর্ষক লাইন দু'টো ইব্ন ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে প্রাপ্ত।

সাফিয়্যার মাতম

ইব্ন ইসহাক বলেন : সাফিয়্যা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব তাঁর ভাই হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর শোকে কেঁদে কেঁদে বলেন :

أسائلة أصحاب احد مخافة * بنات أبى من أعجم وخبير

হে আমার বোনেরা! তোমরা কি উহুদের মুজাহিদদের প্রতি শংকাগ্রস্তা হয়ে অবগত অনবগত নির্বিশেষে সকলেরই কাছে প্রশ্ন করছ?

فقال الخبير إن حمزة قد ثوى * وزير رسول الله خير وزير

ফলে, ওয়াকিফহাল ব্যক্তি তো জবাব দিয়েছে যে, আল্লাহ্র রাসূলের অমাত্য এবং শ্রেষ্ঠ অমাত্য হামযা শহীদ হয়েছেন।

دعاه اله الحق ذو العرش دعوة * الى جنة يحيا بها وسرور

তাঁকে ডাক দিয়েছেন সত্য মাবূদ, যিনি আরশের অধিপতি, জান্নাতের দিকে যেখানে তিনি জীবিত থাকবেন এবং আনন্দে থাকবেন।

فذلك ماكنا نرجى ونُرتجى * لحمزة يوم الحشر خير مصير

আর এটা তো সেই বস্তু, যার প্রত্যাশা আমরা সকলেই করি এবং অন্যদেরও আশান্বিত করি। বস্তুত হাশরের দিন হামযার জন্য রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন।

فو الله لا انساك ماهبت الصبا * بكاءً وحزنا محضرى ومسيرى

আল্লাহ্র কসম! হে হামযা! আমি তোমাকে ততদিন ভুলতে পারব না, যতদিন প্রভাত সমীরণ প্রবাহিত থাকবে। আমি তোমার জন্য সব সময় মাতম করতেই থাকব, বাড়িতে ও সফরে যেখানেই থাকি না কেন।

على اسد الله الذى كان مدرها * يذود عن الاسلام كل كفور

আমার এ ক্রন্দন আল্লাহ্র সেই সিংহের জন্য, যিনি ছিলেন তাঁর কাওমের রক্ষক এবং প্রত্যেক কাফির থেকে ইসলামকে রক্ষাকারী।

فياليت شلوى عند ذاك واعظمى * لدى اضبع تعتادنى ونسور

হায় আফসোস! যদি আমার অস্থি মাংস শেয়াল ও শকুনের খোরাক হতো, যারা মানুষের গোশত খায়!

اقول وقد اعلى النعى عشيرتى * جزى الله خيرا من اخ ونصير

بكاء وحزنا حضرى ومسيرى

যখন মৃত্যুর সংবাদদাতা আমাদের পরিবারে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছাল, তখন আমি বলে উঠলাম : আল্লাহ্ তা'আলা আমার ভাই ও সাহায্যকারীকে উত্তম বদলা দিন। তাঁর জন্য অব্যাহত থাকবে আমার শোক ও ক্রন্দন বাড়িতে ও সফরেও।

নু'আমের মাতম

ইব্ন ইসহাক বলেন : শাম্মাস ইব্ন উসমান (রা) উহুদ যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন। তার স্ত্রী নু'আম তাঁর শোকে ব্যাকুল হয়ে বলেন :

ياعين جودى بفيض غير ابساس * على كريم من الفتيان ابّاس

صعب البديهة ميمون نقيبته * حمال الوية ركاب افراس

اقول لما اتى الناعى له جزعا * أودى الجواد و أودى المطعم الكاسى

وقلت لما خلت منه مجالسه * لايبعد الله عنا قرب شماس

হে চোখ! অশ্রু বর্ষণ কর অবারিত ধারায় সেই মহান যুবকের জন্য, যিনি ছিলেন যুবককুলের শিরোমণি ও নির্ভীক প্রাণ। তিনি ছিলেন প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী। তার প্রতিটি কাজ হতো বরকতময়, আর তিনি ছিলেন, উত্তম পতাকাবাহী ও সুদক্ষ অশ্বারোহী। যখন মৃত্যুর সংবাদদাতা এসে তাঁর শাহাদতের সংবাদ শোনাল, তখন আমি ঘাবড়ে গিয়ে বলে

উঠি : দানবীর ব্যক্তি চলে গেছেন। আর তিনি মারা গেছেন, যিনি ছিলেন লোকদের খাদ্য-দানকারী এবং বস্ত্রদানকারী। যখন তাঁর উপস্থিতি হতে মজলিস শূন্য হয়ে গেল, তখন আমি বললাম : আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অন্তর থেকে শাম্মাসের সান্নিধ্য যেন দূর না করেন।

আবুল হাকামের কবিতা

নু'আম-এর ভাই ছিলেন আবুল হাকাম ইব্ন সাঈদ ইব্ন ইয়ারবূ (রা) তিনি বোনকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে উপরোক্ত কবিতার জবাবে বলেন :

اقنى حياءك فى ستر وفى كرم * فانما كان شماس من الناس

لا تقتلى النفس اذ حانت منيته * فى طاعة الله يوم الروع والباس

قد كان حمزة ليث الله فاصطبرى * فذاق يومئذ من كأس شماس

পর্দা ও ভদ্রতা সহকারে নিজের লজ্জা বজায় রাখ। শাম্মাস তো ছিল একজন মানুষই। তুমি নিজেকে নিজে ধ্বংস কর না। তাঁর তো মৃত্যু হয়েছে আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে বিভীষিকাময় কঠিন যুদ্ধের দিন। হামযা তো ছিলেন আল্লাহ্র সিংহ। তিনিও তো আজ শাম্মাসের মত মৃত্যুর পেয়ালা পান করেছেন। অতএব, তুমি শান্ত হও, ধৈর্যধারণ কর।

হিন্দার কবিতা

উহুদ যুদ্ধের পর মুশরিকরা যখন ফিরে যায়, তখন হিন্দা বিন্ত উত্বা নিম্নের এ কবিতাটি আবৃত্তি করে :

رجعت وفى نفسى بلابل جمة * وقد فاتنى بعض الذى كان مطلبى

من اصحاب بدر من قريش وغيرهم * بنى هاشم منهم ومن اهل يثرب

ولكن قد نلت شيئا ولم يكن * كما كنت ارجو فى مسيرى ومركبى

আমি এমন অবস্থায় ফিরে এলাম যে, আমার অন্তরে অনেক জ্বালা বাকি রয়ে গেল। বদর যুদ্ধে যেসব কুরায়শ প্রাণ হারিয়েছিল তাদের ব্যাপারে আমার মনে যে অভিপ্রায় ছিল, তার বহু কিছুই পূরণ হল না। সে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল কুরায়শ ও অপরাপর গোত্রের বহু লোক, বনূ হাশিম ও ইয়াসরিবেরও কিছু লোক। তবে হ্যাঁ, আমার কতক উদ্দেশ্য অবশ্যই চরিতার্থ হয়েছে, যদিও এ সফর ও অভিযাত্রায় যেমনটি আশা করেছিলাম তা হয়নি।

ইব্ন হিশাম বলেন : জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে হিন্দার এ কবিতার :

وقد فا تنى بعض الذى كان مطلبى

লাইনটি আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। তবে অনেকের মতে এ কবিতাটি হিন্দার নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ভালই জানেন।

রাজী'র ঘটনা

[হিজরী তৃতীয় সন]

খুবায়ব (রা) ও তাঁর সংগীদের শাহাদত প্রসংগে

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্‌কায়ী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা বর্ণনা করেন : উহুদ যুদ্ধের পর আযল ও কারাহ্ গোত্রের একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আযল ও কারা হচ্ছে হাওন ইব্‌ন খুযায়মা ইব্‌ন মুদরিকার শাখা গোত্র।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'হাওনকে হূনও বলা হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারা এসে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের গোত্রে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই আপনার সাহাবীদের থেকে কিছু লোক আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। তাঁরা আমাদেরকে দীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দেবেন, আমাদের কুরআন পড়াবেন এবং ইসলামের বিস্তারিত তালীম দেবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কথামত ছয়জন সাহাবীকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ মারছাদ ইব্‌ন আবূ মারছাদ গানাবী (রা) খালিদ ইব্‌ন বুকায়র লায়সী (রা), আসিম ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন আবুল আকলাহ (রা), খুবায়ব ইব্‌ন 'আদী (রা), যায়দ ইব্‌ন দাসিনা (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তারিক। মারসাদ (রা) ছিলেন হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর মিত্র, খালিদ (রা) ছিলেন 'আদী ইব্‌ন কা'ব গোত্রের মিত্র, আসিম (রা) ছিলেন বনূ আম্‌র ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওসের মিত্র, খুবায়ব (রা) ছিলেন জাহ্‌জাবা ইব্‌ন কুলফা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের লোক, যায়দ (রা) ছিলেন বনূ বায়াযা ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন যুরায়ক ইব্‌ন আব্‌দ হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গায্‌ব ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের লোক এবং আবদুল্লাহ্ (রা) ছিলেন বনূ যাফর ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওসের মিত্র।

আযল ও কারাহ্ গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মারসাদ ইব্‌ন আবূ মারসাদ (রা)-কে তাদের আমীর বানিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে রওনা হন। হিজাযের প্রান্তভাগে হাদ্‌আর উপকণ্ঠে হুযায়ল গোত্রের একটি জলাশয়ের নাম রাজী'। তারা সেখানে পৌছলে আযল ও কারাহ্ গোত্রের লোকেরা তাঁদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করল। তারা বনূ হুযায়লকেও সাহায্যের জন্য ডাকল। দেখতে না

দেখতে তরবারিধারী লোকজন সাহাবীদের ঘিরে ফেললো। তাঁরা সওয়ারী হতে অবতরণ করারও অবকাশ পাননি। এ অবস্থাতেই তাঁরা তরবারি হাতে নিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। শত্রুরা বলল : আল্লাহ্র কসম! আমরা তোমাদের হত্যা করতে চাই না। আসলে আমরা তোমাদের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের থেকে কিছু অর্থ আদায় করতে চাই। আমরা আল্লাহ্র নামে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাদেরকে হত্যা করব না।

একথা শুনে মারসাদ ইব্ন আবূ মারসাদ (রা), খালিদ ইব্ন বুকায়র (রা) ও আসিম ইব্ন সাবিত (রা) বললেন : আল্লাহ্র কসম! আমরা কোন মুশরিকের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি কখনো গ্রহণ করব না। তখন আসিম (রা) আবৃত্তি করলেন :

ما علتى وانا جلد نابـل * والقوس فيها وترعنابل

تزل عن صفحتها المعابل * الموت حق والحياة باطل

وكل ما حم الاله نازل * بالمرء والمرء اليه آئل

ان لم اقا تلكم فامى هابل

আমার কিসের দুর্বলতা, যেখানে আমি একজন শক্তিমান বর্শাধারী? আমার রয়েছে ধনুক, অতি মজবুত তার ছিলা। তার থেকে নিক্ষিপ্ত হয় দীর্ঘ ফলাবিশিষ্ট তীর। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুই পরম সত্য, জীবন সে তো মিথ্যা। আল্লাহ্ যা স্থির করেছেন, তা মানুষের জন্য অবধারিত। শেষ পর্যন্ত মানুষ তো তাঁরই নিকট ফিরে যাবে। শোন, আমি যদি তোমাদের সাথে লড়াই না করি, তবে আমার মা হোক সন্তানহারা।

ইব্ন হিশাম বলেন : هابل অর্থ সন্তানহারা।

আসিম ইব্ন সাবিত (রা) আরও বলেন :

ابو سليمان وريش المقعد * وضالة مثل الجحيم الموقد

اذا النواجى افترش لم ارعد * ومجنأ من جلد ثوراجرد

ومؤمن بما على محمد

আমি আবূ সুলায়মান, আমি মুকআদ (জনৈক তীর প্রস্তুতকারক)-এর তীরের পালক। আমি দালা বৃক্ষ দ্বারা নির্মিত কামান, যা জাহান্নামের আগুনের মত লেলিহান।

যখন দ্রুতগামী উটও ভয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে, তখনও আমার মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয় না। আমি গরুর পশমহীন চামড়া দ্বারা প্রস্তুত ঢাল। আর আমি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাসী। তিনি আরও বলেন :

ابو سليمان ومثل رامى * وكان قومى معشرا كرام

আমি আবূ সুলায়মান, আমার মত তীরন্দাজ আর কে আছে? আমার গোত্র অতি মর্যাদাবান ও সম্মানী।

আসিম (রা)-এর উপনাম ছিল আবূ সুলায়মান। এরপর তিনি শত্রুদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান, এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ও শাহাদত লাভ করেন।

আসিম (রা)-এর শাহাদাতের পর হুযায়ল গোত্রের লোকেরা চাইল। তাঁর মাথা নিয়ে সুলাফা বিন্ত সা'দ ইব্ন শাহীদের কাছে বিক্রয় করবে। সুলাফার দুই পুত্র উহুদ যুদ্ধে আসিমের হাতে নিহত হয়েছিল। তাই সে মানত করেছিল, যদি সে আসিমের মাথা হস্তগত করতে পারে, তবে সে তার মাথার খুলিতে মদ পান করবে। কিন্তু এক ঝাঁক বোলতা হুযায়ল গোত্রের ইচ্ছায় বাঁধ সাধল। তারা আসিমের লাশ ঘিরে রাখল। দুর্বৃত্তরা বলল : এখন রেখে দাও। সন্ধ্যাবেলা এসব চলে যাবে। তখন আমরা মাথা কেটে নিয়ে যাব। কিন্তু এরই মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে বান ছুটিয়ে দিলেন। তার তোড়ে আসিমের লাশ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করেছিলেন : যেন কোন মুশরিক তাঁর লাশ স্পর্শ করতে না পারে এবং তিনিও যেন কোনদিন কোন মুশরিককে স্পর্শ না করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মুশরিকের দেহ অপবিত্র। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) যখন শুনলেন, বোলতারা আসিমের লাশ হিফাযত করেছে, তখন তিনি বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাকে এভাবেই রক্ষা করেন। আসিম মানত করেছিলেন, কোন মুশরিক যেন তার গায়ে হাত লাগাতে না পারে, আর তিনি নিজেও কোন মুশরিককে জীবনে স্পর্শ করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর পরও তাঁকে তেমনি রক্ষা করেছেন, যেমন তিনি তাঁকে জীবদ্দশায় রক্ষা করেছিলেন।

আর যায়দ ইব্ন দাসিনা (রা), খুবায়ব ইব্ন 'আদী (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক (রা) কঠোর পন্থা অবলম্বন না করে নমনীয়তা প্রদর্শন করলেন এবং বেঁচে থাকার প্রতি আগ্রহী হলেন। সে মতে তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন। শত্রুরা তাঁদেরকে বন্দী করে মক্কার পথে অগ্রসর হল। উদ্দেশ্য, সেখানে নিয়ে তাদেরকে বিক্রি করবে। জাহরান নামক স্থানে পৌছলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক (রা) রশি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন এবং তরবারি উঁচিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। শত্রুরা খানিক দূরে সরে তাঁর প্রতি পাথর ছুড়তে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত এভাবেই তাঁকে শহীদ করে দিল। এই জাহরানেই তাঁর কবর রয়েছে।

বাকি খুবায়ব ইব্ন আদী (রা) ও যায়দ ইব্ন দাসিনা (রা)-কে তারা মক্কায় নিতে সক্ষম হল।

ইব্ন হিশাম বলেন : মক্কায় কুরায়শদের কাছে হুযায়ল গোত্রের দু'জন বন্দী ছিল। তাদের বিনিময়ে তারা খুবায়ব ও 'আদীকে বিক্রি করে দেয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ নাওফলের মিত্র হুজায়র ইব্ন আবূ ইহাব উকবা ইব্ন হারিস ইব্ন আমির ইব্ন নাওফলের পক্ষে খুবায়ব (রা)-কে ক্রয় করল। হুজায়রের পিতা আবূ ইহাব ছিল উকবার পিতা হারিস ইব্ন আমিরের বৈপিত্রেয় ভাই। খুবায়ব (রা)-কে হত্যা করে উকবা তার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিবে।

ইব্ন হিশাম বলেন : হারিস ইব্ন আমির ছিল আবূ ইহাবের মামা, আর আবূ ইহাব ছিল উসায়দ ইব্ন আমর ইব্ন তামীম গোত্রের লোক। কারও মতে সে বনূ তামীমের শাখা আদাস ইব্ন যায়দ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন দারিম গোত্রের লোক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া তার পিতা উমাইয়া ইব্‌ন খালফের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য যায়দ ইব্‌ন দাছিনা (রা)-কে কিনে নেয়। সে তাকে হত্যা করার জন্য নিজ মাওলা (আযাদকৃত দাস) নিসতাসের সাথে হারাম এলাকার বাইরে তান'ঈমে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে আবূ সুফিয়ানসহ কুরায়শ গোত্রের কতিপয় লোক উপস্থিত ছিল। যায়দ (রা)-কে যখন হত্যা করার জন্য সামনে আনা হয়, তখন আবূ সুফিয়ান তাকে বলল : হে যায়দ! আল্লাহ্‌র কসম, বল তো, তোমার এ স্থলে যদি এখন মুহাম্মদ থাকত এবং তোমার বদলে আমরা তাঁকে হত্যা করতাম, আর তুমি নিজ পরিবারবর্গের কাছে নিরাপদ চলে যেতে, সে কি তুমি পছন্দ করতে না? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, তিনি এখন যেখানে আছেন সেখানেও যদি তার গায়ে একটি কাটা ফুঁটে তাঁকে ক্লেশ দেয়, আর আমি আমার পরিবার পরিজনের মাঝে বসে থাকি, সেও আমার পছন্দ নয়। একথা শুনে আবূ সুফিয়ান বলল : মুহাম্মদের সাথীরা তাঁকে যেমন ভালবাসে, এমন ভালবাসতে আমি আর কাউকে কখনও দেখিনি। এরপর নিসতাস তাঁকে শহীদ করে দিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

বাকি থাকলেন খুবায়ব ইব্‌ন 'আদী (রা)। হুজায়র ইব্‌ন আবূ ইহাবের দাসী মাবিয়্যার সূত্রে যিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নুজায়হ আমার (ইব্‌ন হিশামের) কাছে বর্ণনা করেন যে, মাবিয়্যা (র.) বলেন : খুবায়ব আমার কাছে, আমার একটি ঘরে বন্দী ছিলেন। আমি একদিন তার কাছে উপস্থিত হই। দেখি যে তাঁর হাতে এক থোকা আংগুর, মানুষের মাথার মত বড়। তিনি তা থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছেন। আমার জানা মতে আল্লাহ্‌র এ যমীনে তখন কোথাও আংগুর ছিল না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (র) ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নুজায়হ (র) উভয়ে বর্ণনা করেন যে, মাবিয়্যা বলেছেন : হত্যার খানিক পূর্বে খুবায়ব আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে একটা ক্ষুর পাঠিয়ে দিও। মৃত্যুর আগে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নেই। আমি পাড়ার একটি শিশুকে দিয়ে তাঁর কাছে একটি ক্ষুর পাঠিয়ে দিলাম। শিশুটির তাঁর কাছে প্রবেশ করতেই আমার চেতনা হল। বললাম : আমি এ কি করলাম? লোকটি তো শিশুটিকে হত্যা করে আগেই নিজের হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে বসতে পারে। কিন্তু না, খুবায়ব শিশুটির হাত থেকে ক্ষুর নিয়ে বলল : তোমার মা তোমাকে পাঠিয়ে নিশ্চয়ই আশংকায় আছে। ভাবছে আমি এই ক্ষুর দিয়ে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি। এই বলে তিনি শিশুটিকে পাঠিয়ে দিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কারও মতে শিশুটি তারই পুত্র ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর তারা খুবায়বকে নিয়ে বের হলো। তানঈমে পৌছে তারা যখন তাঁকে শূলবিদ্ধ করতে চাইল, তখন তিনি তাদের বললেন : তোমরা আমাকে দু'রাকআত সালাত আদায় করার সুযোগ দিবে কি? তারা বলল : অসুবিধা নেই, আদায় করে নাও। তিনি মনের খুশু-খুযুর সাথে অতি সুন্দভাবে দু'রাকআত সালাত আদায় করে নিলেন। এরপর তাদের

সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন : আল্লাহ্র কসম, তোমরা হয়ত ভাববে আমি মৃত্যুর ভয়ে সালাত দীর্ঘ করছি, তা না হলে আমি আরও দীর্ঘ সালাতে রত হতাম। মুসলিমদের জন্য নিহত হওয়ার আগে দু'রাকআত সালাত আদায় করা সুন্নত। এ রীতি সর্বপ্রথম খুবায়ব ইব্ন 'আদী (রা)-ই চালু করেন।

তারপর তারা তাঁকে শূলে চড়াল। তারা বাঁধা শেষ করলে তিনি দু'আ করলেন : 'হে আল্লাহ্! আমরা আপনার রাসূলের বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। আপনিও আমাদের সাথে এদের আচরণের সংবাদ আপনার রাসূলের কাছে পৌঁছে দিন। হে আল্লাহ্! এদের সকলকে গুনে গুনে এক এক করে খতম করে দিন। কাউকে নিস্তার দিবেন না।' অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করল। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) বলতেন : সেদিন খুবায়বের হত্যা কার্য দেখতে যারা সমবেত হয়েছিল, আমিও তাদের একজন ছিলাম। পিতা আবূ সুফিয়ানের সাথে আমি গিয়েছিলাম। খুবায়বের অভিসম্পাত লাগার ভয়ে তিনি আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিলেন। তখন ধারণা করা হত, কারও প্রতি অভিসম্পাত করা হলে তৎক্ষণাৎ সে যদি মাটিতে শুয়ে পড়ে, তবে সে অভিসম্পাত তাকে স্পর্শ করে না।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র তার পিতা আব্বাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি উকবা ইব্ন হারিসকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্র কসম! আমি খুবায়বকে হত্যা করিনি। কারণ তখনও আমার সে বয়স হয়নি। হ্যাঁ, আবদুদ্দার গোত্রীয় মায়সারা আমার হাতে বর্শা তুলে দেয় এবং সে আমার হাত ও বর্শা ধরে আঘাত করে খুবায়বকে হত্যা করে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার জনৈক সাথী বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বনূ জুমাহ্ এর সাঈদ ইব্ন আমির ইব্ন হিয্য়াম (রা)-কে শামের এক অংশের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি মাঝে মধ্যে লোকের সামনে হঠাৎ মুর্ছা যেতেন। একথা উমর (রা)-কে জানান হলো। বলা হলো : সাঈদ আসরগ্রস্ত। উমর (রা) এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন : হে সাঈদ! তোমার মাঝে মধ্যে এসব কি হয়? তিনি বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্র কসম, আমার কোন অসুখ নেই। তবে আসল ব্যাপার এই যে, খুবায়ব ইব্ন 'আদীকে যখন হত্যা করা হয় তখন আমি উপস্থিত দর্শকদের মাঝে ছিলাম। আমি তাঁর বদদু'আ শুনেছিলাম। তাই যে কোন মজলিশে সে কথা আমার মনে পড়লেই আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি। একথা শোনার পর উমর (রা)-এর কাছে তাঁর মর্যাদা বেড়ে যায়।

ইব্ন হিশাম বলেন : আশ্হুরে হারাম (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) পার হওয়া পর্যন্ত খুবায়ব (রা) তাদের কাছে বন্দী থাকেন। এরপর তারা তাঁকে হত্যা করে।

রাজী'র ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত

ইব্ন ইসহাক বলেন : এ অভিযান সম্পর্কে কুরআনের যে আয়াত নাযিল হয়, সে সম্বন্ধে যায়দ ইবন সাবিত পরিবারের জনৈক আযাদকৃত গোলাম, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত

গোলাম ইকরিমা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : মারসাদ ও আসিম যে অভিযানে ছিলেন সেটি যখন বিপদগ্রস্ত হল তখন মুনাফিকরা বলতে লাগল : ধিক ঐ পাগলদের জন্য, যারা ধ্বংস হলো। না তারা ঘরে বসে থাকল, আর না তারা তাদের নেতার বার্তা পৌঁছাতে পারল। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের এই উক্তি এবং সাহাবিগণ শাহাদতের বিনিময়ে যে মহামর্যাদার অধিকারী হলেন সে সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَافِىْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامُ

মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথাবার্তা (অর্থাৎ তার মৌখিক ইসলাম প্রকাশ) তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে (বস্তুত তার অন্তর তার মৌখিক কথার পরিপন্থী)। আসলে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী। (অর্থাৎ তোমার সাথে যখন কথাবার্তা ও আলোচনা করে তখন তর্ক-বিতর্কের আশ্রয় নেয়)। (২ : ২০৪)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : الالد অর্থ বিতণ্ডাপ্রবণ, তর্ক-বিতর্কে যে অনমনীয়। এর বহুবচন لُدّ কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে : وَتُنْذِرَبِهٖ قَوْمًا لُدًّا অর্থাৎ তুমি এর দ্বারা বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার (১৯ : ৯৭)।

মুহাল্লাল ইব্‌ন রাবী'আ তাগলিবী, যার আসল নাম ইমরাউল কায়স, কারও মতে 'আদী ইব্‌ন রাবী'আ তিনি তার একটি গীতি কবিতায় বলেন :

ان تحت الاحجار حدا ولينا * وخصيما الد ذا معلاق

পাথরের নীচে আছে তীক্ষ্ণতা ও নম্রতা, আর আছে বিতণ্ডাপ্রবণ প্রতিপক্ষ, যে দলীল প্রমাণে বিরোধীকে ঘায়েল করে।

এ কবিতাটির অপর এক বর্ণনায় ذامعلاق এর স্থলে ذامغلاق বলা হয়েছে। অর্থাৎ বিতণ্ডাপ্রবণ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এরপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

"যখন সে প্রস্থান করে (অর্থাৎ তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায়) তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না (অর্থাৎ তার কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ ভালবাসেন না এবং তা তাঁর মনঃপূত নয়) (২ : ২০৫)।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ـ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ـ

যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যোগ্য। নিশ্চায়ই তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। আর মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্ম-বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে এবং তাঁর হক আদায়ে যত্নবান থেকে নিজেদেরকে তাঁর কাছে বিক্রয় করে দিয়েছে। পরিশেষে তারা এভাবে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। এর দ্বারা রাজী'র ঘটনায় শাহাদত প্রাপ্ত সাহাবা-ই কিরামকে বোঝান হয়েছে (২ : ২০৬-২০৭)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : يشرى نفسه অর্থ আত্ম-বিক্রয় করে। شروا অর্থাৎ তারা বিক্রয় করল। যায়দ ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন মুফাররিগ হিময়ারী বলেন :

وشريت بردا ليتنى * من بعد برد كنت هامه

আমি বুরদাকে বিক্রয় করে ফেললাম। হায়, বুরদা চলে যাওয়ার পর আমি যদি হামাহ (পাখী) হয়ে যেতাম।

এটা যায়দের একটি শোকগাথার অংশ বিশেষ। বুরদা ছিল তার গোলাম, যাকে সে বিক্রয় করেছিল।

شرى শব্দটি ক্রয় করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কবি বলেন,

فقلت لها لا تجزعى ام مالك * على ابنيك ان عبد لئيم شراهما

আমি তাকে বললাম, হে উম্মু মালিক, তুমি তোমার পুত্রদ্বয়ের জন্য অস্থির হয়ো না; যদিও কোন ইতর লোক তাদের কিনে থাকে।

রাজী'র হৃদয়-বিদারক ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ ঘটনায় আবৃত্ত কবিতাবলী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। খুবায়ব (রা) যখন শুনলেন, কাফিররা তাকে শূলবিদ্ধ করতে সমবেত হয়েছে, তখন তিনি আবৃত্তি করেন :

لقد جمع الاحزاب حولى والبوا * قبائلهم واستجمعوا كل مجمع

আমার পাশে সম্প্রদায়গুলো সমবেত হয়েছে। তারা তাদের সকল গোত্রকে এখানে জমায়েত করেছে।

كلهم مبدى العداوة جاهد * على لأنى فى وثاق بمضيع

তারা সকলে আমার প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করছে, করছে নির্যাতন, আমি যে তাদের যজ্ঞস্থলে বন্দী।

وقد جمعوا ابناء هم ونساءهم * وقربت من جذع طويل ممنع

তারা তাদের সন্তান-সন্ততি ও নারীদেরও জমায়েত করেছে এবং আমাকে (শূলে চড়ানোর জন্য) দীর্ঘ, মজবুত ডালের নিকটবর্তী করা হয়েছে।

الى الله اشكو غرهتى ثم كرهتى * وما ارصد الاحزاب لى عند مصرعى

আমার অসহায়ত্ব ও বিপদের ফরিয়াদ শুধু আল্লাহ্‌কেই জানাই, আর শত্রুদল এ যজ্ঞস্থলে আমার জন্য যে আয়োজন করেছে তারও।

فذا العرش صبرنى على مايراد بى * فقد بضعوا لحمى وقد يأس مطمعي

হে আরশের অধিপতি! আমার প্রতি তাদের যে অভিপ্রায়, তাতে আমার ধৈর্যের ক্ষমতা দিন। তারাতো আমার গোশতকে টুকরো টুকরো করার ইরাদা করেছে, এখন আমার জীবনের আশা নিরাশায় রূপান্তরিত হয়েছে।

وذاك فى ذات الا له وان يشأ * يبارك على اوصال شلو ممزع

আর এ সব তো আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে, তিনি চাইলে আমার ছিন্ন ভিন্ন দেহেও বরকত দিতে পারেন।

وقد خيرونى الكفر والموت دونه * وقد هملت عيناى من غير مجزع

তারা আমাকে কুফ্‌রী কিংবা মৃত্যু-এর যে কোন একটি বেছে নিতে বলেছে। আর আমার দু'চোখ অশ্রু বহাচ্ছে, তবে তা মৃত্যুর ভয়ে না (বরং আল্লাহ্‌র ভয়ে)।

ومابى حذار الموت انى لميت * ولكن حذارى جحم نار ملفع

আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, আমি তো একদিন মরবই আমি তো জাহান্নামের লেলিহান আগুনকে ভয় করি, যা আচ্ছন্ন করবে।

فوالله ما ارجو اذام مسلما * على اى جنب كان فى الله مصرعى

আল্লাহ্‌র কসম! আমি কিছুই পরওয়া করি না, যখন আমি মুসলিম হিসেবেই মারা যাচ্ছি। যে দিকেই মুখ করে থাকি না কেন, আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে আমার এ মরণ।

فلست بمبد للعدو تخشعا * ولاجزعا انى الى الله مرجعى

আমি শত্রুর সামনে কোন ধরনের দুর্বলতা ও অস্থিরতা প্রকাশকারী নই, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌রই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কাব্য বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ অবশ্য এ কবিতাকে খুবায়ব (রা)-এর বলে স্বীকার করেন না।

খুবায়ব (রা)-এর জন্য শোকগাথা

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) খুবায়ব (রা)-এর প্রতি এভাবে শোক প্রকাশ করেন :

مابال عينـك لا ترقا مدامعـها * سحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق

على خبيب فتى الفتيان قد علموا * لا فشل حين تلقاه ولا نزق

فاذهب خبيب جزاك الله طيبة * وجنة الخلد عند الحور فى الرفق

ماذا تقولون ان قال النبى لكم * حين الملئكة الابرار فى الافق
فيم قتلتم شهيد الله فى رجل * طاغ قد أوعث فى البلدان والرفق

(হাস্‌সান!) কি হল তোমার চোখের, অশ্রু যে বাঁধা মানছে না বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, যেন তা ভাঙা মুক্তোর ধারা। এ অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে খুবায়বের শোকে যে সেইসব যুবকদের মধ্যমণি, যারা জানে, আল্লাহ্‌র সাথে মিলনের পর থাকবে না কোন ব্যর্থতা, আর না কোন কালিমা।

হে খুবায়ব! তুমি চলে যাও আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বদলা দিন। তোমাকে দান করুন স্থায়ী জান্নাত, সাথীদের সাথে হূরের সাহচর্যে, তোমরা সেদিন কি জবাব দেবে, যেদিন দিক-দিগন্তে সমবেত পবিত্র ফেরেশতাদের সামনে আল্লাহ্‌র নবী তোমাদের জিজ্ঞাসা করবেন : কি কারণে তোমরা আল্লাহ্‌র শহীদকে ঐ ব্যক্তির বদলে হত্যা করলে, যে এমন একজন আল্লাহ্‌দ্রোহী যে ব্যক্তি শহরে ও গ্রামে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল?[১]

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কোন কোন বর্ণনায় الرفق -এর স্থলে الطرق বলা হয়েছে, অর্থাৎ পথে-ঘাটে। কবিতাটির অবশিষ্টাংশ এখানে উদ্বৃত করা হল না। তাতে হাস্‌সান (রা) উক্ত আল্লাহ্‌দ্রোহীর নিন্দাবাদ করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) খুবায়ব (রা)-এর শাহাদতে ক্রন্দন করে আরও বলেন :

ياعين جودى بدمع منك منكب * وابكى خبيبا مع الفتيان لم يوب
صقرا توسط فى الانصار منصبه * سمح السجية محضا غيرمؤتشب
قدهاج عينى على علا تعبر تها * اذ قيل نص الى جدع من الخشب
يأيها الراكب الغادى لطيته * ابلغ لديك وعيدا ليس بالكذب
بنى كهيبة ان الحرب قد لقحت * محلوبها الصاب اذ تمرى لمحتلب
فيها اسوذ بنى النجار تقدمهم * شهب الاسنة فى معصو صب لجب

হে চোখ! অশ্রু বহাও অবিশ্রান্ত ধারায়। খুবায়বের জন্য কাঁদ, সে যুবকদের সাথে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। খুবায়বের জন্য কাঁদ, মর্যাদায় যে ছিল আনসারদের মধ্যমণি। আর অত্যন্ত উদার চরিত্রের এবং নির্ভেজাল কুলীন। কেঁদে কেঁদে তো আমার চোখ শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যখন বলা হলো : খুবায়বকে শূলে চড়ান হয়েছে, তখন আবার সে শুকনো চোখে অশ্রুর জোয়ার এলো।

হে ভোরের যাত্রী! তুমি সে ইতরদেরকে আমার এ বার্তা পৌছে দাও, যা মিথ্যা নয়। তাদের বলে দাও, যুদ্ধের আগুন জ্বলবেই এবং এর দুধ হবে হানজাল (ফল) অপেক্ষাও তেতো

---

১. এ দ্বারা হারিসকে বোঝান হয়েছে। বদর যুদ্ধে খুবায়র (রা)-এর হাতে সে নিহত হয়েছিল।

যখন দোহনকারী তা দোহাবে। সে যুদ্ধে নাজ্জার গোত্রের দু'টি সিংহ থাকবে, যাদের সামনে থাকবে উল্কাপিণ্ডতুল্য তীর ও তরবারিধারী এক বিশাল সেনাবাহিনী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ শোকগাথাটি আগেরটার মত। কাব্য বিশারদদের অনেকে এদু'টিকে হাস্‌সান (রা)-এর কাসীদা বলে স্বীকার করেন না। খুবায়ব (রা) সম্পর্কে রচিত তাঁর কিছু শ্লোক আমি এখানে পূর্বোক্ত কারণে উল্লেখ করিনি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেন :

لو كان فى الدار قرم ماجد بطل * ألوى من القوم صقر خاله انس

اذن وجدت خبيبا مجلسا فسحا * ولم يشد عليك السجن والحرس

ولم تسقك الى التنعيم زعنفة * من القبائل منهم من نفت عدس

دلوك غدرا وهم فيها أولوخلف * وانت ضيم لها فى الدار محتبس

যদি এ বসতিতে সম্প্রদায়ের মর্যাদাবান ও সাহসী ব্যক্তি থাকত, বাজপক্ষীর মত ক্ষীপ্র হত যার আক্রমণ এবং যিনি আনাসের ভাগ্নে, তা হলে হে খুবায়ব! তুমি পেতে এক প্রশস্ত অবস্থান। কেউ তোমাকে বন্দী করতে আসত না এবং তুমি অন্তরীণ হতে না, তোমাকে তানঈমে টেনে হেঁচড়ে নিতে পারত না, সেই সব লোক যারা নিজেদের মিথ্যা বংশ পরিরচয় দেয় (তারা বলে আমরা আদাস গোত্রীয়) অথচ আদাস গোত্রের প্রধান পুরুষগণ তাদের অস্বীকার করে। তারা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আসলে বিশ্বাসঘাতকতাই তাদের চরিত্র। আহা, বন্দী অবস্থায় তুমি তো তাদের মাঝে অসহায় হয়ে পড়েছিলে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আনাস হচ্ছেন সুলায়ম গোত্রীয় জনৈক বধির ব্যক্তি এবং মুতঈম ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ-এর মামা।

نفت عدس-(আদাস গোত্র প্রত্যাখ্যান করেছে) এ কথার দ্বারা হুজায়র ইব্‌ন আবূ ইহাবকে বোঝান হয়েছে। কারও মতে আ'শ ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন নাব্বাশ আসাদীকে বোঝান হয়েছে। সে ছিল বনূ নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের মিত্র।

খুবায়ব (রা)-এর শাহাদতের সময় উপস্থিত কাফিরবৃন্দ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খুবায়ব (রা)-কে শহীদ করার সময় কুরায়শ গোত্রের যারা সমেবত হয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছিল তারা হলো : ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল, সাঈদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কায়স ইব্‌ন আবদ উদ্‌দ, বনূ যুহরার মিত্র আখনাস ইব্‌ন শারীক সাকাফী, বনূ উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামসের মিত্র উবায়দা ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন হারিছা ইব্‌ন আওকাস সুলামী, উমাইয়ার ইব্‌ন আবূ উত্‌বা ও হায্‌রামীর পুত্রগণ।

খুবায়ব (রা)-এর সংগে হুযায়ল গোত্রের লোকেরা যে, আচরণ করেছিল, হাস্‌সান (রা) তার নিন্দা করে বলেন :

ابلغ بنى عمرو بان اخاهم * شراه امرؤ قد كان للغدر لازما
شراه زهير بن الاغر وجامع * وكانا جميعا يركبان المحارما
اجرتم فلما ان اجرتم غدرتم * وكنتم بالكتاف الرجيع لهاذما
فليت خبيبا لم تخنه امانة * وليت خبيبا كان بالقوم عالما

বনূ আমরকে জানিয়ে দাও, তাদের লোককে এমন এক লোক বিক্রি করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করাই যার চরিত্র। তাকে বিক্রি করেছে যুহায়র ইব্‌ন আগার ও জামি, অন্যায় অপরাধে লিপ্ত হওয়াই যাদের চরিত্র।

তোমরা তাদের নিরাপত্তা দিলে, কিন্তু পরে নিরাপত্তা দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করলে। তোমরা রাজী'র প্রান্তরে ঘাপটি মেরে ছিলে শাণিত তরবারি হাতে নিয়ে। হায়! খুবায়ব যদি বিশ্বাসঘাতকতার শিকার না হতেন। হায়, তিনি যদি শত্রুদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যুহায়র ইব্‌ন আগার ও জামি খুবায়র (রা)-কে বিক্রি করেছিল। তারা উভয়ে হুযায়ল গোত্রের লোক।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর আরো কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেন :

ان سرك الغدر صرفا لا مزاج له * فأت الرجيع فسل عن دارلحيان
قوم تواصوا بأكل الجار بينهم * فالكلب والقرد والانسان مثلان
لو ينطق التيس يوما كان يخطيهم * وكان ذاشرف فيهم وذاشأن

যদি তুমি নির্জলা বিশ্বাসঘাতকতায় আনন্দবোধ কর, তবে রাজী' নামকস্থানে চলে যাও এবং লিহয়ান গোত্রের আবাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। তারা তো এমন সম্প্রদায়, যারা প্রতিবেশীকে ভাগাভাগি করে গ্রাস করতে পরস্পর সহযোগিতা করে। তাদের দৃষ্টিতে কুকুর, বানর আর মানুষ সব একই পর্যায়ের। যদি ব্যাঙের বাকশক্তি থাকত এবং তাদের সামনে বক্তৃতা দিতে পারত, তবে তাদের মাঝে সেই বেশি মর্যাদাবান ও গণ্যমান্য সাব্যস্ত হত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ যায়দ আনসারী (র) আমাকে শুধুমাত্র শেষের পংক্তিটি আবৃত্তি করে শুনিয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বনূ হুযায়লের নিন্দায় আরও বলেন :

سألت هذيل رسولَ الله فاحشة * ضلت هذيل بما سألت ولم تصب
سالوا رسولهم ماليس معطيهم * حتى الممات وكان سبة العرب
ولن ترى لهذيل داعيا ابدا * يدعو لمكرمة عن منزل الحرب
لقد ارادوا خلال الفحش ويحهم * وان يحلوا حراما كان فى الكتب

হুযায়ল গোত্রের লোকেরা রাসূলল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ব্যাভিচারের অনুমতি চাইল তাদের এ প্রার্থনা সঠিক ছিল না, এটা তাদের বিভ্রান্তি বৈ কিছুই ছিল না। তারা তাদের রাসূলের কাছে এমন বিষয় চাইল, যা তিনি দেওয়ার নন, এমনকি মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হলেও। এরা তো আরব জাতির কুলাঙ্গার।

তুমি হুযায়ল গোত্রের মাঝে এমন কোন লোক দেখতে পাবে না, যে লুট-তরাজ ছেড়ে সাধুপন্থা অবলম্বনের আহবান জানাবে। ওরা অশ্লীলতার অনুমোদন চায়, ছি ঃ ওরা কিতাবে বর্ণিত হারামকে হালাল করার অভিলাষী।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বনূ হুযায়লের নিন্দা করে আরও বলেন :

لعمرى لقد شانت هذيل بن مدرك * احاديث كان في خبيب وعاصم

আমার জীবনের কসম! হুযায়ল গোত্রকে কলঙ্কিত করেছে সেই আচরণ যা তারা খুবায়ব ও আসিমের প্রতি করেছে।

احاديث لحيان صلوا بقبيحها * ولحيان جرامون شرا الجرائم

লিহয়ান গোত্র দুষ্কৃতির পঙ্কে জড়িয়ে গেছে। আসলে এ গোত্রটি একটি জঘন্যতম অপরাধী।

اناس هم من قومهم فى صميمهم * بمنزلة الزمعان دبر القوادم

এরা তো সেই লোক, যাদের শ্রেষ্ঠ কুলীনদের মূল্য চতুষ্পদ জানোয়ারের সামনের পায়ের পেছনের পশম তুল্য।

هم غدروا يوم الرجيع واسلمت * أمانتهم ذاعفة ومكارم

রাজী'র ঘটনার দিন তারা চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের বিশ্বস্ততার অবস্থা এই ছিল যে তারা একজন সচ্চরিত্র ও সম্মানী লোককে বিশ্বাসঘাতকতা করে অসহায়ভাবে ত্যাগ করেছে।

رسول رسول الله غدرا ولم تكن * هذيل توقى منكرا المحام

তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের বার্তাবাহকের সাথে গাদ্দারী করেছে। প্রকৃতপক্ষে হুযায়ল গোত্রের লোকেরা ঘৃণ্যতম অপরাধ থেকেও বেঁচে থাকে না।

فسوف يرون النصر يوما عليهم * بقتل الذى تحميه دون الجرائم

অচিরেই তারা দেখবে, তাদের বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্য করা হচ্ছে, সেই মহান ব্যক্তিকে হত্যা করার পরিণতিতে, যার লাশকে কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

ابابيل دبر شمس دون لحمه * حمت لحم شهاد عظام الملاحم

ঝাঁকে ঝাঁকে বোলতা। তারা তাঁর লাশের পক্ষে রুখে দাঁড়ায়। তারা রক্ষা করে সেই মহান সিপাহীর দেহকে, যিনি বড় বড় রণক্ষেত্রে নৈপুণ্য দেখিয়ে ছিলেন।

لعل هذيلا ان يروا بمصابه * مصارع قتلى اومقاما لمأتم

অসম্ভব নয়, তারাও তাঁর হত্যার পরিণামে দেখতে পাবে নিজেদের লোকদের হত্যা স্থল, কিংবা সেই জায়গা, যেখানে তাদের জন্য বিলাপ করবে শোকাতুরা রমণীকুল।

ونوقع فيهم وقعة ذا صولة * يوافى بها الركبان اهل المواسم

আমরা তাদের উপর হানব এমন কঠিন আঘাত, যদ্বারা চিহ্নিত উষ্ট্রারোহীদের পরিপূর্ণ বদলা হয়ে যাবে।

بامر رسول الله ان رسوله * رأى رأى ذى حزم بلحيان عالم

আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে এ কাজ করব। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র রাসূল বনূ লিহয়ান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তাদের সম্পর্কে তাঁর এ সিদ্ধান্ত অটল।

قبيلة ليس الوفاء يهمهم * وان ظلموا لم يدفعوا كف ظالم

তারা একটি ক্ষুদ্র গোত্র। তাদের অন্তরে ওয়াদা পালনের কোন গুরুত্ব নেই। তাদের প্রতি যুলুম করা হলে, তারা যালিমের হাত প্রতিহত করতে পারে না।

اذا الناس حلوا بالفضاء رأيتهم * بمجرى قيل الماء بين المخارم

মানুষ যখন রণক্ষেত্রে নেমে আসবে তখন তুমি তাদের নিম্ন ভূমিতে পানির নালার ধারে পড়ে থাকতে দেখবে।

محلهم دار البوار ورأيهم * اذا نابهم امر كرأى البهائم

তাদের ঠিকানা হবে ধ্বংসস্থল, তাদের উপর যখন বিপদ আসবে, তখন তাদের সিদ্ধান্ত হবে চতুষ্পদ জন্তুর সিদ্ধান্তের মত।

হুযায়ল গোত্রের নিন্দায় হাস্‌সান (রা)-এর কবিতা

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) তাদের নিন্দায় আরও বলেন :

لحى الله لحيانا فليست دمائهم * لنا من قتيلى غدرة بوفاء

লিহয়ান গোত্রকে আল্লাহ্ চরম শাস্তি দিন। তাদের সকলের রক্ত আমাদের কাছে সেই দু'জনের রক্তের সমান নয়, যাদেরকে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেছে।

همو قتلوا يوم الرجيع ابن حرة * اخا ثقة فى وده وصفاء

রাজী'র দিন তারা হত্যা করেছে এমন এক ব্যক্তিকে, যিনি ছিলেন এক স্বাধীন নারীর পুত্র; ভালবাসা ও নিষ্ঠায় অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন।

فلوا قتلوا يوم الرجيع باسرهم * بذى الدبر ما كانوا له بكفاء

রাজী'র ঘটনায় নিহত যু'দ-দাবর[১]-এর একার বদলে যদি তাদের সকলকেও হত্যা করা হয়, তবু ও-তার যথার্থ প্রতিকার হবে না।

১. কাফিরদের হাত থেকে আসিম (রা)-এর লাশ রক্ষায় আল্লাহ্ তা'আলা এক ঝাঁক বোলতা নিযুক্ত করেছিলেন। তাই তাঁর উপাধি যু'দ দাব্‌র হয়েছে।

قتيل حمته الدبر بين بيو تهم * لدى اهل كفر ظاهر وجفاء

তিনি নিহত হওয়ার পর বোলতার ঝাঁক তাদের বসতিতে তাদেরই চোখের সামনে তাঁর লাশ হিফাজত করেছিল। বস্তুতঃ তাদের কুফরি গোপন নয়, বরং তারা প্রকাশ্য পাপাচারী।

فقد قتلت لحيان اكرم منهم * وباعوا خبيبا ويلهم بلقاء

লিহয়ান গোত্র হত্যা করেছে তাদের চাইতে উত্তম মানুষ। আর তারা বিক্রয় করেছে খুবায়বকে তুচ্ছ বিনিময়ে তারা শোচনীয়ভাবে ধ্বংস হোক।

فأف للحيان على كل حالة * على ذكر هم فى الذكر كل عفاء

ধিক্কার সর্বাবস্থায় বনূ লিহয়ানের জন্য ইতিহাসের পাতা হতে তাদের স্মৃতি মুছে যাক।

قبيلة باللوم والغدر تفترى * فلم تمس يخفى لؤمها بخفاء

এরা একটি নীচাশয় গোত্র, যারা বিশ্বাসঘাতকতায় একে অপরকে উৎসাহ যোগায়। ফলে তাদের নীচতা আর মোটেই গোপন থাকে না।

فلوا قتلوا لم توف منه دماؤهم * بلى ان قتل القا تليه شفائى

তাদের সকলকে যদি হত্যা করা হয়, তবু তাদের সকলের রক্ত দ্বারা তাঁর রক্তের ক্ষতিপূরণ হবে না। হ্যাঁ, সে ঘাতকদের হত্যা করতে পারলে আমার অন্তর কিছু শান্তি পেত।

فإلا امت اذعرهذيلا بغارة * كغادى الجهام المغتدى بإفاء

আমার যদি মৃত্যু না হয়, তবে আমি এক প্রত্যুষে হুযায়ল গোত্রের উপর এমন এক আক্রমণ চালাব, যা হবে মুষলধারায় বর্ষণের মত। তারপর আমি মালে গনীমত নিয়ে ফিরে আসব।

بامر رسول الله والامر امره * يبي للحيان الخناء بفناء

আর তা করব আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশে। তাঁর নির্দেশই তো চূড়ান্ত নির্দেশ। লিহয়ান গোত্রের বিশ্বাসঘাতকেরা খোলা মাঠে রাত কাটাচ্ছিল।

يصبح قوما بالرجيع كانهم * جداء شتاء تبن غير دفاء

প্রভাত হতেই তারা রাজী'তে এসে সেই মহান লোকদের উপর হামলা করল। তখন তাদের মনে হচ্ছিল শীতকালীন ছাগ ছানা তুল্য কাপুরুষ, যারা সারারাত একটুও তাপের পরশ পায়নি।

হাস্‌সান (রা)-এর কবিতা

হাস্‌সান (রা) তাদের ব্যঙ্গ করে আরও বলেন :

فلا والله ما ذرى هذيل * اصاف ماء زمزم ام مشوب

ولا لهم إذا اعتمروا وحجوا * من الحجرين والمسعى نصيب

ولكن الرجيع لهم محل * به اللؤم المبين والعيوب

كانهم لدى الكنان اصلا * تيوس بالحجاز لها نبيب
هم غروا بذمتهم خبيبا * فبئس العهد عهدهم الكذوب

না, না - আল্লাহ্‌র কসম, বনূ হুযায়ল জানে না- যমযমের পানি পরিষ্কার না ঘোলা। নিষ্ফল তাদের হাজ্জ ও উমরা এবং হাজারে আসওয়াদের চুম্বন, বৃথা মাকামে ইবরাহীমের সালাত, সাফা-মারওয়ার প্রদক্ষিণ। হ্যাঁ, রাজী'তে তারা বেশ কামিয়েছে, অনেক নিন্দাবাক্য, প্রচুর কলঙ্ক। দেদার কলঙ্ক। তারা তো গৃহকোণে লুকিয়ে রাখা রাতের খাবার তুল্য (এক লোকমাতেই যা সাবাড় হয়ে যায়)। আর তারা যখন হিজাযে আসে তখন কুরবানীর বকরীর মত চিৎকার করতে। তারা দায়িত্ব নেওয়া সত্ত্বেও খুবায়বের সাথে প্রতারণা করেছে। তাদের অংগীকার অতি নিকৃষ্ট, তা তো নির্জলা মিথ্যা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : শেষোক্ত পংক্তিটি আবূ যায়দ আনসারীর।

খুবায়র (রা) ও তাঁর সংগীদের জন্য মাতম

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) খুবায়ব (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতি শোক প্রকাশ করে বলেন :

صلى الاله على الذين تتابعوا * يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا
رأس السرية مرثد واميرهم * وابن البكير امامهم وخبيب
وابن الطارق وابن دثنة منهم * وافاه ثم حمامه المكتوب
والعاصم المقتول عند رجيعهم * كسب المعالى انه لكسوب
منع المقادة ان ينالوا ظهره * حتى يجالد انه لنجيب

আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন তাঁদের প্রতি, যাঁরা রাজী' দিবসে একের পর এক শাহাদত বরণ করেছেন, পরিণামে তারা হয়েছেন মর্যাদাপ্রাপ্ত ও পুরস্কৃত। তাদের আমীরও দলপতি ছিলেন মারসাদ, আর ইমাম ছিলেন ইব্‌ন বুকায়র ও খুবায়ব। তাদের মধ্যে ইব্‌ন তারিক ও ইব্‌ন দাসিনাও ছিলেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে পরিশেষে অবধারিত মৃত্যুর শিকার হয়েছেন। রাজী' প্রান্তরে আরও শহীদ হয়েছেন আসিম আর তিনি লাভ করেছেন উচ্চাসন এবং এক্ষত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। তিনি কোনরূপ নমনীয়নতা ও দুর্বলতার প্রশ্রয় দেননি, যতক্ষণ না তিনি মুকাবিলা করেছেন সাহসিকতার সাথে; বস্তুত: তিনি একজন শরীফ লোক ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : শেষোক্ত চরণটি কোন কোন বর্ণনায় এভাবে বলা হয়েছে حتى يجدل انه لنجيب অর্থাৎ যতক্ষণ না তাকে কাবু করে ফেলা হয়। ইব্‌ন হিশাম বলেন : কাব্য সাহিত্য বিশারদদের মতে এ কবিতাটি হাস্‌সান (রা)-এর রচিত নয়।

বি'রে মাঊনার ঘটনা

[সফর, হিজরী চতুর্থ সন]

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর শাওয়াল মাসের বাকি দিনগুলো এবং যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররাম মাস রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনাতেই অবস্থান করেন। এ বছর হজ্জের কর্তৃত্ব মুশরিকদেরই হাতে থাকে। এরপর সফর মাসে তিনি বি'রে মাঊনার উদ্দেশ্যে সাহাবীদের একদল প্রেরণ করেন। এটা ঘটেছিল উহুদ যুদ্ধের চার মাস পর।

এ ঘটনার বিবরণ আমার পিতা ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার আমার নিকট মুগীরা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিশাম ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হায্‌ম প্রমুখ মনীষীর সূত্রে যা বর্ণনা করেন তা নিম্নরূপ :

আবূ বারা মালিক ইব্‌ন জা'ফার, যার উপাধি ছিল মালা ইব্‌ন আসিন্না মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সামনে ইসলাম পেশ করে তা কবূলের আহবান জানান। সে ইসলাম কবূলও করল না, আবার সরাসরি প্রত্যাখ্যানও করল না। সে বলল : হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি যদি আপনার কিছু সংখ্যক সাহাবীকে নাজদবাসীর কাছে পাঠান এবং তাঁরা তাদেরকে আপনার দীনের প্রতি আহবান করে, তাহলে আশা করি তারা আপনার আহবানে সাড়া দেবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমি নাজদবাসীর পক্ষ হতে তাদের অনিষ্টের আশংকা করছি। আবূ বারা বলল : আমি তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলাম। কাজেই আপনি তাদের পাঠিয়ে দিন। তারা সেখানকার লোকদের আপনার দীনের প্রতি দাওয়াত দিক।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) চল্লিশজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীকে মুনযির ইব্‌ন আমর (রা)-এর নেতৃত্বে পাঠিয়ে দিলেন। মুনযির ছিলেন বনূ সাঈদার লোক, উপাধি আল-মুনিক লায়ামূত অর্থাৎ মৃত্যুকে দ্রুত আলিঙ্গনকারী, তাঁর সঙ্গিগণ ছিলেন হারিছ ইব্‌ন সিম্মা; 'আদী ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের হারাম ইব্‌ন মিলহান; উরওয়া ইব্‌ন আসমা ইব্‌ন সালত সুলামী, নাফি ইব্‌ন বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারকা খুযাঈ; আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্‌ন ফুহায়রা প্রমুখ। তারা রওনা দিয়ে বি'রে মাঊনায় গিয়ে পৌছলেন। এ কুয়াটি বনূ আমিরের আবাসভূমি ও বনূ সুলায়মের প্রস্তরময় এলাকার মাঝখানে অবস্থিত। উভয় এলাকাই কুয়াটির নিকটবর্তী ছিল, তবে বনূ সুলায়মের আবাস ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী কাছে।

আমর ইব্‌ন তুফায়লের বিশ্বাসঘাতকতা

সেখানে অবস্থান গ্রহণের পর তারা হারাম ইব্‌ন মিলহান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র দিয়ে আল্লাহ্‌র দুশমন আমির ইব্‌ন তুফায়লের কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি যখন তার কাছে পৌছলেন, তখন সে চিঠির দিকে ভ্রূক্ষেপ তো করলই না, উপরন্তু তাঁকে হত্যা করে দূত হত্যার মত জঘন্য অপরাধ করে বসল। এরপর বাদবাকীদেরও হত্যা করার জন্য বনূ আমিরের সাহায্য চাইল। কিন্তু তারা তার অনুরোধ রক্ষা করতে অস্বীকৃতি জানাল। তারা বলল : আমরা আবূ বারার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারব না। তিনি তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন। অগত্যা সে বনূ সুলায়মের শাখা উসায়্যা রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রের সহযোগিতা চাইলো। তারা সাহায্য করতে সম্মত হল এবং সেই মুহূর্তে তারা সাহাবিগণকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলল। সাহাবিগণ তাদেরকে দেখামাত্র তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে সকলে শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তবে একমাত্র কা'ব ইব্‌ন যায়দ (রা)-ই রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন দীনার ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের লোক। কাফিররা তাকে মৃত মনে করে ফেলে গিয়েছিল। আসলে তার দেহে প্রাণ ছিল। তাঁকে আহত অবস্থায় নিহতদের মধ্য হতে সরিয়ে ফেলা হয়। তারপর তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। অবশেষে খন্দকের যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। তার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক।

কাফিরদের এ আক্রমণের সময় দু'জন সাহাবী দল থেকে কিছুটা দূরে তাদের জানোয়ারগুলো চরানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। একজন আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামরী (রা), অপরজন আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের জনৈক আনসারী। ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাঁর নাম মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উকবা ইব্‌ন উহায়হা ইব্‌ন জুলাহ।

ইব্‌ন উমাইয়া ও মুনযিরের কর্মস্পৃহা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাঁরা তাদের সঙ্গীদের বিপদের কথা টের পাননি। কিন্তু যখন ঘটনাস্থলে এক ঝাঁক পাখি উড়তে দেখলেন, তখন তাদের সন্দেহ হল। তারা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, পাখিগুলোর ওড়ার পেছনে কোন রহস্য আছে। তারা বিষয়টি দেখার জন্য অগ্রসর হলেন। দেখলেন তাদের সাথীরা সবাই রক্তের মাঝে পড়ে আছেন। ঘাতকরাও সেখানে উপস্থিত। তখন আনসার সাহাবী আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা)-কে বললেন : আপনার মত কি? এখন আমাদের কি করা উচিত! তিনি উত্তর দিলেন : আমার মতে আমাদের মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সংবাদ জানান উচিত। কিন্তু আনসারী বললেন : যে জায়গায় মুনযির ইব্‌ন আমর শহীদ হয়েছেন, আমি সে জায়গা ছেড়ে যেতে পারব না। আমি নিজে কখনও লোকমুখে এ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শোনার জন্য বসে থাকতাম না। এই বলে তিনি কাফিরদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা) শত্রুদের হাতে বন্দী হলেন। তিনি যখন তাদের জানালেন যে, তিনি মুদার

গোত্রের লোক, তখন তাদের মধ্য হতে আমির ইব্‌ন তুফায়ল তার মাথার অগ্রভাগের চুল কেটে দিল এবং মায়ের একটি মানতের বাবদ তাকে আযাদ করে দিল।

মুক্তি পেয়ে আমর ইব্‌ন উমাইয়া মদীনার পথে যাত্রা করলেন। তিনি যখন কানাত উপত্যকার উপকণ্ঠে কারকারা নামক স্থানে পৌছলেন। তখন বনূ আমির গোত্রের দু'টি লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ হল। তারা সকলে একই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : লোক দু'টি ছিল বনূ আমিরের শাখা কিলাব গোত্রের। আবূ আমর মাদানী বলেন : তারা ছিল সুলায়ম গোত্রের লোক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উক্ত লোক দু'টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হতে প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ছিল। কিন্তু আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা)-এর তা জানা ছিল না। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কোন গোত্রের লোক? তারা বলল : বনূ আমির গোত্রের। এরপর তিনি ক্ষণিকের জন্য অমনোযোগিতার ভান করলেন। যখন তারা ঘুমে অচেতন হয়ে গেল, তখন তিনি তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাদেরকে হত্যা করলেন। তিনি মনে করেছিলেন : বনূ আমির গোত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের উপর যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, এর দ্বারা তিনি কিছুটা হলেও তার প্রতিশোধ নিতে পেরেছেন।

আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা) মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সমস্ত ঘটনা জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি যে দু'ব্যক্তিকে হত্যা করেছ আমাকে তাদের রক্তপণ (দিয়াত) পরিশোধ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিষণ্নতা

এরপর নবী (সা) দুঃখ করে বললেন : এটা আবূ বারার কাজ। আমি প্রথম থেকেই তাদের পাঠাতে অপছন্দ করেছিলাম। এরূপ ঘটতে পারে বলে আমার আশংকা ছিল। একথা আবূ বারার কর্ণগোচর হলে সে ভীষণ মর্মাহত হল। তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কারণে আমীরের প্রতি তার অন্তরে ক্ষোভ সঞ্চার হল। তার কারণে এবং তার প্রদত্ত নিরাপত্তা সত্ত্বেও নবী (সা)-এর সাহাবীদের উপর যে বিপদ নেমে আসল, সেজন্য তার দুঃখের সীমা থাকল না। এ ঘটনায় যারা শহীদ হয়েছিলেন, আমির ইব্‌ন ফুহায়রা (রা) তাদের অন্যতম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্‌ন উরওয়া আমার নিকট তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আমির ইব্‌ন তুফায়ল জিজ্ঞাসা করছিল : আমি নিহতদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখলাম আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং যেতে যেতে এক সময় সে চোখের আড়াল হয়ে গেল, সে লোকটি কে ছিল? লোকেরা বলল : সে ছিল আমির ইব্‌ন ফুহায়রা।

বনূ সুলামীর ইসলাম গ্রহণের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : জাব্বার ইব্‌ন সালমা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জা'ফরের খান্দানের জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, ঘাতক আমিরের সাথে যোগদানকারীদের একজন হচ্ছেন

জাবার। তিনি পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলতেন ; যে ঘটনাটি আমাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে তা এই যে, বি'রে মাউনার ঘটনার দিন আমি বর্শা দিয়ে তাদের একটি লোকের দু'কাঁধের মাঝামাঝি আঘাত করি। তার বক্ষ ভেদ করে বর্শাটি যখন বের হয়ে আসে, তখন আমি শুনতে পাই, সে বলছে : আল্লাহ্‌র কসম, আমি সফল। আমি একথা শুনে মনে মনে বললাম : তার কিসের সাফল্য, সে তো আমার হাতে খুন হয়েছে? পরে আমি অনেকের কাছে তাঁর এ উক্তি বর্ণনা করি। তারা আমাকে বলে : তাঁর সাফল্য হচ্ছে শাহাদত লাভ। আমি বিষয়টি উপলব্ধি করলাম : হাঁ, সে সফলই বটে- আল্লাহ্‌র কসম!

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বারার সন্তানদের আমির ইব্‌ন তুফায়লের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলার জন্য নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন :

بنى ام البنين الم يرعكم * وانتم من ذوائب اهل نجد

تهكم عامر بابى براء * ليخفره وما خطأ كعمد

الا ابلغ ربيعة ذا المساعى * فما احدثت فى الحدثان بعدى

ابوك ابو الحروب ابو براء * وخالك ماجد حكم بن سعد

হে উম্মুল বানীন-এর পুত্রগণ! তোমরা নাজদের শীর্ষস্থানীয় লোক হয়েও লক্ষ্য করলে না-

আমির ইব্‌ন তুফায়ল কি আচরণ করল আবূ বারার সাথে? তার তো ইচ্ছাই ছিল আবূ বারার প্রতিশ্রুতির অবমাননা করা। ইচ্ছাজনিত অপরাধ কি অনিচ্ছাকৃত অন্যায়ের সমান হতে পারে?

সম্মানী পুরুষ রাবী'আকে এ সংবাদ পৌঁছাও। শুনে তিনি বলবেন : আমার পরে তোমরা এ কি নতুন নিয়ম উদ্ভাবন করলে? তোমার পিতা আবূ বারা ছিলেন একজন লড়াকু ব্যক্তি। আর তোমার মামা হাকাম ইব্‌ন সা'দ ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত লোক।

হাকাম ইব্‌ন সা'দ ও উম্মুল বানীনের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাকাম ইব্‌ন সা'দ হচ্ছে কায়ন ইব্‌ন জাস্‌র গোত্রের লোক। উম্মুল বানীন বলে আমর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সাসা'আর কন্যাকে বোঝান হয়েছে। তিনি আবূ বারার জননী। যার নাম ছিল লায়লা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাবী'আ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মালিক এতে ঠিকই উত্তেজিত হয় এবং এক সুযোগে আমির ইব্‌ন তুফায়লের উপর বর্শার আঘাত হানে। আঘাত লাগে তার উরুতে। ফলে এ যাত্রা সে বেঁচে যায়। কিন্তু মারাত্মক আহত অবস্থায় ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যায়। সে বলে উঠে : এটা আবূ বারার কর্ম। আমি যদি এতে মারা যাই, তবে আমার রক্তের দাবী আমার চাচার অধিকারে থাকল। আর যদি বেঁচে যাই, তবে আমার করণীয় আমিই দেখব।

ইব্‌ন ওয়ারাকার হত্যা

আনাস ইব্‌ন আব্বাস সুলামী ছিল তুআয়মা ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন নাওফালের মামা। সে বি'রে মাউনার দিন নাফি' ইব্‌ন বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা খুযাঈকে হত্যা করেছিল। সেদিন সে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেছিল :

تركت ابن ورقاء الخزاعى ثاويا * بمع ترك تسفى عليه الاعاصر
ذكرت ابا الريان لما رائيته * وايقنت انى عند ذلك ثائر

আমি ওয়ারাকা খুযাঈর সন্তানকে যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখে এসেছি, যেখানে ধূলা-বালি মিশ্রিত প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হয়। তার এ অবস্থা দেখে আমার আবূ রায়্যানের কথা মনে পড়ল। আমি ভেবে নিশ্চিত হলাম যে, তার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পেরেছি।

আবু রায়্যান হচ্ছে তু'আয়মা ইব্‌ন 'আদীর উপনাম।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) নাফি' ইব্‌ন বুদায়লের প্রতি শোক প্রকাশ করে বলেন :

رحم الله نافع بن بديـــل * رحمة المبتغى ثواب الجهاد
صابر صادق وفىّ اذا ما * اكثر القوم قال قول السداد

আল্লাহ্ তা'আলা রহমত বর্ষণ করুন নাফি ইব্‌ন বুদায়লের প্রতি, যেমন রহমত বর্ষিত হয় জিহাদের সওয়াব প্রত্যাশী ব্যক্তির উপর। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, বিশ্বাসী, আর মানুষ যখন আবোল-তাবোল বলতো তখনও তিনি সঠিক ও সত্য কথা বলতেন।

শহীদদের স্মরণে শোকগাথা

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বি'রে মাউনার শহীদের প্রতি শোক জ্ঞাপন করে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন। এতে বিশেষভাবে মুনযির ইব্‌ন আমরের উল্লেখ রয়েছে :

على قتلى معونة فا ستهلى * بدمع العين سحًا غيره نزر
على خيل الرسول غداة لاقوا * مناياهم ولا قتهم بقدر
اصابهم الفناء بعقد قوم * تخون عقد حبلهم بغدر
فيا لهفى لمنذر اذ تولى * وأعنق فى منيته بصبر
وكائن قد اصيب غداة ذاكم * من ابيض ماجد من سرعمرو

হে চোখ, অশ্রু বর্ষণ কর বি'রে মাউনার শহীদদের প্রতি অশ্রু বহাও অঝোর ধারায়, সামান্য নয় কিছুতেই। কাঁদ রাসূলের সৈনিকদের প্রতি, সেদিনের স্মরণে যেদিন তারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছিলেন, আর মৃত্যুও তাদের আল্লাহ্‌র নির্দেশে বুকে তুলে নিচ্ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সৈনিকদের, বিশ্বাসঘাতকদের কারণে শহীদ হতে হলো, আর এ কাফিররা ছিল বিশ্বাসঘাতকতার রশিতে আবদ্ধ।

হায় আফসোস! মুনযির যে গেল আর ফিরল না।

তিনি ধৈর্যের সাথে দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেন। সেদিন সকালে তিনি শহীদ হন, তিনি ছিলেন সম্মানী ও সুদর্শন পুরুষ এবং আমরের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

ইব্ন হিশাম বলেন : শেষোক্ত পংক্তিটি আবূ যায়দ আনসারী আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বি'রে মাউনার ঘটনা প্রসঙ্গে বনূ জা'ফর ইব্ন কিলাবের নিন্দায় আবৃত্তি করেন :

تركتم جاركم لبني سليم * مخافة حربهم عجزا وهونا
فلو حبلا تناول من عقيل * لمد بحبلها حبلا متينا
او القرطاء ما إن أسلموه * وقدما ما وفوا اذ لا تفونا

(হে বনূ জা'ফর!) তোমরা যুদ্ধভয়ে ভীত ও নতজানু হয়ে আপন প্রতিবেশীকে বনূ সুলায়মের হাতে ছেড়ে দিলে, তারা যদি বনূ আকীল গোত্রের অংগীকারের রশি ধারণ করত, তবে তা হতো তাদের জন্য এক সুদৃঢ় রশি। কিংবা তারা যদি কুরতা গোত্রের আশ্রয় গ্রহণ করত, তবে তারা তাদের এমন ভাবে পরিত্যাগ করত না; কেননা, অংগীকার পূরণে তাদের ঐতিহ্য রয়েছে, যেখানে তোমরা অংগীকার রক্ষা কর না।

ইব্ন হিশাম বলেন : কুরতা হচ্ছে হাওয়াযিন গোত্রের একটি শাখা। এক বর্ণনায় عقيل-এর স্থলে نفيل বলা হয়েছে এবং এটিই সঠিক। কেননা কুরতা গোত্র নুফায়ল গোত্রেরই বেশী নিকটবর্তী।

বনূ নাযীরের উৎখাত

[হিজরী চতুর্থ সন]

বনূ আমিরের দিয়্যাতের ব্যাপার

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর আমর ইব্ন উমাইয়া (রা) কর্তৃক নিহত বনূ আমিরের লোক দু'টির জন্য রক্তপণ (দিয়্যাত) আদায়ের ব্যাপারে সহযোগিতা চাওয়ার জন্য রাসূলে করীম (সা) বনূ নাযীরের কাছে গেলেন। যেহেতু তিনি তাদের দু'জনকে নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন। ইয়াযীদ ইব্ন রূমান আমার নিকট এরূপ বর্ণনা করেছেন। বনূ আমির ও বনূ নাযীরের মাঝে শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি ছিল। নবী (সা) উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের দিয়্যাত আদায়ে সহযোগিতা চাইতে যখন তাদের কাছে আসলেন, তখন তারা বলল : হে আবুল কাসিম! হ্যাঁ, আপনি যেহেতু বিভিন্ন ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেছেন, সেহেতু এ ব্যাপারে আমরা আপনার সহযোগিতা করব।

গোপন ষড়যন্ত্র

এরপর তারা পরস্পর মিলিত হলো। তারা বলল : দেখ এরূপ সুযোগ আর হাতে আসবে না। উল্লেখ্য, এ সময় নবী (সা) তাদের একটি ঘরের দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তারা বলল : কে আছে, যে এই ঘরের ছাদে উঠে তার উপর একটি পাথর গড়িয়ে দিবে এবং এ ভাবে তার কবল থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিবে? আমর ইব্ন জিহাশ ইব্ন কা'ব নামক তাদের একজন লোক এতে সাড়া দিল। সে বলল : আমি প্রস্তুত। প্রস্তাব মত সে পাথর গড়িয়ে দেওয়ার জন্য ছাদে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো নীচে উপবিষ্ট। তাঁর সংগে ছিলেন আবূ বকর, উমর ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ কতিপয় সাহাবী।

ঠিক এই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসমান থেকে ওহী আসল। তাদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখান থেকে উঠে সোজা মদীনায় চলে গেলেন। সাহাবিগণ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন দেখলেন, তিনি ফিরে আসছেন না, তখন তাঁরা তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। পথে মদীনা হতে আগমনরত এক ব্যক্তির সাথে তাদের সাক্ষাৎ হল। সাহাবিগণ তার কাছে নবী (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল : এইমাত্র তাঁকে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখলাম। তাঁরা দ্রুত গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। তিনি তাদেরকে প্রকৃত ঘটনা জানালেন এবং বললেন : ইয়াহূদীরা কি ষড়যন্ত্র করেছিল! তিনি তাদেরকে বনূ নাযীরের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : নবী (সা) ইব্‌ন উম্মু মাকতূমকে মদীনার ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর তিনি সদলবলে বনূ নাজীরের এলাকায় পৌঁছলেন এবং সেখানে ছাউনি স্থাপন করলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ ঘটনা হিজরী চতুর্থ সনের রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়। নবী (সা) তাদের ছয়দিন অবরোধ করে রাখলেন। এ সময় মদ পানের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়।

অবরোধ এবং খেজুর বৃক্ষ কর্তন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ নাযীর তাদের দুর্গসমূহে আশ্রয় নিল। রাসূল করীম (সা) তাদের খেজুর বাগান কেটে ফেলতে ও তা জ্বালিয়ে দিতে আদেশ করলেন। তা দেখেই ইয়াহূদীরা চিৎকার করে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি তো নাশকতামূলক কাজ করতে নিষেধ করতেন এবং কেউ করলে তার নিন্দা করতেন। এখন যে নিজেই খেজুর বাগান কাটছেন এবং তাতে অগ্নি সংযোগ করছেন?

কিছু সংখ্যক মুনাফিকের প্ররোচনা

এ সময় আওফ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি যথা-আল্লাহ্‌র দুশমন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল, ওয়াদীআ মালিক ইব্‌ন আবূ কাওকাল, সুওয়ায়দ, দাইস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বনু নাযীরের কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠাল যে, তোমরা অবিচল থাক এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। আমরা কিছুতেই তোমাদের পরিহার করব না। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলে আমরা তোমাদের সক্রিয় সহযোগিতা করব। তোমাদের বহিষ্কার করা হলে আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাব। সে মতে বনূ নাযীর তাদের সাহায্যের অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কোন সাহায্য করতে পারলো না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অনুরোধ জানাল, যেন বিনা রক্তপাতে তাদেরকে বহিষ্কৃত করা হয়। এই শর্তে যে, তারা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করে কেবল সেই পরিমাণ অস্থাবর সম্পত্তি সাথে নিয়ে যাবেন, যা তাদের উট বহন করতে পারে। তিনি তাদের আবেদন রক্ষা করলেন। তারা উটের পিঠে বহনযোগ্য মালামাল নিয়ে গেল। তাদের এক একজন কড়িকাঠ থেকে শুরু করে পুরো ঘরটাই ভেঙে উটের পিঠে তুলে নেয়। এরপর তাদের কতক খায়বরে এবং কতক শামে চলে যায়।

যারা খায়বরে চলে যায়, তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল সাল্লাম ইব্‌ন আবূ হুকায়ক, কিনানা ইব্‌ন রাবী ইব্‌ন আবূ হুকায়কা ও হুয়ায়্য ইব্‌ন আখতাব। তারা সেখানে গেলে, স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের নেতৃত্ব মেনে নিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, বনূ নাযীর তাদের নারী, শিশু ও অস্থাবর সম্পত্তি সাথে নিয়ে গিয়েছিল। ঢোল-তবলাগুলোও সাথে তুলে নিয়েছিল। তাদের নর্তকীরা পেছন থেকে বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে উরওয়া ইব্ন ওয়ারদ আবসীর স্ত্রী উম্মু আমরও ছিল। তারা তার স্বামীর কাছ থেকে তাকে কিনে নিয়েছিল। সে ছিল বনূ গিফার গোত্রের মহিলা।

বনূ নাযীর এত সমারোহ ও গর্বসহকারে যাচ্ছিল যে, সেকালে কোন সম্প্রদায়কে কোন কাজে এমনটি করতে দেখা যায়নি।

তারা অবশিষ্ট সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে ছেড়ে যায়। এগুলো তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে তা ব্যবহার করতেন। সুতরাং তিনি প্রথম পর্যায়ে মুহাজিরদের মাঝে তা বণ্টন করলেন এবং আনসারদের কিছুই দিলেন না। কেবল সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফ ও আবূ দুজানা সিমাক ইব্ন খারাশা ছিলেন ব্যতিক্রম। তাদের অভাবের কথা নবী (সা)-এর কাছে বলা হলে, তিনি তাদেরকে কিছু দান করেন।

বনূ নাযীর থেকে মাত্র দু'জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের একজন ইয়ামীন ইব্ন উমায়র (আবূ কা'ব) ইব্ন আমর ইব্ন জিহাশ এবং অন্যজন আবূ সা'দ ইব্ন ওয়াহাব। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের যাবতীয় সম্পত্তিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়ামীন পরিবারের জনৈক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়ামীনকে বলেছিলেন : তুমি কি লক্ষ্য করেছ, তোমার চাচাত ভাইয়ের পক্ষ হতে আমাকে কি যন্ত্রণা পোহাতে হয়েছে এবং সে আমার বিরুদ্ধে কি জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল? একথা শুনে ইয়ামীন ইব্ন উমায়র তাঁর চাচাত ভাই আমর ইব্ন জিহাশকে হত্যা করার জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে। বলা হয়ে থাকে, লোকটি তাকে হত্যা করেছিল।

বনূ নাযীর সম্পর্কে কুরআনে যা নাযিল হয়

বনূ নাযীর প্রসঙ্গে পূর্ণ সূরা হাশর অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বনূ নাযীরের উপর যে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেন এবং স্বীয় রাসূলকে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যেভাবে তাদেরকে দমন করেন, এ সূরায় তা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

هُوَ الَّذِىٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ط مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّا نِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ق فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ ـ وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ... مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْتَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ ـ

তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিল তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্ হতে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি এমন এক দিক হতে আসল যা তাদের ধারণাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। তারা ধ্বংস করে ফেলল। নিজেদের ঘর-বাড়ি নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ (তাঁর পক্ষ হতে তাদের শাস্তি স্বরূপ) তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করলে তাদেরকে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন এবং (সেই সঙ্গে) পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। এটা এই জন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং কেউ আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর। তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে। তা এই জন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন (৫৯ : ২-৫)।

اللينة। অর্থ আজওয়া ব্যতীত অন্যান্য খেজুর গাছ। فبإذن الله। অর্থাৎ খেজুর গাছ কাটা কোন নাশকতামূলক কাজ ছিল না, বরং তা কাটা হয়েছিল আল্লাহ্র নির্দেশে এবং এতদদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : اللينة। শব্দটি اللون। হতে উদ্ভূত। বার্নিয়্যা ও আজওয়া ব্যতীত অন্যান্য খেজুর গাছকে 'লীনা' বলা হয়। আবূ উবায়দা এরূপই বর্ণনা করেছেন। যু'র-রিম্মা বলেন :

كان قتودي فوقها عش طائر * على لينة سوقاء تهفو جنوبها

আমার তৈজসপত্র হাওদার উপর যেন একটি পাখির বাসা, যা স্থাপিত খেজুর গাছের শক্ত ডালের উপর, যার চারদিক থরথর করে কাঁপে।'

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

আল্লাহ্ তাদের (অর্থাৎ বনূ নাযীরের) নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদেরকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান (৫৯ : ৬)।

ইব্ন হিশাম বলেন : اوجفتم। অর্থ তোমরা অভিযান করেছ এবং সফরের কষ্ট স্বীকার করেছ। আমির ইব্ন সাসা'আ গোত্রীয় তামীম ইব্ন উবায়্য ইব্ন মুকবিল বলেন :

مذاويد بالبيض الحديث صقالها * عن الركب احيانا اذا الركب اوجفوا

সে সদ্য শাণিত তরবারি দ্বারা নিজ বাহিনীকে শত্রু হতে রক্ষা করে যখন সে বাহিনী অভিযান চালায়।

এটি তার যুদ্ধকালীন সময়ের একটি কবিতার অংশবিশেষ।

আবূ যায়দ তাঈ, যার নাম হলো হারমালা ইব্‌ন মুনযির বলেন :

مستفات كانهن قنا الهند * لطول الوجيف جدب المرود

তা রশি দ্বারা বাঁধা, যেন তা হিন্দুস্তানের বর্শা, বিশুষ্ক চারণভূমিতে দীর্ঘক্ষণ বিচরণের কারণে।

আবূ যায়দের প্রকৃত নাম হারমালা ইব্‌ন মুনযির। এটি তার একটি কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, السناف অর্থ রশি, উটের পেটে বাঁধা কাপড়ের থলে। الوجيف অর্থ হৃৎপিণ্ডের বা কলিজার স্পন্দন।

কায়স ইব্‌ন খাতীম জাফারী তার একটি কবিতায় বলেন :

انا وان قدموا التى علموا * اكبادنا من ورائهم تجف

তারা যা জানে তা যদি অগ্রবর্তী করে, তবে তাদের পশ্চাতে আমাদের কলিজা শুকিয়ে যাবে।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তার রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের স্বজনদের এবং ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান, কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক (৫৯ : ৭)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ

-এর অর্থ, মুসলিমগণ যেসব এলাকায় সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে জয় করে, সেখান থেকে তারা যা লাভ করে, তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ... ...।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ্ বলেন :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

তুমি কি দেখনি মুনাফিকদেরকে (অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্য ও তার সাঙ্গপাঙ্গ এবং তাদের অনুরূপ চরিত্রের লোকদেরকে), তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে (অর্থাৎ বনূ নযীরকে) বলে (৫৯ : ১১)।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّى بَرِىْءٌ مِّنْكَ اِنِّى اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ـ

তাদের তুলনা, তাদের অব্যবহতি পূর্বে যারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে তারা (অর্থাৎ বনূ কায়নুকা) তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। এদের তুলনা শয়তানের মত, যে মানুষকে বলে কুফরী কর, এরপর যখন সে কুফরী করে শয়তান তখন বলে : তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি। ফলে তাদের উভয়েরই পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই যালিমদের কর্মফল (৫৯ : ১৫-১৭)।

বনূ নাযীর সম্পর্কিত কবিতাবলী

বনূ নাযীর প্রসঙ্গে রচিত কবিতাসমূহের মধ্যে ইব্ন লুকায়ম আবসীর কবিতা উল্লেখযোগ্য। যথা :

اهلى فداء لامرئ غيرها لك * احل اليهود بالحسى المزنم

আমার পরিবারবর্গ সেই অমর ব্যক্তির প্রতি উৎসর্গিত, যিনি ইয়াহূদীদেরকে পরদেশে নির্বাসন দিয়েছেন।

يقيلون فى جمر الغضاة وبدلوا * اهيضب غودى بالودى المكمم

এখন তারা গাযা বৃক্ষের জলন্ত কয়লার উপর দ্বিপ্রহরের নিদ্রা যায়। উদীর উঁচু ভূমির পরিবর্তে তারা ছোট ছোট খেজুর গাছ বিশিষ্ট নিম্নভূমি লাভ করেছে।

فان يك ظنى صادقا بمحمد * تروا خيله بين الصلا و يرمرم

যদি মুহাম্মদ সম্পর্কে আমার ধারণা সঠিক হয়, তবে তোমরা তাঁর বাহিনীকে দেখবে সালা ও ইয়ারামরামের মাঝখানে।

يؤم بها عمرو بن بهثة انهم * عدو وماحى صديق كمجرم

তিনি সে বাহিনী দ্বারা আমর ইব্ন বুহছাকে বহিষ্কার করবেন, আসলে তারা ঘোরতম শত্রু। বন্ধু কি শত্রুতুল্য হতে পারে?

عليهن ابطال مساعير فى الوغى * يهزون اطراف الوشيج المقوم

সে বাহিনীতে থাকবে বীর অশ্বারোহী দল, যারা রণক্ষেত্রে দাবানল সৃষ্টি করবে, তারা আন্দোলিত করবে ঋজু বর্শার ফলক।

وكل رقيق الشفر ين مهند * تورثن من ازمان عاد وجرهم

তারা আন্দোলিত করবে দোধারী শাণিত হিন্দুস্থানের তৈরি তরবারি, যা তাঁরা আদ ও জুরহাম গোত্র হতে বংশ পরম্পরায় লাভ করেছে।

فمن مبلغ عنى قريشا رسالة * فهل بعدهم فى المجد من متكرم

কে পৌঁছে দেবে কুরায়শদের কাছে আমার এই বার্তা যে, তাদের পরেও কি দুনিয়াতে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কেউ আছে?

بان اخاكم فاعلمن محمدا * تليد الندى بين الحجون وزمزم

তাদের বল জেনে রাখ, তোমাদের ভাই মুহাম্মদ হাজূন ও যমযমের মাঝখানে দানশীলতা ও মহানুভবতার এক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

فدينوا اله بالحق تجسم اموركم * وتسموا من الدينا الى كل معظم

অতএব তোমরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার কর, তা হলে তোমাদের মর্যাদা বেড়ে যাবে। আর তোমরা বিশ্ব জগতে গৌরবের শীর্ষে পৌঁছতে পারবে।

نبى تلاقته من الله رحمة * ولا تسالوه امرغيب مرجم

তিনি নবী, তাঁর প্রতি বর্ষিত হয় আল্লাহ্‌র রহমত। তোমরা তাঁর কাছে কাল্পনিক অদৃশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর না।

فقد كان فى بدر لعمرى عبرة * لكم ياقريش والقليب الملمم

কসম, বদরের ঘটনায় তোমাদের জন্য শিক্ষা নিহিত রয়েছে। হে কুরায়শ! লক্ষ্য কর তোমাদের লাশে ভরা সে কুয়ার দিকে।

غداة اتى فى الخزرجية عامدا * اليكم مطيعا للعظيم المكرم

মুহাম্মদ (সা) বনূ খাযরাজকে সাথে নিয়ে সেদিন প্রভাতে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যেখানে উপনীত হয়েছিলেন, তিনি মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে সেখানে পৌঁছেছিলেন।

معانا بروح القدس ينكى عدوه * رسولا من الرحمن حقا بمعلم

তিনি জিবরাঈল কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন, যিনি শত্রুদের মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করছিলেন। তিনি সত্য রাসূল হিসাবে মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এ উঁচু ভূমিতে পৌঁছেছিলেন।

رسولا من الرحمن يتلو كتابه * فلما انار الحق لم يتعلثم

তিনি রহমানের রাসূল, তিনি তার কিতাব পাঠ করেন। যখন সত্য উদ্ভাসিত হলো, তখন আর কোন্ দ্বিধা-সংশয় রইলো না।

ارى امره يزداد فى كل موطن * علوا لامر حمه الله محكم

আমি দেখছি, তাঁর কাজ ক্রমেই সর্বত্র বিস্তার লাভ করছে, এগিয়ে চলেছে উন্নতির দিকে যা আল্লাহ্ তাঁর জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন।

কারও মতে এ কবিতাটি কায়স ইব্‌ন বাহ্‌র ইব্‌ন তারীফ রচিত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এটা কায়স ইব্‌ন বাহ্‌র আলজাঈর কবিতা। এতে উল্লিখিত আমর ইব্‌ন বুহছা হচ্ছে বনূ গাতফান গোত্রের লোক। بالحسى المزنم শব্দ ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অন্য কারও সূত্রে বর্ণিত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-ও বনূ নাযীরের বহিষ্কার এবং কা'ব ইব্‌ন আশরাফের হত্যা সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন কাব্য বিশেষজ্ঞের মতে এ কবিতাটি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর নয়। বরং অন্য কোন মুসলিমের। আমি তাদের মধ্যে এমন একজনকেও পাইনি যে এটাকে আলী (রা)-এর কবিতা বলে স্বীকার করে। কবিতাটি এইরূপ :

عرفت ومن يعتدل يعرف * وايقنت حقا ولم اصدف

আমি সত্য জেনে ফেলেছি, আর যে সঠিক বুদ্ধির অধিকারী সেও একদিন জানবে, আমি সত্যে বিশ্বাস এনেছি, আর আমি কখনও মুখ ফিরিয়ে নেইনি।

عن الكلم المحكم الاى من * لدى الله ذى الرأفة الأرأف

সেই সুদৃঢ় বাণী হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে—মহা দয়াবান, করুণাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতে।

رسائل تدرس في المؤمنين * بهن اصطفى احمد المصطفى

সে তো এমন বার্তা, যা পঠিত হয় মু'মিনদের মাঝে সে বাণীর জন্য আল্লাহ্ মনোনীত করে নিয়েছেন আহমদ মুস্তফাকে।

فاصبح احمد فينا عزيزا * عزيز المقامة والموقف

ফলে আহমদ (সা) আমাদের কাছে সমাদৃত, তাঁর মান-মর্যাদা আমাদের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত।

فيا ايها الموعدوه سفاها * ولم يأت جورا ولم يعنف

অতএব, হে ঐ সমস্ত লোক, যারা নির্বুদ্ধিতাবশত তাঁকে ভয় দেখাচ্ছ, অথচ তিনি কোন যুলুম ও দুর্ব্যবহার করেননি।

الستم تخافون ادنى العذاب * وما امن الله كالاخوف

তোমরা কি আল্লাহ্‌র লাঞ্ছনাকর শাস্তিকে ভয় কর না?

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সে তো তার মত নয়, যার জীবন ভয় ও ত্রাসের মধ্যে অতিবাহিত হয়।

وان تصرعوا تحت اسيافه * كمصرع كعب ابى الاشرف

তোমরা কি ভয় কর না যে, তোমাদের তাঁর তরবারির নীচে ধরাশায়ী করে হত্যা করা হবে, যেমন করা হয়েছিল কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে?

غداة رأى الله طغيانه * واعرض كالجمل الاجنف

(আর কা'বকে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল) যে দিন আল্লাহ্ দেখলেন যে তার অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং সে অবাধ্য উটের মত সত্য দীন থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

فانزل جبريل فی قتله * بوحی الی عبده ملطف

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কা'বকে হত্যা করার ব্যাপারে জিবরাঈল (আ)-কে ওহী সহ নিজ প্রিয়ভাজন বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে পাঠান।

فدس الرسول رسولا له * بابيض ذی هبة مرهف

সে মতে আল্লাহ্র রাসূল তাঁর একজন প্রতিনিধির হাতে গোপনে একটি চকচকে শাণিত তরবারি তুলে দিলেন।

فباتت عيون له معولات * متي ينع كعب لها تذرف

অবশেষে যখন কা'বের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হল, তখন বিলাপকারিণী নারীরা সজোরে ক্রন্দন করে অশ্রু ঝরালো।

وقلن لاحمد ذرنا قليلا * فانا من النوح لم نشتف

তারা বলল, হে আহমদ (সা)! আমাদের কাঁদতে দিন, বিলাপে আমরা এখনও পরিতৃপ্ত হইনি।

فخلاهم ثم قال اظعنوا * وحورا علی رغم الانف

তিনি তাদের কিছুক্ষণ অবকাশ দিলেন, পরে বললেন, আর নয়, এবার এখান থেকে গ্লানি নিয়ে চলে যাও।

واجلی النضير الی غربة * وكانوا بدار ذی زخرف

তিনি বনূ নাযীরকে নির্বাসিত করলেন, অথচ তারা জাঁকজমকপূর্ণ আবাসস্থানে বসবাস করতো।

الی اذرعات روافی وهم * علی كل ذی وبر أعجف

তিনি তাদের বহিষ্কার করে পাঠালেন আযরু'আতের দিকে, তখন তাদের দুর্দশার ছিল একশেষ। আহত ও কৃশকায় উটের পিঠে চড়ে তারা একজনের পিছে আরেকজন চড়ে যাচ্ছিল।

এর জবাবে ইয়াহূদী সিমাক আবৃত্তি করলেন :

ان تفخروا فهوا فخر لكم * بمقتل كعب ابی الاشرف

غداة عذوتم علی حتفه * ولم يأت عندا ولم يخلف

فعل الليالی وصرف الدهور * يدين من العادل المنصف

بقتل النضير واحلافها * وعقر النخيل ولم تقطف

فان لا امت تاتكم بالقنا * وكل حسام معا مرهف

بكف كمی به يحتمی * متی يلق قرنا له يتلف

مع القوم صخر واشياعه * اذا غاور القوم لم يضعف

كليث بترج حمی غيلة * اخی غابة هنا صر اجوف

কা'বকে হত্যা করে যদি তোমরা গর্ববোধ কর তবে তা করতে পার। তোমরা তো তাকে হত্যা করেছ সেই দিন, যেদিন তোমরা বের হয়েছিলে তার রক্তের নেশায়, অথচ সে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, ওয়াদাখেলাফ করেনি।

রজনীযোগে আপতিত বিপর্যয় ও কালচক্র সেই ন্যায়পরায়ণ ও ইনসাফকারীর প্রতিও আঘাত হানতে পারে-

যিনি বনূ নাযীর ও তার মিত্রদেরকে হত্যা করেছেন। আর কেটে সাফ করেছেন তাদের খেজুর বাগান, এখনও যার ফল তোলা হয় নি। যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে আমি বর্শা আর এমন তরবারি নিয়ে, তোমাদের সম্মুখীন হব, যা হবে অত্যন্ত শাণিত ও কর্তনকারী। তা শোভা পাবে এমন সাহসী যোদ্ধার হাতে, যা নিয়ে সে লড়াই করবে অমিততেজে, আর শত্রুকে ধ্বংস করবে।

তাদের সাথে থাকে সাখর (আবূ সুফিয়ান) ও তার দলের লোক; আর সাখর যে দলে থাকে, তাদের মনে কোন ভয়-ভীতি থাকে না। সে তো তারাজ পর্বতের সিংহের মত, যে নিজের ঝোপঝাড় সুরক্ষিত রেখে বনে শিকার করে বেড়ায় এবং শিকার ছিড়ে ফেড়ে নিজের উদর পূর্তি করে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ নাযীরের বহিষ্কার ও কা'ব ইব্ন আশরাফের হত্যার ঘটনা উল্লেখ করে কা'ব ইব্ন মালিক নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন :

لقد خزيت بغدرتها الحبور * كذاك الدهر ذوصرف يدور

ইয়াহূদী পণ্ডিতরা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে লাঞ্ছিত হয়েছে। এভাবেই কালচক্র বিপর্যয় নিয়ে আবর্তন করে থাকে।

وذالك انهم كفروا برب * عزيز امره امر كبير

এর কারণ, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রতিপালকের সংগে কুফরী করেছিল, যাঁর ব্যবস্থা অতি কঠোর।

وقد اوتوا معا فهما وعلما * وجاءهم من الله النذير

অথচ তাদের একইসাথে জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক দেওয়া হয়েছিল। তদুপরি আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদের নিকট এসেছিলেন একজন সতর্ককারী।

نذير صادق ادى كتابا * وايا مبينة تنير

তিনি সত্য সতর্ককারী, মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ্র কিতাব এবং সুস্পষ্ট ও প্রোজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ।

فقالوا ما اتيت بامر صدق * وانت بمنكر منا جدير

কিন্তু তারা বলল : তুমি কোন সত্য দীন নিয়ে আসনি। তুমি আমাদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ারই উপযুক্ত।

فقال بلى لقد اديت حقا * يصدقني به الفهم الخبير

তিনি বললেন : আমি তো আমার হক আদায় করেছি, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীজনরা আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে।

فمن يتبع يهد كل رشد * ومن يكفر به يجز الكفور

সুতরাং যারা তাঁর অনুসরণ করবে, তারা সর্বপ্রকার কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। আর যারা তাকে অস্বীকার করবে, তারা তাদের কুফরীর শাস্তিভোগ করবে।

فلما اشربوا غدرا وكفرا * وحاد بهم عن الحق النفور

তারা যখন বিশ্বাসঘাতকতা ও কুফরীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল এবং তাদের উন্নাসিকতা তাদেরকে সত্য হতে করল বিমুখ।

ارى الله النبى برأي صدق * وكان الله يحكم لايجور

তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে সঠিক ফয়সালা দান করেন, আল্লাহ্র ফয়সালা সঠিকই হয়, তিনি যুলুম করেন না।

فايده وسلطه عليهم * وكان نصيره نعم النصير

তিনি তাঁর নবীর সাহায্য করলেন, তাঁকে তাদের উপর কর্তৃত্ব দান করলেন : বস্তুত আল্লাহ্ তাঁর সাহায্যকারী এবং তিনি কত উত্তম সাহায্যকারী।

فغودر منهم كعب صريعا * فذل بعد مصرعه النضير

ফলে তাদের মধ্য থেকে কা'বকে হত্যা করা হলো, তার হত্যার পরপর বনূ নাযীরও অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হলো।

على الكفين ثم وقد علته * بايدينا مشهرة ذكور

খাপমুক্ত শাণিত তরবারি আমাদের হস্তগত হলো। এরপর তা উত্তোলিত হয়ে আঘাত হানল তার উপর।

بامر محمد اذ دس ليلا * الى كعب اخاكعب يسير

এটা করা হয়েছে মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশে, যখন তিনি কা'ব এর ভাইকে সে রাতে কা'বের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে বললেন।

فماكره فانزله بمكر * ومحمود اخو ثقة جسور

নির্দেশমত সে গিয়ে কৌশল অবলম্বন করল, ছলেবলে তাকে নামিয়ে আনল ঘরের বার। তার সাথে ছিল মাহমূদ অতি নির্ভরযোগ্য ও সাহসী লোক।

فتلك بنو النضير بدار سوء * ابارهم بما اجترموا المبير

এই বনূ নাযীর অতি নিকৃষ্ট ছিল যাদের অবস্থান। তাদের দুষ্কর্মের কারণে ধ্বংসকারী (আল্লাহ্) তাদের ধ্বংস সাধন করেছেন।

غداة اتاهم فی الزحف رهوا * رسول الله وهو بهم بصير

এটা ঘটেছিল সেই দিন, যেদিন আল্লাহ্‌র রাসূল বীরত্বের সাথে সৈন্য দল নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেছিলেন। বস্তুত: তিনি ছিলেন তাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

وغسان الحماة موازروه * على الاعداء وهو لهم وزير

তার সাহায্যকারী লোকজন দুশমনদের বিরুদ্ধে অমিততেজা বিক্রমে তাঁর সহায়তা করে যাচ্ছিল। তিনি ছিলেন তাদের পরামর্শদাতা।

فقال السلم ويحكم فصدوا * وحالف امرهم كذب وزور

তিনি তাদের বললেন, ধিক! তোমরা আত্মসমর্পণ কর। কিন্তু তারা তা করল না। মিথ্যা ও অসত্যবৃত্তি তাদের বিশ্বস্ততার অপমৃত্যু ঘটাল।

فذاقوا غب امرهم وبالا * لكل ثلاثة منهم بعير

সুতরাং তারা তাদের দুষ্কৃতির পরিমাণ ভোগ করল। তাদের প্রতি তিনজনের জন্য ছিল একটি উট।

واجلوا عامدين لقينقاع * وغودر منهم نخل ودور

তারা বনূ কায়নুকার উদ্দেশ্যে নির্বাসন গ্রহণ করল। আর পেছনে তাদের খেজুর বাগান ও ঘর-বাড়ী পড়ে থাকলো।

এর জবাবে ইয়াহূদী সিমাকের কবিতা

ارقت وضافنى هم كبير * بليل غيره ليل قصير

এক মহা-দুশ্চিন্তা আমার অতিথি হয়ে আসল, তার জন্য আমি বিনিদ্র রজনী কাটালাম, যার তুলনায় আর সব রাত একেবারেই ছোট।

ارى الاحبار تنكره جميعا * وكلهم له علم خبير

আমি দেখি আমাদের ধর্মযাজকগণ এটাকে কোন আমলই দেয় না, অথচ তাদের প্রত্যেকেই জ্ঞানী পণ্ডিত।

وكانوا الدارسين لكل علم * به التوراة تنطق والزبور

তারা সব ধরনের জ্ঞানের শিক্ষাদান করেন। তাওরাত ও যাবূর এ কথার সাক্ষ্য দেয়।

قتلتم سيد الاحبار كعبا * وقدما كان يأمن من يجير

তোমরা জ্ঞানীদের মধ্যমণি কা'বকে হত্যা করেছ। অথচ তিনি যাকে আশ্রয় দিতেন, সে নিরাপত্তা লাভ করতো।

تدلى نحو محمود اخيه * ومحمود سريرته الفجور

তোমরা তার ভাই মাহমূদকে দিয়ে এসব করাচ্ছ, অথচ পাপাচার মাহমূদের মজ্জাগত।

فغادره كان دما نجيعا * يسيل على مدارعه العبير

সে তার ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। তার কাপড়ে প্রবাহিত তাজা রক্ত হতে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল জাফরানের সুবাস।

فقد وابيكم وابى جميعا * اصيب اذا اصيب به النضير

তোমাদের এবং আমার বাপের কসম! কা'বের উপর যে বিপদ আপতিত হয়, তা বনূ নাযীরের উপরও আসে।

فان نسلم لكم نترك رجالا * بكعب حولهم طير تدور

আমরা যদি নিরাপদে বেঁচে থাকি, তবে কা'বের বদলে তোমাদের অনেক লোককে হত্যা করব, যাদের লাশের উপর ঝাঁক ঝাঁক শকুন পড়বে।

كانهم عتائر يوم عيد * تزع وهى ليس لها نكير

মনে হবে তারা যেন কুরবানীর ঈদের পশু, যাদের যবাই করা হয়, তাতে কেউ বাধা দেওয়ার থাকে না।

ببيض لا تليق لهن عظما * صوافى الحد اكثرها ذكور

এমন তরবারি দ্বারা তাদের যবাই করা হবে, যা তাদের হাড়গোড়ও আস্ত রাখবে না, যা খুবই ধারাল, অত্যন্ত মজবুত।

كما لاقيتم من بأس صخر * باحد حيث ليس نصير

ঠিক তেমনি দশা তোমাদের ঘটাব, যেমনটি তোমাদের ঘটেছিল সাখর (আবূ সুফিয়ান)-এর পক্ষ হতে, উহুদ প্রান্তরে আর সেখানে তোমাদের সাহায্য করার কেউ ছিল না।

সুলায়ম গোত্রের কবি আব্বাস ইব্ন মিরদাস বনূ নাযীরের প্রশংসায় নিম্নের কবিতাটি রচনা করে

لو ان اهل الدار لم يتصدعوا * رأيت خلال الدار ملهى وملعبا

বাড়ির মানুষ বিক্ষিপ্ত না হয়ে গেলে, তুমি বাড়ির আঙিনায় খেলাধূলার প্রশস্ত জায়গা দেখতে পেতে।

فانك عمرى هل أريك ظعائنا * سلكن على ركن الشطاة فتيأبا

আল্লাহ্র কসম! তুমি বল, আমি কি তোমাকে আমাদের উষ্ট্রারোহী নারীদের দেখাব? যারা 'শাত্তাত'-এ এবং 'তায়আব'-এ চলাফেরা করে?

عليهن عين من ظباء بالة * اوانس يصبين الحليم المجربا

তাবালার হরিণীদের মত ডাগর ডাগর তাদের চোখ। তারা প্রেমময়ী যারা অভিজ্ঞ আত্মসংযমীকেও দিশেহারা করে দেয়।

اذا جاء باغي الخير قلن فجاءة * له بوجوه كالدنانير مرحبا

যখন তাদের কাছে কেউ ভাল উদ্দেশ্যে আসে, তখনই তারা দীনার তুল্য চকচকে চেহারায় হাসি ফুটিয়ে বলে- স্বাগতম—!

واهلا فلا ممنوع خير طلبته * ولا انت تخشى عندنا ان تؤنبا

তুমি আপনজনদের কাছে এসেছ। যা কিছু ভাল তুমি পেতে চাইবে, তাতে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না। আর আমাদের কাছে তোমার কোন কটুবাক্য শোনার ভয় নেই।

فلا تحسبي كنت مولى ابن مشكم * سلام ولامولى حي بن اخطبا

তুমি আমাকে মনে করোনা যে, আমি সাল্লাম ইব্‌ন মিশকাম কিংবা হুয়ায়্য ইব্‌ন আখতাবের মিত্র।

আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের খাউওয়াত ইব্‌ন জুবায়র উক্ত কবিতার জবাবে বলেন

تبكي على قتلى يهود وقد ترى * من الشجو لو تبكي احب واقربا

তুমি ইয়াহুদীদের নিহত ব্যক্তিদের শোকে চোখের পানি ফেলছ। অথচ তুমিও জান, শোক অপেক্ষা কান্নাটা প্রকাশ করাই তোমার কাছে অধিক প্রিয়।

فهلا على قتلى ببطن ارينق * بكيت ولم تعول من الشجو مسهبا

বাতনে উরায়নিকে যারা প্রাণ হারাল, তাদের দুঃখে তুমি কাঁদলে না কেন? তুমি তো তাদের শোকে হাউ-মাউ করে কাঁদলে না।

اذا السلم دارت في صديق رددتها * وفي الدين صدادا وفي الحرب ثعلبا

এক বন্ধুর ব্যাপারে যখন সন্ধির আলোচনা চলছিল, তখন তুমি তা পণ্ড করে দিলে, দীনী বিষয়ে বাধা দানে তুমি তৎপর, অথচ যুদ্ধ ক্ষেত্রে তুমি যেন খেঁকশেয়াল।

عمدت الى قد ولقومك تبتغي * لهم شبها كيما تعز وتغلبا

তুমি তোমার স্বগোত্রের সমতুল্য হওয়ার জন্য তাদের আভিজাত্যের ধ্বজা ধরেছ। আসলে তুমি একজন সম্মান ও ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী।

فانك لما ان كلفت تمدحا * لمن كان عيبا مدحه و تكذبا

তুমি যাদের প্রশংসায় মত্ত হয়েছ, আসলে তাদের প্রশংসা তো প্রশংসা নয়, বরং তা দূষণীয় এবং মিথ্যাচারে ভরা।

رحلت بامر كنت اهلا لمثله * ولم تلف فيهم قائلا لك مرحبا

তুমি যে দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছ, তা তোমার মত অথর্ব ব্যক্তিরই কাজ আর সে জন্যই তোমার গোত্রে তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার মত একজন লোকও পেলে না।

فهلا الى قوم ملوك مدحتهم * تبنوا من العز المئول منصبا

আচ্ছা, তুমি সেই রাজকীয় ব্যক্তিত্বধারী সম্প্রদায়ের কেন প্রশংসা করলে না, যারা ঐতিহ্যবাহী মর্যাদার আকাশচুম্বী ইমারত নির্মাণ করেছে?

الى معشر صاروا ملوكا وكرموا * ولم يلف فيهم طالب العرف مجدبا

যে জাতি আপন গৌরবে বাদশাহী প্রতিষ্ঠা করেছে, আর পেয়েছে অশেষ মর্যাদা। (তাদের কি আত্মমর্যাদাবোধ!) চরম দুর্ভিক্ষেও তাদের কাউকেও অন্যের কৃপাপ্রার্থী হতে দেখা যায়নি।

اولئك احرى من يهود بمدحة * تراهم وفيهم عزة المجد ترتبا

ইয়াহূদী অপেক্ষা তারাই অধিক প্রশংসারযোগ্য। তুমি দেখবে, তাদের মাঝে মান-মর্যাদা কত মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

খাউওয়াতের উক্ত কবিতার প্রতি -উত্তরে আব্বাস ইব্ন মিরদাস আরো বলে

هجوت صريح الكاهنين وفيكم * لهم نعم كانت من الدهر ترتبا

তুমি (ইয়াহূদী) কাহিন (নামক) কুলীন গোত্রদ্বয়ের[১] প্রতি ব্যঙ্গ করলে, অথচ তোমাদের প্রতি রয়েছে তাদের অশেষ অনুগ্রহ, যা যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত।

اولئك احرى لو بكيت عليهم * وقومك لو ادى من الحق موجبا

তারাই তো এর বেশী যোগ্য ছিল যে, তুমি তাদের সহমর্মিতায় চোখের পানি ফেলতে এবং তোমার জাতিও তাদের কৃর্তজ্ঞতা আদায়ের কর্তব্য পালন করত।

من الشكر ان الشكر خير مغبة * واوفق فعلا للذى كان اصوبا

বস্তুত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হচ্ছে উৎকৃষ্টতম বদলা। একজন সঠিক বিবেকবানের জন্য এটাই শ্রেষ্ঠ কর্মপন্থা।

فكنت كمن امسى يقطع رأسه * ليبلغ عزا كان فيه مركبا

কিন্তু তুমি তো সেই ব্যক্তির মত হয়ে গেছ, প্রতিপত্তি লাভ যার একমাত্র উদ্দেশ্য, আর এজন্য যে নিজের মাথা কেটে দিতেও প্রস্তুত।

فبك بنى هارون واذكر فعالهم * وقتلهم للجوع اذ كنت مجدبا

তোমার তো উচিত হারূনের বংশধরদের প্রতি চোখের পানি ফেলা এবং তাদের অবদানের কথা স্মরণ করা, ভুলে যেও না, অনাহারে তোমরা যখন মারা যাচ্ছিলে, তখন তারা তোমাদের জন্য কিভাবে পশু যবাই করত।

أخوات أذر الدمع بالدمع وابكهم * واعرض عن المكروه منهم ونكبا

হে খাউওয়াত! তাদের সে অশ্রুর বিনিময়ে তুমিও অশ্রু প্রবাহিত কর। তাদের জন্য কাঁদ এবং যা তাদের জন্য পীড়াদায়ক ও অপসন্দনীয় তা পরিহার কর।

فانك لو لا فيتهم في ديارهم * لا لفيت عما قد قول منكبا

তুমি যদি তাদের দেশে গিয়ে তাদের সাথে মিশতে, তা হলে এখন যা-কিছু বলছ, তা থেকে অবশ্যই নিজেকে দূরে রাখতে।

سراع الى العليا كرام لدى الوغى * يقال لباغى الخير اهلا ومرحبا

১. অর্থাৎ বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীর। এদের ধারণা, তারা হারূন (আ)-এর বংশধর।

তারা ঊর্ধ্বগামিতায় বেগবান, রণক্ষেত্রে সজ্জন, কল্যাণপ্রার্থীর জন্য তাদের দুয়ার সদা খোলা, তারা তাকে জানায় স্বাগতম।

এর জবাবে কা'ব ইব্ন মালিক (রা) নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন, কিংবা আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা), যেমন ইব্ন হিশাম উল্লেখ করেছেন :

لعمرى لقد حكت رحى الحرب بعدما * اطار لوياقبل شرقا ومغربا

আমার জীবনের শপথ! যুদ্ধচক্র ইতঃপূর্বে লুআঈ গোত্রকে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানোর পর, এখন আবার পিষ্ট করছে-

بقية ال الكاهنين وعزها * فعاد ذليلا بعد ما كان اغلبا

কাহীন গোত্রদ্বয়ের অবশিষ্ট লোকদের মান-ইজ্জতকে । তারা ছিল প্রভাব প্রতিপত্তিশালী, কিন্তু এখন তা লাঞ্ছনায় পর্যবসিত হয়েছে।

فطاح سلام وابن سعية عنوة * وقيد ذليلا للمنايا ابن اخطبا

কাজেই সালাম ও ইব্ন সায়াকে তো শক্তি প্রয়োগ করে ধ্বংস করা হয়েছে। আর আখতাবের ছেলেকে মৃত্যু অত্যন্ত হীন অবস্থায় শিকল পরিয়ে দিয়েছে।

واجلب يبغى العز والذل يبتغى * خلاف يديه ما جنى حين اجلبا

সে (আখতাবের ছেলে) তো নিজ মর্যাদা কায়েম রাখার শেষ চেষ্টা স্বরূপ লোক জড়ো করতে চাচ্ছিল, কিন্তু তার কৃত অপরাধরাশি অপরদিকে তার আরও লাঞ্ছনা কামনা করছিল।

كتارك سهل الارض والحزن همة * وقد كان ذافى الناس اكدى واصعبا

সে তো ঐ ব্যক্তির মত, যে সুগম ভূমি পরিহার করছে, আর দুর্গম ভূমি তাকে ক্রমে টেনে নিচ্ছে নিজের দিকে। বস্তুত এটা মানুষের কাছে অতি কঠিন ও কষ্টদায়ক হয়ে থাকে।

وشأس وعزال وقد صليا بها * وماغيبا عن ذاك فيمن تغيبا

শাস ও আয্যালও যুদ্ধ করেছিল এবং তারাও যুদ্ধচক্রের কষ্ট স্বীকার করেছিল, কিন্তু এজন্য তারা তাতে অনুপস্থিত থাকেনি।

وعوف بن سلمى وابن عوف كلاهما * وكعب رئيس القوم حان وحيبا

আর আওফ ইব্ন সালামা ও ইব্ন আওফ উভয়ে এবং গোত্রপতি কা'ব ধ্বংসের সম্মুখীন হয় এবং ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বিদায় নেয়।

فبعدا وسحقا للنضير ومثلها * أن اعقب فتح او أن الله أعقبا

বনূ নাযীর এবং তাদের অনুরূপ লোকদের প্রতি লানত ও অভিশাপ, হয়ত বিজয় তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে, অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে তা অন্যদের দান করেছেন।

ইব্ন হিশাম বলেন, আবূ আমর মাদানী বর্ণনা করেন যে, বনূ নাযীরকে বহিষ্কার করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ মুস্তালিকের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। বনূ মুস্তালিক যুদ্ধের ঘটনা ইনশাআল্লাহ্ সামনে ইবন ইসহাক যেখানে বর্ণনা করেছেন, সেখানে আমি বর্ণনা করব।

যাতুর রিকা' অভিযান

[হিজরী চতুর্থ সন]

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ নাযীরের বহিষ্কারের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রবিউস ছানী মাস ও জুমাদাল উলার প্রথম কয়েক দিন মদীনায় অবস্থান করেন। এরপর তিনি নাজ্‌দ এলাকায় বনূ মুহারিব, বনূ ছা'লাবা ও গাতফানের শাখা গোত্র বনূ ছা'লাবার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় তিনি আবূ যার গিফারী (রা)-কে মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কারোও মতে উসমান (রা)-কে দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। ইব্‌ন হিশাম এরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাখলা নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। এটাই যাতুর রিকা'র গাযওয়া।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ যুদ্ধাভিযানকে যাতুর রিকা' বলার কারণ হচ্ছে যে, তাঁরা তাঁদের পতাকাগুলোতে রিকা' অর্থাৎ তালি লাগিয়েছিলেন। কেউ বলেন, যাতুর রিকা' তথাকার এক প্রকার বৃক্ষের নাম। সে নামেই এ যুদ্ধের নামকরণ হয়েছে 'যাতুর রিকা'র গাযওয়া।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ স্থানে গাতফান গোত্রের এক বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হন। উভয় পক্ষ পরস্পরের কাছাকাছি এগিয়ে আসে। তবে শেষ পর্যন্ত আর যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। উভয় পক্ষেই একে অন্যের দিক থেকে খুবই শংকিত ছিল। এমনকি নবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে সালাতুল খাওফ (ভীতি অবস্থার সালাত– আদায় করেন। অবশেষে তিনি তাঁদের নিয়ে প্রস্থান করেন।

সালাতুল খাওফ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি সালাতুল খাওফ সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদল সাহাবীকে নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফেরান। তখন অন্য একদল ছিল শত্রুর মুখোমুখী। এরপর তারা চলে আসল এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে আবার দু'রাকআত সালাত আদায় করে সালাম ফেরান।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবদুল ওয়ারিস আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আইউব বর্ণনা করেন আবূ যুবায়র হতে এবং তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে দুই কাতারে বিন্যস্ত করে আমাদের সকলকে নিয়ে প্রথম রাক'আতের রুকূ' করলেন। তারপর তিনি সিজদায় গেলেন একং প্রথম কাতারের লোকেরাও তার অনুসরণ করল। তারা সিজদা হতে মাথা তুললে পরবর্তী কাতারের লোকেরা নিজ নিজ সিজদা আদায়

করল। এরপর প্রথম কাতার পেছনে সরে আসল এবং পেছনের কাতার সামনে তাদের স্থানে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকলকে নিয়ে রুকূ' করলেন। তারপর তিনি সিজদায় গেলেন এবং তাঁর কাছের লোকেরাও সিজদা করল। তাঁরা সিজদা হতে মাথা তুললে পেছনের কাতারের লোকেরা নিজেদের সিজদা সম্পন্ন করল। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সকলকে নিয়ে একসাথে রুকূ' করল এবং উভয় কাতারই দু'টি সিজদা নিজ নিজভাবে আদায় করল।

ইব্ন হিশাম বলেন : আবদুল ওয়ারিছ ইব্ন সাঈদ তানূরী বর্ণনা করেন যে, আইউব, নাফি' থেকে এবং তিনি ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : সালাতুল খাওফে একদল মুজাহিদ ইমামের সাথে দাঁড়াবে, আরেক দল থাকবে শত্রুর মুখোমুখী। ইমাম তাদের নিয়ে সিজদাসহ এক রাক'আত আদায় করবেন। এরপর সে দল পেছনে সরে শত্রুর মুখোমুখী হবে এবং অন্যদল সামনে চলে আসবে। ইমাম তাদের নিয়ে সিজদাসহ এক রাক'আত আদায় করবেন। এরপর উভয় দল আলাদা-আলাদা ভাবে এক রাকা'আত আদায় করে নিবে। এভাবে তাদের, ইমামের সাথে হবে এক রাক'আত এবং ইমাম থেকে আলাদা ভাবে হবে এক রাক'আত।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আমার কাছে আমর ইব্ন উবায়দ, হাসান বসরী থেকে এবং তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, বনূ মুহারিব গোত্রের গাওরোছ নামক জনৈক ব্যক্তি গাতফান ও মুহারিব গোত্রকে বলল : আমি তোমাদের পক্ষ থেকে মুহাম্মদকে হত্যা করে ফেলব কি ? তারা বলল : অবশ্যই, তবে কি উপায়ে ? সে বলল : অতর্কিত আক্রমণ করে ? রাবী বলেন : তখন লোকটি দুরভিসন্ধি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হল। আর এ সময় তিনি বসা ছিলেন এবং তাঁর তরবারিটি ছিল তাঁর কোলের উপরে। সে বলল : হে মুহাম্মদ। আপনার তরবারিটি দেখতে পারি ? তিনি বললেন : দেখ। তাঁর তরবারিটি ছিল রূপার কারুকার্য খচিত। ইব্ন হিশাম এরূপ বলেছেন। তরবারিটি হাতে নিয়ে সে ঘুরাতে লাগল। কিন্তু যখনই সে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তখনই আল্লাহ্ তার অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন। শেষ পর্যন্ত সে বলে : হে মুহাম্মদ! আপনি আমাকে ভয় পান না ? তিনি বললেন : মোটেই না, কেন তোমাকে ভয় পাব ? সে বলল : বাহ্ আমার হাতে তরবারি রয়েছে আর আপনি আমাকে ভয় পাচ্ছে না ? তিনি বললেন : না, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করবেন। অবশেষে সে বিনাবাক্যে তরবারিটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে ফিরিয়ে দিল। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হাত তুলতে চেয়েছিল। তখন আল্লাহ্ তাদের হাত সংযত করেছিলেন এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আর আল্লাহ্রই প্রতি মু'মিনগণ নির্ভর করুক (৫ : ১১)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, উল্লেখিত আয়াত বনূ নাযীর গোত্রের আমর ইব্‌ন জিহাশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করেছিল, সে সম্পর্কেই নাযিল হয়। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ওয়াহাব ইব্‌ন কায়সান আমার নিকট জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি একটি দুর্বল উটে সওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে নাখলের যাতু'র রিকা' অভিযানে বের হই। অভিযান শেষে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরে চললেন, তখন আমার সাথীরা দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল, আর আমি পেছনে পড়ে যেতে লাগলাম। পেছন দিক থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসে আমাকে ধরে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : হে জাবির! তোমার কি অবস্থা ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমার উটটি পেছনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন : উটটি বসাও। তখন আমি আমার উটকে বসালাম। তিনিও তাঁর নিজ উটটি বসালেন। তারপর বললেন : তোমার হাতের লাঠিটা আমাকে দাও, কিংবা গাছ থেকে আমার জন্য একটি লাঠি কেটে আন। আমি তার নির্দেশ পালন করলাম। তিনি লাঠিটা হাতে নিয়ে উটটিকে কয়েকটি গুতাঁ মারলেন। এরপর বললেন : এবার ওর পিঠে সওয়ার হও। আমি সওয়ার হলাম। উটটি এবার ছুটে চলল। সেই সত্তার কসম! যিনি তাঁকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন; তখন আমার উটটি তাঁর উটের সমান চলতে লাগলো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমার কথাপোকথন হচ্ছিল। তিনি বললেন : হে জাবির! তোমার এ উটটি কি আমার কাছে বিক্রি করবে ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! বরং আমি একটি আপনাকে উপহার দেব। তিনি বললেন : না—তার চাইতে আমার কাছে বিক্রিই কর। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তাহলে আপনি এর দাম বলুন। তিনি বললেন : এটি আমি এক দিরহামে কিনব। আমি বললাম : তা হবে না। এতে আমার ভীষণ ঠকা হবে। তিনি বললেন : তা হলে দুই দিরহামই দেব ? আমি বললাম : তাতেও হবে না। তিনি ক্রমাগত দাম বাড়াতে থাকলেন এবং শেষ পর্যন্ত এক উকিয়া পর্যন্ত পৌঁছলেন। তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি এই দামে খুশী তো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম : তা হলে ওটা আপনি নিতে পারেন। তিনি বললেন : আমি নিলাম। এরপর বললেন : হে জাবির, তুমি কি বিয়ে করেছ ? আমি বললাম : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কুমারী না বিধবা ? আমি বললাম : বিধবা। তিনি বললেন, কুমারী বিয়ে করলে না কেন, তা হলে পরস্পরে বেশ আমোদ করতে পারতে ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি সাতটি মেয়ে রেখে গেছেন। তাই আমি একটি পূর্ণ বয়স্কা অভিজ্ঞ মহিলা বিয়ে করেছি, যাতে সে ওদের সকলের দায়-দায়িত্ব ও লালন-পালনের ভার নিতে পারে। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তুমি ঠিকই করেছ। শোন, আমরা যদি সিরার[১] পৌঁছতে পারি তা হলে সেখানে কয়েকটি উট যবাই করতে বলব। তা যবাই করা হবে।

---

১. সিরার মদীনার তিন মাইল দূরে একটি জায়গার নাম।

আমরা সেদিন সেখানেই কাটিয়ে দেব। তোমার স্ত্রী তা শুনে আমাদের জন্য বালিশের ব্যবস্থা করবে। আমি বললাম, হে রাসূল! আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের কোন বালিশ নেই। তিনি বললেন, শীঘ্রই হবে। তুমি সেখানে পৌঁছে বুদ্ধিমানের মত কাজ করো।

আমরা যখন সিরার পৌঁছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে কয়েকটি উট যবাই করা হলো। সেদিন সেখানেই অবস্থান করলাম। সন্ধ্যাকালে তিনি মদীনায় প্রবেশ করলেন। আমরাও তাঁর অনুসরণ করলাম। আমি স্ত্রীকে গিয়ে সব ঘটনা জানালাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে যা-যা বলেছেন তাও তাকে শুনালাম। সব শুনে সে বলল : তা হলে আমার কথা শোন-রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শিরোধার্য করাই আমাদের কর্তব্য।

সকালবেলা আমি উটের লাগাম ধরে অগ্রসর হলাম এবং তার ঘরের দরজার সামনে নিয়ে বাঁধলাম। এরপর তাঁর কাছাকাছি মসজিদে গিয়ে বসলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে আসলেন। উটটির প্রতি চোখ পড়তেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটি কি ? সাহাবিগণ উত্তর দিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ উটটি জাবির নিয়ে এসেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : জাবির কোথায় ? এই বলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন : হে ভাতিজা! উটের লাগাম হাতে নাও। এটি তোমার। তারপর বিলালকে ডেকে বললেন, জাবিরকে নিয়ে যাও এবং তাকে এক উকিয়া স্বর্ণ প্রদান কর। আমি তাঁর সাথে গেলাম। তিনি আমাকে এক উকিয়া এবং আরও কিছু বেশী দিলেন।

জাবির (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম, এরপরেও উটটি দ্বারা এভাবেই আমাদের সমৃদ্ধি সাধিত হতে থাকে। আমাদের পরিবারে এটাকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখা হত। শেষ পর্যন্ত সেটি হার্‌রার[1] হৃদয়-বিদারক ঘটনার দিন মারা যায়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমার চাচা সাদাকা ইব্‌ন ইয়াসার, আকীল ইব্‌ন জাবির থেকে এবং তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে নাখ্‌লের যাতুর রিকা' অভিযানে বের হই। এসময় আমাদের এক ব্যক্তি জনৈক মুশরিক ব্যক্তির স্ত্রীকে হত্যা করে। তার স্বামী তখন বাড়িতে ছিল না।

---

১. হাররা তথা 'হাররাতু ওয়াকিম' মদীনার পূর্ব পার্শ্বস্থ প্রস্তরময় ভূমির নাম। হি. ৬৩ সালে ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার আমলে এখানেই তার সেনাপতি মুসলিম (মদীনাবাসীদের ভাষায় মুসরিফ--সীমালংঘনকারী) ইব্‌ন উকবার সাথে মদীনাবাসীদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তাদের পরাজয় ঘটে। ইব্‌ন উক্‌বার হাতে প্রায় এক হাজার সাত শ' মুহাজির ও আনসার শাহাদত বরণ করেন। এ ছাড়া আরও অগণিত লোক। অতঃপর তার বাহিনী সেখানে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। হযরত জাবির (রা) তখন অন্ধ। এদিন তিনি মদীনার অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে নিহতদের খোঁজ নিচ্ছিলেন। তাঁর বেদনাহত কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল ধ্বংস হোক সে, যে আল্লাহর রাসূল (সা)-এর অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে। একথা শুনে এক ব্যক্তি বলল, কে আবার আল্লাহ্‌র রাসূলের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সে আমার দু'পাজরের মাঝখানেই তা করে। একথা শুনে তারা প্রচণ্ড ক্ষেপে যায় এবং তাকে হত্যা করার জন্য তুলে লয়। কিন্তু মারওয়ানের হস্তক্ষেপে তিনি বেঁচে যান। মারওয়ান তাকে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। (বিস্তারিত দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৮খ, ২২৮--অনুবাদক)।

আমরা সেখানে থেকে প্রস্থান করার পর সে বাড়িতে আসে এবং ঘটনা জানতে পারে। তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে শপথ করে, মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গীদের মাঝে রক্তপাত না ঘটিয়ে সে ক্ষান্ত হবে না। এই বলে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণে বের হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পথিমধ্যে এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আজ রাতে কে আমাদের পাহারা দেবে ? তখন একজন মুহাজির ও একজন আনসার সাহাবী একযোগে সাড়া দিলেন। আমরা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি বললেন : তোমরা গিরিপথের মুখে পাহারারত থাকবে।

জাবির (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবিগণকে নিয়ে একটি গিরিপথের যাত্রা বিরতি করে ছিলেন।

উক্ত সাহাবীদ্বয়ের একজন ছিলেন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) এবং অপরজন ছিলেন উব্বাদ ইব্‌ন বিশর (রা)। ইব্‌ন হিশাম এরূপই বলেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারা দু'জন গিরিপথের মুখে পৌঁছলে আনসার ব্যক্তি মুহাজিরকে বললেন : আমি কি প্রথম রাতে পাহারা দেব, না শেষ রাতে, কোনটা তোমার পছন্দ ? মুহাজির বললেন : তুমি প্রথম রাতেই দাও।

সেমতে মুহাজির ব্যক্তি শুয়ে নিদ্রা গেলেন। আর আনসার সাহাবী সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমনি মুহূর্তে উপরোক্ত মুশরিক সেখানে উপস্থিত। সে একটি ছায়ামূর্তি দেখে বুঝে ফেলল ইনি মুসলিমদের একজন প্রহরী। সে তাকে লক্ষ্য করে একটি তীর ছুঁড়ল। তীরটি তাঁর দেহে বিদ্ধ হল। তিনি সেটি টেনে বের করে পাশে রেখ দিলেন এবং আগের মত সালাতে স্থির থাকলেন। আততায়ী আরও একটি তীর ছুঁড়ল এবং এটিও তার দেহ ভেদ করল। তিনি এ তীরটিও টেনে বের করে ফেললেন এবং পাশে রেখে দিয়ে সালাত আদায়ে অবিচল থাকলেন। ঘাতক তৃতীয় তীর ছুঁড়ল এবং সেটিও তাঁকে বিদ্ধ করল। তিনি এবারও তা টেনে বের করলেন এবং পাশে রেখে দিয়ে রুকূ'-সিজদা শেষ করলেন। তারপর সঙ্গীকে ডেকে জাগালেন। বললেন : উঠ, আমি মারাত্মক আহত হয়েছি। এ শুনে মুহাজির সাহাবী ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। আততায়ী তাদের দু'জনকে দেখে বুঝে নিল যে তারা তাকে টের পেয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে পালিয়ে গেল।

মুহাজির ব্যক্তি তার আনসার সাথীর রক্তাক্ত অবস্থা দেখে বলে উঠলেন : সুবহানাল্লাহ্! ভাই তুমি আমাকে প্রথমেই কেন ডাকলে না ? তিনি বললেন : আমি একটি সূরা তিলাওয়াত করছিল্যাম। তা শেষ না করে থামতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু সে যখন ক্রমাগত তীর নিক্ষেপ করতেই থাকল, তখন অগত্যা রুকূ'-সিজদা শেষ করে তোমাকে জাগালাম। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে যে পাহারার দায়িত্ব দিয়েছেন, তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা না থাকলে আমি কিছুতেই তিলাওয়াত ক্ষান্ত করতাম না—তা হয় আমি শেষ হতাম, নয়ত সূরা শেষ হত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যাতুর রিকা'র অভিযান শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় চলে আসলেন এবং জুমাদিউল উলার বাকি দিনগুলো, জুমাদিউল উখরা ও রজব মাস সেখানেই কাটালেন।

দ্বিতীয় বদর অভিযান
[শা'বান হিজরী চতুর্থ সন]

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ সুফিয়ান (উহুদ যুদ্ধ শেষে) বলেছিল 'বদরে আবার সাক্ষাৎ হবে'। সেমতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এ বছর শা'বান মাসে বদর অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং সেখানে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : তিনি মদীনার অস্থায়ী শাসনভার (কুখ্যাত মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূলের পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা)-এর উপর অর্পণ করেছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর প্রান্তরে আট দিন যাবত আবূ সুফিয়ানের অপেক্ষায় থাকলেন। ওদিকে আবূ সুফিয়ান মক্কাবাসীদের সাথে নিয়ে জাহরানের পথ ধরে অগ্রসর হল এবং মাজনা নামক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি করলো। কারও মতে সে উসফান পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এরপর সে মক্কায় ফিরে যাওয়া সমীচীন মনে করলো। সে তার বক্তৃতায় বলল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! যে বছর ভাল ফসল ফলে, সেবছরই তোমাদের যুদ্ধের উপযুক্ত সময়, যাতে তোমরা তোমাদের বৃক্ষরাজির যথাযথ পরিচর্যা করতে পার এবং পেট ভরে দুধ খেতে পার। এ বছর তো অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের বছর। সুতরাং আমি ফিরে চললাম। তোমরাও ফিরে চল। তারা তার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে মক্কায় ফিরে গেল। মক্কাবাসীরা তাই তাদের নাম দেয় جيش السويق 'ছাতুখোর বাহিনী।' তারা বলতঃ তোমরা তো ছাতু খেতে খেতেই বের হয়েছিলে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মাখশী যামরী

এদিকে নবী (সা) আবূ সুফিয়ান প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ের জন্য বদর প্রান্তরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এমনি সময়ে একদিন মাখশী ইব্ন আমর যামরী এসে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করল। ওয়াদ্দান অভিযানে এই ব্যক্তিই বনূ যামরার পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে চুক্তি সম্পন্ন করেছিল। সে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি কি এই জলাশয়ের তীরে কুরায়শদের মুখোমুখী হতে এসেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, হে যামরা গোত্রের নেতা! এতদ্সত্ত্বেও তুমি যদি চাও, তা হলে তোমাদের ও আমাদের মাঝে যে সন্ধি চুক্তি আছে, তা প্রত্যাহার করে নিতে পারি। এরপর যুদ্ধের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন। সে বলল : না, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্র কসম! আপনার সংগে আমাদের তেমন কিছু করার প্রয়োজন নেই। এরপরও

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সুফিয়ানের জন্য যথারীতি অপেক্ষা করতে লাগলেন। এ সময় মা'বাদ ইব্ন আবূ মা'বাদ খুযাঈ একদিন তাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সেখানে অবস্থানরত দেখতে পেয়ে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে দ্রুত উট হাঁকিয়ে চলে গেল :

قد نفرت من رفقتي محمد * وعجوة من يثرب كالعنجد

تهوى على دين ابيها الاتلد * قد جعلت ماء قديد موعدى

وماء ضجنان لها ضعى الغد

আমার উটনী মুহাম্মদের উভয় সঙ্গীদল হতে বিতৃষ্ণ হয়ে ধেয়ে চলছে। সে বিতৃষ্ণ ইয়াসরিবের কালো কিসমিস সদৃশ খেজুরের প্রতিও। সে তার বাপ-দাদাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী ছুটে চলেছে, আজকের মধ্যেই সে আমাকে কুদায়দ জলাশয়ের তীরে পৌঁছে দেবে এবং কাল দুপুরের আগেই সে দাজনানের[১] জলাশয়ে পৌঁছে যাবে।

এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন। কিন্তু ইব্ন হিশাম বলেন : এ কবিতাটিতে আবূ যায়দ আনসারী আমাকে কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর কবিতা বলে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

وعدنا ابا سفيان بدرا فلم * لميعاده صدقا وما كان وافيا

فاقسم لو وافيتنا فلقيتنا * لابت ذميما وافتقدت المواليا

تركنا به اوصال عتبة وابته * وعمرا ابا جهل تركناه ثاويا

عصيتم رسول الله اف لدينكم * وامركم السيئ الذى كان غاويا

فافى وان عنفتمونى لقائل * فدى لرسول الله اهلى وماليا

اطعناه لم نعدله فينا بغيره * شهابا لنا فى ظلمة الليل هاديا

আমরা ওয়াদা করেছিলাম আবূ সুফিয়ানের সংগে বদর প্রান্তরে মুখোমুখী হওয়ার, কিন্তু আমরা তাকে ওয়াদা রক্ষায় সত্যবাদী পেলাম না, সে তার ওয়াদা রক্ষা করেনি।

আমি কসম করে বলছি, হে আবূ সুফিয়ান! যদি তুমি ওয়াদা রক্ষা করে আমাদের মুখোমুখী হতে, তা হলে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে তোমাকে ফিরে যেতে হত এবং তুমি তোমার মিত্রদের হারাতে। আমরা বদর প্রান্তরে উতবা ও তার ছেলেকে টুকরো টুকরো করে ফেলে রেখেছি। এখানেই আমরা রেখে গিয়েছি (আমর) আবূ জাহলের লাশ।

হে কুরায়শ! তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের নাফরমানী করলে; ধিক তোমাদের ধর্মমতকে, আর ধিক তোমাদের সব ঘৃণ্য বিভ্রান্তিকর কর্মকাণ্ডের। শোন! তোমরা আমাকে যতই ধিক্কার দাও, তবু বলব, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য আমার ধনজন সবই উৎসর্গিত।

আমরা তার আনুগত্য করেছি। আমরা আমাদের কাউকে তাঁর সমতুল্য জ্ঞান করি না।

বস্তুত তিনি একটি ধ্রুবতারা। তিনি অন্ধকার রাতে আমাদের পথ-নির্দেশ করেন।

---

১. কুদায়দ-মক্কার নিকটবর্তী একটি জলাশয় এবং দাজনান মক্কার কাছাকাছি একটি পাহাড়।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) এ সম্পর্কে বলেন :

دعوا فلجات الشام قد حال دونها * جلادكافواه المخاض الاوارك

হে কুরায়শ! তোমরা শামের সে জলধারার দিকে যাওয়ার মতলব ত্যাগ কর। কেননা, সে পথে রয়েছে আরাক–বৃক্ষ–খেকো গর্ভবর্তী উটনীর মুখের মত শাণিত তরবারির বাধা।

بايدى رجال هاجروا نحو ربهم * وانصاره حقا وايدى الملائك

সে তরবারিগুলো আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারী মুজাহিদদের হাতে, তাঁর দীনের সাহায্যকারী আনসারদের হাতে, সর্বোপরি আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের হাতে।

اذا سلكت للغور من بطن عالج * فقولالها ليس الطريق هنالك

হে যাত্রী। তুমি যখন নীচ এলাকার বালুময় স্থান আলিজের উপর দিয়ে অগ্রসর হবে, তখন কুরায়শদের স্পষ্ট জানিয়ে দেবে, তাদের জন্য এদিকে কোন রাস্তা নেই।

اقمنا على الرس النزوع ثمانيا * بارعن جرار عريض المبارك

আমরা ব্যস্ত এ কুয়ার ধারে আট দিন যাবত অবস্থান করেছি, একটি বিশাল সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে, যারা একটি বিস্তৃত স্থান দখল করেছিল।

بكل كميت جوزه نصف خلقه * وقب طوال مشرفات الحوارك

আমরা অবস্থান করেছি এমনসব ঘোড়া নিয়ে, যাদের পেটই দেহের অর্ধেক। তাদের দেহ সুদীর্ঘ, কোমর সরু এবং কাঁধ উঁচু।

ترى العرفج العامى تذرى اصوله * منا سم اخفاف المطى الروانك

তুমি যদি এখানকার এক বছর বয়সের উরফুজ ঘাসের প্রতি লক্ষ্য কর; তা হলে দেখবে, আমাদের দুরন্ত উটের খুরের আঘাতে এগুলোর শিকড় উপড়ে রয়েছে।

فان نلق فى تطوافنا والتماسنا * فرات بن حيان يكن رهن هالك

আমাদের এই টহল ও অনুসন্ধানে যদি আমরা ফুরাত ইব্‌ন হায়্যানের সাক্ষাৎ পাই তা হলে তাকে মৃতদের কাছে বন্ধক রাখা হবে।

وان نلق قيس بن امرى القيس بعده * يزدفى سواد لونه لون حالك

তারপর যদি আমরা কায়স ইব্‌ন ইমরাউল কায়সকে বাগে পাই, তবে তার গায়ের কালো রং আরো ঘোর কালো হয়ে যাবে।

فابلغ ابا سفيان عنى رسالة * فانك من غرا الرجال الصعالك

সুতরাং হে ওপথের যাত্রী। তুমি আবূ সুফিয়ানকে আমার এ বার্তাটি পৌঁছে দিও যে, তুমি তো সাদা চামড়ার একটা কাঙ্গাল মাত্র।

এর জবাবে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব বলে :

احسان انا يابن اكلة الفغا * وجدك نغتال الخروق كزالك

হে হাস্‌সান! খেজুরখোর নারীর বেটা। তোর ভাগ্যের কসম। জানিস, আমরা এরূপ বিশাল মরু প্রান্তর অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাই।

خرجنا وما تنجو اليعافير بيننا * ولو وألت منا بشر مدارك

আমরা যখন ঝটিকাবেগে বের হই, তখন আমাদের নাগাল হতে হরিণশাবকও আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয় না–তা সে বিরামহীনভাবে যত দ্রুত বেগেই আশ্রয়ের তালাশে ছুটুক।

اذا ما انبعثنا من مناخ حسبته * مدمّن أهل الموسم المتعارك

আমরা যখন কোন বিরাম ক্ষেত্র ত্যাগ করি, তখন মনে হয় মেলার লোকজন উট–ঘোড়াসহ স্থান ত্যাগ করেছে। সেগুলোর বর্জে আচ্ছন্ন থাকে সে প্রান্তর।

اقمت على الرس النزوع تريدنا * وتتركنا فى النخل عند المدارك

আমাদের সাথে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে তোমরা ব্যস্তময় কুয়ার পাশে অবস্থান করেছ। অথচ আমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছ নিকটবর্তী খেজুরবৃক্ষ বেষ্টিত স্থান।

على الزرع تمشى خيلنا وركابنا * فما وطئت الصقنه بالدكادك

আমাদের উট ও ঘোড়াগুলো ফসলের ক্ষেতে চরে বেড়াচ্ছিল। যেসব জায়গা তারা পদদলিত করে, সেগুলো বালুময় প্রান্তরে পরিণত হয়ে যায়।

اقمنا ثلاثا بين سلع وفارع * بجرد الجياد والمطى الرواتك

আমরা ক্রমাগত তিন দিন সালা' ও ফারি'–পর্বতদ্বয়ের মাঝখানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করি। আমাদের সাথে ছিল স্বল্প পশমবিশিষ্ট ঘোড়া ও দ্রুতিগামী উট।

حسبتم جلا دالقوم عند قبابهم * كما خذكم بالعين ارطال انك

তোমরা খিমার পাশে বিচরণরত আমাদের বীর জওয়ানদের মনে করেছ তোমাদের সেই তুচ্ছ সামগ্রীর মত, যা তোমরা বহুমূল্যের বিনিময়ে খরিদ কর।

فلاتبعث الخيل الجياد وقل لها * على نحو قول المعصم المتماسك

কাজেই তোমরা তোমাদের উৎকৃষ্ট ঘোড়াগুলোকে আর যুদ্ধের জন্য পাঠিও না আর সেগুলোকে সেই দূরদর্শী অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত বল-যে,

سعدتم بها وغيركم كان اهلها * فوارس من ابناء فهرين مالك

তোমরা ভাগ্যক্রমে তাদের পেয়ে গেছ। নয়ত বনূ ফিহরের সুদক্ষ অশ্বারোহীরাই তাদের বেশী উপযুক্ত ছিল।

فانك لافى هجرة ان ذكرتها * ولاحرمات الدين انت بناسك

তুমি হিজরতের কথা বলেছ, হিজরত দিয়ে তোমার কি হবে, যেখানে তুমি দীনের নিদর্শনাবলীই যথারীতি পালন করছ না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতায় আরও কয়েকটি চরণ বাকি রয়ে গেছে, যার ছন্দে ভীষণ বৈসাদৃশ্য। তাই সেগুলো উদ্ধৃতি করিনি। আবূ যায়দ আনসারী আমাকে বলেছেন যে, خرجنا دعوا فلجات الشام وما تنجو اليعا فير بيننا পংক্তিটি হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর পূর্বোক্ত قد حال دونها শীর্ষক কবিতার শেষের চরণ : فابلغ ابا سفيان -এর বর্ণনাকারীও আবূ যায়দ আনসারী।

দুমাতুল জানদাল অভিযান

[রবিউল উলা হিজরী ৫ম সন]

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় প্রর্তাবর্তন করেন। তিনি যিলহাজ্জ মাস পর্যন্ত এখানেই কাটান। এ বছর হজ্জের কতৃত্ব মুশরিকদের হাতেই ছিল। এটা হিজরী চতুর্থ সনের কথা। এরপর তিনি দুমাতুল জানদালের[১] অভিযান পরিচালনা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এটা ছিল রবিউল উলা মাস। এসময় সিবাআ ইব্‌ন উরফুতা গিফারী (রা)-কে মদীনার অস্থায়ী শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে পৌঁছার পূর্বেই মদীনায় ফিরে আসেন। এ অভিযানে তিনি কোন শত্রুদলের সম্মুখীন হননি। এরপর বছরের বাকি দিনগুলো তিনি মদীনাতেই অতিবাহিত করেন।

---

১. দুমাতুল জানদাল মদীনা হতে উত্তর দিকে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। মদীনা হতে এর দুরত্ব ১৫ দিনের পথ। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পুত্র দুমী এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। তিনি এখানে অবস্থান করেছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধ

[শাওয়াল, হিজরী ৫ম সন]

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম বর্ণনা করেন, যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়া, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুত্তালিবী থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ এর পর পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইয়াহূদী কর্তৃক বিভিন্ন দলকে সুসংগঠিত করা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যুবায়র ইব্ন উরওয়া ইব্ন যুবায়র পরিবারের আযাদকৃত গোলাম ইয়াযীদ ইব্ন রূমান এবং এমন এক ব্যক্তি যার বিশ্বস্ততায় আমি সন্দেহ পোষণ করি না, তারা বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী, যুহরী, আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর প্রমুখ উলামা থেকে। তাঁদের সকলের বর্ণনাই খন্দক যুদ্ধ সম্পর্কে। তবে তাঁরা খন্দক যুদ্ধের ঘটনা এক একজন, এক এক অংশ বর্ণনা করেছেন।

তাঁরা বলেন : খন্দক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ছিল নিম্নরূপ; বনূ নাযীর ও বনূ ওয়াইলের কতিপয় লোক, যথা সালাম ইব্ন আবুল হুকায়ক নাযারী, হুয়ারী ইব্ন আখতার নাযারী, কিনানা ইব্ন আবুল হুকায়ক নাযারী, হাওয়া ইব্ন কায়স ওয়াইলী, আবূ আম্মার ওয়াইলী প্রমুখ ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলকে সংঘবদ্ধ করে। তারা মক্কায় গিয়ে কুরায়শদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করে।

আর তারা বলে : আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে তোমাদের সক্রিয় সহযোগিতা করব এবং সবাই মিলে তাঁকে সমূলে উৎখাত করব।

কুরায়শরা তাদের বললেন : হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা হলে প্রথম কিতাবধারী। মুহাম্মদের সাথে আমাদের বিবাদের কি কারণ, তা তোমাদের জানা আছে। আচ্ছা বল তো, আমাদের ধর্ম উত্তম, না তাঁর ধর্ম ?

তারা বললেন : বরং তোমাদের ধর্মই তাঁর ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং তাঁর মুকাবিলায় তোমরাই সঠিক পথে আছ।

এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
هٰؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلاً ـ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ـ اَمْ

لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ۔ اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ۔

অর্থ : তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল, তারা জিব্‌ত[1] ও তাগুতে[2] বিশ্বাস করে ? তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, এদেরই পথ মু'মিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর। এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ লানত করেছেন এবং আল্লাহ্ যাকে লানত করেন, তুমি কখনও তার কোন সাহায্যকারী পাবে না। তবে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ আছে ? সে ক্ষেত্রেও তো তারা কাউকে এক কপর্দকও দেবে না। অথবা আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সে জন্য কি তারা তাদেরকে ঈর্ষা করে ? ইবরাহীমের বংশধরকেও তো কিতাব ও হিকমত প্রদান করেছিলাম এবং তাদেরকে বিশাল রাজ্য দান করেছিলাম। অতঃপর তাদের কতক তাতে বিশ্বাস করেছিল এবং কতক তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট (৪ : ৫১-৫৫)।

তাদের মন্তব্য শুনে কুরায়শরা ভীষণ খুশি হল। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ প্রস্তাবও তারা সানন্দে গ্রহণ করল এবং এতে সকলে একমত হয়ে প্রস্তুতি গ্রহণও শুরু করে দিল।

এরপর এ ইয়াহূদী প্রতিনিধি দলটি কায়স আয়লানের শাখা গাতফান গোত্রের কাছে গেল এবং তাদেরকেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আহবান জানাল। আরও জানালো যে, এ ব্যাপারে তারা তাদের সহযোগিতা করবে এবং কুরায়শদের কাছে এ প্রস্তাব দিলে তারা তা সানন্দে গ্রহণ করে নিয়ে তজ্জন্য প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে। ফলে গাতফান গোত্রও তাদের সাথে যোগ দিল।

সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ যাত্রা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সম্মিলিত বাহিনী যুদ্ধে রওনা হল। কুরায়শদের নেতৃত্বে ছিল আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব। বনূ গাতফানের শাখা ফাযারা গোত্রের নেতা ছিল উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন বদর; বনূ মুর্‌রা শাখার নেতা ছিল হারিস্ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আবূ হারিসা মুর্‌রী এবং বনূ আশজরা শাখা হতে যোগদানকারী সৈন্যদের নেতৃত্বে ছিল মিসআর ইব্‌ন রুখায়লা ইব্‌ন নুওয়ায়রা ইব্‌ন তারীফ ইব্‌ন সুহমা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন খালাওয়া ইব্‌ন আলজা ইব্‌ন রাব্‌ছ ইব্‌ন গাতফান।

---

১. জিব্‌ত হলো প্রতিমার নাম এবং আল্লাহ্ ব্যতীত সকল পূজিত সত্তা।

২ তাগুতের অর্থ সীমালংঘনকারী,, বিভ্রান্তকারী। শয়তান, কল্পিত দেব-দেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায় উপকরণ তাগুতের অন্তর্ভুক্ত।

পরিখা খনন

কাফিরদের দুরভিসন্ধি ও তদুদ্দেশ্যে তাদের সম্মিলিত আগমনের বার্তা যথাসময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানে পৌঁছল। তিনি তাদের প্রতিরোধকল্পে মদীনার চতুর্পার্শ্বে পরিখা খনন করলেন। আখিরাতের প্রতিদানের প্রতি মুসলিমদের উৎসাহ বর্ধনের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেও খনন কার্যে শরীক থাকলেন। মুসলিমগণ তাঁর সংগে পূর্ণোদ্দমে খননকার্য চালিয়ে গেলেন। তিনি নিজে যেমন তেমনি সাহাবিগণও এতে কঠোর পরিশ্রম করলেন। তবে কতিপয় মুনাফিক এতে গড়িমসি করল। তারা ছোট ছোট কাজের অজুহাতে গা ঢাকা দিতে লাগল, এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে না জানিয়ে ও তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তারা ফাঁকি দিয়ে পরিবারবর্গের কাছে চলে যেতে লাগল। অপরপক্ষে নিষ্ঠাবান মুসলিমদের মধ্যে কারও কোন জরুরী কাজ দেখা দিলে, তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোচরীভূত করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সে প্রয়োজন সেরে আসার অনুমতি দিতেন। এরপর তিনি প্রয়োজন সেরে পুনরায় নিজ কাজে যোগদান করতেন। বস্তুত আখিরাতের সওয়াব ও প্রতিদানই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।

পরিখা খননকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত

এরূপ নিষ্ঠাবান মু'মিনদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তারা তার অনুমতি ছাড়া সরে পড়ে না। যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী। অতএব, তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাওয়ার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা কর তুমি অনুমতি দিও এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (২৪ : ৬২)।

এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল সেইসব মুসলিমদের সম্পর্কে, যারা ছিল আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত এবং আখিরাতের সওয়াব ও কল্যাণই ছিল তাদের লক্ষ্যবস্তু।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আনুগত্যহীন মুনাফিক, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি ব্যতিরেকেই কাজ ছেড়ে চলে যেত, তাদের সম্পর্কে বলেন :

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ط قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করো না। তোমাদের মধ্যে যারা চুপি-চুপি সরে পড়ে, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হউক যে, তাদের উপর আপতিত হবে বিপর্যয় অথবা তাদের উপর আপতিত হবে কঠিন শাস্তি (২৪ : ৬৩)।

ইব্ন হিশাম বলেন, اللواذ অর্থ পলায়নকালে কোন বস্তু দ্বারা নিজেকে আবৃত করা। হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) বলেন :

وقريش تفر منا لواذا * ان يقيموا وخفت منها الحلوم

কুরায়শরা আমাদের থেকে গা ঢাকা দিয়ে পালায়। তাদের আর অবস্থানের সাহস নেই। তাদের বুদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। এটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ। ইব্ন হিশাম বলেন : আমি ক্বাসীদাটি উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কিত কবিতার মাঝে উল্লেখ করেছি।

اَلاَ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِىْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ

জেনে রাখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আল্লাহ্রই। তোমরা যাতে ব্যাপৃত তা তিনি জানেন (২৪ : ৬৪)।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ما انتم عليه (তোমরা যাতে ব্যাপৃত) অর্থাৎ তা সততা, না কি কপটতা।

وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ

যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ (২৪ : ৬৪)।

খননকার্যের সময় মুসলিম মুজাহিদগণ যে কবিতা আবৃত্তি করেন

ইব্ন ইসহাক বলেন, বহু পরিশ্রমের পর মুসলিমগণ পরিখা খনন শেষ করলেন। জুআয়ল নামক একজন মুসলিমকে নিয়ে সেদিন তাঁরা সমবেত কণ্ঠে রণোদ্দীপক কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুআয়লের নাম পরিবর্তন করে আমর রেখেছিলেন। তাঁকে নিয়ে যে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, তা এরূপ :

سماه من بعد جعيل عمرا * وكان للبائس يوما ظهرا

রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুআয়লের নাম পাল্টিয়ে 'আমর' রাখেন। সেদিন তিনি দুর্বলদের জন্য শক্তিতে পরিণত হন।

যখন সাহাবীরা 'আমরান' বলতেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁদের সংগে 'আমরান' বলতেন, আর যখন তারা 'যাহরান' বলতেন তখন তিনিও যাহরান বলতেন।

পরিখা খননের সময় মু'জিযার প্রকাশ

ইব্ন ইসহাক বলেন : পরিখা খনন সম্বন্ধে আমি বহু ঘটনা শুনেছি, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর রাসূলের সমর্থন ও তাঁর নবূওয়াতের প্রত্যয়নকল্পে সংঘটিত হয়েছিল। সে সব ঘটনা মুসলিমগণ স্বচক্ষে দেখেছিলেন।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করতেন : একটা বৃহদাকার শক্ত পাথর তাদের পরিখা খননে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করেন। তখন তিনি একটি পাত্রে পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে তিনি তাতে থুথু ফেলে আল্লাহ্র ইচ্ছামত দু'আ করলেন। তারপর উক্ত পাথরে সে পানি ঢেলে দিলেন। সেখানে উপস্থিত লোকেরা বলেন : আল্লাহ্র কসম ! যিনি তাঁকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, পানি ঢালা মাত্র। পাথরটা নরম বালুর স্তূপে পরিণত হয়ে গেল। কোদাল বা কুড়াল তাতে সহজে বসে যেত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাঈদ ইব্‌ন মীনা আমার কাছে বর্ণনা করেন, বাশীর ইব্‌ন সা'দের এক কন্যা, তথা প্রখ্যাত সাহাবী নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা)-এর বোন বলেন, আমার মা আমরাহ বিন্ত রাওয়াহা আমাকে ডেকে আমার কাপড়ে এক মুষ্ঠি খেজুর ঢেলে দিলেন। তারপর বললেন : হে আমার প্রিয় কন্যা, তুমি এগুলো তোমার পিতা এবং তোমার মামা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহার কাছে নিয়ে যাও। তারা দুপুরের আহার করবে। আমি সেগুলো নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমি তাঁদের খোঁজাখুঁজি করছি, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে আমার দেখা হলো। তিনি বললেন : খুকি! এই দিকে এসো ! তোমার কাছে ওগুলো কি ?

আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! এগুলো খেজুর। আমার মা এগুলো আমার পিতা বাশীর ইব্‌ন সা'দ ও মামা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহার কাছে পৌছানোর জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। তারা এ দিয়ে দুপুরের আহার করবেন। তিনি বললেন : আমার কাছে নিয়ে এসো। তখন আমি সেগুলো তাঁর দু'হাতে তুলে দিলাম। কিন্তু তা পরিমাণে এতই কম ছিল যে, তাঁর হাত ভরেনি।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) একটি কাপড় বিছাতে বললেন। তা বিছান হলো। তিনি খেজুরগুলো সে কাপড়ের উপর রেখে ছড়িয়ে দিলেন। তারপর পার্শ্বে উপস্থিত একজনকে বললেন : পরিখা খননকারীদের সকলকে ডাক, তারা দুপুরের আহার সেরে যাক। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে উপস্থিত হয়ে হয়ে গেলেন এবং সে খেজুর খাওয়া শুরু করলেন। কিন্তু আশ্চর্য তাঁরা যতই খান, খেজুর ততই বাড়তে থাকে। অবশেষে পরিখা খননকারিগণ যখন পেট পুরে খেয়ে উঠলেন, তখনও কাপড়ের চারপাশ থেকে খেজুর উপছে পড়ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে সাঈদ ইব্‌ন মীনা জারির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে পরিখা খননে শরীক ছিলাম। আমার একটি ছোট ছাগল ছিল তেমন মোটাতাজাও নয়। মনে মনে বললাম : এ ছাগল দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য আহারের ব্যবস্থা করলে ভাল ছিল। আমি আমার স্ত্রীকে আয়োজন করতে বললাম। সে কিছু যব পিষে তা দিয়ে কিছু রুটি তৈরি করল এবং আমি সে ছাগলটি যবাই করলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য ছাগলটি ভুনা করলাম। খননকার্যে আমাদের নিয়ম ছিল, দিনভর কাজ করতাম এবং সন্ধ্যা হলে বাড়ি ফিরে আসতাম। সেদিন সন্ধ্যাবেলা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখাস্থল হতে প্রস্থান করতে যাচ্ছিলেন, তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমার একটি ছোট ছাগল ছিল, সেটি আপনার জন্য ভুনা

করেছি, আর কিছু যবের রুটি তৈরী করেছি। আশা করি আপনি আমার সংগে আমার বাড়ি যাবেন। জাবির (রা) বলেন : আমার ইচ্ছা ছিল নবী (সা) একাই আসুন। কিন্তু আমি একথা বলা মাত্রই তিনি বললেন : অবশ্যই। তারপর একজনকে নির্দেশ দিলেন, সকলকে ডাক দিয়ে বল, তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের সংগে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্র বাড়িতে দাওয়াত খেতে চল। আমি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' পড়লাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকলকে নিয়ে আমার বাড়ি আসলেন। তাঁরা এসে বসার পর আমরা উক্ত খাদ্য-দ্রব্য তাঁর সামনে বের করলাম। তিনি বিস্‌মিল্লাহ্ বলে খাওয়া শুরু করলেন। স্থান সংকুলান হচ্ছিল না বিধায় পালাক্রমে এক একদল এসে খেয়ে যাচ্ছিল। এভাবে পরিখা খননকারীদের সকলেই সে খাবার তৃপ্তি সহকারে খেলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি শুনেছি সালমান ফারসী (সা) বলেছেন, আমি পরিখার এক প্রান্তে খননকার্যে লিপ্ত ছিলাম। সহস্য একটি কঠিন পাথর আমার সামনে পড়লো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাছেই ছিলেন। তিনি দেখলেন, আমি বারবার কোদাল মারছি, কিন্তু পাথরটির কোন কিনারা করতে পারছি না। তিনি এসে আমার হাত থেকে কোদাল নিলেন এবং পাথরটির উপর সজোরে আঘাত করলেন। ফলে পাথর থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হলো। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার উপর আমার পিতামাতা কুরবান হোক, বলুন তো আপনি আঘাত করার সময় প্রতিবারই যে আগুনের ফুলকি ছোটে এর কারণ কি ? তিনি বললেন : তুমি কি এটা দেখেছ, হে সালমান ? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি দেখেছি।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : প্রথম চমকে আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য ইয়ামান বিজয়ের ইংগিত প্রদান করেন। দ্বিতীয় চমকে শাম ও পশ্চিম দেশ এবং তৃতীয়টি দ্বারা পূর্বদেশ বিজয়ের ইংগিত দেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে এমন এক ব্যক্তি, যার বিশ্বস্ততায় আমার কোন সন্দেহ নেই, আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রা), উসমান (রা) ও পরবর্তী খলীফার যুগে যখন এসব দেশ বিজিত হয়, তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন : তোমরা যা ইচ্ছা জয় করতে থাক। আল্লাহ্র কসম, যাঁর হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ, তোমরা যেসব দেশ জয় করেছ এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরও যা জয় করবে, তার চাবি আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে অর্পণ করেছেন।

কুরায়শ বাহিনীর আগমন

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখা খনন শেষ করতেই কুরায়শ বাহিনী এসে পড়ে। তারা জরুফ ও যুগাবার মাঝখানে রুমার স্রোত-সংযোগস্থলে শিবির স্থাপন করে। তাদের সাথে ছিল দশ হাজার কৃষ্ণাঙ্গ এবং কিনানা ও তিহামা হতে যোগদানকারী সৈন্য। ওদিকে গাতফানীরা তাদের নাজদী অনুসারীদের নিয়ে উহুদের পাশে যানাবনাকমায় এসে অবস্থান নিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীদের নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। তিনি সালা' পর্বতকে পেছনে

রেখে শিবির স্থাপন করলেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তাঁর ও শত্রু সৈন্যর মাঝখানে থাকল পরিখা।

ইব্ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সময় ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা)-কে মদীনার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক নিযুক্ত করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে নারী ও শিশুদের দুর্গের ভেতর হিফাযতে রাখা হয়।

হুয়াঈ ইব্ন আখতাব কর্তৃক কা'ব ইব্ন আসাদকে প্ররোচনা দান

ইব্ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্র দুশমন হুয়াঈ ইব্ন আখতাব বনূ কুরায়যার নেতা কা'ব ইব্ন আসাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেল। কা'ব ইব্ন আসাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল এবং সে তা রক্ষা করতে কৃৎসংকল্প ছিল। হুয়াঈ ইব্ন আখতাবের আগমন সংবাদ শুনেই সে তার দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিল। হুয়াঈ ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। কিন্তু সে দরজা খুলতে অস্বীকার করল।

হুয়াঈ চিৎকার করে বলল : হে কা'ব! তোমার কি হলো, দরজা খোল। কা'ব তাকে ধিক্কার দিয়ে বলল : হে হুয়াঈ তুমি, একটি অলক্ষুণে লোক। মুহাম্মদের সংগে আমার চুক্তি আছে। আমি তো সে চুক্তি কিছুতেই ভাঙ্গব না। আমি তাঁকে সর্বদা ওয়াদা রক্ষাকারী ও বিশ্বস্তই পেয়েছি।

হুয়াঈ তাকে ধিক্কার দিয়ে বলল : দরজা খোল না—তোমার সাথে কথা আছে। কিন্তু কা'ব বললেন : আমি কিছুতেই দরজা খোলব না।

হুয়াঈ বলল : আল্লাহ্র কসম! বুঝেছি, আমি তোমার উপাদেয় খাবারে ভাগ বসাব বলেই দরজা বন্ধ করে রেখেছ।

এতে কা'ব ক্রুদ্ধ হয়ে দরজা খুলে দিল। হুয়াঈ বলল : আশ্চর্য! আমি মহাশক্তি ও বিশাল বাহিনী নিয়ে তোমার সাক্ষাৎ করতে এসেছি, আর তোমার এই আচরণ। আমি এসেছি কুরায়শদের নিয়ে তাদের নেতাদের সহ! রূমার স্রোত-সংযোগস্থলে আমি তাদের মোতায়েন করে এসেছি। আর গাতফান গোত্র তাদের নেতা ও প্রধানদের নিয়ে উহুদের দিকে যানাব নাকমায় শিবির স্থাপন করেছে। তারা আমাকে এই অঙ্গীকার দিয়েছে যে, আমরা যৌথ আক্রমণে মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিদের সমূলে উৎখাত না করে প্রস্থান করব না।

রাবী বলেন : কা'ব বলল, আল্লাহ্র কসম! তুমি আমার কাছে নিয়ে এসেছ যুগ-যুগান্তের লজ্জা, আর পানিবিহীন মেঘ—যা শুধু গর্জে আর চমকায়, কিন্তু বর্ষে না মোটেই। ছিঃ ছিঃ হুয়াঈ। তুমি আমাকে এর মধ্যে টেনো না। আমি এসবে নেই। আমি মুহাম্মদ থেকে কখনও কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা খেলাফী পাইনি।

কিন্তু হুয়াঈ তাকে অবিরাম ফুসলাতেই থাকল। অবশেষে কা'ব নরম হয়ে গেল। হুয়াঈ তাকে এই শর্তে রাযী করতে সক্ষম হল যে, কুরায়শ ও গাতফানরা যদি মুহাম্মদকে কিছু করতে না পেরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়, তবে হুয়াঈ কা'বের দুর্গে প্রবেশ করবে এবং তার সাথে একই

ভাগ্য বরণ নেবে। এভাবে কা'ব ইব্ন আসাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তার মাঝে সম্পাদিত চুক্তি ছিন্ন করে ফেলল।

কা'ব ইব্ন আসাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ সম্পর্কে

যথাসময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলিমদের কাছে কা'বের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পৌঁছে গেল। তিনি ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আওস গোত্রের নেতা সা'দ ইব্ন মু'আয ইব্ন নু'মান (রা), খাযাজ গোত্রের নেতা সা'দ ইব্ন উবাদা ইব্ন দুলায়ম (রা), যিনি বনূ সাঈদ, ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজের লোক ছিলেন এবং তাদের সাথে হারিস ইব্ন খাযরাজ গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ও আমর ইব্ন আওফ গোত্রের খাউওয়াত ইব্ন জুবায়র (রা)-কে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে বললেন, গিয়ে দেখ তাদের সম্পর্কে আমরা যে সংবাদ পেয়েছি, তা সত্য কি না। সত্য হলে আমাকে এমন এক সংকেতে তা জানাবে—যা কেবল আমি বুঝতে পারি। সাবধান! মানুষের মনোবল নষ্ট করবে না। পক্ষান্তরে তারা যদি চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে, তবে সকলের সামনে তা প্রকাশ্যে বর্ণনা করবে।

প্রতিনিধি দল সেখানে গিয়ে দেখলেন অবস্থা তাঁরা যা শুনেছিলেন তা চেয়েও খারাপ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে তারা নানরূপ কটুক্তি পর্যন্ত করে থাকে। তারা অবজ্ঞাভরে বলে : রাসূল আবার কে ? মুহাম্মদের সাথে আমাদের কোন চুক্তি বা অঙ্গীকার নেই।

সা'দ ইব্ন মু'আয ছিলেন রাগী মানুষ! তিনি তাদেরকে গালমন্দ করলেন। প্রতিউত্তরে তারাও গালাগালি করল। সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) তাঁকে এই বলে নিরস্ত করলেন, রেখে দাও। ওদের গালাগালি করে কাজ নেই। তাদের ও আমাদের মাঝে যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তা আরও গুরুতর। গালাগালিতে শোধ হবে না।

দুই সা'দ ও তাঁদের সঙ্গিগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে সালাম দিয়ে বললেন : আদাল ও কারা অর্থাৎ আদাল ও কারা গোত্র-রাজী'তে যেমন খুবায়ব ও তাঁর সাথীদের সাথে বেঈমানী করেছিল, এরাও তেমনি বেঈমানী করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আল্লাহু আকবার। হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য খোশখবর।

এ সময় পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল। চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। উপরে নীচ সব দিক হতে শত্রুরা তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল। বিশ্বাসীদের মনে নানা রকম ধারণার সৃষ্টি হতে লাগল। মুনাফিকদের কপটতা প্রকাশ হয়ে যেতে লাগল। এমন কি বনূ আমর ইব্ন আওফ-এর মুআত্তাব ইব্ন কুশায়র তো বলেই ফেলল যে, মুহাম্মদ স্বপ্ন দেখাত আমরা কায়সার ও কিসরার ধনরাশি ভোগ করব; কিন্তু এখন আমরা নির্ভয়ে মল ত্যাগ করতেও যেতে পারি না।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি মুআত্তাব ইব্ন কুশায়র মুনাফিক ছিলেন না, বরং তিনি বদর যুদ্ধে শরীক একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হারিসা ইব্ন হারিস গোত্রের আওস ইব্ন কায়যী তাঁর গোত্রের একটি বড়সড় সমাবেশে বলে উঠলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাদের ঘর-বাড়ি অরক্ষিত এবং

শত্রুর মুখে। আপনি অনুমতি দিন আমরা বাড়ি চলে যাই। কারণ আমাদের বাড়ি মদীনার বাইরে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুশরিকরা বিশ দিনেরও কিছু বেশীকাল–প্রায় একমাস যাবত নিজ নিজ অবস্থানে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করলেন। অবরোধ, প্রস্তর নিক্ষেপ ও তীর চালনা ব্যতীত বিশেষ কোন যুদ্ধ হল না।

গাতফান গোত্রের সাথে সন্ধির চেষ্টা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা এবং অনুরূপ আরও এক ব্যক্তি, যার বিশ্বস্ততায় আমার কোন সন্দেহ নেই, এঁরা মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র)-এর সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মুসলিম বাহিনী সঙ্গীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) গাতফান গোত্রের দুই নেতা উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন বদর ও হারিস ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আবূ হারিছা মুর্‌রীর কাছে এই প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠালেন যে, তারা তাদের লোকজন নিয়ে ফিরে গেলে তাদেরকে মদীনায় উৎপন্ন খেজুরের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে। সেমতে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির আলোচনা চলল। এমন কি সন্ধিপত্র লেখাও হয়ে গেল। কেবল সাক্ষ্য ও সীল-দস্তখতই যা বাকি। আর সবই সমাপ্ত। বাকি কাজ চূড়ান্ত করার আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ ইব্‌ন মু'আয ও সা'দ ইব্‌ন উবাদার (রা)-এর কাছে তাদের মতামত চেয়ে পাঠালেন।

দুই সা'দ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এটা কি আপনার নিজের ইচ্ছা, না আল্লাহ্‌র নির্দেশ–যা আমাদের জন্য শিরোধার্য, না আমাদের দিকে তাকিয়ে আপনি এটা করছেন ?

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : বরং তোমাদের দিকে তাকিয়েই আমি এটা করতে চাচ্ছি। আমি দেখলাম, আরবগণ সম্মিলিতভাবে একই ধনুক হতে তোমাদের উপর তীর বর্ষণ করেছে। তারা তোমাদেরকে চতুর্দিক হতে বেষ্টন করে রেখেছে। আমি যে-কোন উপায়ে তোমাদের প্রতি তাদের শক্তিমত্ততা ভেঙ্গে দিতে চাই।

সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) উঠে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা এবং ওরা ছিলাম এমন জাতি যারা আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করতাম, দেব-দেবীর পূজা করতাম। আমরা আল্লাহ্‌কে চিনতাম না। তাঁর ইবাদত করতাম না। কিন্তু সেই সময়েও আতিথেয়তা কিংবা ক্রয়-সূত্র ছাড়া ওরা আমাদের একটি খেজুরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সাহস পেত না। আর আজ যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন, আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং ইসলাম ও আপনার দ্বারা আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করেছেন, তখন আমরা ওদেরকে কর দেব ? আল্লাহ্‌র কসম, এরূপ সন্ধির আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তাদেরকে আমরা তরবারি ছাড়া কিছুই দেব না। এভাবে আমরা, তাদের ও আমাদের মাঝে, আল্লাহ্‌র ফয়সালারই অপেক্ষা করব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : ঠিক আছে তোমার কথাই থাকল। তখন সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) চুক্তি পত্রটি হাতে নিয়ে তার লেখা মুছে ফেললেন। তারপর বললেন : তারা আমাদের বিরুদ্ধে যা পারে করুক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলিমগণ সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত থাকলেন। শত্রুবাহিনীও অবরোধ চালিয়ে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হল না। তবে কুরায়শের কতিপয় অশ্বারোহী যথা-আমির ইব্‌ন দুআঈ গোত্রীয় আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্‌দ ইব্‌ন আবূ কায়স; ইব্‌ন হিশাম বলেন, তাকে আমর ইব্‌ন আবদ ইবন আবূ কায়সও বলা হয়, ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল, হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওয়াহাব মাখযূমী ও মুহারিব ইব্‌ন ফিহর গোত্রের কবি যিরার ইব্‌ন খাত্তাব ইব্‌ন মিরদাস অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বনূ কিনানার শিবিরে গিয়ে হাযির হলো এবং তাদেরকে বলল : হে বনূ কিনানা! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কে কেমন যোদ্ধা আজ তার পরিচয় হবে। এরপর তারা ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটল। কিন্তু পরিখা তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তারা পরিখা দেখে বলে উঠল : আল্লাহ্‌র কসম! এর আগে আরবরা কখনও এরূপ কৌশল অবলম্বন করেনি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বলা হয়ে থাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন সালমান ফারসী (রা)। জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, খন্দকের যুদ্ধকালে মুহাজিরগণ দাবী করেন–সালমান আমাদের দলের। আনসারগণ বলেন আমাদের দলের। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবাদ নিষ্পত্তিকল্পে বললেন : বরং সালমান আমাদের আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত।

আলী (রা) কর্তৃক আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদদের হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কাফিরদের উক্ত দলটি পরিখার একটি অপ্রশস্ত অংশে এসে তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ঘোড়াগুলো পরিখা পার হয়ে পরিখা ও সালা পর্বতের মাঝখানে একটি জলাভূমিতে এসে পড়ল।

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) কতিপয় মুসলিমসহ তাদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসলেন। শত্রুবাহিনী ফাঁক দিয়ে পরিখা পার হয়, তাঁরা সেখানে এসে তাদের রুখে দাঁড়ালেন। শত্রুরাও তাদের দিকে ধেয়ে আসল।

আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্‌দ বদর যুদ্ধে শরীক ছিল এবং সে যুদ্ধে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। যে কারণে সে উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। খন্দকের যুদ্ধে সে তার বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য, একটি চিহ্ন ধারণ করে এসেছিল। সে তার আশ্বারোহী দলসহ মুসলিম সৈন্যদের মুখোমুখী হয়ে প্রতিপক্ষের যে কোন একজনকে তার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহবান জানালো।

আলী (রা) আমরের ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি তাকে বললেন : হে আমর! তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছিলে কুরায়শের কোন ব্যক্তি তোমার সামনে দুটো বিকল্প প্রস্তাব করলে তুমি তার একটি অবশ্যই গ্রহণ করবে ? সে বলল : হ্যাঁ করেছিলাম।

আলী (রা) বললেন : কাজেই আমি তোমাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং ইসলামের প্রতি আহবান করছি। সে বলল : আমার এর কোন প্রয়োজন নেই।

তখন আলী (রা) বললেন : তা হলে আমি তোমাকে সম্মুখ যুদ্ধের আহবান করছি।

সে বলল : কেন হে ভাতিজা ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে হত্যা করতে আগ্রহী নই। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই। একথায় আমর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘোড়াটির রগ কেটে পঙ্গু বানিয়ে দিল। এরপর মুখে একটা থাপ্পড় কষে হযরত আলী (রা)-এর দিকে এগিয়ে এলো। উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হল। পালাক্রমে একে অপরকে আঘাত হানতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আলী (রা) তাকে হত্যা করে ফেললেন। ফলে তাদের অশ্বারোহী দল পরাস্ত হয়ে পালালো এবং পরিখার এপার হতে বের হয়ে গেল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এ সম্পর্কেই আলী (রা) বলেছেন :

نصر الحجارة من سفاهة رأيه * ونصرت رب محمد بصوابى
فصدرت حين تركته متجدلا * كالجذع بين دكادك وروابى
وعففت عن اتوابه ولو اننى * كنت المقطر بزنى اتوابى
لا تحسبن الله خاذل دينه * ونبيه يا معشر الاحزاب

সে নির্বুদ্ধিতার কারণে সাহায্য করল পাথরের আর আমি নিজ সুবিবেচনায় মুহাম্মদ (সা)-এর রবের (দীনের) সাহায্য করেছি। আমি আনন্দ-ধ্বনি দেই, যখন তাকে বালু আর টিলার মাঝে সোজা শুইয়ে রাখি, কর্তিত খর্জুর বৃক্ষের মত।

আমি ওর কাপড়-চোপড় স্পর্শ করিনি, কিন্তু যদি আমি মারা পড়তাম, তবে সে ঠিকই আমার বস্ত্র খুলে নিত। তোমরা যেন ভেব না, হে সম্মিলিত বাহিনী।

আল্লাহ্ তাঁর দীন ও নবীকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করবেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কাব্য বিশারদগণ এ কবিতাটি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন।

হাস্‌সান (রা) কর্তৃক ইকরামার নিন্দা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমর নিহত হওয়ার পর ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল যখন পরাজিত হয়ে পালায়, তখন সে নিজ বর্শাটিও ফেলে যায়। এ সম্পর্কে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন :

فر والقى لنا رمحه * لعلك عكرم لم تفعل
ووليت تعدو كعدو الظليم * ما ان تجور عن المعدل
ولم تلق ظهرك مستأنسا * كأن قفاك قفا فرعل

সে প্রাণ নিয়ে পালাল, আর সে আমাদের জন্য রেখে গেল নিজ বর্শাটিও। হে ইকরামা! এমন কাজ হয়ত তুমি আর কখনো করনি; তুমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে উট পাখির মত।

তুমি সাহস নিয়ে একবারও পেছনের দিকে তাকালে না; তোমার ঘাড়টা ঠিক হায়েনার ঘাড়ের মত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : الفرعل অর্থ ছোট ভাল্লুক। বনূ কুরায়যা ও খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবিগণের এবং বনূ কুরায়যার সংকেত ছিল حم لاينصرون

সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর শাহাদত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ হারিসার আবূ লায়লা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহল আনসারী আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) খন্দকের যুদ্ধের সময় বনূ হারিসার দুর্গে ছিলেন। এটা ছিল মদীনার সবচাইতে সুরক্ষিত দুর্গ। সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর মাতাও এই দুর্গে তাঁর সংগে ছিলেন।

আয়েশা (রা) বলেন : তখনও আমাদের জন্য পর্দার বিধান নাযিল হয় নি। এ সময় সা'দ একটি সংকীর্ণ বর্ম পরিধান করে, যা থেকে তার বাহু ছিল সম্পূর্ণ বাইরে, একটি বর্শা হাতে আমাদের সামনে দিয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছিলেন, আর এই পংক্তি আবৃত্তি করছিলেন :

لبث قليلا يشهد الهيجا جمل * لابأس بالموت اذا حان الاجل

ক্ষণিক দাঁড়াও, জামাল দেখুক যুদ্ধ কেমন। মৃত্যুর সময় যদি আসে, তবে তাতে ভয় কিসের ?

তার মা বললেন : সত্য বটে বৎস। তবে তুমি দেরি করে ফেলেছ। আয়েশা বলেন : আমি বললাম, হে সা'দের মা। সা'দের বর্মটা একটু বড় হলে ভাল ছিল। তখন তিনি বললেন : আপনার কি আশংকা হচ্ছে যে, তাঁর অনাবৃত স্থানে তীর বিদ্ধ হতে পারে ?

দেখতে না দেখতে সা'দের প্রতি একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাতে তার বাহুর ধমনী ছিন্ন হয়ে যায়। আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, তীরটি নিক্ষেপ করেছিল আমির ইব্‌ন লুআঈ গোত্রের হাব্বান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আরিকা। তীর বিদ্ধ হলে সে বলেছিল : এই নাও আমার তীর, আমি আরিকার সন্তান। সা'দ (সা) তাকে বলেন :

আল্লাহ্ তা'আলা তোর চেহারা জাহান্নামে ঘর্মাক্ত করুন। হে আল্লাহ্! আপনি যদি কুরায়শদের সাথে আর কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট রেখে থাকেন, তবে আমাকেও জীবিত রাখবেন, যারা আপনার রাসূলকে পীড়া দিয়েছে, তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং দেশ থেকে বের করে দিয়েছে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই। হে আল্লাহ্! আর যদি আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে থাকেন, তবে এ যখমকে আমার শাহাদতের অছিলা করুন। আর সেই সাথে বনূ কুরায়যার ব্যাপারে আমার চোখ জুড়ানোর আগে আমার মৃত্যু দিবেন না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিকের সূত্রে আমার কাছে এমন এক ব্যক্তি নিম্নের এ তথ্য দিয়েছেন, যার বিশ্বস্ততায় আমার কোন সন্দেহ নেই। তিনি বলেন : সা'দ (রা)-কে সেদিন তীর মেরেছিল মাখযূম গোত্রের মিত্র আবূ উসামা জুশামী। এ সম্পর্কে আবূ উমামা ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল :

اعكرم هلا لمتنى اذ تقول لى * فداك بأطام المدينة خالد

الست الذى الزمت سعدا مرشة * لها بين اثناء المرافق عاند

قضى نحبه منها سعيد فاعولت * عليه مع الشمط والعذارى النواهد

وانت الذى دافعت عته وقد دعا * عبيدة جمعا منهم اذ يكابد

على حين ماهم جائر عن طريقه * وآخر مرعوب عن القصد قاصد

হে ইকরামা! কেন তুমি আমাকে তিরস্কার করলে না, যখন আমাকে বলছিলে—মদীনার দুর্গে খালিদ হবে তোমার মুক্তিপণ ? আমিই কি সা'দকে আঘাত করিনি, ফলে, তার ধমনি কেটে ফিনকি দিয়ে অবিরাম রক্ত ঝরে ? তাতে সা'দ মারা যায় ? ফলে ডাক ছেড়ে কাঁদলো কেশ পক্ক বৃদ্ধা, আর স্ফীত বক্ষবিশিষ্ট যুবতীরা। উবায়দা যখন বিপদে পড়ে তাদের এক দলকে ডেকেছিল।

তখন তুমিই তো তার প্রাণরক্ষা করেছিলে। আর তখন তোমাদের অবস্থা এই ছিল যে, তোমাদের কেউ পথ ভুলেছিল, কেউ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সঠিক রাস্তা ছেড়ে দিয়েছিলে।

ইব্ন হিশাম বলেন : কথিত আছে যে, সা'দের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেছিল খাফাজা ইব্ন আসিম ইব্ন হাব্বান।

খন্দকের যুদ্ধ সম্পর্কে হাস্সান (রা)-এর বিবরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র তার পিতা আব্বাদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : সাফিয়্যা বিন্ত আবদুল মুত্তালিব হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর ফারি' নামক দুর্গে ছিলেন। তিনি বলেন, হাস্সান ইব্ন সাবিতও সেই দুর্গে আমাদের সাথে নারী ও শিশুদের পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন : একবার জনৈক ইয়াহূদী আমাদের দুর্গের আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। উল্লেখ্য যে, ইয়াহূদী গোষ্ঠী বনূ কুরায়যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ছিন্ন করে কাফিরদের সাথে যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তাদের থেকে আমাদের রক্ষা করার মত কোন লোক ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো মুসলিমদের নিয়ে শত্রুদের সামনা-সামনি ছিলেন। আমাদের কোন বিপদ ঘটলে তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সে স্থান ত্যাগ করে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। আমি হাস্সান কে বললাম : হে হাস্সান! এই যে ইয়াহূদী লোকটা যাকে দেখছ আমাদের দুর্গের পাশে ঘুরঘুর করছে, আমার আশংকা হয়, সে আমাদের গুপ্ত খবর আমাদের পেছনে অবস্থানকারী ইয়াহূদীদের কাছে পাচার করবে। জানই তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজন নিয়ে ওদিকে ব্যস্ত আছেন। কাজেই, তুমি গিয়ে ওটাকে খতম করে এসো।

হাস্সান বললেন : হে আবদুল মুত্তালিব তনয়া! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি তো জানেন, এটা আমার কাজ নয়।

সাফিয়্যা (রা) বলেন : তার এ উত্তর শুনে বুঝলাম, তাকে দিয়ে কিছু হবে না। অগত্যা আমি একটা খুঁটি তুলে দুর্গের বাইরে নেমে আসলাম এবং তা দিয়ে ইয়াহূদীটাকে এমন এক আঘাত করলাম, যাতে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। এরপর আমি দুর্গে ফিরে এসে হাস্সানকে বললাম, এবার আপনি গিয়ে ওর কাপড়-চোপড় যা আছে তা নিয়ে আসেন। সে পুরুষ বলে

আমি এটা করতে পারছি না। কিন্তু হাস্সান (রা) বললেন : হে আবদুল মুত্তালিব তনয়া, তার মালামাল আমার কোন দরকার নেই।

মু'আয়ম (রা) কর্তৃক মুশরিকদের প্রতারণা প্রসংগে

ইব্ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যেমন বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সঙ্গিগণ প্রচণ্ড ত্রাসের মাঝে অবস্থান করছিলেন। উপর-নীচ সবদিক থেকে শত্রুবাহিনী তাদের ঘিরে রেখেছিল। আর তারা তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে রেখেছিল।

এরপর নু'আয়ম ইব্ন মাসউদ ইব্ন আমির ইব্ন উনায়ফ ইব্ন সালাবা ইব্ন কুনফুয ইব্ন হিলাল ইব্ন খালাওয়া ইব্ন আশজা ইব্ন রায়ছ ইব্ন গাতফান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমার সম্প্রদায় সেটা জানে না। আপনি আমাকে যে কোন হুকুম করতে পারেন।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি আমাদের মধ্যে একা। তুমি যদি পারো তাদের মাঝে গিয়ে পরস্পরে বিভেদ সৃষ্টি করে দাও। কেননা, যুদ্ধ মাত্রই তো প্রতারণা।

নু'আয়ম ইব্ন মাসউদ বের হয়ে পড়লেন। তিনি প্রথমে বনূ কুরায়যার কাছে গেলেন। ইসলামের পূর্বে তিনি তাদের একজন বন্ধু ছিলেন। তিনি তাদের বললেন : হে বনূ কুরায়যা! তোমাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা তোমাদের তো জানা আছে।

তারা বলল : তুমি সত্য বলেছ। তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে কোন অভিযোগ নেই। তিনি বললেন : কুরায়শ ও গাতফানের অবস্থা তোমাদের মত নয়। এটা তোমাদের দেশ। এখানেই তোমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও অবলা নারীরা রয়েছে। তোমরা তাদের অন্যত্র সরাতে পারবে না। কুরায়শ ও গাতফানরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে। তোমরাও তাদের সহযোগিতা করছ। তাদের দেশ ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন এখানে নেই। কাজেই তাদের অবস্থা তোমাদের মত নয়। তারা সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার করবে। পক্ষান্তরে অবস্থা প্রতিকূল দাঁড়ালে তারা দেশে ফিরে যাবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশে মুহাম্মদের মুঠোর মধ্যে ছেড়ে যাবে। তাঁর সংগে বোঝাপড়া করার শক্তি একাকী তোমাদের নেই। সুতরাং আমার পরামর্শ, তাদের কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোককে তোমাদের কাছে বন্ধক না রাখা পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করো না। মুহাম্মদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে, তাদের সাথে তোমাদের চুক্তির নিশ্চয়তা স্বরূপ, সে লোকগুলোকে তোমরা তোমাদের মাঝে যিম্মী করে রাখবে। যুদ্ধ শেষে তাদের ছেড়ে দেবে। তারা বলল : অতি উত্তম পরামর্শ।

এরপর তিনি কুরায়শদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আবু সুফিয়ান ইব্ন হারব ও তার সাথের অন্যান্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে বললেন : আপনাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব ও মুহাম্মদের সাথে আমার সম্পর্কহীনতার কথা তো আপনাদের জানা আছে। আমার কানে একটা সংবাদ পৌঁছেছে, যা একজন শুভাকাংক্ষী হিসাবে আপনাদেরকে জানানো আমি কর্তব্য বলে মনে করছি। তবে আমার কথা আপনারা গোপন রাখবেন। তারা বলল : অবশ্যই। তিনি বললেন :

আপনারা হয়ত জানেন না মুহাম্মদের সাথে চুক্তিভংগ করে ইয়াহূদীরা এখন অনুতপ্ত। তারা এই মর্মে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছে যে, আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত। এখন তার প্রতিবিধানস্বরূপ আমরা কৌশলে কুরায়শ ও গাতফানদের বিশিষ্ট নেতাদের ধরে যদি আপনার হাতে সমর্পণ করি, তবে কি আপনি খুশি হবেন ? আপনি তাদের ইচ্ছামত হত্যা করবেন। এরপর আমরা আপনার সাথে মিলে যৌথ আক্রমণ করে তাদের অবশিষ্টদের মূলোৎপাটন করব।

মুহাম্মদ (সা) তাদের এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। কাজেই ইয়াহূদীরা আপনাদের কতিপয় নেতাকে যিম্মী স্বরূপ রাখার জন্য আপনাদের কাছে লোক পাঠাতে পারে। সাবধান, আপনারা একটি লোককেও তাদের হাতে ছেড়ে দেবেন না।

এরপর, তিনি গাতফান গোত্রের কাছে গেলেন। তাদের বললেন : হে গাতফান গোত্র। তোমরা আমার মূল, আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী এবং আমার সব চাইতে প্রিয় মানুষ। তোমরা আমাকে সন্দেহ কর এরূপ ধারণা আমার নেই। তারা বলল : সত্যিই বলেছ, তুমি আমাদের কাছে সন্দেহভাজন নও। তিনি বললেন : তাহলে আমার কথা গোপন রাখবে তো ? তারা বলল : নিশ্চয় রাখবো। কিন্তু বিষয়টি কি ? তিনি কুরায়শদের যা যা বলেছিলেন, তাদের কেউ তাই বললেন এবং তাদেরকেও কুরায়শদের মত সতর্ক করলেন।

মুশরিকদের প্রতি আল্লাহ্ যা নাযিল করেন

হিজরী পঞ্চম সালের শাওয়াল মাস। শনিবার রাত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে এদিন আল্লাহ্র সে মহিমা এভাবে প্রকাশ পায়। আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব ও গাতফান গোত্রের নেতৃবৃন্দ বনূ কুরায়যার কাছে ইকরামা ইব্ন আবূ জাহ্লকে কুরায়শ ও গাতফানের কতিপয় প্রতিনিধিসহ প্রেরণ করেন। তারা গিয়ে বনূ কুরায়যাকে বলল : আমরা তো এখানকার বাসিন্দা নই। আমাদের ঘোড়া-উট মরে যাচ্ছে। কাজেই, আর কালক্ষেপণ না করে চলো যাই মুহাম্মদের সাথে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করে ফেলি, চিরতরে খতম করে দেই।

ইয়াহূদীরা বলল : আজ শনিবার দিন। এদিনে আমরা কোন কিছু করি না। আমাদের কতক লোক এদিনের অশ্রদ্ধা করে যে শাস্তি ভোগ করেছে, তা তোমাদের অজানা নয়। তদুপরি আমরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার নই, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের কতিপয় লোক আমাদের কাছে যিম্মী রাখবে। মুহাম্মদের মূলোৎপাটন না করা পর্যন্ত তারা আমাদের কাছে যিম্মী হয়ে থাকবে। কারণ, আমাদের আশংকা হয়, যুদ্ধ প্রচণ্ডাকার ধারণ করলে এবং তাতে তোমরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে, তোমরা নিজ দেশে চলে যাবে; আর আমাদেরকে আমাদের দেশে মুহাম্মদের হাতে ছেড়ে যাবে। অথচ তাঁর সাথে লড়বার ক্ষমতা আমাদের নেই। প্রতিনিধিবর্গ বনূ কুরায়যার উত্তর নিয়ে কুরায়শ ও বনূ গাতফানের কাছে ফিরে গেল। সব শুনে তারা বলে উঠল : আল্লাহ্র কসম, নু'আয়ম ইব্ন মাসউদের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তারা বনূ কুরায়জার কাছে বলে পাঠাল : আল্লাহ্র কসম! আমরা আমাদের একটা লোকও

তোমাদের হাতে সমর্পণ করব না। এখন তোমাদের যদি ইচ্ছা থাকে তা হলে বের হয়ে আস এবং যুদ্ধ কর।

এই বার্তা পেয়ে বনূ কুরায়যাও বলল : নু'আয়ম ইব্‌ন মাসঊদ যা বলেছিল তা তো সত্যই দেখছি। যুদ্ধ করাই ওদের অভিপ্রায়। এরপর ফলাফল ভাল হলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে, আর যদি বিপরীত হয়, তবে তারা নিজ দেশে চলে যাবে আর আমাদেরকে অসহায় অবস্থায় শত্রুর মুখে ছেড়ে যাবে। সুতরাং আমাদের উচিত কুরায়শ ও গাতফানের কাছে লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা আমাদের হাতে যিম্মী না রাখলে আমরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমাদের সহযোগিতা করব না। সুতরাং তারা তাই করল।

কুরায়শ ও গাতফান গোত্র বনূ কুরায়যার দাবী প্রত্যাখ্যান করল। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সম্মিলিত বাহিনীর ঐক্য নস্যাৎ করে দিলেন। সেই সাথে নেমে এলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রচণ্ড শীতের রজনীতে আল্লাহ্ তা'আলা সুতীব্র শৈত্য প্রবাহ ছেড়ে দিলেন। তাদের রান্নার হাড়ি-পাতিল উড়ে গেল। তাঁবু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

মুশরিকদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর

তাদের মতানৈক্যের কথা যথাসময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছে গেল। তিনি জানতে পারলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে সম্মিলিত বাহিনীর ঐক্য চূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি বিশ্বস্ত সাহাবী হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামানকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন : দেখ এসো, এদের রাতে কি ঘটেছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাজীর সূত্রে ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াদ বর্ণনা করেন, কূফার জনৈক ব্যক্তি হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, হে আবূ আবদুল্লাহ্! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছেন ? তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ বৎস। সে বলল : তা আপনারা কিভাবে চলতেন ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের সে জীবন ছিল ভীষণ কষ্টের।

লোকটি বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাঁকে পেলে পায়ে ধূলো লাগতে দিতাম না; মাথায় করে রাখতাম।

হুযায়ফা (রা) বললেন : ভাতিজা, আল্লাহ্‌র কসম, আমার চোখে এখনও ভাসছে সেই রাত্রের কথা–রাসূলুল্লাহ্ (সা) দীর্ঘক্ষণ ধরে সালাত আদায় করলেন। এরপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন : কে আছ শত্রু শিবিরে গিয়ে তাদের গতিবিধি দেখবে এবং ফিরে এসে আমাদেরকে তা অবগত করবে ? তিনি এই ফিরে আসার সাথে শর্ত লাগিয়ে বললেন : আমি আল্লাহ্ কাছে প্রার্থনা করব, এটা যে করবে সে যেন জান্নাতে আমার সঙ্গী হয়।

তখন প্রচণ্ড ভয়-ত্রাসে সকলে কম্পমান। সেই সাথে দুর্দান্ত ক্ষুধা, অসহনীয় শৈত্য প্রবাহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ কথায় সাহস করে কেউ দাঁড়াল না। এরপর তিনি আমাকেই ডাকলেন। অগত্যা আমাকে উঠতেই হলো। তিনি বললেন : হে হুযায়ফা। তুমি গিয়ে তাদের শিবিরে

প্রবেশ কর এবং লক্ষ্য করে দেখ, তারা কি করছে। সাবধান, আমার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আর কোন কিছু করবে না।

হুযায়ফা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশমত আমি কাফিরদের শিবিরে চলে গেলাম। তখন ঝড়ো-হাওয়া ও আল্লাহ্র সৈন্যগণ তাদের অবস্থা কাহিল করে তুলছিল। তাদের হাড়ি-পাতিল, আগুন, তাঁবু কিছুই আর স্থির থাকল না। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

এক পর্যায়ে আবূ সুফিয়ান দাঁড়িয়ে গেল। সে কুরায়শদের সম্বোধন করে বলল : তোমরা সতর্ক হও, প্রত্যেকে তার পাশের লোককে চিনে নেও। হুযায়ফা (রা) বলেন : আমি আমার পাশের লোকের হাত ধরে বললাম, ভাই তুমি কে? সে বলল : আমি অমুকের পুত্র অমুক।

আবূ সুফিয়ান কর্তৃক প্রস্থানের নির্দেশ

তারপর আবূ সুফিয়ান বলল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহ্র কসম, তোমরা কোন স্থায়ী নিবাসে আসনি। আমাদের উট-ঘোড়া সব মারা পড়েছে। বনূ কুরায়যা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের পক্ষ হতে আমরা অপ্রীতিকর সংবাদ পাচ্ছি। এদিকে ঝড়-ঝাপটায় আমাদের যা দশা তা তো দেখছই। আগুন জ্বালান যাচ্ছে না, হাড়ি-পাতিল সব উড়ে যাচ্ছে। তাঁবু ধরে রাখা যাচ্ছে না। সুতরাং চলো ফিরে যাই। আমি রওনা হলাম।

এই বলে আবূ সুফিয়ান তার উটের কাছে গেল। উটটি বাঁধা ছিল। সে তার উপর বসে পড়ল। তারপর তাকে আঘাত করতেই সেটি তাকে নিয়ে তিনবার লাফিয়ে উঠল। কিন্তু আল্লাহ্র কসম। এতদ্‌সত্ত্বেও তার রশি ছিড়লো না, সেটি সেখানেই থেকে গেল।

যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার থেকে এ মর্মে অংগীকার না নিতেন, তা হলে আমি একটা মাত্র তীরেই আবূ সুফিয়ানের দফা রফা করে দিতাম। হুযায়ফা (রা) বলেন : এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি তখন তাঁর কোন স্ত্রীর ইয়ামনী চাদর গায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। সেটা ছিল 'মারজিল' নামক চাদর।

ইব্ন হিশাম বলেন : মারজিল হচ্ছে ইয়ামানের তৈরি এক প্রকার কারুকার্য খচিত চাদর। হুযায়ফা (রা) বলেন : আমাকে দেখে তিনি তার পায়ের দিকে বসতে বললেন এবং চাদরটির এক প্রান্ত আমার উপর ছুঁড়ে দিলেন। আমি তা জড়িয়ে বসে থাকলাম। তিনি রুকূ সিজদা দিয়ে সালাম ফেরালেন। এরপর আমি তাঁকে কুরায়শদের খবর জানালাম।

কুরায়শদের এ সংবাদ শুনে গাতফান গোত্রও তাদের দেশে ফিরে গেল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : সকালবেলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও মুসলিমদের নিয়ে খন্দক প্রান্তর ত্যাগ করলেন এবং মদীনায় এসে অস্ত্র তুলে রাখলেন।

বনূ কুরায়যা অভিযান
[হিজরী ৫ম সন]

বনূ কুরায়যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ নিয়ে জিবরাঈল (আ)-এর আগমন

ইব্ন হিশাম বলেন : ইমাম যুহরী (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী যুহরের সময় জিবরাঈল (আ) এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মাথায় ছিল রেশমী পাগড়ী। তিনি জিন-আটা খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন, যার উপর রেশমী কাপড় ছিল।

তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আপনি কি হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ। জিবরাঈল (আ) বললেন : কিন্তু ফেরেশতাগণ এখনও অস্ত্র রাখেনি। আমি এই মাত্র শত্রুদের ধাওয়া করে এলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বনূ কুরায়যার উপর হামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তাঁদের কাঁপিয়ে দিতে যাচ্ছি।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে ঘোষক ঘোষণা করলেন : তোমরা যারা শুনছো এবং অনুগত, তারা বনূ কুরায়যার বসতিতে গিয়েই আসরের সালাত আদায় করবে, তার আগে নয়।

এ সময় তিনি ইব্ন উম্মু মাকতূমকে মদীনায় প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ইব্ন হিশাম এরূপ বর্ণনা করেছেন।

আলী (রা) বনূ কুরায়যার কটূক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে তাঁর পতাকা নিয়ে আগেই পাঠিয়ে দিলেন। বাকি সকলেও দ্রুত রওনা হলেন, আলী (রা) সবার আগে পৌঁছে গেলেন। তিনি দুর্গগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে শুনতে পেলেন, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে অশ্রাব্য গলাবাজি করছে। তিনি দ্রুত ফিরে আসলেন এবং পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি ইতর প্রকৃতির লোকগুলোর নিকটবর্তী হবেন না। তিনি বললেন : কেন ? সম্ভবতঃ তুমি আমার প্রতি তাদের কোন কটূক্তি শুনছে। তিনি বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমাকে দেখলে তারা ওসব আর মুখে আনবে না। তিনি তাদের দুর্গগুলোর নিকটবর্তী হয়ে বললেন : হে বানরের জ্ঞাতিগোষ্ঠী ! আল্লাহ্ তা'আলা কি তোমাদের লাঞ্ছিত করেন নি? তিনি কি তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল করেন নি? তারা বলল : হে আবুল কাসিম ! তা তো আপনার অজানা নয়।

দাহ্ইয়া কালবীর আকৃতিতে জিবরাঈল (আ)-এর আগমন

বনূ কুরায়যায় পৌঁছার আগে সাওরায়ন নামক স্থানে একদল সাহাবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কি তোমাদের পাশ দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! একটি খচ্চরে সওয়ার হয়ে দাহ্ইয়া ইব্ন খালীফা কালবীকে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখেছি। খচ্চরটির উপর জিন-আটা ছিল এবং তার উপর রেশমী চাদর ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সেই-ই তো জিবরাঈল। বনূ কুরায়যাকে ভীত-সন্ত্রস্ত ও তাদের দুর্গগুলো কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে পাঠান হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার লোকালয়ে পৌঁছে তাদের 'আনা' নামক একটি কুয়ার পাশে শিবির স্থাপন করলেন। ইব্ন হিশাম বলেন : কুয়াটার নাম আন্না।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর সাহাবিগণও এসে তাঁর সাথে মিলিত হলেন, তন্মধ্যে কতিপয় লোক এমনও ছিলেন, যারা এখানে পৌঁছান ইশার পরে, কিন্তু আসরের সালাত বনূ কুরায়যায় এসে আদায় করার নির্দেশ থাকায় তাঁরা রাস্তায় তা আদায় করেননি। সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে গিয়ে তাদের দেরি হয়ে যায়। আবার নির্দেশের অন্যথা হয়ে যাবে এ আশংকায় তাঁরা রাস্তায় আসরের সালাত আদায় করেননি। শেষ পর্যন্ত ইশার সালাত আদায়ের পর তারা তা আদায় করে নেন। কিন্তু এজন্য না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে, আর না রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে কোন তিরস্কার করেন।

এ ঘটনা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আমার পিতা ইসহাক ইব্ন ইয়াসার। তিনি শুনেছেন মা'বাদ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক আনসারীর কাছে।

বনূ কুরায়যার অবরোধ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) দীর্ঘ পঁচিশ দিন যাবত তাদের অবরোধ করে রাখেন। ফলে, তারা চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে দেন।

উল্লেখ্য যে, হুয়াঈ ইব্ন আখতাব কা'ব ইব্ন আসাদকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিল। কুরায়শ ও গাতফানরা চলে যাওয়ার পর সে বনূ কুরায়যার সাথে তাদের দুর্গে গিয়ে ঠাঁই নেয়।

নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি কা'ব ইব্ন আসাদের উপদেশ

বনূ কুরায়যা যখন বুঝে ফেলল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বিপর্যস্ত না করে ফিরবেন না; তখন কা'ব ইব্ন আসাদ তাদের লক্ষ্য করে বললেন : হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছ, তা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আমি তোমাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব রাখছি, যেটি খুশি গ্রহণ করতে পার।

তারা জিজ্ঞাসা করল : কি সে প্রস্তাব। কা'ব বললেন : এসো, আমরা এই ব্যক্তির আনুগত্য করি এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে নেই। আল্লাহ্র কসম! তোমাদের কাছে এটা পরিষ্কার যে, তিনি একজন প্রেরিত নবী। তাওরাতে তোমরা যে নবীর উল্লেখ পাও, ইনিই তিনি। এ পথ অবলম্বন করলে—তোমাদের জান-মাল ও স্ত্রী-পুত্র সব নিরাপদ হয়ে যাবে।

তারা বলল : আমরা কস্মিনকালেও তাওরাতের বিধি-বিধান ত্যাগ করব না এবং তার বদলে অন্য কিছু গ্রহণ করব না।

কা'ব বললেন : যদি তোমরা এটা মানতে অস্বীকার কর, তবে এসো, আমরা নিজ হাতে আমাদের শিশু ও নারীদের হত্যা করি, এরপর অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ি। আমরা তাদের হত্যা করব এই জন্য, যাতে যুদ্ধকালে আমাদের কোন পিছুটান না থাকে। এভাবে আমরা লড়াই করতে থাকব—যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের ও মুহাম্মদের মাঝে ফয়সালা করে দেন। আমরা যদি ধ্বংস হই, তবে এমনভাবে ধ্বংস হব, যাতে আমাদের কোন বংশধর বাকি থাকবে না, যার উপর আমাদের কোনরূপ আশংকা থাকবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে নারী ও শিশুর কোন অভাব হবে না।

তারা বলল : আমরা ঐ নিরীহদের হত্যা করব ? ওদের হত্যা করে আর বেঁচে থাকার কি সার্থকতা ?

কা'ব বললেন : এটাও গ্রহণ না করলে শেষ বিকল্প শোন, আজ শনিবারের রাত। আজ মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা আমাদের পক্ষ হতে নিজেদের নিরাপদ মনে করবে। চলো, অতর্কিত আক্রমণ করে তাঁদের খতম করে দেই।

তারা বলল : আমরা পবিত্র শনিবারের অমর্যাদা করব আর এর পবিত্রতা নষ্ট করব ? অথচ তোমরা জান, এর অমর্যাদা করে আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি ভীষণ শাস্তি ভোগ করেছিল। তাদের চেহারা বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল। এ কাজ করলে আমাদেরও সেই দশা হবে। তখন কা'ব উষ্মা প্রকাশ করে বললেন : তোমাদের মধ্যে একটি লোকও এমন নাই, যে মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অন্তত একটি রাতও কোন বিষয়ে মনস্থির করে ঘুমিয়েছে।

আবূ লুবাবার তাওবা প্রসংগে

এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অনুরোধ জানিয়ে পাঠাল যে, বনূ আমর ইব্ন আওফ গোত্রের আবূ লুবাবা ইব্ন আবদুল মুনযিরকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। তার সাথে আমরা পরামর্শ করব। উল্লেখ্য বনূ আমর গোত্র ছিল আওস গোত্রের মিত্র।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ লুবাবাকে তাদের কাছে পাঠালেন। তাকে দেখামাত্র পুরুষগণ তাকে অভিবাদন জানাতে ছুটে আসল, আর নারী ও শিশুরা তার সামনে গিয়ে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ জানাল। তাদের সে বুকফাটা কান্না দেখে তাঁর অন্তর গলে গেল। তারা বলল : হে আবূ লুবাবা। আপনি কি বলেন, আমরা কি মুহাম্মদের নির্দেশমত দুর্গ হতে নেমে আসব ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, সে সাথে গলদেশের দিকেও ইঙ্গিত করলেন, অর্থাৎ পরিণাম যবাই।

আবূ লুবাবা বলেন : আল্লাহ্র কসম! সেস্থান হতে আমি এক কদমও নড়িনি, এর মধ্যেই আমার উপলব্ধি হল—আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

আবূ লুবাবা সেই অবস্থাতেই সোজা মসজিদে নববীতে চলে গেলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে দেখা করলেন না। তিনি মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেকে শক্ত করে বাঁধলেন।

বললেন : যাবত না আল্লাহ্ আমার এ অপরাধ ক্ষমা করেন, আমি এস্থান ত্যাগ করব না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন : আমি জীবনে বনূ কুরায়যার মাটি আর মাড়াবো না, আর যে মাটিতে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, সেখানে কখনও নিজের মুখ দেখাবো না।

ইব্ন হিশাম বলেন : সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) ইসমাঈল ইব্ন খালিদের সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ কাতাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ লুবাবা সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ –

অর্থ : হে মু'মিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সংগে বিশ্বাস ভংগ করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও না (৮ : ২৭)।

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) দীর্ঘক্ষণ আবূ লুবাবার প্রতীক্ষায় থাকার পর যখন এ খবর তাঁর কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন : সে যদি আমার কাছে আসত তা হলে অবশ্যই আমিই তার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতাম। তা না করে সে যখন নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা যাবত না তাঁর তওবা কবূল করবেন, আমি তার বাঁধন খুলতে যাব না।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুসায়ত আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, শেষ রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মু সালমা (রা)-এর গৃহে থাকা অবস্থায় আবূ লুবাবার তাওবা কবূল হওয়ার আয়াত নাযিল হয়। উম্মু সালমা (রা) বলেন, আমি শেষ রাতে দেখি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি হাসছেন কেন ? আল্লাহ্ আপনার মুখে সব সময় হাসি রাখুন। তিনি বললেন : আবূ লুবাবার তাওবা কবূল হয়েছে।

তখন উম্মু সালমা (রা) বললেন : আমি কি আবূ লুবাবাকে এ সুসংবাদ দেব না ? ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি বললেন : হ্যাঁ, তুমি ইচ্ছা করলে দিতে পার। রাবী বলেন : তখন উম্মু সালমা (রা) তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, হে আবূ লুবাবা! সুসংবাদ নাও—আল্লাহ্ তোমার তাওবা কবূল করেছেন। এ সময় পর্দার বিধান নাযিল হয়নি। তার এ ঘোষণা শোনামাত্র দলে দলে লোক তাঁর বাঁধন খুলে দিতে ছুটল। তিনি বললেন : না আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ হাতে আমাকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ব না। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ফজরের সালাত আদায়ের জন্য বের হলেন, তখন তিনি নিজ হাতে তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার কাছে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, আবূ লুবাবা মোট ছয় দিন খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। সালাতের ওয়াক্ত হলে তাঁর স্ত্রী এসে তাঁকে খুলে দিতেন। এরপর সালাত শেষে তিনি নিজে আবার নিজকে বেঁধে রাখতেন।

তাঁর তাওবা কবূল হওয়া সম্পর্কে যে আয়াত নাযিল হয়, তা নিম্নরূপ :

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ : এবং অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা এ সৎকর্মের সাথে অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করে ফেলেছে। আল্লাহ্ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ : ১০২)।

বনূ হাদলের কতিপয় লোকের ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর বনূ কুরায়যা যে রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশমত দুর্গ হতে নেমে এসে আত্মসমর্পণ করে, সে রাতে সালাবা ইব্ন সায়া, উসায়দ ইব্ন সায়া ও আসাদ ইব্ন উবায়দা ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা বনূ কুরায়যা বা বনূ নাযীর গোত্রের লোক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন বনূ হাদল গোত্রের লোক। উক্ত গোত্রদ্বয়ের আরও উপর থেকে তাদের বংশধারা নেমে এসেছে। উভয়ের উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ এক।

আমর ইব্ন সু'দা কুরাযীর ঘটনা

বনূ কুরায়যার আমর ইব্ন সু'দা সে রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রহরীদের সামনে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল। প্রহরীদের নেতা ছিলেন মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা)। তিনি আমরকে যেতে দেখে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। সে নিজ পরিচয় দিল। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বিশ্বাসঘাতকতায় সে বনূ কুরায়য়ার সমর্থন করেনি, বরং প্রতিবাদ করে বলেছিল : আমি কস্মিনকালেও মুহাম্মদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) তাকে চিনতে পেরে বলে উঠেন, হে আল্লাহ্ ! মহৎ লোকদের ত্রুটি মার্জনার সুযোগ হতে আমাকে বঞ্চিত কর না। এই বলে তিনি তাকে ছেড়ে দেন। এরপর সে ঐ রাতে মদীনায় মসজিদে নববীর দরজা পর্যন্ত যায়। তারপর উধাও হয়ে যায়। আজও কেউ বলতে পারে না সে কোথায় গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তার কথা বলা হলে তিনি মন্তব্য করেন : সে বিশ্বাস রক্ষা করেছিল বলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিষ্কৃতি দেন। অপর এক বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর বনূ কুরায়যার যাদেরকে বাঁধা হয়েছিল তাদের মধ্যে সেও একজন ছিল। পরে দড়িটা পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু সে কোথায় উধাও হয় তা কেউ জানে না। একথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানে গেলে তিনি উক্ত মন্তব্য করেন। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন প্রকৃত অবস্থা কি।

বনূ কুরায়যার ব্যাপারে সা'দ (রা)-এর ফয়সালা

রাবী বলেন, তারা সকলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করলো। আওস গোত্র দ্রুত ছুটে এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এরা আমাদের মিত্র খাযরাযের নয়। তাদের

মিত্রদের সাথে অতীতে আপনি যে আচরণ করেছেন, তা সুবিদিত। উল্লেখ্য বনূ কায়নুকা গোত্র ছিল খাযরাজ গোত্রের মিত্র। এর আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে অবরোধ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা আত্মসমর্পণ করে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সুপারিশ করায়, তিনি তাদের মাফ করেছেন।

আওস গোত্রের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমাদের গোত্রের একজনই যদি তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়, তবে তোমরা খুশী হবে তো ? তারা বললেন : হ্যাঁ, তিনি বললেন, সে তোমাদের সা'দ ইব্ন মু'আয। তাঁর উপরই ফয়সালার ভার অর্পণ করা হলো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-কে যিনি খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, আসলাম গোত্রের এক মহিয়সী নারী রুফায়দার তাঁবুতে রেখেছিলেন। মসজিদে নববীর কাছে তার তাঁবু খাটান ছিল। সেখানে তিনি আহতদের সেবা করতেন। আর্ত মুসলিমদের যত্ন করাকে তিনি সওয়াবের অসিলা বলে মনে করতেন। খন্দকের যুদ্ধে সা'দ (রা) তীরবিদ্ধ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর লোকদেরকে বলেছিলেন : সা'দকে রুফায়দার তাঁবুতে রাখ। তাহলে আমার কাছে হবে। আমি সহজে তাঁর খোঁজ-খবর নিতে পারব।

রাসূলুল্লাহ্ যখন সা'দ (রা)-এর উপর বনূ কুরায়যার ফয়সালার ভার ন্যস্ত করলেন, তখন তাঁর গোত্রের লোক এসে তাঁকে গাধার পিঠে সওয়ার করিয়ে নিয়ে গেল। তারা গাধাটির পিঠে নরম চামড়ার গদি এঁটে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন মোটা তাজা সুদর্শন পুরুষ। তারা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হলো। তারা তাঁকে বলছিল ঃ হে আবূ আমর! আপন মিত্রদের প্রতি সদয় হও।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) এজন্যই তোমার উপর ফয়সালার দায়িত্ব দিয়েছেন, যাতে তুমি তাদের প্রতি সদয় আচরণ কর। তারা যখন তার সংগে বেশী পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল, তখন তিনি বললেন : আমি সা'দ তো এখন এমন এক অবস্থায় আছি, যখন আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা আমার গায়ে লাগে না। একথা শুনে তার গোত্রের যারা তাঁর সংগে ছিল, তাদের অনেকে বনূ আবদুল আশহাল গোত্রের কাছে চলে গেল। সা'দের উক্তি দ্বারা তারা বুঝে ফেলল বনূ কুরায়জার মৃত্যু অবধারিত। সা'দ পৌছার আগেই তারা তাদের কাছে সে কথা প্রাচার করে দিল।

সা'দ (রা) যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলিমদের কাছে পৌছলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : قوموا الى سيدكم উঠে তোমাদের নেতাকে স্বাগত জানাও। কুরায়শ মুহাজিরগণ বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ নির্দেশ আনসারদের প্রতি। আনসারগণ বললেন : বরং তিনি সকলকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং তারা সকলে উঠে তাকে স্বাগত জানালেন। তাঁরা বললেন : হে আবূ আমর! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার মিত্রদের ব্যাপারে ফয়সালা দেওয়ার ভার তোমার উপর ন্যস্ত করেছেন।

সা'দ বললেন : তোমরা কি আল্লাহ্র নামে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ যে, আমার ফয়সালাই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। তারা বলল : হ্যাঁ এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে দিকে উপবিষ্ট ছিলেন, সেদিকে

ইশারা করে বললেন (সমীহের কারণে তিনি তাঁর দিকে তাকাতে পারছিলেন না) : তিনিও কি এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) জবাব দিলেন : হ্যাঁ আমাদেরও এই প্রতিশ্রুতি। তখন সা'দ (রা) তাঁর রায় ঘোষণা করলেন : সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে, ধন-সম্পদ গনীতমরূপে বণ্টন করা হবে এবং নারী ও শিশুদের গোলাম-বাঁদীতে পরিণত করা হবে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (র) আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মু'আয (র)-এর সূত্রে আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস লায়সী (র) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ (রা)-এর ফয়সালা শুনে বললেন : তোমার ফয়সালা সপ্তাকাশের উপরে ঘোষিত আল্লাহ্র ফয়সালা অনুযায়ী হয়েছে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে নির্ভরযোগ্য জনৈক আলিম বর্ণনা করেছেন যে, বনূ কুরায়যাকে অবরোধ করে রাখা অবস্থায় আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) চিৎকার করে বললেন, হে ঈমানদার সেনাদল! আমরা হামযার মত শাহাদতের পেয়ালা পান করব, অথবা ওদের দুর্গ জয় করব। এই বলে তিনি ও যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম সামনে অগ্রসর হলেন। তখন ইয়াহূদীরা বলল : হে মুহাম্মদ! আমরা সা'দ ইব্‌ন মু'আয়ের ফয়সালা অনুযায়ী আত্মসমর্পণ করছি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারা আত্মসমর্পণ করে দুর্গ হতে নেমে আসল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে মদীনাতে নাজ্জার গোত্রের হারিসের কন্যার[১] বাড়িতে বন্দী করে রাখলেন। এরপর তিনি মদীনার বাজারে গেলেন। বর্তমানেও সেটাই মদীনার বাজার। সেখানে তিনি কয়েকটি গর্ত করলেন। তারপর এক এক দল করে তাদেরকে সেখানে নিয়ে হত্যা করা হলো। আল্লাহ্র দুশমন হুয়াঈ ইব্‌ন আখতাব, কা'ব ইব্‌ন আসাদ প্রমুখ নেতৃবর্গও তাদের মধ্যে ছিল। তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ছয়শ' বা সাতশ'। যারা তাদের সংখ্যা আরও বেশী মনে করেন, তাদের মতে তারা ছিল আটশ' থেকে নয়শ'-এর মাঝামাঝি।

তাদেরকে যখন দলে দলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তারা দলপতি কা'ব ইব্‌ন আসাদকে জিজ্ঞেস করে, হে কা'ব! আমাদের কি করা হবে বলে আপনি মনে করেন ? সে বলল : তোমরা কি সব জায়গাতেই বোকা হয়েই থাকবে ? তোমরা কি দেখছ না, নকীব অবিরাম ডেকেই যাচ্ছে ? যাকে নেওয়া হচ্ছে, সে আর ফিরছে না ? আল্লাহ্র কসম! সকলকে হত্যা করা হবে। এভাবে তাদেরকে সমূলে খতম করে দেওয়া হলো।

হুয়াঈ ইব্‌ন আখতাবের কতল

আল্লাহ্র দুশমন হুয়াঈ ইব্‌ন আখতাবকেও আনা হলো। তার পরিধানে ছিল ফুক্কাহী বস্ত্র। ইব্‌ন হিশাম বলেন : ফুক্কাহী হচ্ছে এক প্রকার চাদর। সে তার পোশাকটি সব জায়গা থেকে কয়েক আংগুল করে ফুটো করে রেখেছিল, যাতে তার থেকে সেটা খুলে নেওয়া না হয়। তার হাত ছিল ঘাড়ের সাথে বাঁধা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখামাত্র সে বলে উঠলো: আল্লাহ্র কসম!

---

১. তাঁর নাম ছিল-কায়সা। তিনি আগে মুসায়লামা কায্‌যাবের স্ত্রী ছিলেন। পরে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির (রা)-এর সংগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

তোমার দুশমনীর কারণে আমি মোটেই অনুতপ্ত নই। তবে আল্লাহ্কে যে ত্যাগ করে তার ধ্বংস অনিবার্য। এরপর সে উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বললো, হে জনমণ্ডলী! অসুবিধার কিছু নেই এটা আল্লাহ্র ফয়সালা। বনূ ইসরাঈলের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এ পরিণতি ও হত্যাকাণ্ড নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। এই বলে সে বসে পড়লো এবং তার শিরশ্ছেদ করা হলো।

জাবাল ইব্ন জাওয়াল ছা'লাবী বলেন :

لعمرك ما لام ابن اخطب نفسه * ولكنه من يخذل الله يخذل

لجاهد حتى ابلغ النفس عذرها * وقلقل يبغى العزكل مقلقل

তোমার জীবনের কসম! আখতাব পুত্র নিজেকে দোষারোপ করেনি। বস্তুত যে আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে সেও পরিত্যাক্ত হয়। সে সংগ্রাম করেছে এবং নিজের দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, সে সম্মান ও মর্যাদা হাসিলের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা)-এর সূত্রে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওদের নারীদের মধ্যে মাত্র একজনকেই হত্যা করা হয়েছিল। আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম! সে স্ত্রীলোকটি আমার কাছে বসে কথাবার্তা বলছিল এবং হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। অথচ তখন তার আপন জনদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার বাজারে হত্যা করছিলেন। সহসা ঘোষক তার নাম ধরে ডাক দিল। সে বলল : আমাকে হত্যা করা হবে। বললাম : কেন? সে বলল : একটা কাণ্ড করেছি বলে। এরপর নেওয়া হলো এবং হত্যা করা হলো। আয়েশা (রা) বলতেন : আল্লাহ্র কসম! সে বিস্ময়ের কথা আমি কখনও ভুলব না। কি খোশ মিজায, ও হাসি ফুর্তিতে ভরপুর। অথচ সে জানতো তাকে হত্যা করা হবে।

ইব্ন হিশাম বলেন : এই সে স্ত্রীলোক, যে যাঁতা নিক্ষেপ করে খাল্লাদ ইব্ন সুওয়ায়দকে হত্যা করেছিল।

যুবায়র ইব্ন বাতা কুরাযীর ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইব্ন শিহাব যুহরী, আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একদা সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস (রা) যুবায়র ইব্ন বাতা কুরাযীর কাছে আসেন। তার কুনিয়াত ছিল আবূ আবদুর রহমান। সে জাহিলী যুগে একবার সাবিত ইব্ন কায়সের প্রতি অনুগ্রহ করেছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন : যুবায়রের এক বংশধর আমার কাছে বলেছে যে, সে অনুগ্রহ ছিল ঐতিহাসিক বু'আছ যুদ্ধকালে। যুবায়র তাকে পাঁকড়াও করে তার মাথার অগ্রভাগের চুল কামিয়ে দেয় এবং তাকে হত্যা না করে ছেড়ে দেয়।

বনূ কুরায়যার এই হত্যাকাণ্ডের সময় সাবিত (রা) এসে যুবায়রের সংগে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে আবূ আবদুর রহমান। তুমি কি আমাকে চেন? যুবায়র বললেন : তোমার মত ব্যক্তিকে আমার মত লোক কি ভুলতে

পারে ? সাবিত (রা) বললেন : আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছিলে আমি তার প্রতিদান দিতে চাচ্ছি। যুবায়র বললেন : মহৎ লোকেরা কাজের বদলা দিয়ে থাকেন।

এরপর সাবিত ইব্‌ন কায়স (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার উপর যুবায়রের একটা অনুগ্রহ আছে। আমি তার বিনিময় দিতে চাই। সুতরাং আপনি তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাকে তোমার হাতে সোপর্দ করলাম। এরপর তিনি যুবায়রের কাছে ছুটে এসে বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে তোমাকে চেয়ে নিয়েছি। অতএব তুমি এখন মুক্ত।

যুবায়র বললেন : আমি বয়ঃবৃদ্ধ মানুষ, পরিবার-পরিজন নেই, আমার বেঁচে থেকে লাভ ? তখন সাবিত (রা) আবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চলে গেলেন। বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। যুবায়রের স্ত্রী-পুত্রকেও আপনি আমার হাতে সমর্পণ করুন। তিনি বললেন : তাদেরকেও তোমার দায়িত্বে দিলাম। এ খবর নিয়ে সাবিত (রা) যুবায়রের কাছে গেলেন। বললেন : হে যুবায়র! তোমার স্ত্রী-পুত্রকেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। এখন তারা তোমার।

যুবায়র বললেন : হিজায ভূমিতে একটা পরিবার বাস করবে, আর তাদের কোন সম্পত্তি থাকবে না, তা হলে তারা বাঁচবে কি করে ? সাবিত (রা) আবারও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ছুটে গিয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তার সহায়-সম্পত্তি ? তিনি বললেন : তাও তোমার।

সাবিত (রা) যুবায়রের কাছে গিয়ে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার সহায়-সম্পত্তিও আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। এখন তাও তোমার।

যুবায়র বললেন : হে সাবিত! সেই যে চীনা আয়নার মত যার চেহারা, গোত্রের কুমারীরা যাতে নিজেদের চেহারা দেখার জন্য ভীড় করতো—সেই কা'ব আসাদের কি অবস্থা ? সাবিত (রা) বললেন : তাকে হত্যা করা হয়েছে।

এরপর যুবায়র জিজ্ঞাসা করলেন : আচ্ছা, সর্বজনবিদিত নেতা হুয়াঈ ইব্‌ন আখতাবের খবর কি ? সাবিত (রা) জবাব দিলেন : তাকেও হত্যা করা হয়েছে। এরপর যুবায়র বললেন : আয্‌যাল ইব্‌ন সামাইলের ভাগ্যে কি ঘটেছে ? সে থাকতো আমাদের অগ্রবাহিনীর অধিনায়ক, যখন আমরা আক্রমণ করতাম, আর যখন আমরা পালাতাম, তখন সে পশ্চাতে থেকে আমাদের পাহারা দিত।

সাবিত (রা) বললেন : তাকেও হত্যা করা হয়েছে। তখন যুবায়র বললেন : বল তো দুই জোটের কি অবস্থা ? অর্থাৎ বনূ কা'ব ইব্‌ন কুরায়যা ও বনূ আমর ইব্‌ন কুরায়যা।

সাবিত (রা) বললেন : তারাও সকলে নিহত হয়েছে।

যুবায়র বললেন : তা হলে হে সাবিত! তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহের বদলে আমি তোমার কাছে একটাই কৃপা ভিক্ষা করি। তুমি আমাকেও তাদের কাছে পাঠিয়ে দাও। কসম আল্লাহ্‌র! তাদের পরে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। সে আরো বললেন :

فما انا بصابر لله فتلة دلو ناضح حتى القى الاحبة

অর্থাৎ কসম আল্লাহ্র! আমার প্রিয়জনদের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বিচ্ছেদ এতটুকু সময়ও সইতে পারব না, যে সময় একটি বালতির পানি পাত্রে ঢালতে ব্যয় হয়। যুবায়রের একথা শুনে সাবিত (রা) তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং তার গর্দান উড়িয়ে দিলেন।

প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হওয়ার তার এ আকুলতার কথা শুনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! সে জাহান্নামের আগুনে তাদের সাথে স্থায়ীভাবে মিলিত হবে।

ইব্ন হিশাম বলেন : যুবায়রের উক্তি فتلة دلو ناضح -এর স্থলে قبله دلو ناضح ও বর্ণিত আছে যুহায়র ইব্ন আবূ সুলমা তার একটি কবিতায় قبله শব্দটিকে এভাবে ব্যবহার করেছেন :

وقابل يتغنى كلما قدرت * على العراقى يداه قائما دفقا

ইব্ন হিশাম বলেন, অন্য বর্ণনায় আছে وقابل يتلقى অর্থাৎ কূয়া হতে পানি বণ্টনকারীর বালতি হতে যে ব্যক্তি পানি গ্রহণ করে।

আতিয়া কুরাযী ও রিফা'আ ইব্ন সামাইলের ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সকল প্রাপ্ত বয়স্ককে হত্যা করার নির্দেশ দেন। আমার নিকট শুবা ইব্ন হাজ্জাজ (র) আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র (রা) সূত্রে আতিয়া কুরাযী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার সকল প্রাপ্ত বয়স্ককেই হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি ছিলাম অপরিণত বয়সের। তাই আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ 'আদী ইব্ন নাজ্জার গোত্রের আইউব ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ সা'সাআ আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, মুনযিরের মাতা ও সালীত ইব্ন কায়সের বোন সালমা বিন্ত কায়স ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন খালা। তিনি উভয় কিবলার দিকেই ফিরে সালাত আদায় করেছেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নারীদের বায়আতে শরীক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে রিফা'আ ইব্ন সামাইল কুরাযীকে চেয়ে নিয়েছিলেন। রিফা'আ ছিল প্রাপ্ত বয়স্ক। সে সালমার আশ্রয় নিয়েছিল এবং সে সালমার পরিবারবর্গের নিকট পরিচিত ছিল। সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক। আপনি মেহেরবানী করে রিফা'আকে আমাকে দিয়ে দেন। সে বলছে : শীঘ্রই সে সালাত আদায় করবে এবং উটের গোশত খাবে। রাবী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সালমার হাতে অর্পণ করলেন। এভাবে সালমা (রা) তার প্রাণ রক্ষা করলেন।

বনূ কুরায়যার গনীমতের মাল বণ্টন প্রসংগে

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসালমানদের মাঝে বনূ কুরায়যার ধন-সম্পদ এবং নারী ও শিশুদের বণ্টন করে দেন। তিনি অশ্বারোহী ও পদাতিকের অংশ সেদিনই স্থির

করেন। সর্বমোট গনীমত হতে তিনি এক-পঞ্চমাংশ। (খুমুস) বের করে নেন। অশ্বারোহীকে দিয়েছিলেন তিন ভাগ-এক ভাগ আরোহীর ও দুইভাগ অশ্বের। আর পদাতিককে অর্থাৎ যার ঘোড়া ছিল না, তাকে দেওয়া হয় এক ভাগ। বনূ কুরায়যা অভিযানে মোট ঘোড়ার সংখ্যা ছিল ৩৬টি। এটাই সর্বপ্রথম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বন্টন করা হয় এবং তা থেকে খুমুস পৃথক করা হয়। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গনীমতের মাল বন্টনের এ নিয়মই অনুসরণ করেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার কিছু সংখ্যক বন্দী নিয়ে আবদুল আশহাল গোত্রের লোক সা'দ ইব্ন যায়দ আনসারী (রা)-কে নাজদে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে তাদের বিক্রি করে ঘোড়া ও সমরাস্ত্র কিনে আনেন।

রায়হানার ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নারীদের মধ্য হতে রায়হানা বিন্ত আমর ইব্ন খুনাফাকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। রায়হানা ছিলেন আমর ইব্ন কুরায়যা গোত্রের মহিলা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর সংগে ছিলেন। তিনি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে পর্দানশীন হতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি জবাবে বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! বরং আপনি আমাকে আপনার মালিকানাধীন করেই রাখুন। এটা আপনার আমার উভয়ের জন্য সহজতর। সুতরাং তিনি তাঁকে সে অবস্থায়ই রেখে দেন।

বাঁদী হওয়ার প্রাক্কালে রায়হানা ইসলামের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে ইয়াহূদী ধর্মের উপর অবিচল থাকার ইচ্ছা করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার প্রতি অন্তর-পীড়াবোধ করেন এবং তাকে পাশ কাটিয়ে চলেন। এমতাবস্থায় একদিন নবী (সা) সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে বসে ছিলেন। হঠাৎ তিনি পেছনে চপ্পলের আওয়াজ শুনতে পান। তিনি বললেন : এটা ছালাবা ইব্ন সায়ার চপ্পল-ধ্বনি। সে আমার কাছে রায়হানার ইসলাম গ্রহণের সুখবর নিয়ে আসছে। ইতোমধ্যে ছালাবা এসে তাঁর কাছে হাযির হলেন। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! রায়হানা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ খবর শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুশি হলেন।

খন্দক ও বনূ কুরায়যা সম্পর্কে কুরআনে যা নাযিল হয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : খন্দকের যুদ্ধ ও বনূ কুরায়যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আহ্যাবের একটি সুদীর্ঘ অংশ নাযিল করেন। তাতে মুসলিমদের সংকটপূর্ণ অবস্থা ও তাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর কিভাবে আল্লাহ্ তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, মুনাফিকদের উক্তি উদ্ধৃত করার পর তা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ্ বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاۤءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا —

হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখনি। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা (৩৩ : ৯)।

শত্রুবাহিনী হচ্ছে কুরায়শ, গাতফান ও বনূ কুরায়যা। আর আল্লাহ্ তা'আলা ঝঞ্ঝাবায়ুর সাথে যে বাহিনী প্রেরণ করেন তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا -

যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উঁচু অঞ্চল ও নীচু অঞ্চল হতে তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে (৩৩ : ১০)।

উঁচু অঞ্চল থেকে এসেছিল বনূ কুরায়যা, আর নীচু অঞ্চল হতে এসেছিল কুরায়শ ও গাতফান গোত্রের লোকেরা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا - وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ غُرُوْرًا -

তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল এবং মুনাফিকরাও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয় (৩৩ : ১১-১২)।

শেষোক্ত আয়াতে মুআত্তিব ইব্ন কুশায়রের উক্তি বিধৃত হয়েছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

وَاِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَاَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ج وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ط وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ج اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلاَّ فِرَارًا -

এবং তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই। তোমরা ফিরে চল। এবং তাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিল, আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত; অথচ ঐগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য (৩৩ : ১৩)।

এ আয়াতে আওস ইব্ন কায়যী ও তার সম্প্রদায়ের সমমনা লোকদের কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لاَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَا اِلاَّ يَسِيْرًا

যদি শত্রুগণ নগরের বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করত, তারা অবশ্যই তাই করে বসত, তারা তাতে কাল-বিলম্ব করত না (৩৩ : ১৪)।

اَقْطَارِهَا অর্থ মদীনার বিভিন্ন দিক হতে। ইব্‌ন হিশাম বলেন : الاقطار অর্থ চতুর্দিক এর একবচন قطر। অনরূপ الاقتار -ও একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং তারও একবচন قتر কবি ফারাযদাক তার এক কবিতায় বলেন :

كم من غنى فتح الاله لهم به * والخيل مقعية على الاقطار

অন্য বর্ণনায় الاقتار বলা হয়েছে। অর্থ : সেখানে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা খুলে দিয়েছেন কত ঐশ্বর্য। তার চতুর্দিকে অবস্থান নেয় অশ্বারোহী বাহিনী।

سئلو الفتنة অর্থাৎ যদি শিরকে প্রত্যাবর্তন করতে বলা হয়। এরপর আল্লাহ্ বলেন :

وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ط وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا -

তারা তো পূর্বেই আল্লাহ্‌র সাথে অংগীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অংগীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে (৩৩ : ১৫)।

এ আয়াতে বনূ হারিসার কথা বলা হয়েছে। উহুদ যুদ্ধে তারাই বনূ সালামার সংগী হয়ে ভীরুতা প্রকাশ করেছিল। এরপর তারা আল্লাহ্‌র সাথে এই অংগীকার করে যে, ভবিষ্যতে কখনও এর পুনরাবৃত্তি করবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে তাদের সে অংগীকারের কথাই উল্লেখ করেছেন :

قُلْ لَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا - قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ط وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا - قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا - اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ -

বল, তোমাদের কোন লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে। বল, কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ হতে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমংগল ইচ্ছা করেন এবং তিনি যদি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান কে তোমাদের ক্ষতি করবে ? তারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয় (অর্থাৎ মুনাফিকদের তিনি জানেন) এবং তাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে, আমাদের সঙ্গে এসো। তারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয় (অর্থাৎ লোক নিন্দা হতে বাঁচার অজুহাত স্বরূপ চলে মাত্র), তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত (অর্থাৎ তোমাদের প্রতি তারা যে হিংসা-দ্বেষ পোষণ করে সেই হেতু।) যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে মৃত্যু ভয়ে মুর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। (অর্থাৎ তার প্রভাব ও ভয়ে); কিন্তু যখন

বিপদ চলে যায় তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। (অর্থাৎ তারা এমন সব উক্তি করে যা তোমরা পছন্দ কর না। এর কারণ, তারা আখিরাতের আশাবাদী নয়। আখিরাতের প্রতিদান তাদের মনে উৎসাহ যোগায় না। তাই তারা মৃত্যুকে তেমনি ভয় পায়, যেমন ভয় পায় মৃত্যুর পরে জীবন যারা আশা করে না তারা) (৩৩ : ১৬-১৯)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : سلقوكم অর্থ তারা তোমাদের প্রতি চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করে এবং তা দিয়ে তোমাদেরকে মানসিক যন্ত্রণা ও কষ্ট দেয়। আরবী পরিভাষায় আছে خطيب سلاق - خطيب مسلاق ও خطيب مسلق অর্থাৎ অনলবর্ষী বক্তা। আশা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন ছা'লাবা তার এক কবিতায় বলেন :

فيهم المجد والسماحة والنجدة فيهم والخاطب السلاق

সম্মান ও মহানুভবতা তাদেরই মাঝে,
তাদেরই আছে দুরন্ত সাহস,
আর আছে অনলবর্ষী বক্তা।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

يَحْسَبُوْنَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ج وَإِنْ يَّأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْأَعْرَابِ يَسْأَلُوْنَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيْكُمْ مَّا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيْلاً -

তারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে, তখন তারা কামনা করবে যে, ভাল হত যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। তারা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ অল্পই করত (৩৩ : ২০)।

এরপর মু'মিনদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْأٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا -

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ (৩৩ : ২১)।

যাতে তারা রাসূলের ব্যক্তি সত্তা ও তাঁর সম্মানজনক অবস্থান সম্পর্কে উদাসীন না থাকে। এরপর মু'মিনদের সত্যনিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত পরীক্ষাকে স্বীকার করে নেওয়ার যে মনোবৃত্তি তাদের রয়েছে, সে জন্য তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْأَحْزَابَ لا قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ز وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا -

মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠল, এটা তো তাই যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদের দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল (৩৩ : ২২)।

অর্থাৎ তখন বিপদের ধৈর্য, তাকদীরকে মেনে নেওয়া ও সত্যকে গ্রহণ করে নেওয়ার মনোবৃত্তিই তাদের বৃদ্ধি পায়।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً –

মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত অংগীকার পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অংগীকারে কোন পরিবর্তন করেনি (৩৩ : ২৩)।

قضى نحبه অর্থাৎ সে তার কাজ সমাপ্ত করেছে ও নিজ প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করেছে। এতে বদর ও উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কথা বোঝান হয়েছে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : قضى نحبه অর্থ-মৃত্যুবরণ করেছে। النحب অর্থ প্রাণ, যেমন আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন। এর বহুবচন نحوب কবি যুর রিম্মা তার এক কবিতায় বলেন :

عشية فر الحارثيون بعد ما * قضى نحبه فى ملتقى الخيل هوبر

সেদিন সন্ধ্যাকালে হাওবার রণাঙ্গনে মারা যাওয়ার পর, হারিসিগণ প্রাণভয়ে পালালো।

হাওবার হচ্ছে হারিস ইব্‌ন কা'ব গোত্রের এক ব্যক্তি। কবি এর দ্বারা ইয়াযীদ ইব্‌ন হাওবারকে বুঝিয়েছেন।

এছাড়া النحب শব্দটি মানত অর্থেও আসে। যেমন জারীর ইব্‌ন খাতাফী তার এক কবিতায় বলেন :

بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا * عشية بسطام جرين على نحب

আমরা লড়াই করেছি বহু রাজার সাথে তিখফা প্রান্তরে, আমাদের ঘোড়াগুলো সন্ধ্যাকালে ধাবিত হয়েছিল বিসতামের দিকে মানত পূরণার্থে।

অর্থাৎ বিসতামকে হত্যা করার মানত ছিল। সে মানত পূর্ণ করা হয়েছে। এখানে বিসতাম বলতে বিসতাম ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মাসউদ শায়বানীকে বোঝান হয়েছে। সকলের কাছে সে ইব্‌ন যিল-জাদ্দায়ন নামে পরিচিত। আবূ উবায়দা বলেন : সে ছিল রবী'আ ইব্‌ন নিযার গোত্রের একজন দক্ষ অশ্বারোহী। তিখফা বসরার পথে একটি জায়গার নাম।

النحب-এর আরেক অর্থ–বন্ধক। ফারাযদাক বলেন,

واذ نحبت كلب على الناسس اينا * على النحب اعطى للجزيل وافضل

কাল্‌ব গোত্র যখন লোকের কাছে বন্ধক রাখে, তখন লক্ষ্য করে দেখ, আমাদের মধ্যে কার বন্ধক পরিমাণে বেশি, কে এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ? النحب-এর অপর অর্থ-ক্রন্দন। এ অর্থেই আরবরা বলে থাকে : ينتحب অর্থাৎ সে ডাক ছেড়ে কাঁদে। এমনিভাবে প্রয়োজন ও সৎসাহস অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বলা হয় مالى عندهم نحب অর্থাৎ তাদের কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রা ইয়ারবূঈ বলেন :

ومالى نحب عندهم غير اننى * تلمست ما تبغى من الشدن الشجر

তাদের কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই, তবে আমি তালাশ করি, যা লাল চোখা শুদূনী উট তালাশ করে।

বনু তায়ম লাত ইব্ন সা'লাবা ইব্ন উকাবা ইব্ন সা'ব ইব্ন আলী ইব্ন বকর ইব্ন ওয়াইল গোত্রের নাহার ইব্ন তাওসিআ বলেন :

نجى يوسف الثقفى ركض * دراك بعد ماوقع اللواء
لو ادركنه لقضين نحبا * بـه ولكل مخطأة وقاء

ইউসুফ সাকাফীকে রক্ষা করে ছিল অবিরাম দৌড়,
তাঁর ঝাণ্ডা পতনের পর।
যদি অশ্বারোহী দল তার নাগাল পেত, তবে তাকে দিয়ে
তাদের প্রয়োজন মেটাতো। বস্তুত
যে-কোন ভুল-ত্রুটিকারীর একটা বাঁচার উপায়ও থাকে।
النحب-এর আরেক অর্থ মৃদু গতিতে গমন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ومنهم من ينتظر অর্থ, অনেকে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত সাহায্য ও সাথীদের মত শাহাদতের অপেক্ষা করছে। وما بدلوا تبديلا অর্থাৎ তারা তাদের দীনের ব্যাপারে কোন সংশয় পোষণ করে না ও দ্বিধা রাখে না এবং তার পরিবর্তে অন্য কোন ধর্মাদর্শ গ্রহণ করে না।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

لِيَجْزِىَ اللّٰهُ الصَّادِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ط وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا - وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ -

কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদিগণকে পুরস্কৃত করেন তাদের সত্যবাদিতার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ্ কাফিরদেরকে (অর্থাৎ কুরায়শ ও গাতফানীদেরকে)। ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী, কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল (অর্থাৎ বনূ কুরায়যা) তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন (৩৩ : ২৪-২৬)।

الصياصى অর্থ-দুর্গ ও কেল্লা যাতে তারা আশ্রয় নিয়েছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মার শাখা বনূ হাসহাসের গোলাম সুহায়মের এক কবিতায় আছে :

واصبحت الثيران صرعي واصبحت * نساء تميم يبتدرن الصياصيا

তাদের ষাঁড়গুলো সব মরে পড়ে থাকলো, আর বনূ তামীমের নারীরা সব দুর্গের দিকে দৌড়াল।

الصياصى -এর আরেক অর্থ শিং। নাবিগা জাদী তাঁর এক কবিতায় বলেন :

وسادة رهطى حتى بقي * ت فردا كصيصية الاعضب

আমার গোত্র প্রধানগণ সকলেই মারা গেছেন, আর আমি একা ভাঙা শিঙের মত পড়ে আছি।

আবূ দুওয়াদ ইয়াদীর এক কবিতায় আছে :

فذعرنا سحم الصياصى بايديه * ن نضح من الكحيل وقار

পাহাড়ী ছাগলের কালো শিঙ দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। তাদের সামনের পায়ে আলকাতরা ও মেটে তেলের মিশ্রণ ছিল।

তাঁতীর কাপড় বোনার কাঁটাকেও الصياصى বলা হয়। আবূ উবায়দা হতে এরূপ বর্ণিত আছে। তিনি আমার কাছে জুশাম ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন বাক্‌র ইব্‌ন ওয়াযিন গোত্রীয় কবি দুরায়দ ইব্‌ন সিম্মার একটি পংক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে এ অর্থ সপ্রমাণ করেন। তাতে কবি বলেন :

نظرت اليه والرماح تنوشه * كوقع الصياصى فى النسيج الممدد

আমি তার দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম একের পর এক বর্শা তার গাঁয় গেঁথে যাচ্ছে, যেমন বোনা কাপড়ে কাঁটা গেঁথে যায়।

মোরগের পায়ে পেছন দিকে যে আংগুল গজায় তাকেও الصياصى বলে, যা দেখতে ছোট শিঙের মত। এমনিভাবে الصياصى -র এক অর্থ মূল। আবূ উবায়দা বলেন : আরবগণ বলে থাকে جذ الله صيصيته অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তার মূলোৎপাটন করুন।

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا -

এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছ এবং কতককে করছ বন্দী। অর্থাৎ পুরুষদের হত্যা করছ এবং শিশু ও নারীদের বন্দী করছ (৩৩ : ২৬)।

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا -

এবং তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির, যা তোমরা এখনও পদানত করনি (অর্থাৎ খায়বরের)। আল্লাহ্ সর্ব-বিষয়ে সর্বশক্তিমান (৩৩ : ২৭)।

সা'দ (রা)-এর ইন্তিকাল তাঁর প্রদর্শিত সম্মান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ কুরায়যা সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার পর সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) -এর যখমের অবনতি ঘটে। অবশেষে এতে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মু'আয ইব্‌ন রিফা'আ যুরাকী তার গোত্রের জনৈক নির্ভরযোগ্য লোক হতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে গভীর রাতে হযরত জিবরাঈল (আ) একটি রেশমী পাগড়ী মাথায় দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাযির হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : হে মুহাম্মদ! কে এই মৃত ব্যক্তি, যার জন্য আকাশের সকল দুয়ার খুলে দেওয়া হলো এবং কেঁপে উঠলো আল্লাহ্‌র আরশ[1] ? রাবী বলেন : একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দ্রুত কাপড় সামলাতে সামলাতে সা'দ (রা)-এর দিকে ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখেন তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র) আমরাহ্ বিন্‌ত আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) মক্কা হতে ফিরছিলেন। উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) তাঁর সংগে ছিলেন। পথি মধ্যে উসায়দ তাঁর এক স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পেলেন। তিনি শোকে আকুল হয়ে পড়েন। আয়েশা (রা) তাঁকে সান্ত্বনাদানের জন্য বললেন : হে আবূ ইয়াহ্ইয়া! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি একটি স্ত্রীলোকের জন্য শোকে আকুল হচ্ছেন, অথচ আপনার এমন একজন চাচাত ভাই ইন্তিকাল করেছেন, যার জন্য আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে ?

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাসান বসরী (র)-এর সূত্রে জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : সা'দ (রা) স্থূলকায় ছিলেন। কিন্তু লোকে যখন তাঁর লাশ বহন করে নিচ্ছিল, তখন বেশ হালকা মনে হচ্ছিল। মুনাফিকরা মন্তব্য করল : সে তো অত্যন্ত ভারী মানুষ ছিল, কিন্তু এত হালকা লাশ আমরা তো কখনও বহন করিনি। একথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন : তোমাদের ছাড়াও তো তার আরও বহনকারী ছিল। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন সা'দের রূহ পেয়ে ফেরেশ্‌তারা আনন্দিত হয় এবং তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে ওঠে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মু'আয ইব্‌ন রিফা'আ মাহ্মূদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ্ সূত্রে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : সা'দ (রা)-কে দাফন করার সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। দাফন শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলে উঠলেন : সুবহানাল্লাহ্। উপস্থিত লোকেরাও বলে উঠলো সুবহানাল্লাহ্। তারপর তিনি বললেন : আল্লাহু আকবার। সঙ্গে সঙ্গে সকলে বললেন : আল্লাহু আকবার। এরপর তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! সুবহানাল্লাহ্ বলার কারণ কি ? তিনি বললেন : এই নেক্‌কার লোকটির প্রতি কবর সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। এরপর আল্লাহ্ তাঁর জন্য তা প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর ইন্তিকালে সত্তর হাযার ফেরেশতা নাযিল হয়, যাঁরা এর আগে আর কোন দিন যমীনে অবতরণ করেনি। কথিত আছে যে, তাঁর কবর থেকে মিশক-আম্বরের ঘ্রাণ বের হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন : যদি কেউ কবরে পেষণের আযাব থেকে পরিত্রাণ পেত, তবে অবশ্যই সা'দ তা থেকে নিষ্কৃতি পেত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এর সমার্থক একটি হাদীস আয়েশা (রা) হতেও বর্ণিত আছে। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : কবর একটি চাপ দেবেই। তা থেকে নিস্তার পেলে সা'দ ইব্‌ন মু'আয পেত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সা'দ সম্পর্কে জনৈক আনসার সাহাবী বলেন :

وما اهتز عرش الله من موت هالك * سمعنا به الا لسعد ابى عمرو

আমরা শুনিনি কারও মৃত্যুতে আল্লাহ্‌র আরশ প্রকম্পিত হয়েছে। একমাত্র আবূ আমর সা'দ (রা) ছাড়া।

সা'দ (রা)-এর লাশ যখন তুলে নেওয়া হচ্ছিল, তখন তাঁর মা কুরায়শা বিন্‌ত রাফি ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আব্‌দ ইব্‌ন আবজার (খুদরা) ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ কেঁদে কেঁদে বলছিলেন :

ويل ام سعد سعدا * صرامة وحدا
وسو ددا و مجدا * وفارسا معدا
سد به مسدا * يقد هاما قدا

হায়, উম্মু সা'দ হারালো সা'দকে। হারালো সে সাহসী ও তেজস্বী ব্যক্তিকে। হারালো সে মহাসম্মানিত নেতাকে এবং এমন অশ্বারোহী সৈনিককে যে সদা প্রস্তুত থাকতো। যাকে যে কোন প্রয়োজনস্থলে দাঁড় করানো যেত আর যে শত্রুর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সব রোদনকারিণীই কিছু না কিছু মিথ্যা বলে, কেবল সা'দের রোদনকারিণী ছাড়া।

খন্দকের যুদ্ধের শহীদান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমদের মধ্যে মাত্র ছয়জন শহীদ হয়েছিলেন।

আবদুল আশহাল গোত্রের তিনজন : সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা), আনাস ইব্‌ন আওস ইব্‌ন আতীক ইব্‌ন আমর ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল।

বনূ জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের শাখা সালমা গোত্রের দু'জন, তুফায়ল ইব্‌ন নু'মান ও ছা'লাব ইব্‌ন গানামা।

আর বনূ নাজ্জারের শাখা দীনার গোত্রের কা'ব ইব্‌ন যায়দ। তিনি একটি উড়ো তীরবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : سَهْمُ غَرْبٍ ও سَهْمٌ غَرَبٌ অর্থ হচ্ছে এমন তীর, যা কোত্থেকে আসল, কে মারল, তা জানা যায় না।

মুশরিকদের মধ্যে যারা নিহত হয়

মুশরিকদের মধ্যে নিহত হয়েছিল তিনজন। আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাঈ গোত্রের মুনাব্বিহ্ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন সাব্বাক ইব্‌ন আবদুদ্দার। সে একটি তীরবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হয়। অবশেষে মক্কায় গিয়ে মারা যায়।

ইব্‌ন হিশাম তার বংশ তালিকা এরূপ উল্লেখ করেছেন : মুনাব্বিহ্ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন সাব্বাক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আর মাখযূম ইয়াকজা গোত্রের নাওফাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগীরা। সে পরিখায় আক্রমণ করতে গিয়ে তাতে পড়ে যায়। তখন মুসলমানরা তাকে হত্যা করেন এবং তার লাশ হস্তগত করেন। কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে তার লাশ কিনতে চাইলে, তিনি বলেন : তার লাশ বা লাশের মূল্য দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং তিনি লাশ তাদের দিয়ে দেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি ইমাম যুহরী (র)-এর সূত্রে জানতে পেরেছি যে, তারা তার লাশের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দশ হাজার দিরহাম দিয়েছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আর আমর ইব্‌ন লুআঈ-এর শাখা মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল গোত্রের আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ। তাকে হত্যা করেছিলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে ইমাম যুহরী (র) হতে জানতে পেরেছি। তিনি বলেন : এ যুদ্ধে আলী (রা) আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ ও তার ছেলে হিস্‌ল ইব্‌ন আমরকে হত্যা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দকে আমর ইব্‌ন আব্‌দও বলা হয়।

বনূ কুরায়যা অভিযানে যাঁরা শহীদ হন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ কুরায়যা অভিযানে মুসলিমদের মধ্যে খাল্লাদ ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন আমর শহীদ হন। তিনি ছিলেন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের লোক। তাঁর উপর একটি যাঁতা নিক্ষেপ করা হয়। এতে তিনি সাংঘাতিক রকমের আহত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন : সে দুই শহীদের সমান সওয়াব লাভ করবে।

বনূ কুরায়যার অবরোধকালে আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা গোত্রের আবূ সিনান ইব্‌ন মিহসান ইব্‌ন হুরছান মারা গেলে, তাকে বনূ কুরায়যার কবরস্থানে দাফন করা হয়, যেখানে তারা তাদের লোকদের দাফন করতো। ইসলাম পরবর্তীকালেও তারা তাদের মৃতদেরকে এখানে দাফন করতে থাকে।

কুরায়শদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি

খন্দকের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের এই সুসংবাদ দেন যে, এরপর আর কখনও কুরায়শরা তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে না; বরং তোমরাই হবে তাদের উপর আক্রমণকারী। বস্তুত এরপর আর কখনও কুরায়শরা আক্রমণ করার সাহস করেনি বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে তিনি মক্কা মুকররামাও জয় করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : সেদিন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ এবং তার পুত্র হিসল ইব্‌ন আমরকে হত্যা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ আবার কেউ কেউ আমর ইব্‌ন আব্‌দ বলেছেন।

বনূ কুরায়যা যুদ্ধে শহীদগণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন একজন মুসলমান শহীদ হন। তিনি হচ্ছেন বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজের খাল্লাদ ইব্‌ন সুওয়াদ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন আমর। তাঁর উপর একটি যাঁতা নিক্ষেপ করা হলে তাঁর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, ফলে তিনি আহত হয়ে শহীদ হন। তাদের ধারণা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ব্যাপারে বলেন : তার জন্য দু'জন শহীদের সমান সওয়াব রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনূ কুরায়যা অবরোধ করে রেখেছিলেন, সে সময় বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মার মিত্র আবূ সিনান ইব্‌ন মিহ্‌সান ইব্‌ন হুরছান ইন্তিকাল করেন। তাঁকে বনূ কুরায়যার ঐ সমাধি ক্ষেত্রে দাফন করা হয়, যেখানে তারা তখন তাদের নিজেদের শবদেহসমূহ সমধিস্থ করতো। ইসলাম যুগেও এখানে তারা তাদের মৃতদের সমাধিস্থ করতো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী

আমার জানা মতে, খন্দক যুদ্ধ শেষে যখন যোদ্ধারা ফিরে আসছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : এ বছরের পর কুরায়শরা আর তোমাদের সাথে লড়তে আসবে না বরং তোমরাই তাদের বিরুদ্ধে লড়তে যাবে। সত্যি সত্যি তাই হয়েছিল। এরপর আর কুরায়শরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস পায়নি বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই তাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়ে যান। এভাবে আল্লাহ্‌র তাকে মক্কা বিজয়ের গৌরব দান করেন।

খন্দক ও বনূ কুরায়যার ব্যাপারে রচিত কবিতাবলী

বনূ মাহাবির ইব্ন ফাহ্র গোত্রের মিত্র কবি যিরার ইব্ন খাত্তাব ইব্ন মিরদাস খন্দকের যুদ্ধের দিন এ পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন :

ومشفقة تظن بنا الظنونا * وقدنا عرندسة طحونا

থেকে

بجمع من كنانة غير عزل * كاسد الغاب قد حمت العرينا

কত সহধর্মিণী নারী আমাদের ব্যাপারে কত—
ধারণা করে যে,
যখন আমরা ছিলাম রণ চালনায় রত
এমন বাহিনী নিয়ে যারা
যাঁতার চাক্কির মত সবকিছু পিষে চলছিল।
ঐ বাহিনীর স্তম্ভগুলো যখন দর্শকদের সামনে প্রকাশিত
হতো; তখন মনে হতো, তা যেন উহুদ পাহাড়।
তোমরা সে বাহিনীতে দেখতে অনেক বীর পুরুষ,
যাদের দেহ বর্ম শোভিত এবং তাদের হাতে রয়েছে
মযবূত ঢাল।
স্বল্প লোমষ, মূল্যবান, তীরগতি সম্পন্ন ঘোড়া তোমরা দেখবে।
যাতে আমরা আরোহণ করে, ভ্রান্ত, পথ-ভ্রষ্ট
লোকদের পশ্চাদ্ধাবন করি।
যখন তারা খন্দকের দরজায় আক্রমণ করে,
তখন আমরা ও তাদের উপর আক্রমণ করি,
এ সময় মনে হচ্ছিল তারা যেন আমাদের সাথে কোলাকুলি করছে।
তারা এমন লোক, তুমি তাদের কাউকে সৎপথে চলতে দেখবে না,
এরপরও তারা বলে : আমরা কি সত্য পথের পথিক নই ?
আমরা তাদের দীর্ঘ একমাস অবরোধ করে রাখি,
এবং তাদের উপর আল্লাহ্র গযবের মত ছেয়ে থাকি।

আমরা অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায়
তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতাম।
আমাদের হাতে ছিল কর্তনকারী তরবারি,
যা দিয়ে আমরা তাদের মাথা ও খুলি চুরমার করছিলাম।
যখন নিকষিত হতো সেই তরবারি, আর তা
চমকে উঠতো বীর যোদ্ধার হাতে;
যেমন নিশীথে তড়িৎ-প্রভা চমকে,
যাতে স্পষ্ট দেখা যায় আকাশের মেঘমালা।
যদি না হতো পরিখা তাদের পাশে, তবে তাদের
গোষ্ঠীশুদ্ধ উজাড় করে দিতাম,
কিন্তু পরিখা অন্তরায় হয়ে যায় এবং তারা
আমাদের ভয়ে ঝুড়োসড়ো হয়ে থাকে,
আর তারা তাতে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে।
যদিও আমরা আজ ফিরে যাচ্ছি, আমরা কি তোমাদের
ঘরের কাছে সা'দকে বন্ধক রেখে যাচ্ছি না?
যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসবে, তখন তোমরা
সেই মহিলাদের বিলাপ শুনবে, যারা সা'দের জন্য মিলিতভাবে
কান্নাকাটি করে।
আমরা যেমন তোমাদের সাথে আগে যুদ্ধ করেছি,
অচিরেই আমরা বনূ কিনানাদের সাথে নিয়ে
তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। এরা ঐ বনের
সিংহের মত, যারা তাদের অবস্থানের হিফাযত করে।

কা'ব (রা)-এর কবিতা

যিরারের কবিতার জবাবে সালামা গোত্রের বন্ধু কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন :

وسائله نسائل مالقينا * ولشهدت راتنا صابرينا

থেকে

بريح عاصف هبت عليكم * فكنتم تحتها متكمهينا

কত প্রশ্নকারিণী আমাদের জিজ্ঞাসা করে,
যুদ্ধে তোমাদের কী অবস্থা হলো? (আমার জবাব হলো)
যদি তারা দেখতো, তবে তারা আমাদের মুকাবিলা
প্রতিহতকারী রূপে দেখতে পেতো। আমরা পূর্ণ ধৈর্যের

সাথে কাজ করি। আমাদের মত দ্বিতীয় আর কেউ নেই,
যারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে চরম বিপদে সবর করতে পারে।
আমাদের জন্য ছিলেন মহানবী যিনি হক ও সত্যবাদীতায়
আমাদের সংগী ও সাহায্যকারী। তাঁরই কারণে আমরা
সমস্ত মাখলূকের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবো।
আমরা তাদের বিরুদ্ধে শেষ সময় পর্যন্ত লড়াই করবো
যারা অবিচার অনাচার করেছে এবং যারা
কেবল শত্রুতার কারণে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।
যখন তারা আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে।
তখন আমরা তরবারি দিয়ে তাদের দ্রুত প্রতিহত করবো।
তোমরা আমাদের যুদ্ধের ময়দানে
পূর্ণভাবে বর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখবে।
আমাদের হাতে ছিল হালকা ক্ষুরধার তরবারি
যা দিয়ে আমরা শত্রুদের জীবন নাশ করছিলাম।
পরিখার দরজায় আমরা সিংহ সম অবস্থান করছিলাম,
যারা দৃঢ়ভাবে তাদের উপর হামলা প্রতিহত করছিল।
যখন আমাদের অশ্বারোহীরা যুদ্ধবাজ, অহংকারী শত্রুদের উপর
সকাল-সন্ধ্যায় হামলা করছিল, তখন আমরা
আহমদ (সা)-এর সাহায্য করছিলাম। যার কারণে
আজ আমরা আল্লাহ্‌র সাচ্চা মুখলেস বান্দা হতে পেরেছি।
মক্কাবাসীরা এবং আরো যারা দল বেঁধে এসেছিল,
ফিরে যাওয়ার সময় তারা জানতে পারে যে,
আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই এবং তিনি মু'মিনদের অভিভাবক ও বন্ধু।
যদি তোমরা তোমাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে সা'দকে হত্যা করে থাকো,
তবে তাতে কি হবে?
আল্লাহ্ তো সব কিছুর উপর শক্তিমান।
তিনি তাকে প্রবিষ্ট করাবেন পূত-পবিত্র এ জান্নাতের উদ্যানসমূহে,
যা হবে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের আবাসস্থল।
যেমনটি তিনি তোমাদের পরাজিত করে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আর
তোমরা তোমাদের লেজ-গুটিয়ে, রাগান্বিত ও অসম্মানিত হয়ে
ফিরে গিয়েছ। এখান থেকে ফায়দা তোমরা পাওনি।
বরং যে প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু তোমাদের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল,

তার কারণে তোমরা অন্ধ ও বেদিশা হয়ে পড়েছিল,
এমন কি তাতে তোমাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

ইব্‌ন যিব'আরীর কবিতা

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিব'আরী সাহমী ও খন্দক যুদ্ধের দিন যে কবিতা আবৃত্তি করেন, তা ছিল নিম্নরূপ :

حتى الديار محا معارف رسمها * طول البلى وتراوح الاحقاب
থেকে
لو الخنادق عادروا من جمعهم * قتلى لطير سفب وذئاب

প্রাচীনতার আধিক্য ও সুদীর্ঘ যুগ পরিক্রমা
মিটিয়ে দিল জনপদের পরিচয় চিহ্নগুলো পর্যন্ত
এ যেন ইয়াহূদীদের লিখিত লিপিমালা আর কী।
(যা বিলুপ্ত প্রায়—মিটি মিটি করছে।)
কেবল রয়ে গেছে উট বাঁধার আর
খিমার রশি আটকানোর খুঁটিগুলো।
এ যেন এক শূন্য বিরাম-ধু-ধু প্রান্তর
যেন (হে কবি) তুমি কোনদিন এখানে
কৈশোরে স্বপ্নমাখা দিনগুলোতে
ক্রীড়ারত হওনি সমবয়সী কিশোরী তন্বীদের সাথে।
ছেড়ে দাও সে সুখময় স্মৃতি তর্পনি,
যা আজ অতীতের পুরনো কথা,
আর আজ যা এক ধু-ধু বিরাণ প্রান্তর।
এখন আলোচনা কর সে সম্পাদায়ের বিপর্যয়ের কথা
যারা বেরিয়ে পড়েছিল শিলাখণ্ডসমূহ থেকে সদলবলে
মক্কার শিলাখণ্ডসমূহ থেকে।

[যে শিলাখণ্ডসমূহ ছিল পবিত্র হেরেমের দিক-নির্দেশ ও মূর্তি পূজকদের পশুবলির বেদী স্বরূপ]

ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে

হৈ-হল্লা শোরগোল সহকারে-বিশাল বাহিনীরূপে।
দুর্গম কঙ্করময় পার্বত্য পথ গিরি-সঙ্কট
ও সমভূমির পথ প্রান্তর ডিঙিয়ে
এগিয়ে চলেছিল সে বাহিনীসমূহ।

সেসব পথ দিয়ে চালানো হচ্ছিল বিশাল বপু ঘোটক ঘোটকীসমূহ
যেগুলোর কোমর ছিল সরু উদর ছিল কৃশ।
ওঁৎ পেতে থাকা শিকারীর নজর এড়িয়ে
যেভাবে লাফ দিয়ে চলে যায় চিতাবাঘ
ঠিক তেমনটি লাফিয়ে লাফিয়ে পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিলো।
সেসব ঘোটক ঘোটকী।
এ ছিল এমন এক বাহিনী
উয়ায়নার মত বিশাল ব্যক্তিত্ব যার পতাকা ধরে ছিলো,
আর এর নেতা ছিলো আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব।
এঁরা দু'জন ছিল বীর বাহিনীর দু'টি পূর্ণশশী স্বরূপ
এঁরা নিয়োজিত ছিলেন নিঃস্বদের ফরিয়াদ শোনার-
আর যুদ্ধ থেকে যারা পালিয়ে যায়, তাদেরকে বাঁধার কাজে।
তারপর তারা যখন মদীনায় পদার্পণ করলো,
মৃত্যু পিয়াসী পরীক্ষিত তলোয়ার তারা চালাতে লাগলো।
একমাস আরও দশ দিন তারা অবরোধ করে রাখলো
মুহাম্মাদকে শক্তভাবে
আর তাঁর সঙ্গীরা রণক্ষেত্রে উত্তম সাথী,
যেদিন প্রত্যুষে তারা বাজালো বিদায় ভেরী
তোমরা বললে, আমাদের সর্বনাশ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।
পরিখাগুলো যদি অন্তরায় না হতো তাদের বাহিনীর মুকাবিলায়
তা হলে তারা (কাফিররা) তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) হত্যা করে
তাদের লাশ পাখি ও নেকড়ে বাঘসমূহকে খাইয়ে দিতো।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

হাসসান ইব্‌ন সাবিত (রা) আনসারী এর জবাবে বলেন :

هل رسم دارسة المقام يباب * متكلم لمحاور بجوال

থেকে

علق الشقاء بقلبه ففؤاده * فى الكفر احز هذه الاحقاب

আজ যা এক উজাড় জনপদ ও ধু ধু প্রান্তর
তার ভগ্নাবশেষ কি এমন এক ব্যক্তির প্রতি
বাক্যবান নিক্ষেপ করছে যে মুখের উপর শুনিয়ে দিতে পারে।
সমুচিত জবাব?

সে ধু-ধু বিরাণ প্রান্তরটি এমন
মেঘমালা থেকে বর্ষিত মুষলধারা বৃষ্টি
যার চিহ্নগুলোকে করে দিয়েছে নিশ্চিহ্ন
বজ্রপাতের পুন:পৌণিক আঘাতে যা হয়ে গেছে একাকার।
আমি সে জনপদে প্রত্যক্ষ করেছি এমন সব গৃহ
যেগুলোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিল উজ্জ্বল চেহারা
আর প্রোজ্জ্বল চরিত্র সুষমা।
ছেড়ে দাও সে জনপদ আর তার লাস্যাময়ীদের কথা
চিত্তহারী রূপের সাথে যাদের ছিলো মনোলোভা বাকভঙ্গী।
আপন মর্মবেদনার ফরিয়াদ জানাও বিভু সকাশে
যা তোমাদেরকে মর্মাহত করেছে : তাদের ক্রুর দৃষ্টি, বিদ্বেষ ও জিঘাংসা,
রাসূলের প্রতি তাদের দু:সহ অত্যাচার অবিচার।
এ যালিমরা বন্দর গ্রামগঞ্জ থেকে লোক এনে একত্রিত করেছে
তাঁর চতুর্পার্শ্বে আর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সবাই একযোগে
রাসূলের উপর।
সে এমনি এক বাহিনী
যাতে ছিল উয়ায়না ও আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব ও
আরও বিভিন্ন বাহিনীর প্রতিযোগিতাকারী অশ্বসমূহ।
তারপর যখন তারা পদার্পণ করলো মদীনায়
আর দুরাশা পোষণ করলো রাসূলকে হত্যা করার
মত্ত হলো ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের কুহকিনী আশায়
আর নিছক নিজেদের বাহুবলের জোরে
উদ্যত হলো আমাদের উপর আক্রমণ চালাতে,
তখন তাদের ক্রোধসহ তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হলো পশ্চাৎপানে
প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা ও মহা-প্রতিপালকের বাহিনী (ফেরেশতা) দিয়ে
তাদেরকে করে দেয়া হলো শতধা বিচ্ছিন্ন ও পর্যুদস্ত।
সুতরাং মু'মিনদের পক্ষে যুঝবার জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেলেন
আল্লাহ্ তা'আলাই এবং
তিনিই তাদেরকে অধিকারী করলেন প্রতিদান ও সওয়াবের
তাদের হতাশ ও নৈরাশ্যগ্রস্ত হওয়ার পর
আমাদের মহান প্রতিপালক ও পরম বদান্যশীল
আল্লাহ্র মদদ কাফিরদের সমাবেশকে
করে দিল ছিন্ন ভিন্ন ও লণ্ডভণ্ড।

মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের চোখে
তা বুলিয়ে দিল শান্তির পরশ, আর
মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও সংশয়বাদীদের তা করলো হতমান অপদস্থ।
ওরা মূঢ় চন্ড দুর্ভাগা, সংশয়ের গভীর আবর্তে নিক্ষিপ্ত,
ওরা তাদের বস্ত্র পবিত্র পরিশুদ্ধ করতে জানে না।
ভাগ্য বিড়ম্বনা ওদের ললাট লিপি,
কুফরী যুগের ওরাই সর্বশেষ প্রতিভূ
এরপর আর কুফরীর কোন অবকাশ নেই।

কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর আরো কবিতা

কা'ব ইব্ন মালিক (রা)ও ইব্ন যিব'আরীর কবিতার জবাবে বলেন :

ابقى لنا حدث الحروب بقية * من خير نحلة ربنا الوهاب

থেকে

جاءت سخينة كى تغالب ربها * فليغلبن مغالب الغلاب

যুদ্ধগুলো মোদের তরে হলো আশীর্বাদ
প্রতিপন্ন হলো প্রভুর সেরা নিয়ামত স্বরূপ
যাঁর বদান্যতার কোন সীমা পরিসীমা নেই।
লাস্যময়ী উঠতি বয়সের তন্বী ষোড়শীরা,
সুউচ্চ চূড়াবিশিষ্ট মনোহর দুর্গসমূহ
উটের পানি পান করানো ঘাটের মতো খর্জুর বীথি
তার মধ্যে দৃশ্যমান
উটের গ্রীবার মতো
কালো কালো খর্জুর বৃক্ষসমূহ।
আরো দৃশ্যমান সেথা
অগণিত দুধেল উষ্ট্রীসম অগণিত ফল।
এ খর্জুর বীথি যেন কালচে পাথুরে ভূমি
এর রয়েছে বেশুমার ফল ও অফুরন্ত দুধ
পড়াপড়শি জ্ঞাতিগোষ্ঠী কাসেদ ও অতিথি আগন্তুকদের জন্যে।
আর সে সব আরবী তাজী ঘোড়া
বাঘের মতো চকিতে যারা ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর উপর
তাদের আহার্য যোগাতে
যবের চারাসমূহ ও কাঁচিকাটা ঘাস সব খতম।

তাদের পাসমূহ অনাবৃত কেশশূন্য হয়ে পড়েছে
গোশত গায়ের সাথে মিশে গেছে
পৃষ্ঠসমূহ ও সারা গা লোমশূন্য চকচকে ও মোলায়েম হয়ে উঠেছে।
এগুলো বিশাল বপু অশ্ব-
ভোরবেলা তাদের হ্রেষারব শুনে মনে হয়,
যেন শিকারী কুকুর শিকার দেখে আরন্দে ঘেউ ঘেউ করছে।
ঘুরে বেড়ায় এরা সারা তল্লাটে
কখনো বা আমাদের স্বার্থে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর উপর,
আবার ফিরে আসে আমাদের কাছে গনীমতের মাল নিয়ে।
বন্য শ্বাপদের মত ক্ষিপ্ত, যুদ্ধকালে ত্বরিৎ গতিসম্পন্ন
রণে শত্রুর মুখোমুখির সময় রুদ্রমূর্তি
সদ্বংশজাত অশ্ব এগুলো।
পর্যাপ্ত তৃণ এগুলোকে খেতে দেয়া হয়
ফলে এগুলো হয়ে উঠেছে মোটা-তাজা স্থূলদেহী কৃশ অন্ত্র বিশিষ্ট।
সে সব ঘোড়ার আরোহীরা
দু'টি বর্ম পরিহিত হয়ে কর্মকার নির্মিত অব্যর্থ ঋজু বল্লম নিয়ে-
কাক ভোরে চালাচ্ছিল আক্রমণ
এমন সব তলোয়ার নিয়ে-
যেগুলোর শান দূর করে দিয়েছিল সেগুলোর অমসৃণতাকে।
আর এর আক্রমণকারী আরোহীরা ছিল সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত কুলশীল।
প্রতিটি হস্ত রত ছিল আক্রমণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হাল্কা সুতীক্ষ্ণ বর্শা হাতে
যেগুলোর উজ্জ্বল ফলা চমকাচ্ছিল
আঁধিয়ারা রাতের আঁধারে উজ্জ্বল নক্ষত্রসম।
আর এমন বাহিনী নিয়ে তারা চালাচ্ছিল আক্রমণ
যাদের বর্মসমূহ ফিরিয়ে দিচ্ছিল বর্শা বল্লমের আঘাত
আর উরুর প্রতি নিক্ষিপ্ত তীরগুলোর তীক্ষ্ণতাকে
দিচ্ছিল ভোঁতা করে।
সে বাহিনীর লোকসংখ্যা ছিল এত বেশি যে,
লোকে লোকে লোকরাণ্য গিয়েছিল কাল হয়ে
তাদের বল্লমরাশি যেন ছিল শ্যামল বনানীতে প্রজ্বলিত দাবানল।
সে বাহিনীর ঝাণ্ডাতলে আশ্রয় নিচ্ছিল লোকজন
খাত্তী বর্শাসমূহের কল্যাণে সে ঝাণ্ডার দ্বারা যেন ছিল বাজ পাখির ছায়া।

সে বাহিনী শ্রান্তকাহিল করে দিয়েছে
ইয়ামান রাজ আবূ কুরাব এবং তুব্বাকে
তাদের বীরত্ব দমিয়ে দিয়েছে
দুর্ধর্ষ বেদুঈনের পর্যন্ত।
আমাদের কাছে পৌছেছে এসে
এমন মহাত্মার (রাসূলে আকরামের) মুখ নিঃসৃত সদ্‌বাণী
আমাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের পক্ষ থেকে ;
আমরা তাতে লভেছি হিদায়াত ও পথের দিশা।
আমাদের পূর্বে এগুলো উপস্থাপিত হয়েছিল
ঐ সব বাহিনী ও গোত্রের কাছে
(কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে ঘৃণাভরে),
পক্ষান্তরে আমরা তা গ্রহণ করেছি পরম আগ্রহভরে।
এব প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীকে দুরাচারী অপরাধীকূল ভাবে
এগুলো বুঝি নিষিদ্ধ ও অপাংক্তে ;
পক্ষান্তরে বিজ্ঞেরা তা করে হৃদয়ঙ্গম।
ঐ কুরায়শরা এ মতলবে এসছিল যে
বিজয় অর্জনে তারা মুকাবিলায় অবতীর্ণ হবে তাদের প্রভূর সাথে
কিন্তু মহাপরাক্রমশালীর সাথে লড়ে যে দুর্জন
তার পরাজয়ই অবশ্যম্ভাবী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলেছেন, আমার নিকট আবদুল মালিক ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন উব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র বলেন : যখন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) এ পংক্তিতে পৌছলেন- "ঐ কুরায়শরা এ মতলবে এসেছিল ... অবশ্যম্ভাবী।" তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : হে কা'বা ! তোমার এ পংক্তিটির শুকরিয়া স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা আদায় করেছেন।

খন্দক যুদ্ধের দিন কা'ব (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খন্দক যুদ্ধ প্রসংগে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) এ কবিতা আবৃত্তি করেন :

যার সাধ হয় শুনবে তলোয়ারের ঝংকার
যা সৃষ্টি তলোয়ারে তলোয়ারে সংঘর্ষের ফলে,
বাশঁ পোড়ার সময় উৎপন্ন হয় যেমনটি আওয়ায
যদি সাধ জাগে তা শুনবার তরে সে যেন আসে-
সে সিংহ থাকার স্থানে

যা অবস্থিত মেযাদ ও খন্দকের মধ্যবর্তী স্থানে,
সেথায় শান দেয়া হচ্ছে তলোয়ারসমূহে।
রণ-চিহ্ন সাথে নিয়ে যারা রণোন্মুক্ত হয়
সে সব সিংহ তাদেরকে আঘাত হানার প্রশিক্ষণ নিয়েছে উত্তমরূপে
উদয়াচলের প্রভুর কাছে তারা সমপর্ণ করেছে তাদের নিজেদেরকে
তারা এমনি একটি জামাআতের মধ্যে রয়েছে-
যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ মদদ যুগিয়েছেন তাঁর নবীকে,
আর তিনি তো তাঁর বান্দার প্রতি সদয়।
তারা এমনি বর্মে সুসজ্জিত
যার বাড়তি অংশ হেঁচড়িয়ে চলে রেখাচিহ্ন অংকিত করে ভূমিতে
যেন ঐ সরোবর-
বায়ু প্রবাহিত হয়ে যেখানে সঞ্চার হয় তরঙ্গফুলের।
সে বর্মগুলো উজ্জ্বল ও মযবুত
তার পেরেকগুলো চমকাচ্ছে
যেন ওগুলো ফড়িং এর চোখ।
সে বর্মগুলো ভীষণ মযবুত গঠনের।
উজ্জ্বল তার রওনক, ভীষণ কর্তনকারী
স্বচ্ছ ভারতীয় তলোয়ার সম ঝকঝকে।
ওগুলো হচ্ছে ভূষণ মোদের
তাকওয়ার সাথে সাথে
যখন যুদ্ধ বাঁধে এবং সত্য পরীক্ষার ক্ষণ আসে।
আমাদের চিরাচরিত রীতি হলো-
যখন তরবারি আমাদের সাথে সমগতিতে চলতে ব্যর্থ হয়
পায়ের সাথে পা মিলিয়ে,
তখন আমরা এগিয়ে গিয়ে সেগুলোকে উদ্বুদ্ধ করি
যুদ্ধের জন্যে।
তখন তুমি স্পষ্ট দেখতে পাবে শত্রুর মাথার খুলি
সুস্পষ্ট দিবালোকে।
আর তাদের কর ও করতল-ওগুলোর কথা ছেড়েই দাও!
ওগুলো যেন আদৌ সৃষ্টি হয়নি
এমনিভাবে নিশ্চিহ্ন তাদের তুমি প্রত্যক্ষ করবে।

আমরা এমন সংঘবদ্ধ ও সুসংহত বাহিনীর সাহায্যে
শত্রুদের মুকাবিলা করি,
যারা বিশাল শত্রুবাহিনীকে সমূলেবিনাশ করে-
পরিশোধ করে তাদের রক্তপণ।
এ যেন মাশরিক পাহাড়ের চূড়ায় রক্ত মোক্ষণ।
আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রস্তুত থাকে
দুশমনের সাথে মুকাবেলার উদ্দেশ্যে-
শ্বেত বর্ণের পদ বিশিষ্ট গোলাপীবর্ণের
চিত্র বিচিত্র হাল্কা গড়নের অশ্ব নিয়ে।
এ অশ্বগুলো অশ্বারোহীদেরকে নিয়ে দ্রুত চলে
যেন তারা বীর পুরুষ যুদ্ধকালে কর্দম সৃষ্টিকারী-
মৃদু বারিপাতে ক্ষুধার্ত ও জিঘাংসা উগ্র সিংহকুল।
যুদ্ধের ব্যাপারে এরা পরম নিবেদিত নিষ্ঠাবান
গো-ধূলির আঁধারে এরা বর্শা-বল্লমের আঘাতে হরণ করে
কত বীর পুরুষের প্রাণ।
আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন শত্রুর মুকাবিলায়,
যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এসব অশ্ব প্রতিপালনের
তিনিই উত্তম তওফীকদাতা।
যাতে এ ঘোড়া তাদের জন্য ক্রোধের কারণ হয়, জিঘাংসায় মত্ত যারা। তাদের অশ্ব যদি
পৌঁছে যায় অতি সন্নিকটে
দাঁড়াবে সেগুলো গৃহের রক্ষণ তরে
সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো।
মহা-পরাক্রান্ত আল্লাহ্ আমাদের মদদ যোগান
ধৈর্যের শক্তি দিয়ে,
রণমত্ত হই যবে মোরা শত্রুসনে।
করি মোরা আনুগত্য আমাদের নবীর
যবে তিনি ডাক দেন সাড়া দেই ডাকেতে ,
রণমত্ত হই তাঁর ডাকে
রহিনা কখনো মোরা পশ্চাতে পরিয়া।
কঠিন সঙ্কটকালে যবে নবী করেন আহবান,
ত্বরিতে হাযির মোরা সদনে তাঁর।
যখন হেরিতে পাই সমর ভীষণ

অগৌণে ঝাঁপিয়ে পড়ি সেই রণাঙ্গণে
সেজন ইত্তেবা করে ভরেতে নবীর
(তার তো তাই করা চাই।)
অনুগত্য হবে তাঁরই এটাই বিহিত-
কেননা, দিয়েছি তাঁরে নবীর স্বীকৃতি-
আনুগত্য হক তাঁর তাই।
সেহেতু মদদ করেন মোদের
সতত করেন বৃদ্ধি সম্ভ্রম সম্মান
অর্জন করতে তাহা মহানবী বর
আমাদের পানি তাঁর হস্তস্বরূপ।
নিরন্তর নবীরে যারা ঠাওরায় মিথ্যুক-
নিশ্চয়ই সত্যকে তারা করে প্রত্যাখ্যান
হয়েছে কাফির
আল্লাহ্ ভক্ত সাধুজন-পথ পরিহরি
বরিয়া নিয়াছে তারা বিভ্রান্তি চরম।

খন্দকের যুদ্ধে কা'ব (রা)-এর আরো কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খন্দকের যুদ্ধে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এ কবিতা আবৃত্তি করেন :

যখন ঐ বাহিনীগুলো মনস্থ করলো
আমাদের ধর্মের উপর হামলা করতে,
সংহত করলো বিরাট লশকর আমাদের বিরুদ্ধে
তখনি তারা আঁচ করতে পারে যে,
কোনক্রমেই আমরা প্রস্তুত নই তাদের সাথে আপোষ রফায়।
কায়স ইব্‌ন ইলান ও খিনদাফ গোত্র যখন
পরস্পরে হাতে হাত রেখে সংকল্প ব্যক্ত করল :
আমাদের বিরুদ্ধে তারা যুঝবে,
তখনো তারা বুঝে উঠতে পারেনি
কী (মারাত্মক ব্যাপার) যে ঘটতে যাচ্ছে !
তারা লড়ছিল আমাদের দীনের বিরুদ্ধে তাদের কুফরীর স্বপক্ষে,
আর আমরা লড়ছিলাম তাদের কুফরীর বিরুদ্ধে
আমাদের দীনের পক্ষে।
পরম দয়ালু সত্তা ছিলেন দর্শক আর শ্রোতা।

যখনই তারা তাদের জিঘাংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে
আমাদের বিরুদ্ধে, তখনই আল্লাহ্-
আমাদের মদদ যুগিয়েছেন প্রত্যেক বারই
তাদের জিঘাংসার মুকাবিলায় আল্লাহ্‌র উদার সাহায্যই ছিল প্রবল।
এটা ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের হিফাযত
এবং আমাদের প্রতি তাঁর করুণা,
আল্লাহ্ যার হিফাযত না করেন
তার ধ্বংস অনিবার্য।
তিনি আমাদের হিদায়াত দান করেছেন
সত্য দ্বীনের দিকে,
আর তা মনোনীত করেছেন আমাদের জন্যে।
আর আল্লাহ্‌র সৃষ্ট শিল্পকর্ম
সকল শিল্পের শিল্পকর্মের উপর প্রাধান্য রাখে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন :

আর উক্ত পংক্তিগুলো কবি কা'বের একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ বিশেষ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) খন্দক যুদ্ধের সময় নিম্নের এ পংক্তিগুলোও আবৃত্তি করেছিলেন :

ওহে কুরায়শদের জানিয়ে দাও এ বার্তা
সালা'আ পাহাড় এবং উরায়য উপত্যকা ও ছিমাদ পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা
খর্জুর বীথিতে পরিপূর্ণ।
যুদ্ধের সময় এসব এলাকায় পানি সিঞ্চন করা হয়ে থাকে।
এ এলাকায় রয়েছে সে সব ছোট ছোট কুয়ো
যেগুলো খনন করা হয়েছিল আদ সম্প্রদায়ের যামানায়,
এগুলোতে সব সময় পানি থাকে
নদীর তরঙ্গমালা তাতে খেলে যায় ;
এগুলো খুব বেশী পানির কুয়ো নয়-
আবার একান্ত কম পানির কুয়োও নয় এগুলো।
ফসল কাটাকালে সৃষ্টি হয় যে সব গর্ত গহ্বরের
উৎপন্ন হয় তাতে জঙ্গল ও বুর্দী ঘাস, ফলে-
শন্ শন্ শব্দে মুখরিত হয়ে উঠে গোটা তল্লাট।
আমরা লিপ্ত হই না তেজারতিতে
(ইয়ামানের দাওস ও মুরাদ গোত্রের গাধা ক্রয়ে)

বরং আমাদের কাছে রয়েছে এমনি জমি-জমা
যাতে চাষাবাদ করা হয় শুধু এ উদ্দেশ্যে,
তোমরা যদি রণহুঙ্কার ছাড়ো
তা হলে আমরা যেন দিতে পারি তার সমুচিত জবাব
(অর্থনৈতিক দিক থেকে সবল সমর্থ হয়ে)।
আমরা রোপণ করেছি তাতে সারি সারি খর্জুর চারা
যেমনটা রোপণ করে থাকে আম্বাতবাসীরা
এমন মনোমুগ্ধকর প্রান্তরের দৃশ্য
তোমরা কখনো প্রত্যক্ষ করনি।
আমাদের প্রত্যেকটি লোক বেঁধে রেখেছে
একটি করে কুলীন দ্রুতগামী বিশাল বপু অশ্ব,
চোখের পলকে যা অতিক্রম করে দৃষ্টিসীমা।
ঠিক ঠিক জবাব দাও তোমরা আমাদের প্রশ্নের
যা আমরা শুধাই তোমাদের, নতুবা প্রস্তুত থাকো যুদ্ধের জন্যে
যা তোমাদের উপর আমাদের দিক থেকে
আপতিত হবে মাযাদের[1] দিক থেকে
গুরুতর বিপর্যয়রূপে।
আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো তোমাদের উপর প্রত্যুষে
এমন সব দক্ষ ও নিপুণ যোদ্ধা নিয়ে,
যারা হবে অভিজ্ঞ পেশাদার জাত-যোদ্ধা।
আর এমন সব অশ্ব নিয়ে
যেগুলোকে চালানো যায় অতি সহজে
সাবলীল গতিতে।
তারা এমনি লাফিয়ে-লাফিয়ে চলতে অভ্যস্ত-
যে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন সব সময়ই সঞ্চরণশীল।
এগুলো এতই ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন,
যেমন ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন হয় সদ্য ডিম দেয়া পতঙ্গগুলো,
যেগুলো আপাদমস্তক অক্ষত-পূর্ণদেহী পতঙ্গ।
এমনি সুঠাম সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সে অশ্বগুলো
আকাল-বছরে চলে অন্যদের ঘোড়াগুলো বিনাশপ্রাপ্ত হয়,
তখনো এগুলো থাকে দিব্যি সুস্থ-সবল।

---

১. মাযাদ হচ্ছে ঐ স্থানের নাম, যেখানে খন্দক বা পরিখা খনন করা হয়েছিল।

যুদ্ধের জন্যে যখন ঘোষণা দেয় নকীব,
তখন হয়ে উঠে উৎকর্ণ
লড়াই শুরু করে দেখে তাদের চোখ দিয়ে।
যখন সতর্ককারী আমাদের লক্ষ্য করে বলে,
প্রস্তুত হও।
আমরা তখন মহান প্রতিপালকের উপর
ভরসা করে বেরিয়ে পড়ি।

তখন আমরা বলে উঠি :

যতক্ষণ না শত্রুদের বর্ম
তরবারির আঘাতে আমরা ছিন্ন করছি, ততক্ষণ
জিহাদ থেকে আমাদের অব্যাহতি নেই।
গ্রামগঞ্জবাসী অথবা শহর বন্দরবাসী
যেসব জনগোষ্ঠীর সাথেই হয়েছে আমাদের যুদ্ধ বিগ্রহ,
আমাদের চাইতে বেশী বীরত্বের অধিকারী
কাউকে দেখার সুযোগ তাদের হয়ে উঠেনি।
যদি আমরা সংকল্প করেছি বীরত্ব প্রকাশের
আর না তারা দেখেছে আমাদের চাইতে
পরস্পরে এত অধিক সম্প্রীতিশীল কোন সম্প্রদায়কে।
যখন আমরা বেঁধে দেই তাদের দেহে
মযবুত গ্রন্থির দৃঢ় বর্ম
তখন তাদের প্রতি আমরা যেন ছুঁড়ে দেই
কুলীন রাজপাখি
যারা যুদ্ধের চকমকি থেকে অজ্ঞাত পন্থায়
অগ্নি উদ্‌গীরণ করে না
(বরং বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ যোদ্ধার মত যুদ্ধ করে।)
চোখা-নাক বিশিষ্ট-
এ যেন ক্রুদ্ধ সিংহ,
প্রান্তর-প্রান্তে প্রত্যুষে আগত কোন ফরিয়াদকারীর
আর্তকণ্ঠ শুনে তার সাহায্যার্থ যখন
ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন বাহাদুর যোদ্ধার উপর,
তখন সে বাহাদুর যোদ্ধার হাতের তরবারিকে

মনে হয় যেন আনাড়ী শিশুর হাতের তরবারি,
তাদের তরবারি ধরা মুষ্টি তখন শিথিল হয়ে আসে।
আমাদের এসব তৎপরতা, এ মরণ পণ যুদ্ধ, হে আল্লাহ্!
শুধু এজন্যে নিবেদিত, যেন আমরা তোমার দীনকে বিজয়ী করতে পারি।
আমরা তো তোমারই হাতে, তাই হে আল্লাহ্!
তুমি আমাদের প্রদর্শন কর হিদায়াতের পথ।

ইব্ন হিশাম বলেন :

উপরোক্ত কবিতার অনেকগুলো পংক্তি আবূ যায়দ আনসারী থেকে বর্ণিত।

মুসাফি'র শোকগাথা

ইব্ন ইসহাক বলেন :

আলী ইব্ন আবূ তালিবের হাতে আমর ইব্ন আব্দ উদ্দের নিহত হওয়ার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বিলাপ করতে করতে মুসাফি ইব্ন আব্দ মন্নাফ ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জুমূহ বলে :

আমর ইব্ন আব্দ ছিলেন সেই অশ্বারোহী
যিনি সর্বপ্রথম মাযাদ অতিক্রম করেছিলেন।
তিনি ছিলেন ইয়ালীলের অশ্বারোহী
মহান চরিত্রের অধিকারী, উদারচিত্ত
দুঃসাহসী যুদ্ধকামী,
ভয়ে যিনি পিছপা হতেন না কখনো।
তোমরা সম্যক অবহিত আছ হে—
যখন তোমাদের সম্মুখ থেকে পালিয়ে যায় অন্যরা
(কুরায়শ ও গাতফান যোদ্ধারা)
আমর ইব্ন আবদ্ উদ্দ তখনও ত্বরা করেননি।
এমন কি যখন চতুর্দিক থেকে শত্রু সৈন্যরা তাকে ঘিরে নিল
তারা সবাই ছিল তার হত্যা পিয়াসী,
তখনো ছিল না তাঁর মধ্যে কোন বিকার।
সিলা পাহাড়ের দক্ষিণে,
বর্শা বল্লমের ঝাঁক এমন এক অশ্বারোহীকে ঘিরে ফেললো,
যার মধ্যে ছিল না একটুও দুর্বলতা বা আত্মসমর্পণের আগ্রহ।
হে আলী! তুমি বনূ গালিবের
অশ্বারোহীকে ডেকে

দ্বন্দ্বযুদ্ধে তারে করেছিলেন আহ্বান,
সিলা পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তরে।
হায়! যদি সে নাহি দিত তাতে সাড়া।
যাও আলী তুমি, (হত্যা করেছ বটে)
কিন্তু ধন্য হওনি তুমি-
তার মত গর্বিত হয়ে;
আর না করেছো তুমি কভু
তার মতো সঙ্কট মুকাবিলা।
বনূ গালিবের সে অশ্বারোহী তরে
জান মোর কুরবান,
মৃত্যুর উষ্ণতাকে যে জন বরি নিল মাথা পেতে,
অকুণ্ঠে, অকাতরে।
বলি আমি সে বীরের কথা,
আপন অশ্ব নিয়ে-
পাড়ি দিল যে মাযাদের প্রান্তর,
প্রতিশোধ নিতে সেইসব বাহিনীর
কোন দিন যারা হয়নিকো হতমান।
এগিয়ে সে বীর দেয় নিকো পিছুটান।

মুসাফি'-র আরো ভর্ৎসনাগাথা

আমরের সঙ্গী সাথীরূপে যে সব অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধে গিয়েছিল, আর যারা তাকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে এসেছিল, তাদের প্রতি ভর্ৎসনা করে মুসাফি' আরো বলেন :

আমর ইব্‌ন আবদের সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে
নীত হয়েছিল যে অশ্বারোহী দল;
যাদের পায়ে ছিল লৌহ পাদুকা,
তারা তাদের ঘোড়ার বাগডোর ধরতেই
আমরের অশ্বারোহীরা যুদ্ধে পিছটান দিয়ে-
চম্পট দিল রণক্ষেত্র থেকে।
তারা এমন এক বীর পুরুষকে মাঠে নিঃসঙ্গ ছেড়ে গেল,
যিনি ছিলেন তাদের মধ্যে স্তম্ভস্বরূপ,
আর যিনি ছিলেন তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি।
আমি বিস্মিত,

আর বিস্মিত আমি এজন্যে যে, আমি স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি।
হে আলী!
যখন তুমি আমরকে আহ্বান করলে মল্ল যুদ্ধে,
নিঃসংকোচে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি সাড়া দিলেন তাতে।
আমার নিকট থেকে দূরে সরে যেয়ো না হে আলী!
কেননা, তার নিহত হওয়ায় আমি আহত,
মৃত্যুর পূর্বে এমনি এক সঙ্কটের আমি সম্মুখীন
মৃত্যুর চাইতে যা আমার জন্যে গুরুতর।
তাই এখন আর আমার মৃত্যুভয় নেই,
লড়তে লড়তে মরে যাবো তাতে কুচপরোয়া নেই।
আর পশ্চাৎগামী পালিয়ে আসা হুবায়রা,
ঠিক যুদ্ধ চলাকালে পালিয়ে এলো,
এই ভয়ে যে, লোকে তাকে কতল করে ফেলবে।
আর যিরার
যার উপস্থিতিতে রণক্ষেত্র ছিল উষ্ণ সরগরম,
সেও এমনভাবে পালিয়ে এলো,
যেমন করে পালায় কোন নিরস্ত্র দুর্জন।

হুবায়রার কৈফিয়ত ও আমরের জন্যে তার বিলাপগাথা

ইব্ন ইসহাক বলেন : হুবায়রা ইব্ন আবূ ওয়াহাব তার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের কৈফিয়ত দিয়ে এবং আলীর হাতে আমর এর হত্যা প্রসঙ্গ বর্ণনা করে, তার জন্যে বিলাপ করতে করতে বলে :

মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীবৃন্দ।
আমার জীবনের শপথ করে বল্‌ছি,
আমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিনি
কাপুরুষতা হেতু অথবা মৃত্যু ভয়ে।
বরং আমি নিজেই পাল্টে দিয়েছি নিজের ব্যাপারটি,
যখন দেখলাম, আমার তলোয়ার অথবা তীর চালনায়
কোনই ফায়দা নেই।
যখন লক্ষ্য করলাম, অগ্রযাত্রার কোন অবকাশই নেই,
তখন সে সিংহীর মত থমকে দাঁড়ানোই সমীচীনবোধ করলাম,
যার শাবক রয়েছে;

আর যে প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করা থেকে নিবৃত্ত থাকে
যখন দেখে যে কোন কৌশলই কার্যকর হবার মতো নয়–
নেই অগ্রসর হওয়ারও কোন উপায়,
আর এটাই তো আমার পূর্ব আচরিত রীতি পদ্ধতি।
তুমি কোন দিনই দূর হবে না (আমাদের মন থেকে)
হে আমর!
তুমি জীবিতই থাকো অথবা তুমি মারা যাও না কেন,
প্রশংসা তোমার মত লোকের
আমার মত লোকদের নিকট প্রাপ্য।
তুমি কোনদিন দূর হবে না আমাদের অন্তর থেকে,
হে 'আমর!
তুমি বেঁচে থাকো, অথবা মৃত্যুই বরণ কর না কেন,
সম্ভ্রান্ত, কুলশীল।
কে আজ ফিরাবে বল্লমের ঘায়,
অশ্বরোহী হানাদারে–
হে আমর তুমি বিনে?
উল্লসিত উটের মতো যারা যুদ্ধ নিয়ে গর্ব করে থাকে,
তারা আজ কার বীরত্ব নিয়ে গর্ব করবে?
সেখানে যদি আজ ইব্ন আব্দ থাকতেন,
তা হলে তিনি তা দেখতেন,
আর করতেন সঙ্কটের সুরাহা।
দুর হও আলী।
তোমার এ অবস্থান যা তুমি এমন এক বীরপুরুষের
বিরুদ্ধে নিয়েছ, তা সুনজরে দেখতে পারি না;
যে ছিল করিৎকর্মা, অগ্রে আক্রমণকারী, বীর পুরুষ।
এর দ্বারা তুমি সফলকাম হওনি
তোমার গর্বের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট হয়েছে
যে তার পাদুকাস্খলনের ফলে তুমি আমৃত্যু নিরাপদ হয়ে গেলে।

হুবায়রার আরো বিলাপগাথা

হুবায়রা ইব্ন আবূ ওয়াহাব আলীর হাতে আমর আবদ্ উদ্দের নিহত হওয়ার প্রসঙ্গ বর্ণনা করে, তার জন্যে বিলাপ করতে নিম্নের পংক্তিগুলোও বলেন :

لقد علمت عليا لؤى بن غالب ... ... بيثرب لازالت هناك المصائب

লুয়াই ইব্‌ন গালিবের খান্দানের উচ্চতা সম্যক জেন নিয়েছে,
যখন যুদ্ধের দুন্দুভি বেজে উঠে বা দেখা দেয় কোন সঙ্কট
তখন আমরই তার পক্ষ থেকে সম্মুখে এগিয়ে আসার মত
একমাত্র অশ্বারোহী বীর। (অন্য কেউ নয়।)
যখন আলী দ্বন্দ্বে আবহান জানালেন,
তখন অশ্বারোহী আমরই এগিয়ে এলেন ময়দানে
আর সিংহের জন্যে চাই প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার মত আকাঙ্ক্ষী পুরুষ।
আলী যে অপরাহ্নে আহবান করলেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধের তরে
তখন আমরই ছিলেন গোত্রের একক অশ্বারোহী,
যখন অন্য সব সৈন্য লেজগুটিয়ে পালিয়ে গেল কাপুরুষের মতো।
হায়, কেন যে আমি আমরকে ইয়াসরিবে ছেড়ে এলাম।
যেখানে তার উপর নেমে এসেছিল সঙ্কটের পর সঙ্কট।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর গৌরবগাথা

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত উক্ত আমর ইব্‌ন 'আবদ্ উদ্দের হত্যা উপলক্ষে যে গৌরবগাথা রচনা করেন তা হলো :

بقيتكم عمرو ابحناه بالقنا ... ... معاشركم فى الهالكين تجول

তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল এক আমরই
তাকেও আমরা হালাল করে ফেললাম,
যখন আমরা ইয়াসরিবে গুটি কয়েক লোক
বল্লমের দ্বারা আত্মরক্ষা করে চলেছিলাম।
সেখানে ভারতীয় তলোয়ার যোগে আমরা
তোমাদের হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছিলাম,
আর আমরা যখন আক্রমণ করে থাকি
তখন যুদ্ধ থাকে সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে।
আমরা বদরেও তোমাদের কতল করেছি
তখন তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকজন নিহতদের মধ্যে ঘুরছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন কবিতা বিশেষজ্ঞ উল্লেখিত পংক্তিগুলো তাঁর অর্থাৎ হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের রচিত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ সম্পর্কে আরো বলেন :

امسى الفتى عمرو بن عبد يبتغى ... ... يا عمرو او لجسيم امر منكر

যুবক আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ
রক্তের প্রতিশোধ নিতে এসেছিলেন ইয়াসরিবে,
কিন্তু তাকে দেয়া হলো না অবকাশ
(আসতেই তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়া হল।)
নিঃসন্দেহে তুমি পেয়েছ আমাদের তরবারিসমূহকে
নিষ্কোষিত অবস্থায় উচ্চকিত ও উর্ধ্বে আন্দোলিত,
তুমি প্রত্যক্ষ করেছ আমাদের বেগবান অশ্বগুলোকে
কেউ রুখতে পারেনি।
বদরের দিন তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে এমনি এক সম্প্রদায়ের সাথে,
তারা তোমাকে তরবারির এমনি আঘাত হেনেছে,
যা ছিল না কোন বর্মহীনের আঘাত।
আজ তোমার এমনি অবস্থা, হে আমর!
তোমাকে আর আহ্বান করা হবে না,
কোন বিরাট যুদ্ধে অথবা কোন সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন কাব্যবিশারদ পণ্ডিত এ পংক্তিগুলো হাস্‌সানের বলে স্বীকার করতে রাযী নন।

ইবন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) নিম্নের পংক্তিগুলোও বলেন :

الا ابلغ ابا هدم رسولا ... ... وكان شفاء نفسى الخزرجى

হে কাসেদ
পথ চলতে
পথ চলতে থেমে গেছে যার পদযুগল,
পৌছিয়ে দাও আমার সে বারতা
যা' নিয়ে উষ্ট্রীসমূহ দ্রুত দৌড়ে চলছে।
কিহে, আমি কি তোমাদের বন্ধু ছিলাম না
প্রত্যেকটি দুর্দিনে,
অথচ অন্যরা বন্ধু ছিল কেবল সুদিনে?
আর তোমাদের মধ্যকার প্রত্যক্ষদর্শী
প্রত্যক্ষ করেছে আমাকে,
যখন আমাকে উর্ধ্বে উঠিয়ে নেয়া হয়
যেমনটি উর্ধ্বে উঠিয়ে নেয়া হয় শিশুকে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, উপরোক্ত পংক্তিগুলো আসলে রবী'আ ইব্‌ন উমাইয়া দায়লী রচিত। আরো বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, এ পংক্তিগুলোর শেষ পংক্তি হচ্ছে :

তুমি সে খাযরাজী ব্যক্তিটিকে তার দু'হাত ধরে অধঃমুখী করে দিলে
আর এভাবে সে খাযরাজীই
পরিণত হলো আমার হৃদয়ের উপশমে।

বর্ণিত আছে যে, এ পংক্তিটি আবূ উসামা জুশামী রচিত।

বনূ কুরায়যার ঘটনা সম্পর্কে কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বনূ কুরায়যার দিন সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর জন্য বিলাপ করতে করতে এবং তাদের ব্যাপারে তাঁর ফয়সালার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন :

لقد سجمت من دمع عينى عبرة ... ... الى الله يوم للوجاهة والقصد

(সা'দের মৃত্যু সংবাদে) আমার চোখ থেকে বেরিয়ে এলো
বড় বড় অশ্রুফোঁটা,
আর এখন যেন এ চোখগুলোর কাজই হলো
সা'দের জন্য অশ্রু বহানো।
যুদ্ধক্ষেত্রের শহীদ তিনি
তাঁর জন্যে চক্ষুসমূহ অশ্রসজল,
অনন্তকাল ধরে চোখগুলো তাঁর জন্যে-
অশ্রু নিঃসরণ করতে থাকবে।
আল্লাহ্‌র দীনের জন্যে শহীদ হয়ে-
সে সব শহীদদের সাথে জান্নাতের উত্তরাধিকারী
হয়েছেন; আল্লাহ্‌র দরবারে যারা হবেন
সর্বাধিক সম্মানিত।
যদিও আজ তুমি আমাদের ছেড়ে গিয়েছ,
হয়ে গিয়েছ কবরের আঁধারপুরীর অধিবাসী!
কিন্তু হে সা'দ!
তুমি এমন এক প্রশংসিত ব্যক্তি,
যে শায়িত, প্রশংসা, সম্ভ্রম ও মর্যাদার পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে।
বনূ কুরায়যার ব্যাপারে তুমি এমনি ফয়সালা শুনালে-
যে আল্লাহ্ স্বয়ং তোমার সে ফয়সালার অনুকূলে

রাখলেন তাঁর নিজের ফয়সালা,
তাদের ব্যাপারে।
তুমি তাদের প্রতি প্রদর্শন করলে না ক্ষমা,
যদিও তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো
তাদের সাথে কৃত মৈত্রীচুক্তির কথা।
তাই চিরস্থায়ী জান্নাতের পরিবর্তে যারা ক্রয় করেছে
পার্থিব সুখ সম্ভোগ,
তাদের দরুন যদি যুগের বিবর্তন
তোমাকে (বাহ্যত) বিনাশ করেই থাকে,
(তাতে কিছু যায় আসে না, কেননা)
কিয়ামতের দিন যখন সত্যপ্রাণদেরকে করা হবে–
আল্লাহ্‌র সদনে,
মর্যাদায় ভূষিত করার উদ্দেশ্যে,
সেদিন তাদের সে প্রত্যাবর্তন কতই না উত্তম হবে।

সা'দ এবং শহীদদের স্মরণে ও তাঁদের সদগুণাবলী প্রসঙ্গে

সা'দ ইব্‌ন মু'আয এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে সব সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে শোকগাথা রূপে এবং তাদের সদগুণাবলীর উল্লেখ করে–হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন :

الا يا لقومى هل لما حم دافع.. ... وان قضاء الله لابد واقع

হে আমার স্বজাতি স্বজন!
বল দেখি, লিপিবদ্ধ হলো যাহা টলিবে কি তাহা কোনদিন ?
ফিরিয়া আসিবে ফের অতীতের সোনালী সুদিন ?
অতীতের কথা যবে উদিত হলো স্মৃতি পটে
হৃদয় যাচ্ছিলো মোর ফেটে,
নির্গলিত হলো অশ্রু চোখ ফেটে।
প্রেমের দাহন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল
বন্ধু-বান্ধবের কথা,
যে সব বন্ধু-বান্ধব অতীতে নিহত হয়েছেন তাদের কথা–
তুফায়ল, রাফি' ও সা'দ রয়েছেন তাঁদের মাঝে,
তাঁরা আজ জান্নাতবাসী–
তাঁদের বাসস্থানসমূহ আমার মনে ভীতির সঞ্চার করেছে
পৃথিবী আজ তাঁদের বিহনে খাঁ খাঁ করছে।

এঁরা সবাই বদর যুদ্ধের দিন পূর্ণ বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন
রাসূলের প্রতি,
যখন তাঁদের মাথার উপর মৃত্যু ছায়াপাত করছিল,
আর তরবারি চমকাচ্ছিল।
রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের ডাক দিলেন,
সত্যপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে অমনি তাঁরা সাড়া দিলেন
তাঁদের সকলে তাঁর প্রতি ছিলেন চরম অনুগত—
প্রতিটি ব্যাপারে,
তাঁর প্রতিটি কথায় তাঁরা ছিলেন কর্ণপাতকারী।
ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁরা পালাননি
বরং সকলে সম্মিলিত ও একতাবদ্ধ হয়ে হামলা চালিয়েছেন,
বধ্যভূমির বাইরে অন্য কোথাও তাঁদের মৃত্যু হওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার।
কেননা, তাঁরা তাঁর শাফাআতের আশায় বুক বেঁধেছিলেন
আর নবীগণ ছাড়া অন্য কেউ তো সুপারিশকারী হতে পারে না।
এটাই আমাদের পরীক্ষা, হে মানব-শ্রেষ্ঠ (নবী)!
মৃত্যুকে সত্য জেনে আমরা আল্লাহ্র ডাকে হাযির, আমাদের প্রথম পদক্ষেপ তোমারই দিকে
এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে
তাদের পূর্ব প্রজন্মের অনুসরণকারী।
আমাদের জানা আছে, রাজত্ব কেবল আল্লাহ্রই,
আর আল্লাহ্র লিখন অখণ্ডনীয়।

বনূ কুরায়যার দিন হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর আরো কবিতা

لقد لقيت قريظة ما ساها ..... من الرحمن الن قبلت نذيرى

যে ব্যাপারগুলো বনূ কুরায়যাকে নিন্দার ভাগী করলো
তার ফল তারা হাতে হাতে পেয়ে গিয়েছে।
তাদের এ বিলুপ্তি ও ভাগ্যবিড়ম্বনা থেকে উদ্ধারের জন্যে
ছিল না তাদের কোন সাহায্যকারী, পরিত্রাণকারী।
তাদের উপর আপতিত হয় যে পরীক্ষা ও বিপর্যয়
বনূ নযীরের উপর আপতিত বিপদ থেকে তা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির।
বনূ কুরায়যার দিকে এগিয়ে এসেছিলেন গোটা বিশ্বকে উজ্জ্বলকারী
প্রদীপ্ত চন্দ্ররূপী, আল্লাহ্র রাসূল (সা)।

তাঁর সংগে ছিল বাজের মত ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন
কুলীন অশ্বরাজী; যেগুলো তাদের আরোহীদের পিঠে নিয়ে
ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চলছিল।
আমরা তাদের ছাড়লাম এমন অবস্থায় যে,
কোন ব্যাপারে সামান্যতম সাফল্যও তারা অর্জন করতে পারেনি।
তাদের রক্ত তখন ছলাৎছলাৎ করছিল সরোবরের সলিল সম।
তারা পড়েছিল কর্তিত লাশরূপে
তাদের উপর দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরপাক খাচ্ছিল পক্ষীকুল।
পাপাচারী অনাচারীদের সাথে করা হয়ে থাকে এ রূপ আচরণই।
কুরায়শদের সতর্ক করে দাও, বনূ কুরায়যার দৃষ্টান্ত দিয়ে,
মঙ্গলকামনার তাগিদে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে
যদি তারা গ্রহণ করে আমার সতর্কবাণী।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বনূ কুরায়যা সম্পর্কে আরো বলেন :

لقد لقيت قريظة ما ساها ... ... له من حرو قعتهم صليل

যে সব কর্মকাণ্ড বনূ কুরায়যাকে করেছে নিন্দিত,
তার ফল তারা পেয়ে গেছে হাতে হাতে।
তাদের দুর্গে নেমে এসেছে চরম লাঞ্ছনা ও অপমান,
সা'দ মঙ্গলকামনার তাগিদে তাদের করেছিলেন সতর্ক
এ মর্মে যে, তোমাদের প্রকৃত মা'বূদ হচ্ছেন মহিমান্বিত প্রতিপালক।
কিন্তু তারা অনন্তর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে রইলো,
যাবৎ না তাদের জনপদেই রাসূলুল্লাহ্ তাদের
উড়িয়ে দিলেন তলোয়ারের মুখে।
আমাদের সারি সারি মুজাহিদ ঘিরে ফেললো তাদের দুর্গ,
এ কঠিন সঙ্কটের মুখে তাদের
কিল্লায় মহা হৈ চৈ পড়ে গেল।

বনূ কুরায়যার ব্যাপারে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরো বলেছিলেন

تقاقد معشر تصروا قريشا ... ... حريق بالبويرة مستطير

যে সম্প্রদায় মদদ যুগিয়েছিল কুরায়শদের,
তাদের নিজ বসতস্থলেও তাদের রইলো না কোন মদদগার
তারা নিজেরাই হারিয়ে ফেললো একে অপরকে,
কেউ পাচ্ছিলো না কারো উদ্দেশ।

তাদের দান করা হয়েছিল তাওরাত কিতাব,
তারা তা বিনষ্ট করেছিল।
তাওরাত অনুধাবনের ব্যাপারে তারা বরণ করে নিল অন্ধত্ব,
তাই, তারা হলো বিনাশপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট।
তোমরা অস্বীকৃতি জানালে কুরআনের প্রতি
অথচ তোমরা পেয়েছিলে সমর্থন ও অনুমোদন[১]
যা বলেছিলেন সর্তককারী নবী।
তাই বুয়ায়রায়[২] বনূ লুয়াই গোত্রের সরদারদের উপর
অনায়াসেই ছড়িয়ে পড়লো এক পরিব্যাপ্ত দাবানল।

আবূ সুফিয়ানের কবিতা

আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতার জবাবে নিম্নের পংক্তিগুলো বলেন :

ادام الله ذلك من صنيع ...... لقالوا لا مقام لكم فسيروا

আল্লাহ্‌র এ রীতি স্থায়ী হোক
এর চতুর্পার্শ্বে জ্বলে উঠা আগুন
অনাগত কাল ধরে জ্বলতে থাকুক।
অচিরেই তোমরা জানতে পারবে,
আমাদের মধ্যকার কোন্ পক্ষ এ থেকে দূরে থাকবে।
আর এও সম্যক জান্‌তে পারবে যে,
আমাদের মধ্যকার কাদের ভূমি উজাড় হবে।
যদি এই খর্জুর বীথির স্থানে উটের বাথান হতো,
তবে উটগুলো নিশ্চিতভাবেই বলে উঠতো ;
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন খানে
যাত্রা তোরা কর ওরে অন্য কোন ধামে।

জাবাল ইব্‌ন জাওয়াল ছা'লাবীর কবিতা

জাবাল ইব্‌ন জাওয়াল ছা'লাবী হাস্‌সানের কবিতার জবাব প্রসঙ্গ এবং বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যার জন্যে বিলাপ প্রসংগে বলে :

---

১. অর্থাৎ মহানবী (সা) তাওরাত, ইনজীল প্রভৃতি পূর্বতন আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি সমর্থন ও অনুমোদন জ্ঞাপন করেছেন এবং ওগুলোকে পূর্বতন নবীদের উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব বলে তিনি ঘোষণা করে সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

২ ঐ স্থানটির নাম, যেখানে বনূ কুরায়যা বসবাস করতো।

الا ياسعد سعد بنى معاذ ...... وقدر القوم حامية تفور

হে সা'দ ! হে মু'আয তনয় সা'দ !

একটু বল দেখি, বনূ কুরায়যা ও বনূ নযীরের

কীকী সঙ্কট হলো ?

কসম তোমার জীবনের :

সা'দ ইব্‌ন মু'আযকে যখন বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল,

তখন তাঁকে বাধ্য হয়ে ধৈর্যধারণ করতে হয়।

(বিবেকের বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁকে ফয়সালা শুনাতে হয়।)

আবূ হুবাব খাযরাজী

হ্যাঁ। তিনি বলেছিলেন বনূ কায়নুকা গোত্রকে,

ওহে ! তোমরা সফর করো না !

কিন্তু যুগবিবর্তনের পালায়

হুযায়র গোত্রের স্থলে উসায়দের চারদিকে বৃত্ত রচিত হলো,

আর যুগের এ বিবর্তন তো হয়েই থাকে।

বুয়ায়রা ভূমি উজাড় বিরাণ হয়ে গেল,

সালাম, সাঈদ ও ইব্‌ন আখতাবের পদচারণা থেকে রিক্ত হয়ে,

এখন তা এক বিধ্বস্ত ভূমি।

অথচ এরা তাদের জনপদে ছিলেন গন্যমান্য লোক,

যেমন ভারী হয়ে থাকে মায়তান পাহাড়ের শিলাখণ্ড গুলো।

সুতরাং যদি আবুল হাকাম সালাম ধ্বংসও হয়ে যায়,

তাতে কী !

সে তো নয় পুরনো জীর্ণ অস্ত্রধারী,

আর না ভোল পাল্টানো, পরিবর্তনশীল লোক।

(সুতরাং তার মৃত্যুতে লজ্জার কিছু নেই।)

ভবিষ্যদ্বক্তাদের হাতে সে ব্যাপার ছেড়ে রেখেছিল,

এবং তাদের মধ্যে সে ছিল নম্রতা, ভদ্রতা ও বাজপাখির কুলীনতা নিয়ে।

বদান্যতা ও উদারতা ছিল তার স্বভাবজাত গুণ

যুগের আবর্তনে তা ক্ষয়ে যাবার নয়।

হে আওস সরদাররা !

তাদের মধ্যে গিয়ে বসবাস কর !

মনে হয় যেন অপমানবোধের অনুভূতিও তোমরা হারিয়ে ফেলেছো।

তোমরা তোমাদের ডেগচী পাতিল শূন্য ছেড়ে দিয়েছ,
মনে হয় তাতে কিছু নেই।
পক্ষান্তরে আমাদের সম্প্রদায়ের ডেগচী পাতিল উনুনে টগবগ করে ফুটছে।

সালাম ইব্ন আবুল হাকীকের হত্যা

ইব্ন ইসহাক বলেন : খন্দক ও বনূ কুরায়যার ব্যাপার সমাপ্ত হওয়ার পর অবশিষ্ট থাকে আবূ রাফি', অর্থাৎ সালাম ইব্ন আবুল হাকীক, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে খেপিয়ে বিভিন্ন বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করেছিল। আওস গোত্রীয় লোকজন উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে কা'ব ইব্ন আশরাফকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বৈরিতা এবং এ ব্যাপারে অন্যান্যদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধকরণের অপরাধে হত্যা করে ফেলেছিলেন। খাযরাজ গোত্রীয়রা এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সালাম ইব্ন আবুল হাকীককে হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সে তখন খায়বরে অবস্থান করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব যুহরী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিকের সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে যে সব আসবাব উপকরণ সৃষ্টি করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো আনসারের দু'টি গোত্র আওস ও খাযরাজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারেও ছিলেন চির-প্রতিদ্বন্দ্বী। যখনই আওস গোত্র কোন সংকার্যের দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপকার সাধন করতেন, তখনই খাযরাজ গোত্র বলে উঠতো আল্লাহ্র কসম ! তোমরা এ ব্যাপারেও আমাদের অতিক্রম করে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অতিরিক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারবে না। রাবী বলেন : তারা অনুরূপ কিছু না করে ক্ষান্ত হতো না। আর যখন খাযরাজ গোত্রীয়রা এরূপ কিছু করতো, তখন আওস গোত্রীয় লোকজনও অনুরূপ বলতো।

ফলে আওসরা কা'ব ইব্ন আশরাফকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বৈরিতার কারণে হত্যা করে ফেললেন, তখন খাযরাজ গোত্রীয়রা বলে উঠলেন : আল্লাহ্র কসম ! তোমরা এ কর্মদ্বারা কখনো আমাদের উপর অতিরিক্ত মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। রাবী বলেন : তখন তাঁরা এ নিয়ে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বৈরিতায় কা'ব ইব্ন আশরাফের সমর্যায়ের কে হতে পারে ? তখন তারা ইব্ন আবুল হাকীকের কথা স্মরণ করলেন। সে তখন খায়বরে অবস্থান করছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিকট তাকে হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনিও তাঁদের অনুমতি দিয়ে দিলেন।

সে মতে বনূ খাযরাজের, বনূ সালামা গোত্রের পাঁচ ব্যক্তি—আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতীক, মাসউদ ইব্ন সিনান, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আনীস, আবূ কাতাদা, হারিস ইব্ন রাব্য়ী এবং আসলাম গোত্রের খাযায়া ইব্ন আসওয়াদ যিনি প্রথমোক্ত চারজনের চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিলেন, একত্রে ঘর

থেকে বেরিয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতীককে তাঁদের আমীর মনোনীত করে দিলেন। সাথে সাথে কোন শিশু ও নারীকে হত্যা করতে তিনি তাঁদেরকে নিষেধ করে দেন।

সে মতে তাঁরা বের হলেন এবং খায়বরে গিয়ে পৌছলেন। রাতের বেলা তাঁরা আবুল হাকীকের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তার ঘরে প্রবেশ করে গৃহবাসীদের জন্যে বাড়ির সকল দরজা বন্ধ করে দিলেন, যাতে কেউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে।

রাবী বলেন : সে তখন তার ঘরের উপর তলায় ছিল। তথায় আরোহণের জন্যে খেজুর কাণ্ডের সিঁড়ি ছিল তাঁরা তাতে আরোহণ করে দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হলেন। তারা ভেতরে প্রবেশের জন্যে তার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন তার স্ত্রী বেরিয়ে এসে বলল : তোমরা কারা ? তাঁরা জবাব দিলেন : আমরা কতিপয় আরব, একটু আহার্য চাই। সে বলল : ঐ যে গৃহকর্তা আছেন, তোমরা তার কাছে যেতে পার।

রাবী বলেন : তারপর আমরা যখন তার ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন আমরা দরজা বন্ধ করে দিলাম, যাতে তার স্ত্রী কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। আমাদের আশঙ্কা হলো, পাছে সে আসা যাওয়া করে আমাদের এবং তার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তখন মহিলাটি চীৎকার জুড়ে দিল। আমরা তাড়াতাড়ি তলোয়ার হাতে নিয়ে অগ্রসর হলাম। ইব্ন আবুল হাকীক তার বিছানায় শুয়ে ছিল। আল্লাহ্র কসম ! রাতের আঁধারে একটু শুভ্রতা ছাড়া আর কিছুই তার অস্তিত্ব প্রকাশ করছিল না, যেন একটি সাদা মিসরীয় বস্ত্র বিছানার উপর পড়ে রয়েছে। রাবী বলেন : তার স্ত্রী যখন চীৎকার করলো, তখন আমাদের মধ্যকার একজন প্রতিবারই তার মাথার উপর তলোয়ার উঁচিয়ে ধরতো। পরক্ষণেই তার স্মরণ হতো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন মহিলা হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, তখন তিনি বিরত হতেন। তা না হলে ঐ রাতে আমরা তাকেও খতম করে দিতাম। অবশেষে আমরা যখন তরবারি দ্বারা আঘাত করলাম, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আনীসের তরবারি তার পেটের মধ্যে লাগলো। পেটে তলোয়ার লাগতেই সে চীৎকার করে বলতে লাগলো : এটাই আমার জীবন নাশের জন্যে যথেষ্ট ! এটি আমার জীবন নাশের জন্যে যথেষ্ট !

রাবী বলেন : তারপর আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতীক চোখে ভাল দেখতে পেতেন না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে তাঁর হাত দারুণ ভাবে মচকে যায়। কেউ কেউ বলেন : হাত নয় তাঁর পা মচকে যায়। ইব্ন হিশামও এ মতেরই সমর্থক।

রাবী বলেন : আমরা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে লোকের আড়াল করে, তাদের কেল্লায় পানি আসার নহর দিয়ে তাঁকে বের করলাম এবং সেখানে আত্মগোপন করে বসে রইলাম।

রাবী বলেন : এদিকে তারা আগুন জ্বালিয়ে আমাদের খুঁজে বের করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করলো। কিন্তু সবই বিফলে গেল। নিরাশ হয়ে তারা আবুল হাকীক তনয়ের কাছে ফিরে গেলেন এবং তাকে ঘিরে ধরলো। তার প্রাণবায়ু তখন নির্গত হচ্ছিল।

রাবী বলেন : তারপর আমরা বলাবলী করতে লাগলাম, আল্লাহ্‌র দুশমনটি যে সত্যি সত্যি মারা গেছে, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হবো কী করে ?

রাবী বলেন : তখন আমাদের মধ্যকার একজন বললো, আমি গিয়ে লোকজনের মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের জন্য খবর নিয়ে আসবো। সে মতে সে ব্যক্তি বেরিয়ে গেল এবং লোকজনের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

সে ব্যক্তির বর্ণনা : আমি গিয়ে তার স্ত্রী এবং আরো কতিপয় ইয়াহূদীকে তার নিকটে পেলাম। তার স্ত্রীটি প্রদীপ ধরে তার চেহারার দিকে তাকাচ্ছিল এবং তাদের বলছিল, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি ইব্‌ন আতীকের গলার আওয়ায শুনতে পেয়েছি। তারপর নিজের মনেই বলেছি, এটা নিশ্চয়েই ভুল ধারণা, ইব্‌ন আতীক এখানে আসবে কোত্থেকে ? তারপর সে তার দিকে মুখ করে বললো ইয়াহূদীদের প্রতিপালকের কসম ! সব শেষ।

রাবী বলেন : আমরা জন্যে এর চাইতে মধুর আর কোন কথাই ছিল না।

রাবী বলেন : তারপর আমাদের কাছে সে সংবাদ পৌঁছলো। আমরা আমাদের সাথীটিকে বহন করে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে আল্লাহ্‌র দুশমনটি নিধনের সংবাদ দিলাম। আমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে এ নিয়ে মতানৈক্য হলো। আমাদের প্রত্যেকেই তার হাতে তার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবী করতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আচ্ছা, তোমাদের তলোয়ারগুলো নিয়ে এসো দেখি !

রাবী বলেন : সে মতে আমরা আমাদের তরবারিসমূহ তাঁর সামনে উপস্থিত করলাম। তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আনীসের তরবারি সম্পর্কে বললেন : এই হচ্ছে তার হত্যাকারী, আমি এর মধ্যে তার আহার্যের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করছি।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) কা'ব ইব্‌ন আশরাফ এবং সালাম ইব্‌ন আবুল হাকীমের হত্যা প্রসংগে বলেন :

لله درعصابة لا قيتهم ... ... مستصعرين لكل امر محجف

ধন্য তারা, যাদের তুমি সাক্ষাৎ পেলে হে ইব্‌ন হাকীক,
ধন্য তারা যাদের তুমি দেখা পেলে হে ইব্‌ন আশরাফ !
তাঁরা তাদের হাল্কা তরবারি হাতে বেরিয়ে পড়লেন নৈশ অভিযানে
তোমাদের পানে-বনের ঝাঁড়ের ঝোঁপের মধ্য দিয়ে সিংহকুলের
সগর্বে এগিয়ে চলার মতো।
শেষ পর্যন্ত তাঁরা এসে উপনীত হলেন-
তোমাদের নিজেদের বাসগৃহসমূহে,

তারপর পান করালেন তোমাদের মৃত্যুর শরবত
তাদের ধারালো তরবারিসমূহের দ্বারা।
তাঁদের দীনের নবীর সাহায্যটাই তাঁরা দেখছিলেন,
তাঁদের নিজেদের জানমালকে তখন তাঁরা তুচ্ছ জ্ঞান করছিলেন।

আমর ইব্‌ন ‘আস ও খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব আমার নিকট হাবীব ইব্‌ন আবূ আওস ছাকাফীর আযাদকৃত গোলাম রাশিদ থেকে আমর ইব্‌ন ‘আস-এর সূত্রে তাঁর যবানীতে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন : আমরা যখন খন্দক যুদ্ধ থেকে বাহিনীসমূহ নিয়ে ফিরে আসলাম, তখন আমি কুরায়শদের মধ্যে যারা আমার অভিমতকে গুরুত্ব দিত এবং আমার কথা মনোযোগ সহকারে শুনতো, এমন কতিপয় ব্যক্তিকে একত্রে সমবেত করে বললাম :

দেখ, তোমরা সম্যক জ্ঞাত আছ যে, মুহাম্মদের ব্যাপারটি
আমাদের অপছন্দ সত্ত্বেও দিন দিন বৃদ্ধিই পেয়ে চলেছে।
আমি এ ব্যাপারে একটি কথা চিন্তা করেছি। এ ব্যাপারে
তোমাদের অভিমত কি ?
তারা বললেন : তুমি কি চিন্তা করেছো বল।
তখন তিনি বললেন :

আমি চিন্তা করেছি, আমরা (আবিসিনিয়ার রাজ) নাজ্জাশীর কাছে চলে যাব এবং তাঁরই কাছে অবস্থান করবো। মুহাম্মদ যদি শেষ পর্যন্ত কুরায়শদের উপর জয়যুক্ত হয়ে যান, তবে আমরা নাজ্জাশীর কাছেই রয়ে যাবো। কেননা, মুহাম্মদের পদানত হওয়ার চাইতে তাঁর অধীন থাকাই আমাদের জন্যে অধিকতর পছন্দনীয়। আর যদি আমাদের স্বজাতিরই জয় হয়। তাহলে তো আমাদের মর্যাদা তাদের কাছে স্বীকৃতই আছে। তাদের পক্ষ থেকে আমাদের মঙ্গল বৈ কিছু পৌঁছবে না। তখন তারা সকলে সমস্বরে বলে উঠলো : তোমরা কথাই ঠিক।

আমি বললাম : তা হলে তোমরা তাঁকে দেওয়ার জন্যে উপহার সামগ্রী একত্রিত কর। আর আমাদের দেশ থেকে তাঁকে দেওয়ার জন্যে সর্বাধিক পছন্দসই জিনিস হলো চামড়া। সেমতে আমরা প্রচুর চামড়া তাঁর জন্যে সংগ্রহ করলাম। তারপর আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম এবং যথাসময়ে তাঁর দরবারে গিয়ে উপনীত হলাম।

এমনি সময় আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামরী এসে তাঁর দরবারে পৌঁছলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জা‘ফর এবং তাঁর সাথীদের ব্যাপারে তাঁকে নাজ্জাশীর দরবারে পাঠিয়েছিলেন। যামরী তাঁর দরবারে ঢুকলেন তারপর বেরিয়ে গেলেন।

আমর ইব্‌ন 'আস বলেন : আমি তখন আমার সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, এ হচ্ছে আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামরী। আমরা যদি নাজ্জাশীর কাছে গিয়ে বলি যে, একে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন, তবে তিনি অবশ্যই তাকে আমার হাতে সমর্পণ করবেন; আর আমি তাকে হত্যা করে ফেলবো ? আমি যখন তা করেছি বলে কুরায়শরা দেখতে পাবে, তখন তারা ভাববে, মুহাম্মদের দূতকে হত্যা করে আমি তাদের পক্ষে যথেষ্ট করেছি।

আমর ইব্‌ন 'আস বলেন : সেমতে আমি নাজ্জাশীর দরবারে প্রবেশ করলাম এবং আমার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তাঁকে সিজদা করলাম। নাজ্জাশী বলে উঠলেন : আমার বন্ধুর প্রতি মারহাবা! কি হে! তুমি কি তোমার দেশ থেকে আমার দরবারে কোন উপঢৌকন পেশ করেছ ?

আমর ইব্‌ন 'আস বলেন : আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ, জাঁহাপনা! প্রচুর চামড়া আপনার দরবারে উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করেছি।

আমর ইব্‌ন 'আস বলেন : একথা বলে আমি তা তাঁর নিকট এগিয়ে দিলাম। তিনি তা বেশ পছন্দ করলেন। আমি তখন তাঁকে বললাম :

জাঁহাপনা, এক ব্যক্তিকে আমি আপনার দরবার থেকে বের হয়ে যেতে দেখলাম। সে আমাদের এক শত্রুর দূত। আপনি তাকে আমার হাতে তুলে দিন। আমি তাকে হত্যা করবো।

আমর ইব্‌ন 'আস বলেন : নাজ্জাশী একথা শুনে ক্রুদ্ধ হলেন। তারপর আপন হাত মেলে ধরে তা নিজ নাকে এমনি সজোরে আঘাত করলেন যে, আমার ধারণা হলো তিনি বুঝি তাঁর নাকটি ভেঙ্গেই ফেললেন। যদি ভূমি দ্বিধা হতো, তবে আমি ভয়ে তাতে ঢুকে পড়তাম। তারপর আমি বললাম :

জাঁহাপনা! আমি যদি একটুও আঁচ করতে পারতাম যে, আপনি একথা অপছন্দ করবেন, তবে আমি আপনার কাছে তাকে আমার হাতে তুলে দেওয়ার কথাটা কখনো বলতাম না।

তিনি বললেন : "ওহে! তুমি এমন এক মহাপুরুষের দূতকে তোমার হাতে হত্যার জন্যে তুলে দিতে বলছো, যাঁর কাছে মূসার কাছে আগত পবিত্র সত্তার আগমন হয়ে থাকে ?"

আমি বললাম : "জাঁহাপনা! সত্যিই কি তাই ?"

তিনি বললেন : তোমার সর্বনাশ হোক হে আমর! তুমি আমার অনুসরণ কর এবং তাঁর আনুগত্য অবলম্বন কর! কেননা, আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবেন—যেমনটি জয়যুক্ত হয়েছিলেন মূসা (আ) ফিরআউন ও তার লোক লশকরের বিরুদ্ধে।

আমর ইব্‌ন 'আস বলেন : আপনি কি তাঁর পক্ষ থেকে আমার নিকট হতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করবেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করে দিলেন আর আমি তাঁর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করলাম। তারপর আমি আমার সাথীদের নিকট ফিরে এলাম। এবার আমার নতুন মত আমার পূর্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ালো। আর আমি আমার সাথীদের নিকট আমার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলাম।

তারপর আমি যথারীতি অনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট রওনা হলাম। পথে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের সাথে সাক্ষাৎ হলো। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের পূর্বের কথা। তিনি তখন মক্কার দিক থেকে আসছেন। আমি বললাম ঃ কোথায় চলছেন হে সুলায়মানের বাবা ? জবাবে তিনি বললেন : সত্য এখন প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। ঐ ব্যক্তিটি সত্য সত্যই নবী। আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর নিকট যাবো এবং ইসলাম গ্রহণ করবো। আর কত ?

আমর ইব্ন 'আস বলেন : আমি বললাম, আমিও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যেই এসেছি।

আমর বলেন : তারপর আমরা মদীনায় পদার্পণ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। প্রথমে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ অগ্রসর হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বায়'আতও হলেন। তারপর আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি এ শর্তে আপনার কাছে বায়'আত হবো যে আমার পূর্ববর্তী গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, আর পরবর্তীকালে যা হবে সে সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

يَا عمروُ بَايِعْ فَانَّ الاسْلاَمَ يَجبُّ مَا كَانَ قَبْلَه

وَانَّ الهِجْرَةَ تَجبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا –

—"হে আমর! বায়'আত গ্রহণ কর! কেননা, ইসলাম তার পূর্ববর্তী গুনাহ্সমূহকে নিঃশেষ করে দেয় এবং হিজরত তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়।"

আমর ইব্ন 'আস বলেন : তারপর আমি বায়'আত হলাম এবং ফিরে আসলাম।

ইব্ন হিশাম বলেন কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেছিলেন :

فان الاسلام يحت ما كان قبله

وان الهجرة تحت ما كان قبلها

অর্থাৎ ইসলাম তার পূর্ববর্তী গুনাহ্সমূহকে ঝরিয়ে দেয় এবং হিজরত তার পূর্ববর্তী গুনাহ্সমূহকে ঝরিয়ে দেয়।[১]

উসমান ইব্ন তালহার ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : এমন এক রাবী আমার নিকট এটি বর্ণনা করেছেন, যাকে আমি মিথ্যাবাদী হওয়ার অপবাদ দিতে পারি না। উসমান ইব্ন তালহা ইব্ন আবূ তাল্হা তাঁদের দু'জনের ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন।

---

১. মুসলিম শরীফের বর্ণনায়, আমর ইব্ন 'আস বর্ণিত হাদীসে উক্ত বাক্যটি আছে এরূপে : (হাদীস নং ২১৮) أما علِمتَ أنّ الاسلام يهدِم مَاكَانَ قبلَه وأنّ الهِجرَةَ تهدِم ما كَانَ قَبلَهَا অর্থ একই। কেবল শব্দের পার্থক্য।—অনুবাদক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন যুবআরী সাহমী এ প্রসঙ্গে নিম্নের পংক্তিগুলো বলেন :

উসমান ইব্‌ন তাল্‌হাকে আমি কসম দিচ্ছি
সে ওয়াদা অঙ্গীকারের, যাতে আমরা পরস্পরে আবদ্ধ হয়েছিলাম
সেই পবিত্র স্থানে, যেখানে লোক সম্ভমে জুতা খুলে রাখে
(পবিত্রিত কালো পাথররূপী) চুম্বন স্থলের নিকটে।
আর আমি কসম দিচ্ছি তাকে সে ওয়াদা অঙ্গীকারের
যাতে আমাদের পিতৃপুরুষরা আবদ্ধ হয়েছিলেন।
খালিদ ও তাথেকে দায়িত্ব মুক্ত হতে পারে না।
তুমি কি নিজ ঘরের চাবি ছাড়াও অন্য ঘরের চাবিও চাও ?
সনাতন মর্যাদা পূর্ণ ঘরের মর্যাদা কি কাম্য নয় ?
খালিদ! তুমি নিজেকে নিরাপদ ভেবো না এরপর—
উসমান[১] নিয়ে এসেছে এক নিদারুণ সঙ্কট।

যীকাদা এবং যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দিকে (হিজরী ৫ম সন)[২] বনূ কুরায়যার উপর বিজয় অর্জিত হয়। এ বছর হজ্জের সময়ও পৌত্তলিকরাই কা'বা শরীফের মুতাওল্লী বা তত্ত্বাবধায়করূপে বহাল ছিল।

বনূ লিহইয়ানের যুদ্ধ

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম বলেন, আমার নিকট যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবী (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় যিলহাজ্জ, মুহাররম, সফর এবং রবিউলের দুইমাস অবস্থান করেন এবং বনূ কুরায়যা বিজয়ের ছয় মাসের মাথায় জুমাদাল উলা মাসে বনূ লিহ্‌ইয়ানের দিকে যাত্রা করেন। রাজীর দুঃখজনক ঘটনায় নিহত খুবায়ব ইব্‌ন আদী ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণই ছিল এ যাত্রার উদ্দেশ্য। কিন্তু বাহ্যতঃ তিনি সিরিয়া গমন করবেন বলে প্রকাশ করলেন, যাতে করে প্রতিপক্ষ ভুল ধারণার মধ্যে থাকে।

ইব্‌ন হিশাম বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইব্‌ন উম্মু মাকতূমকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে, মদীনা থেকে সদলবলে বেরিয়ে পড়লেন।

---

১. এই উসমান ইব্‌ন তাল্‌হাই ছিলেন কা'বা শরীফের চাবিরক্ষক। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ এবং উক্ত উসমানের ইসলাম গ্রহণকে খোলা মনে মেনে নিতে পারেন নি। তাই কবিতায় উক্ত পংক্তিগুলোতে তাদের পৌত্তলিকতার ওয়াদা অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করা হয়েছে এবং উসমানের ইসলাম গ্রহণকে সঙ্কট বলে উল্লেখ হয়েছে।—অনুবাদক

২. এটা ৬১৭ খৃষ্টাব্দে মার্চ ও এপ্রিলের কথা।—অনুবাদক

ইব্ন ইসহাক বলেন : তিনি মদীনার উপকণ্ঠে সিরিয়া গমনের পথে অবস্থিত গুরাব পাহাড়, মাহীস ও বাত্রা হয়ে তারপর বামদিকে মোড় নিয়ে বীন, সুহায়রাতুল ইয়ামাম হয়ে সোজা মক্কার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেন। শেষ পর্যন্ত গুরানে এসে অবতরণ করেন। এই গুরানই ছিল বনূ লিহ্ইয়ান গোত্রের আবাসস্থল। গুরান হচ্ছে উমজ ও উসফানের মধ্যবর্তী একটি প্রান্তর, সায়া নামক জনপদের নিকট তার অবস্থান। তিনি তাদেরকে সতর্কাবস্থায় পাহাড়ের শীর্ষে আত্মগোপনকারীরূপে পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সেখানে অবতরণ করলেন এবং তাদের যে ভুল ধারণায় ফেলতে চেয়েছিলেন, তাতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে অনুভব করলেন। তখন তিনি বললেন, আমরা যদি উসফানে অবতরণ করতাম, তাহলে মক্কাবাসীরা দেখতো যে আমরা মক্কা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছি। সেমতে তিনি দু'শ আরোহী সঙ্গী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং উসফানে গিয়ে অবতরণ করলেন। তারপর তিনি দু'জন অশ্বারোহী সাহাবীকে সম্মুখদিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে প্রেরণ করেন। তাঁরা কুরাউল গামীম পর্যন্ত অগ্রসর হন। তারপর যখন কেউ আর তাঁদের মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হলো না, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সদলবলে ফিরে আসেন।[১]

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ বলতেন, আমি প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি :

اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ وُعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ -

"আল্লাহ্ চাহে তো আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, আমাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের প্রশংসাকারী।

আমি আল্লাহ্র শরণ প্রার্থনা করছি সফরের ক্লান্তি থেকে, মন্দ পরিণাম থেকে এবং পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদের বীভৎস দৃশ্য থেকে।"

কা'ব ইব্ন মালিকের কবিতা

আসিম ইব্ন আমর ইব্ন কাতাদা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণিত। কা'ব ইব্ন মালিক বনূ লিহ্ইয়ান যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন :

বনূ লিহ্ইয়ান যদি অপেক্ষা করতো,
তা হলে তারা ঘরে বসেই অগ্রবর্তী বাহিনীর সাক্ষাৎ পেতো।
তার পেছনে থাকতো বিশাল বাহিনী
যারা আসতো পথ-প্রান্তর মাড়িয়ে,
তাদের তরবারিসমূহ ঝিলিক মারতো অগণিত নক্ষত্রসম।
কিন্তু কার্যত: তারা ছিল, নেউলে,
হিজাযের এমন ঘাঁটিসমূহে গিয়ে তারা আত্মগোপন করলো,
যেগুলোর কোন দরজাও ছিল না।

---

১. ইব্ন সা'দের বর্ণনায় দশজন অশ্বারোহী সৈন্যসহ রাসূলুল্লাহ্ উসফান থেকে আবূ বকর (রা)-কে সম্মুখদিকে প্রেরণ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবতঃ প্রথমে তিনি দু'জনকেই প্রেরণা করেছিলেন— যা ইব্ন হিশামের বর্ণনায় রয়েছে। পরে দশজন দিয়ে আবূ বকর (রা)-কে প্রেরণ করেছিলেন।—অনুবাদক

যী-কারদের যুদ্ধ

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফিরে আসলেন। তাঁর মাত্র কয়েক রাত মদীনায় অবস্থানের পরেই উয়ায়না ইব্ন হিসন ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন বদর ফিযারী গাতফানের একটি অশ্বারোহী দল নিয়ে গাবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটের ব্যাথানে হামলা চালিয়ে গিফারী গোত্রের একজন মুসলমানকে হত্যা করে এবং তাঁর স্ত্রী ও সমুদয় উট নিয়ে পালিয়ে যায়।[১]

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর এমন এক রাবীর সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, যাঁকে আমি মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিতে পারি না; তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিকের বরাতে বর্ণনা করেন, এঁদের প্রত্যেকেই যী-কারদের যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু কিছু বর্ণনা করেছেন, যার সার্বিক রূপ হলো এরূপ :

সর্বপ্রথম যিনি এ উট লুণ্ঠনের ঘটনার সংবাদ আগত হন, তিনি হলেন সালাম ইব্ন আমর ইব্ন আক্ওয়া আসলামী। প্রত্যূষেই তিনি তীর-ধনুক নিয়ে গাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর সাথে ছিলেন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্‌র কিশোর পুত্র। তিনি তাঁর ঘোড়া নিয়ে তাঁর আগে আগে যাচ্ছিলেন।

তিনি যখন সানিয়াতুল বিদা পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন, তখন শত্রুদের ঘোড়াসমূহ নযরে পড়লো। তিনি পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে 'ওয়া সাবাহা' (কোথায় ভোবের সাহায্যকারীরা এগিয়ে এসো) বলে হাঁক দিয়ে, ওদের পিছু পিছু ধাওয়া করলেন। ঐ সময় তাঁর দ্রুত ধাবিত হওয়া ছিল—হিংস্র শ্বাপদতুল্য। দেখতে দেখতে তিনি তাদের অত্যন্ত নিকটে পৌঁছে গেলেন এবং তীর দ্বারা তাদের গতিরোধ করতে লাগলেন। প্রতিটি তীর নিক্ষেপের সময় তিনি হাঁক দিচ্ছিলেন :

خذها وانا ابن الاكوع

اليوم يوم الرضع

লও লও আমি জেনো আক্ওয়ার পুত্র,

আজকের দিন হলো ইতরদের ধ্বংসের দিন।

শত্রুপক্ষের অশ্বগুলোর গতি যখনই তার দিকে হতো তখনই তিনি দৌড়ে পালাতেন, তিনি আর পাল্টে তাদেরকে ধাওয়া করতে লাগালেন এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র আবারও তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন :

---

১. 'সীরাতুন্নবী' গ্রন্থে আল্লামা শিবলী নু'মানী ঐ নিহত মুসলমান সাহাবী আবূ যর গিফারী (রা)-এর সন্তান ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। লুণ্ঠিত উট বা উটনীর সংখ্যা ছিল বিশ। এটি ৭ম হিজরীর ঘটনা। (উর্দূ) সীরাতুন্নবী, জিলদ-১, পৃ. ৪৭৯ (৫ম সংস্করণ)

خـذهـا وانـا ابـن الاكـوع
الـيـــوم يـــوم الـــرضـع

লও লও আমি জেনো আকওয়ার পুত্র,
আজকের দিন হলো ইতরদের ধ্বংসের দিন।

রাবী বলেন : উত্তরে তাদের কেউ একজনকে বলতে শুনা গেল :

اويكعنا هو اول النهار

এ হলোহ ক্ষুদে আক্ওয়া
সে আমাদের সকালের নাশতা।

অশ্বারোহী মুজাহিদদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানে আকওয়ার আওয়ায পৌঁছতেই তিনি মদীনায় সংকট! সংকট! বলে ধ্বনি তুললেন। ফলে মুসলমান অশ্বারোহীরা চতুর্দিক থেকে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জড়ো হলেন।

এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে অশ্বারোহীটি এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছালেন, তিনি হলেন মিকদাদ ইব্ন আমর। এঁকেই মিকদাদ ইব্ন ইব্ন আস্ওয়াদ বলে অভিহিত করা হতো। ইনি যুহ্রা গোত্রের চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিলেন। মিকদাদের পর আনসারের যে সব অশ্বারোহী সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা হলো :

আশ্হাল গোত্রের উব্বাদ ইব্ন বাশার ইব্ন ওকশ ইব্ন যাগ্বা ইব্ন যাউরা, বনূ কা'ব ইব্ন আব্দ আশ্হালের সা'দ ইব্ন যায়দ, হারিসা ইব্ন হারিস গোত্রের উসায়দ ইব্ন যুহায়র তবে এ নামটি সন্দেহযুক্ত, উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান—ইনি আসাদ ইব্ন খুযায়মা গোত্রের লোক ছিলেন, উক্ত গোত্রের মুহরিয ইব্ন নাদলা, সালমা গোত্রের আবূ কাতাদা হারিস ইব্ন রাবঈ এবং যুরায়ক গোত্রের উবায়দ ইব্ন যায়দ ইব্ন সামিত ওরফে আবূ আইয়াশ।

এঁরা সকলে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে সমবেত হলেন তখন আমার নিকট যে সংবাদ পৌঁছেছে সে মতে, সা'দ ইব্ন যায়দকে তাঁদের আমীর মনোনীত করে দেন। তখন তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন : তুমি ঐ সম্প্রদায়কে ধাওয়া করতে থাক, যাবৎ না আমি তোমার কাছে এসে পৌঁছি।

বনূ যুরায়কের কতিপয় লোকের প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আইয়াশকে উদ্দেশ্য করে বলেন : হে আবূ আইয়াশ! যদি তুমি তোমার ঘোড়াটি তোমার চাইতে দক্ষতর কোন ঘোড় সওয়ারকে দান করতে এবং সে গিয়ে দুশমনদের সাথে লড়তো, তা হলে কতই না উত্তম হতো!

আবুল আইয়াশ বলেন : আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমিই তো সেরা ঘোড়সওয়ার! তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম; কিন্তু আল্লাহ্র কসম! পঞ্চাশ হাত যেতে না

যেতেই ঘোড়াটি আমাকে তার পিঠ থেকে ফেলে দিল। এবার আমার বিস্ময়ের সীমা রইলো না এই ভেবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন : যদি তুমি দক্ষতর কাউকে ঘোড়াটি অর্পণ করতে, আর আমি বললাম, আমিই সর্বাধিক দক্ষ ঘোড়সওয়ার।

বনূ যুরায়কের লোকদের বর্ণনা, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আইয়াশের ঘোড়াটি মু'আয ইব্‌ন মাইযকে অথবা আইয ইব্‌ন মাইযকে প্রদান করেন। এদের পিতার নাম কায়স ইব্‌ন খালাদা। অশ্বরোহীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম, আবার কেউ কেউ বলেন, অষ্টম ছিলেন সালামা ইব্‌ন আক্ওয়া। এঁরা বনূ হারিসা গোত্রের উসায়দ ইব্‌ন যুহায়রকে বাদ দিয়ে হিসাব করে থাকেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন যে, এঁদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি কে ছিলেন। কিন্তু সালামা ইব্‌ন আক্ওয়া সেদিন অশ্বারোহী ছিলেন না। তিনি সেদিন পদাতিক রূপেই সর্বপ্রথম ওদেরকে গিয়ে ধরেছিলেন। অশ্বারোহীরা পরে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হয়েছিলেন এবং যুদ্ধও করেছিলেন।

মুহরিয ইব্‌ন নাযলার শাহাদাত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কাতাদা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, সর্বপ্রথম যে অশ্বারোহী বীরটি গিয়ে শত্রুদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তিনি ছিলেন মুহরিয ইব্‌ন নাযলা। ইনি ছিলেন আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা গোত্রের লোক। মুহরিয আখরাম নামে অভিহিত হতেন। তাঁকে কুমায়র নামেও অভিহিত করা হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সংকটের কথা ঘোষণা করলেন। তখন ঘোড়াসমূহের হ্রেষা রব শুনে মাহ্মূদ ইব্‌ন মাসলামার ঘোড়াটি অস্থিরভাবে পায়চারী করা শুরু করে দিল। এ ঘোড়াটিকে বাঁধা অবস্থায় তৃণাদি দেওয়া হতো—ছাড়া থাকতো না। বনূ আব্দ আশহালের কতিপয় মহিলা যখন খেজুর গাছের সাথে বাঁধা এ ঘোড়াটিকে অস্থির অবস্থায় প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তারা বলে উঠলেন : হে কুমায়র! তুমি কি এ ঘোড়াটিতে চড়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুসলমানদের সাথে গিয়ে যুদ্ধার্থে মিলিত হবে না ? কেননা, তুমি তার অবস্থা দেখতেই পাচ্ছো। তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন তাঁরা ঘোড়াটি তাঁকে অর্পণ করলেন। মুহরিয তাতে আরোহণ করে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে ঘোড়াটি শত্রুদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলো। তিনি তাদের সম্মুখে গিয়ে থামলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন :

"হে ইতররা, একটু দাঁড়াও! মুহাজির ও
আনসারগণ পিছনে আসছেন।"

রাবী বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে এক ব্যক্তি এসে মুহরিযের উপর হামলা করলো এবং তাঁকে হত্যা করল। ঘোড়াটি পুনরায় অস্থির পায়চারী শুরু করে ছিল। শত্রুরা ঘোড়াটিকে কোনক্রমেই কাবু করতে সমর্থ হলো না। সে আবার বনূ আশহালের অশ্বশালায় ফিরে আসলো। মুহরিয ছাড়া মুসলমানদের অন্য কেউ এ যুদ্ধে শহীদ হননি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : একাধিক পণ্ডিতের মতে, সেদিন মুসলমানদের মধ্যে মুহরিযের সাথে ওয়াক্কাস ইব্‌ন মুজযিয মাদলিজীও শহীদ হয়েছিলেন।

মুসলমানদের ঘোড়াসমূহের নাম

ইব্ন ইসহাক বলেন : মাহ্মূদের ঘোড়াটি নাম ছিল 'যুল্লিন্মা'।

ইব্ন হিশাম বলেন : সা'দ ইব্ন যায়দের ঘোড়ার নাম ছিল লাহিক। মিকদাদের ঘোড়ার নাম ছিল 'বাযাজা'। কেউ কেউ এটার নাম 'সাব্হা'ও বলেছেন। উকাশা ইব্ন মিহ্সানের ঘোড়ার নাম ছিল 'যুললিম্মা'। আবূ কাতাদার ঘোড়ার নাম ছিল 'হাযওয়া'। উব্বাদ ইব্ন বিশর এর ঘোড়র নাম ছিল 'লাম্মা'। উসায়দ ইব্ন যুহায়রের ঘোড়ার নাম ছিল 'মাস্নূন'। আবূ আইয়াশের ঘোড়ার নাম ছিল 'জাল্ওয়া'।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিকের সূত্রে এমন একজন রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, যাকে আমি মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করতে পারি না। তিনি বলেন : মুজাযায উকাশা ইব্ন মিহ্সানের ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন, যার নাম ছিল 'জানাহ্'। মুজাযায শহীদ হন এবং ঘোড়াটি শত্রুদের হাতে পড়ে যায়।

মুশরিকদের মধ্যে যারা নিহত হয়

সমস্ত অশ্বারোহী যখন একত্রিত হলেন, তখন বনূ সালামার আবূ কাতাদা ইব্ন হারিস ইব্ন রিব্য়ী প্রতিপক্ষের হাবীব ইব্ন উয়ায়না ইব্ন হিস্নকে হত্যা করেন এবং তাঁকে তাঁর নিজ চাদর দ্বারা আবৃত করে নিজের লোকজনের মধ্যে মিশে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে তখন মুস্লমানদের তত্ত্বাবধান করছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : ইব্ন উম্মু মাকতূমকে তখন তিনি মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : নিহত হাবীবকে আবূ কাতাদার চাদরে আবৃত দেখে লোকে ইন্নালিল্লাহ পাঠ করতে লাগলো এবং বলাবলি করতে লাগলো যে, আবূ কাতাদা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এটা কাতাদার শবদেহ নয়, বরং এ ব্যক্তি আবূ কাতাদার হাতে নিহত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আবূ কাতাদা তার চাদর এর উপর রেখে দিয়েছে, যাতে লোকে বুঝাতে পারে যে, এটা তারই হাতে নিহত ব্যক্তির শবদেহ।

উকাশা ইব্ন মিহসান—উবার ও তার পুত্রকে একত্রে পেয়ে যান। তারা পিতাপুত্র উভয়েই একটা উটে চড়ে চলছিল। তিনি তাদের দু'জনকে একই বল্লমের মধ্যে গেঁথে ফেলেন এবং উভয়কে একত্রে হত্যা করেন। কিছু সংখ্যক উষ্ট্রী তাঁরা মুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যী-কারদের পাহাড়ে গিয়ে অবস্থান করেন। সেখানে লোকজন তাঁর সংগে গিয়ে মিলিত হয়। তিনি সেখানে এক দিন একরাত অবস্থান করেন। সালামা ইব্ন আকওয়া তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে যদি আপনি এক শ' লোক সাথে দেন, তবে অবশিষ্ট উষ্ট্রীগুলোও উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারি। সাথে সাথে শত্রুদের গর্দানসমূহও নিয়ে আসতে পারি। আমার জানা মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁকে বলেন :

انهم الان يغبقون فى غطفان

—তারা এখন গাতফান গোত্রে গিয়ে উষ্ট্রীগুলোর দুধ পানে মত্ত রয়েছে।

গনীমত বণ্টন

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিশত মুসলমানের মধ্যে একটি করে উট হিসাবে সাহাবীদের মধ্যে গনীমত বণ্টন করে দেন এবং সেখান (এক দিন এক রাত) অবস্থানের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

পাপ কাজে মানত নেই

নিহত গিফারীর স্ত্রী[১] রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটনীসমূহের একটিতে চড়ে তাঁর খিদমতে এসে হাযির হলেন এবং পূর্ণ ঘটনা তাঁকে অবহিত করলেন। কথাবার্তা শেষ হল সে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! "আমি মানত করেছি, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে এর পিঠে করে যালিমদের কবল থেকে নিষ্কৃতি দেন, তবে আমি এটি যবাই করব।"[২]

রাবী বলেন : একথাটি শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হেসে বললেন :

بئس ما جزيتها ان حملك الله عليها ونجاك بها

ثم تنحرينها ! انما هى ناقة من ابلى

فارجعى الى اهلك على بركة الله

"তুমি তো উটনীকে অত্যন্ত মন্দ প্রতিদান দিলে হে! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এর পিঠে চড়ালেন। এর দ্বারা তোমাকে নিষ্কৃতি দিলেন, তারপর তুমি তাকে যবাই করতে চাও! ওহে! এটি তো আমার উটনী। তুমি আল্লাহ্র দেওয়া বরকত নিয়ে তোমার পরিবার পরিজনের মধ্যে ফিরে যাও।"

গিফারীর স্ত্রী এবং তার বক্তব্য এবং তার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি সংক্রান্ত পূর্ণ বিবরণ আবূ যুবায়র মক্কী হাসান ইব্ন আবুল হাসানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

যী-কারদের যুদ্ধের দিনে কথিত কবিতা

যী-কারদের যুদ্ধের দিন যে সব কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছিল, তাতে হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর নিম্নলিখিত পংক্তিগুলোও ছিল :

গতকাল যদি সায়া ভূমি দক্ষিণে,
আমাদের ঘোড়াগুলো পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করতো
কঙ্করময় দুর্গম ভূমি, যা আমাদের ঘোড়াগুলোর খুরগুলোতে
বিদ্ধ করছিল সুতীক্ষ্ণ কাঁকর;
তা হলে এ ঘোড়াগুলো সত্যের ধারক-বাহক
কুলীন সদ্বংশজাত তাদের আরোহীদেরকে নিয়ে
তোমাদের সাথে লিপ্ত হতো সংঘর্ষে।

---

১. তাঁর নাম ছিল—'লায়লা'।

২ মূলে আছে 'আমি নহর করব'। উটের যবাই-এর পদ্ধতিকে নহর করা বলা হয়ে থাকে। নিষ্কৃতির শুকরানা স্বরূপ আল্লাহ্র রাহে উট যবাই করার মানত মহিলাটি করেছিলেন।

তখন এ অজ্ঞাত কুলশীল পথুয়া সন্তানদের জন্যে
এটাই হতো নিরাপদতর যে,
তারা মিকদাদের ঘোড়সওয়ারদের সাথে প্রবৃত্ত হতো না যুদ্ধে।
আমরা ছিলাম আটজন মাত্র।
আর তারা ছিল বিরাট বাহিনী;
এতদসত্ত্বেও বর্শা-বল্লমের আঘাতে তারা হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত।
আমরা ছিলাম সেই সম্প্রদায়,
যারা তাদের ওখানে পৌঁছে তাদের সাথে প্রবৃত্ত হয়েছে যুদ্ধে,
তারা তাদের উত্তম ঘোড়ার লাগাম ধরে এগিয়ে চলছিল সামনের দিকে।
কসম সেই উষ্ট্রগুলোর প্রতিপালকের,
যেগুলো (আত্মোৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে) মিনার পানে এগিয়ে চলছিল
লাফিয়ে লাফিয়ে—পরম আনন্দে,
আর সেগুলো চলছিল গিরিপথসমূহের কিনার ধরে।
আমরা এগিয়ে চলছিলাম—
এমন কি একেবারে তোমাদের গৃহে আঙিনায় গিয়ে—
প্রশ্রাব করালাম আমাদের ঘোটকসমূহকে,
তারপর সেই ঘোটকগুলো নিয়ে, যেগুলো প্রতি মাঠে প্রান্তরে—
ঘুরে ঘুরে চলে, তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের নিয়ে
ফিরে এলাম হাসিখুশি প্রসন্ন মুখে।
যুদ্ধ বিগ্রহের দিনগুলো ক্ষয়ে দিয়েছে ঘোটকগুলোর
পশ্চাৎভাগ, ভাসিয়ে তুলেছে ওগুলোর পিঠের হাড়গুলোকে।
কেননা, ঐ দিনগুলোতে ওগুলোকে পরিচালনা করা হয়ে থাকে।
অনুরূপভাবে যখন জ্বলে উঠে যুদ্ধের দাবানল,
তখন আমাদের ঘোটকসমূহকে ভোরের বায়ুর দুধ
পান করানো হয়ে থাকে।
আর আমাদের চকমকে উজ্জ্বল লোহার তরবারিগুলো,
লৌহ নির্মিত ঢালসমূহ এবং রণাকাংক্ষীদের
মস্তকসমূহকে, কেটে খান খান করে দেয়।
আল্লাহ্ তা'আরা তাদের জন্যে সৃষ্টি করলেন প্রতিবন্ধকতা
তাঁর দীনের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে সৃষ্টি করলেন তিনি
তাদের সামনে নানা বাধা বিপত্তির
এ কাফিররা সুখে-স্বাচ্ছন্দে দিন গোজরান করছিল তাদের গৃহে।

কিন্তু যী-কারদের এ যুদ্ধের ফলে তাদের চেহারাসমূহ
রূপান্তরিত হলো দাসদের চেহারায়।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর আরো কবিতা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত যখন এ কবিতা আবৃত্তি করলেন, তখন সা'দ ইব্‌ন যায়দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি তার কখনো হাস্‌সানের সাথে বাক্যালাপ করবেন না। তিনি বললেন : যুদ্ধে গেল আমার ঘোড়া আর ঘোড়সওয়াররা, আর সে কৃতিত্ব বর্ণনা করলো মিকদাদের : তখন হাস্‌সান (রা) ওযরখাহী করে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! এটা আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি কেবল ছন্দের মিলের জন্যে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে! তারপর তিনি সা'দকে খুশী করার উদ্দেশ্যে নিম্নের পংক্তিটি আবৃত্তি করেন :

যদি তোমরা ইচ্ছা কর কোন প্রবল যোদ্ধা বীরের
প্রাচুর্যময় ব্যক্তির।
তা হলে ধরে গিয়ে সা'দকে—
সা'দ ইব্‌ন যায়দকে।
কোন পরিস্থিতিই ঘটাতে পারে না—
যার রূপান্তর, তথা মতান্তর।

কিন্তু সা'দ তাঁর সে ওযর মেনে নিতে পারেননি। তাঁর পংক্তিগুলোতে কোনই কাজ হয়নি।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) যী-কারদ যুদ্ধের দিন সম্পর্কে আরও বলেন :

উয়ায়না যখন এসেছিল মদীনায়
সে কি ধারণা করেছিল, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে তার প্রাসাদসমূহকে ?
যে ব্যাপারকে তুমি চেয়েছিলে সত্য করে দেখাতে
তাতে তোমাকে প্রতিপন্ন করা হলো মিথ্যাবাদী রূপে
তোমরা বলেছিলে—অচিরেই আমরা লাভ করবো প্রচুর গনীমত।
তারপর যখন তুমি এলে মদীনায়—
শুনতে পেলে তার সিংহসমূহের গর্জন,
তখন ভেঙ্গে গেল তোমার স্বপ্নসাধ,
আর মদীনার ব্যাপারে কেটে গেল তোমার মোহ।
তারপর তারা পালালো এত দ্রুত
যেমন দ্রুত পালায় উটপাখী,
আর তারা কোন উটের কাছেও ঘেঁষতে পারলো না
গোটা বিশ্বের শাহানশাহের রাসূল ছিলেন আমাদের আমীর
তিনি ছিলেন আমাদের প্রিয়তম আমীর।

এমন রাসূল, যাঁর আনীত সবকিছুকেই আমরা সত্য বলে জানি,
তিনি তিলাওয়াত করেন আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ্ত কিতাব।

কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর কবিতা

কা'ব ইব্ন মালিক (রা) যী-কারদের অশ্বারোহীদের সম্পর্কে বলেন :

অজ্ঞাত কুলশীল পথের সন্তানরা কি ভেবেছে যে,
অশ্বারোহীতে আমরা তাদের সমকক্ষ নই ?
অথচ আমরা হচ্ছি সে সব লোক, যারা হত্যাকে গালি ভাবে না।
চলন্ত বর্শা বল্লমকে দেখে যারা করে না পৃষ্ঠ প্রদর্শন।
উটের কুঁজ দিয়ে আমরা আপ্যায়ন করি আমাদের অতিথিদের,
আর বক্রচোখে তাকানো দাম্ভিকদের করি শিরশ্ছেদ।
যুদ্ধ প্রতীকসহ যারা গর্বে স্ফীত বুক নিয়ে—
অগ্রাভিমুখে সদর্পে অগ্রসর হয়,
তাদের জন্যে আমাদের তলোয়ার শাস্তি প্রদায়িনী প্রতিপন্ন হয়
দুশমনের মুখ আমরা বন্ধ করে দেই এমনি যুবক-সেনার সাহায্যে,
যারা সত্যসেনা, কুলীন, দানশীল,
'গাযা'-বনে বসতকারী, হিংস্র ব্যাঘ্রসম ক্রুর।
তারা প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়,
তাদের জানমাল ইজ্জত আবরূ রক্ষার্থে—
এমন সব তলোয়ার নিয়ে; যেগুলো খণ্ডিত করে—
শিরস্ত্রাণ-আবৃত সুরক্ষিত শিরগুলোকেও।
তাই বদর গোত্রের সাথে যখন দেখা হবে,
তখন তোমরা তাদের জিজ্ঞেস করে নেবে,
যুদ্ধের দিন ভায়েরা কেমনটি করেছিল ?
যখন তোমরা নির্গত হবে তোমাদের ঘর থেকে, তখন—
যাদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়, তাদেরকে সত্য কথাটুকু বলবে।
আর মজলিস বৈঠকসমূহে নিজেদের হালচাল গোপন করবে না কিন্তু!
তোমরা ঠিক ঠিক বলে দেবে, ঐ সিংহের পাঞ্জার ভয়ে
তটস্থ হয়ে আমরা তো পা পিছলে পড়েছি,
যার বুকে প্রতিহিংসার আগুন—
ধিক্ ধিক্ করে জ্বলতে থাকে—
যাবৎ না সে হামলা করে।

ইব্‌ন হিশান বলেন :
'উটের কুজ দিয়ে আমরা আপ্যায়ন করি অতিথিদের'
এ কবিতাংশটি আমাকে আবূ যায়দ আনসারী (রা) আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন।

শাদ্দাদ ইব্‌ন আরিয (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : শাদ্দাদ ইব্‌ন 'আরিয জুশামি (রা) যী-কারদের যুদ্ধের দিন উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌নের উদ্দেশ্যে যে কবিতা বলেছিলেন, তার পংক্তিগুলো নিম্নে দেওয়া হলো। উক্ত উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌নকে—আবূ মালিক কুনিয়াত বা উপনামে ডাকা হতো।

হে আবূ মালিক!
তোমার ঘোটক যখন উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে গিয়ে—
নিহত হচ্ছিলো, তখন তুমি ফিরে হামলা করলে না কেন ?
তুমি উল্লেখ করেছো আস্‌জরের[১] দিকে প্রত্যাবর্তনের কথা,
অথচ কথাটি তো ঠিক নয়, তোমার প্রত্যাবর্তনই ছিল বিপদসঙ্কুল।
তুমি তোমার প্রাণকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলে,
অথচ সে পালাচ্ছিল সে অসিরুদ্ধ ঘোড়াটির মত,
যে দ্রুতবেগে পূর্ণোদ্যমে অতিক্রম করে যায় কোন প্রান্তর।
যখন উত্তুরে বায়ু, তোমার উপর তার নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল,
তখন সে এরূপ টগবগ করে ফুটছিলো,
যেরূপ ফুটে উত্তপ্ত ডেগচীতে ফুটন্ত পানি।
যখন তোমরা জেনে নিলে, আল্লাহ্‌র বান্দারা এমন হয়,
প্রথম গমনকারী অপেক্ষা করে না পরবর্তীর জন্যে;
অথন তোমরা চিনে নিলে সে সব অশ্বারোহীদের,
যারা তোয়াক্কা করে না বীর যোদ্ধাদের সাথে যুঝতে,
যখন তাদের (যুদ্ধার্থে) ছেড়ে দেয়া হয়।
যখন তারা প্রতিরোধ করছিল ঘোড়াসমূহকে,
তখন তাতে নেমে আসে তোমাদের দুর্ভাগ্যজনক অপমান,
যদি তাদের সামনে গড়ে তোলা হতো প্রতিরোধ,
তা হলে তারা রুখে দাঁড়াত আরো অপ্রতিরোধ্য রূপে।
তারপর তারা সমতল ভূমিতে, নিজেদের রক্ষার্থে—
শক্ত হাতে ধারণ করতো এমনি তলোয়ার,
শান যাকে উত্তমরূপে শাণিত করে তুলেছে।
(আর ঘটাতো তোমাদের মহা-প্রমাদ।)

---

১. মক্কার নিকটবর্তী স্থান।

বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধ

যুদ্ধের ইতিহাস

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমাদাল উখরা মাসের কিছু অংশ এবং রজব মাস মদীনায় অবস্থান করেন। তারপর ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে খুযায়া বংশের মুস্তালিক গোত্রের সাথে যুদ্ধার্থে অভিযান পরিচালনা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ সময় আবূ যর গিফারী (রা)-কে তিনি মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কেউ কেউ নুমায়লা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ লায়সীকে নিযুক্ত করার কথাও বলেছেন।

যুদ্ধের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকরও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হিব্বান, প্রত্যেকে বনূ মুস্তালিক যুদ্ধের কিছু কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁরা সকলে যা বলেছেন, তার সারমর্ম হলো এরূপ :

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এমর্মে সংবাদ পৌঁছলো যে, বনূ মুস্তালিক তাঁর (তথা মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে) যুদ্ধের জন্য সমবেত হচ্ছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে জুয়ায়রিয়ার পিতা হারিস ইব্‌ন আবূ যিরার। যিনি পরবর্তীতে উম্মুল মু'মিনীন হয়েছেন।

এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তাদেরই একটি জলাশয় মুরায়সিয়ার নিকটে গিয়ে তিনি তাদের মুখোমুখী অবস্থান গ্রহণ করলেন। মুরায়সিয়া কুয়োটি কুদায়দের উপকণ্ঠে সাগর তীরের দিকে অবস্থিত ছিল। অবশেষে উভয়পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা বনূ মুস্তালিককে পরাজিত করেন। তাদের মধ্যে যারা নিহত হবার, তারা নিহত হলো এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের স্ত্রী-পুত্র ও ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গনীমত স্বরূপ দান করলেন।

ভুলক্রমে ইব্‌ন সুবাবা (রা)-এর শাহাদত লাভ

মুসলমানদের মধ্যকার কল্‌ব ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন বক্‌র গোত্রের এক ব্যক্তি যাকে হিশাম ইব্‌ন সুবাবা নামে অভিহিত করা হতো তিনি শহীদ হন। উবাদা ইব্‌ন সামিতের দলের জনৈক আনসার তাঁকে শত্রু মনে করে ভুলবশত তাঁকে হত্যা করেন।

আনসার ও মুহাজিরদের কলহ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুরায়সিয়া জলাশয়ের নিকট অবস্থান করছিলেন, তখন একটি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সংগে ছিল তাঁর একজন গিফার গোত্রের

কর্মচারী। তাঁকে জাহ্জাহ্ ইব্‌ন মাসউদ নামে অভিহিত করা হতো। এ ব্যক্তি তাঁর ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। জলাশয়ের কাছে গেলে এই জাহ্জাহ্ এবং সিনান ইব্‌ন ওবর জুহানির মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয়। এ ব্যক্তিটি ছিলেন বনূ আওফের সাথে চুক্তিবদ্ধ মিত্র। শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জুহানী হে আনসার সম্প্রদায়! বলে আনসারদের এবং জাহ্জাহ্ হে মুহাজির সম্প্রদায়! বলে মুহাজিরদের সাহায্যার্থে আহ্বান জানায়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। তার কাছে তখন যায়দ ইব্‌ন আরকামসহ তার সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যায়দ বয়সে ছিলেন তরুণ।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়ের তৎপরতা

ইব্‌ন উবায় তখন বলে উঠলো : ওরা এমনটি করলো ? তারা আমাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা সৃষ্টি করে আমাদেরই দেশে, আমাদেরই উপর মাতব্বরী ফলাচ্ছে। আল্লাহ্‌র কসম! এ কুরায়শ ইতরদের লাই দিয়ে আমরা পূর্ববর্তী মুরুব্বীদের ঐ প্রবাদ বাক্যের মতই কাজ করেছি, যাতে তারা বলতেন :

سمّن كَلبَكَ يَاكُلْكُ

"তুমি তোমার কুকুরকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা-তাজা কর যেন সে তোমাকেই শেষে পর্যন্ত খায়।"

"আল্লাহ্‌র কসম! এবার মদীনায় যদি ফিরে যাই, তবে আমাদের মধ্যকার সম্মানিতরা অপদস্থ ইতরদের অবশ্যই সেখানে থেকে বের করে দেবে।" তারপর তার সম্প্রদায়ের যে লোকজন সেখানে উপস্থিত ছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করে সে বলল :

"তোমরা নিজেদের জন্য যা করেছ, এটা হচ্ছে তারই ফলশ্রুতি।
তোমরা তাদেরকে নিজেদের দেশে স্থান দিয়েছ, তোমাদের ধন-সম্পদে
তাদের ভাগ দিয়েছ। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমরা
তোমাদের হাতে যা রয়েছে, তা তাদের প্রদানে বিরত থাকো,
তা হলে তারা তোমাদের দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবে।"

যায়দ ইব্‌ন আরকাম তা শুনতে পেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তা বর্ণনা করলেন। এটা তখনকার কথা, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) শত্রুদের ব্যাপার সামাল দিয়ে এসেছেন। যায়দ যখন তাঁকে এ সংবাদটি দিলেন, তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাঁর নিকটে ছিলেন। তিনি বললেন : আব্বাদ ইব্‌ন বিশ্‌রকে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন : লোকে যখন বলাবলি করবে, মুহাম্মদ তার সঙ্গীদের হত্যা করে থাকেন, তখন কেমন হবে, হে উমর ? তা হতে দেওয়া যায় না, বরং এখন শিবির তুলে যাত্রা করার কথা ঘোষণা করে দাও। কিন্তু এটা ছিল দিনের এমন একটি সময়, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাধারণত যাত্রা শুরু করতেন না। এ ঘোষণার পর লোকেরা যাত্রা করার জন্য তৈরি হলো।

ইব্ন উবায়ের মুনাফিকী

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল যখন শুনতে পেল যে, যায়দ ইব্ন আরকাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তার কাছ থেকে শোনা কথাগুলো বলে দিয়েছেন, তখন সে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্র নামে হল্ফ করে বলল : 'ও যা' বলেছে, আমি তা বলিনি। সে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে গণ্য হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তখন তাঁর আনসার সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা ইব্ন উবায়ের মুখ রক্ষার উদ্দেশ্যে তার সাফাই স্বরূপ বললেন :

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! ঐ ছেলে মানুষটির হয় তো তার কথার মধ্যে এরূপ একটা ধারণা হয়েছে। আসলে হয়তো সে তিনি কি বলেছেন, তা ঠিক স্মরণও রাখতে পারেনি।"

উসায়দ ইব্ন হুযায়রের পরামর্শ

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন যাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে যাত্রা শুরু করলেন। তখন উসায়দ ইব্ন হুযায়র তাঁর সংগে দেখা করলেন। তিনি তাঁকে নবীর জন্য যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন ও অভিবাদন করে বললেন : হে আল্লাহ্র নবী! আল্লাহ্র কসম, আপনি অসময়ে যাত্রা করছেন। এমন অসময়ে তো আপনি কখনো যাত্রা করেন না! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জবাবে বললেন : তোমাদের সাথীটি কি বলেছে, তা কি তুমি শুনতে পাওনি ? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কোন্ সাথীটি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)!

তিনি জবাব দিলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়।

উসায়দ জিজ্ঞাসা করলেন : সে কী বলেছে ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সে বলেছে, যখন সে মদীনায় ফিরে যাবে তখন অপেক্ষাকৃত সম্মানিতরা, অপেক্ষাকৃত হীনদেরকে মদীনা থেকে বের করেই তবে ছাড়াবে।

তখন উসায়দ ইব্ন হুযায়র বললেন : আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি চাইলে তাকে (ঘাড়ে ধরে) মদীনা থেকে বের করে দিতে পারবেন। আল্লাহ্র কসম! সেই হীন, আর আপনি সম্মানিত ও প্রবল পরাক্রান্ত।

তারপর তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এর প্রতি একটু নম্র আচরণ করবেন। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ আপনাকে এমন এক সময় আমাদের মধ্যে নিয়ে এলেন, যখন তার স্বজাতি তার জন্যে মোতির মালা গাঁথছিল যে তাঁকে তারা সম্মানিত করবে। (যা আর পরে বাস্তবায়িত হয়ে উঠেনি।) তাই সে ধারণা করে যে, আপনি তার রাজত্বটি ছিনিয়ে নিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপন্থা

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন পুরাদিন সফর অব্যাহত রাখেন, এমন কি সন্ধ্যা হয়ে যায়। তারপর সারা রাত ধরে কাফিলার যাত্রা অব্যাহত রাখেন, এমন কি ভোর হয়ে যায়। তারপর দিনের আলো দেখা দেয়, এমন কি রৌদ্রের উত্তাপে তাঁদের কষ্ট হতে থাকে। তারপর তিনি

সন্দলবলে অবতরণ করেন। মাটির স্পর্শ পেতেই লোকজন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, লোকেরা গতকাল যে অপ্রীতিকর আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল, অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে সবাই মেতে উঠেছিল, তা থেকে তাদের দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ করা, যাতে তারা সে আলোচনার ফুরসৎই আর না পায়।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের নিয়ে পুনরায় হিজাযের দিকে যাত্রা করলেন। অবশেষে নকীর সামান্য উপরের দিকে অবস্থিত হিজাযের একটি ঝর্ণার নিকট অবতরণ করলেন। এই ঝর্ণাটির নাম ছিল বুক্আ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন যাত্রা শুরু করেন, তখন এক প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ বইতে থাকে। লোকদের তাতে কষ্ট হতে থাকে এবং তারা রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

لا تخافوها فانما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار

"তোমরা এতে ভয় পেয়ো না। কাফিরদের একজন গণ্যমান্য নেতার মৃত্যুর জন্যে এ ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে।"

তারপর তাঁরা যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন জানা গেল যে, অন্যতম ইয়াহূদী নেতা এবং মুনাফিকদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বনূ কায়নুকার রিফাআ ইব্ন যায়দ ইব্ন তাবূতের ঐদিন মৃত্যু হয়েছে।

ইব্ন উবায়ের ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ হলো

এবার ইব্ন উবায় ও তার মত মুনাফিকদের ব্যাপারে কুরআনের একটি সূরা নাযিল হলো, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করলেন। এ সূরাটি নাযিল হতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্ন আরকামের কান ধরে বললেন :

هَذَا الَّذِىْ اَوْفَى اللّٰهُ بِاُذُنِهِ

"এ সেই, যার কানের সাথে আল্লাহ্ স্বয়ং একাত্মতা ঘোষণা করলেন।"

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়র পুত্র আবদুল্লাহ্র কানেও এ সংবাদটি পৌঁছলো, যাঁর পিতার ব্যাপারে এ সূরাটি নাযিল হয়।

পিতার ব্যাপারে ইব্ন উবায়ের পুত্র আবদুল্লাহ্র ভূমিকা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্ন কাতাদা বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমি যতদূর জানতে পেরেছি, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়ের ব্যাপারে আপনি যা অবগত হয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি তাকে হত্যা করতে মনস্থ করেছেন। আপনি যদি একান্তই তা করতে চান, তা হলে আমাকে নির্দেশ দেন, আমিই তার মস্তক আপনার দরবারে এনে উপস্থিত করবো।

আল্লাহ্র কসম! খায়রাজের প্রতিটি লোকে জানে, তাদের মধ্যে আমার মত পিতৃভক্ত আর একটিও নেই। আমার আশঙ্কা হয়, পাছে আপনি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এ আদেশ দেন, আর সে তাকে হত্যা করে লোক সমাজে ঘোরাফেরা করবে, আর আমি আমার মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত একজন কাফিরের জন্য একজন মু'মিনকেই না হত্যা করে বসি। আর পরিণামে জাহান্নামে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমরা বরং তার সাথে নম্র ব্যবহার করব এবং যাবৎ সে আমাদের সঙ্গে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে উত্তমভাবে সঙ্গ দিয়ে যাব।

ইব্ন উবায়ের সম্প্রদায় সম্পর্কে

এরপর যখনই ইব্ন উবায় কোন অপকর্ম করে বসতো, তখন তার নিজের সম্প্রদায়ের লোকজনই তাকে ভর্ৎসনা করতো, তাকে ধর-পাকড় করতো এবং তার সাথে এজন্য রূঢ় আচরণ করতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাদের এ অবস্থার কথা জানতে পারলেন, তখন উমর ইব্ন খাত্তাবকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমার কি ধারণা হয় উমর, সেদিন তোমার কথামত যদি আমি তাকে কতল করতাম তা হলে তারাই রুষ্ট হয়ে নাক সিটকাতো, আর আজ যদি আমি তাদের তাকে হত্যা করতে বলি, তা হলে তারাই যে, হত্যা করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন উমর (রা) বললেন : আল্লাহ্র কসম! আমার সম্যক জানা আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা, আমার কথার তুলনায় অনেক বেশি বরকতময়।

মুকীস ইব্ন সুবাবার বাহানা

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুকীস ইব্ন সুবাবা মক্কা থেকে বাহ্যত মুসলিম পরিচয় দিয়ে মদীনায় আসে। তখন সে বলে : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি মুসলমান হয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি এবং আমার ভাইকে ভুলবশত হত্যার জন্য রক্তপণ দাবী করতে এসেছি। তার কথামত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার ভাই হিশাম ইব্ন সুবাবার রক্তপণ আদায়ের নির্দেশ দিলেন।[১] তারপর সে অল্প ক'দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অবস্থান করে। এরপর সে চলে যায় এবং যাবার সময় তার ভাইয়ের হত্যাকারীকে হত্যা করে যায় এবং মুরতাদ হয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। একথাটি সে তা কবিতায় এভাবে ব্যক্ত করে :

আমার হৃদয়টা শান্ত হলো—
যখন সে অক্কা পেয়ে ঢলে পড়লো—ভূমিতে
তার গ্রীবার পেশীগুলো থেকে রক্ত ঝরে ঝরে—
রঙীন করছিল তার পরিধেয় বস্ত্রগুলোকে।
তাকে হত্যার পূর্বে আমার একটি ভাবনা ছিল—

---

১. সে নির্দেশ যথারীতি পালিতও হয়।

তাকে কেমন করে হত্যা করবো,
অহরহ একটা দুশ্চিন্তা আমাকে পীড়া দিত,
সে দুশ্চিন্তা আমার শয্যা গ্রহণ ও নিদ্রার পথে—
বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
তাকে হত্যা করার মাধ্যমে
আমি পেয়ে গেছি আমার রক্তপণ,
তারপর প্রথম সুযোগেই ছুটে এসেছি
আমার দেবদেবীর পানে।
এভাবে আমি গ্রহণ করেছি ফিহ্‌রের প্রতিশোধে,
আর তার রক্তপণের দায়িত্ব অর্পণ করেছি
বনূ নাজ্জারের সরদারদের ঘাড়ে
যারা দুর্গের দায়িত্বে রয়েছে।
মুকীস ইব্‌ন সুবাবা আরো বলে :
আমি তলোয়ারের এক আঘাতেই তাকে কাবু করে ফেললাম
যদ্বারা পেয়ে গেলাম পূর্ণ রক্তপণ,
সে আঘাতে নির্গত হতে থাকে তার উদরের রক্ত
ফোঁটায় ফোঁটায় যা উত্থিত হচ্ছিল উর্ধ্ব দিকে,
আর নিঃশেষিত হচ্ছিল তার দেহের রক্ত।
যখন পড়ছিল তার উপর মরণের মার,
তখন আমি বলছিলাম :
ওহে! বনূ বকরের উপর যুলুম করে—
কেউ যেন একথা না ভাবে যে, সে নিরাপদ!

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বনূ মুস্তালিক যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতীকী বাক্য ছিল :

يَامَنْصُورُ ، أَمِتْ أَمِتْ

('হে সাহায্যপ্রাপ্ত! মার দাও। মার দাও!!)

বনূ মুস্তালিকের নিহতগণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সেদিন বনূ মুস্তালিকের অনেকেই নিহত হয়। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) সেদিন তাদের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেন। তারা ছিল—মালিক ও তার পুত্র। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)ও সেদিন তাদের একজন অশ্বারোহীকে হত্যা করেন। তার নাম ছিল—আহ্‌মর অথবা উহায়মির।

জুয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিস (রা)

বনূ মুস্তালিকের প্রচুর লোক বন্দীরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর করতলগত হয়। তিনি তাদের মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। সেদিন যারা বন্দী হয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে (পরবর্তীতে) নবী সহধর্মিণী জুয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন আবূ যিরার (রা) ছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রের সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধে কয়েদীদের ভাগ-বণ্টন করেন, তখন জুয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিস পড়েন সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস অথবা তাঁর চাচাতো ভাইয়ের অংশে। তিনি তাঁর মালিকের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্যে আবেদন জানান যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্তিপণ নিয়ে, তিনি যেন তাঁকে মুক্ত করে দেন। জুয়ায়রিয়া ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী এবং রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণী মহিলা। যে-ই তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতো, তার মনই তিনি কেড়ে নিতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তার মুক্তিপণ পরিশোধের ব্যাপারে সাহায্যের আবেদন জানালেন।

আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমার হুজ্‌রার দরজায় তাকে দেখেই আমার মনে খটকা লাগে, (আমি তা পছন্দ করে উঠতে পারিনি)। আমি তখনই বুঝতে পারি, আমি তার মধ্যে যে অপূর্ব রূপ-লাবণ্য প্রত্যক্ষ করছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তার মধ্যে তা প্রত্যক্ষ করবেন। জুয়ায়রিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কক্ষে প্রবেশ করে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি জুয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন আবূ যিরার। আমার পিতা হারিস হচ্ছেন তাঁর সম্প্রদায়ের সরদার। আমি যে বিপদে পড়েছি, তা আপনার কাছে গোপন নয়। আমি সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস বা তাঁর চাচাতো ভাইয়ের অংশে পড়েছি। আমি ইতিমধ্যে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তির প্রস্তাব দিয়েছি। আমি এ মুক্তিপণ পরিশোধের ব্যাপারে আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এসেছি।

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমার জন্যে যদি এর চাইতে উত্তম কোন ব্যবস্থা হয়, তা হলে কেমন হবে ? তখন জুয়ায়রিয়া জিজ্ঞাসা করলেন : সে ব্যবস্থাটি কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ? তিনি বললেন : আমি তোমার মুক্তিপণ পরিশোধ করে দিয়ে তোমাকে বিবাহ করে নেবো। জুয়ায়রিয়া বললেন : তাই হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! রাসূলাল্লাহ্ (সা)-এর বললেন : তাই করছি।[১]

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুয়ায়রিয়ার দিকে দৃষ্টিপাতে করলেন, তাঁর রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হলেন, একটা কী করে সম্ভব হলো ? এটা এজন্যে সম্ভব হয়েছে যে, জুয়ায়রিয়া তখন দাসী, তিনি যদি মুক্ত স্বাধীনা নারী হতেন, তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে দিকে মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাতও করতেন না। কেননা, কোন দাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাকরূহ বা না জায়েয নয়। এছাড়া তাঁকে যখন বিবাহ করতে মনস্থ করেছেন তখন তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করা আদৌ অবৈধ নয়। মুগীরা (রা) যখন বিবাহের ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চেয়েছিলেন তখন তিনি তাঁকে প্রস্তাবিত মেয়েকে দেখে নেয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন : এটাই ভালবাসা হওয়ার সহায়ক।

আয়েশা (রা) বলেন : এ সংবাদটি লোকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন আবূ যিরারকে বিয়ে করে নিয়েছেন। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগলেন : এরা রাসূলুল্লাহ্ নুতন আত্মীয়। তাই যার কাছে যা ছিল, তা উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়ে দিল। তাঁর এ বিবাহের বদৌলতে বনূ মুস্তালিকের একশ' জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো। তিনি বলেন : এমন কোন মহিলার কথা আমার জানা নেই, যে তার স্ব-সম্প্রদায়ের জন্যে, জুয়ায়রিয়ার চাইতে অধিকতর কল্যাণময়ী ও বরকতময়ী প্রতিপন্ন হয়েছে।

হারিসের ইসলাম গ্রহণ এবং স্বেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কন্যাদান

ইব্‌ন হিশাম বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন জুয়ায়রিয়াসহ মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং যাতুল জায়শ নামক স্থানে উপনীত হন তখন তিনি জুয়ায়রিয়াকে আমানতস্বরূপ জনৈক আনসারীর হাতে অর্পণ করেন এবং সযত্নে তাঁর দেখাশুনা করার জন্যে তাঁকে তাগিদ দেন। তারপর তিনি মদীনায় পদার্পণ করেন। এরপর তার পিতা হারিস ইব্‌ন আবূ যিরার তাঁর কন্যার মুক্তিপণসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এসে হাযির হন। তিনি যখন আকীক নামক স্থানে এসে পৌঁছেন তখন কন্যার মুক্তিপণ স্বরূপ সাথে আনীত দু'টি উটের জন্যে তাঁর বড় মায়া হয়। তিনি তা আকীকের একটি গিরিকন্দরে লুকিয়ে রেখে দেন। তারপর নবী (সা)-এর খিদমতে এসে বলেন : হে মুহাম্মদ! আমার কন্যা আপনার করতলগত। এই নেন তার মুক্তিপণ গ্রহণ করুন এবং তাকে মুক্ত করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন :

ওহে! আকীকের অমুক অমুক গিরিকন্দরে যে দু'টি উট লুকিয়ে রেখে এসেছো, সেগুলো কোথায় ? তখন হারিস বলে উঠলেন :

اشهد ان لا الـه الا الله وانك محمد رسول الله

فوا الله ما اطلع على ذلك الا الله

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর নিশ্চয়ই আপনি, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ ছাড়া ঐ ব্যাপারটি আর কারোই জানা নেই।

তৎক্ষণাৎ হারিস ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর দুই পুত্রও তাঁর সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর সাথে আগত তাঁর সম্প্রদায়ের আরো কতিপয় ব্যক্তিও ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি ঐ দু'টি উট নিয়ে আসতে লোক পাঠালেন। তারা উট দু'টি নিয়ে এলো। তিনি উট দু'টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে তুলে দিলেন। তিনি তাঁর কন্যা জুয়ায়রিয়াকে তাঁর হাতে ন্যস্ত করলেন। তিনিও যথারীতি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি পাকাপোক্ত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যথারীতি তাঁর পিতার কাছে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে যথারীতি বিবাহ দিলেন। চার শ' দিরহাম তাঁর মোহর নির্ধারিত হলো।

ওয়ালীদ ইব্ন উকবা ও বনূ মুস্তালিক : একটি ভুল বুঝাবুঝি

ইব্স ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্ন রূমান আমার নিকট বর্ণনা করেন, মুস্তালিক গোত্রের লোকজনের ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়ালীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবূ মুঈত (রা)-কে তাদের নিকট, তাঁর প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর আগমন সংবাদ পেয়ে তারা অশ্বারোহণ করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসে। তিনি ভড়কে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে আসেন এবং তাঁকে বলেন যে, ঐ সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে এবং তাদের প্রতিশ্রুত সাদকা প্রদানে তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফলে, মুসলমানদের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার আলোচনা বহুলভাবে হতে থাকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে মনস্থ করেন। এমন সময় তাদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা যখন আপনার প্রেরিত প্রতিনিধির কথা শুনতে পেলাম, তখন আমরা তাঁর সম্মানার্থে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁর কাছে আমাদের প্রতিশ্রুত সাদকা অর্পণ করতে মনস্থ করলাম। কিন্তু তিনি ত্বরিৎ গতিতে ফিরে এলেন। তারপর আমরা জানতে পারলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ধারণা দিয়েছেন যে, আমরা নাকি তাঁকে হত্যা করতে বেরিয়েছিলাম। অথচ আল্লাহ্র কসম! আমরা এ উদ্দেশ্যে বের হইনি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে নাযিল করলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآئَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ - وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِىْ كَثِيْرٍمِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ -

"হে মু'মিনগণ! যদি কোন ফাসিক তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; আর কুফরী, পাপচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। ওরাই সৎপথ অবলম্বনকারী (৪৯ : ৬-৭)।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর এ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। ইব্ন হিশাম বলেন : যুহ্রী (র)-এর সূত্রে এমন এক বর্ণনাকারী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যাঁকে আমি মিথ্যাচারের জন্যে অপবাদ দিতে পারি না—তিনি উরওয়া থেকে, তিনি আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন মদীনার নিকট এসে পৌঁছান, আর এ সময় আয়েশা (রা) ও তাঁর সংগে এ সফরে ছিলেন, তখন অপবাদকারীরা তাঁর ব্যাপারে নানা অপপ্রচারের লিপ্ত হয়।

বনূ মুস্তালিক যুদ্ধে অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট যুহরী আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্‌কাস, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এঁদের প্রত্যেকেই আমার কাছে ঘটনার কিছু কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন। এঁদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় বেশী সংরক্ষণকারী ছিলেন। আমি তোমার জন্য তাদের পূর্ণ বর্ণনা সংগ্রহ করেছি :

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর, উমরা বিন্‌ত আবদুর রহমান আয়েশা সূত্রে তাঁর নিজের ব্যাপারে বর্ণনা করেন : যখন অপবাদকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করলো আর তাঁর ব্যাপারে সকলেই বর্ণনা করেছেন। তাঁদের একজন যা বর্ণনা করেছেন, অপরজন তা বর্ণনা করেননি বরং নতুন কিছু বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর বরাতে রিওয়ায়াত করার ব্যাপারে সকলেই নির্ভরযোগ্য। তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁর নিকট থেকে যা শুনেছেন তাই বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখনই সফরের ইরাদা করতেন, তখনই তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে নাম পরীক্ষা করতেন এবং পরীক্ষায় যাঁর নাম উঠতো, তাকেই তিনি সফরে সঙ্গে নিযে বেরোতেন। যখন বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় উপস্থিত হলো, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী নাম পরীক্ষা করলেন এবং তাঁরে মধ্যে আমার নামই উঠলো। সে মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সাথে নিয়েই এ সফরে বের হলেন।

আয়েশা (রা)-এর হার পড়ে যাওয়া প্রসংগে

আয়েশা (রা) বলেন : সে সময় মহিলারা হালকা খাবার খেতেন, ভারী হয়ে যাবার আশংকায় গোশ্‌ত একেবারেই খেতেন না। আর যখন আমার উটে হাওদা বাঁধা হতো, তখন আমি আগে থেকেই হাওদায় গিয়ে বসে থাকতাম। তারপর বহনকারী লোকরা এসে তা উঠিয়ে নিত। তারা নীচে থেকে তা ধরে উঠাতো এবং উটের উপর নিয়ে তা স্থাপন করতো এবং রশি দ্বারা তা বেঁধে দিত। তারপর উটের মাথা ধরে তাকে দাঁড় করাতো তারপর তা নিয়ে যাত্রা করতো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধ সমাপ্ত করে ফিরে আসছিলেন। তখন মদীনার নিকটে এসে তিনি থামলেন এবং সেখানে রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত করলেন। তারপর তিনি আবার যাত্রার আদেশ দিলেন। লোকজন যথারীতি যাত্রা করলো। আমি তখন প্রকৃতির

ডাকে সাড়া দিতে একটু বের হই। আমার গলার, যিকারের[1] হারটি, গলা থেকে পড়ে যায়। প্রকৃতির প্রয়োজন সেরে যখন আমি হাওদার নিকট আসলাম এবং গলায় হাত দিলাম, তখন দেখলাম আমার হারটি আর গলায় নেই। তখন আবার আমি তা ঐ স্থানটিতে খুঁজতে গেলাম এবং তা পেয়েও গেলাম। আমার হার খুঁজতে যাওয়ার পরক্ষণেই আমার উট প্রস্তুতকারী লোকেরা এসে উপস্থিত হলো। আমি হাওদায় উঠে বসেছি মনে করে অভ্যাস অনুযায়ী তারা আমার হাওদাটি উটের উপরে তুলে বেঁধে দিল এবং উটের মাথায় ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তা নিয়ে রওনা হয়ে গেল। আমি যখন বাহিনীর অবস্থান স্থলে ফিরে এলাম, তখন সেখানে না ছিল কোন আহবানকারী না ছিল কোন সাড়া দানকারী। সকলেই তখন চলে গিয়েছে।

সাফ্ওয়ান ইব্ন মুআত্তাল (রা)

আয়েশা (রা) বলেন : আমি তখন আমার চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। আমি জানতাম, আমাকে যখন তারা খুঁজে পাবে না তখন অবশ্যই তারা আমার দিকে আবার ফিরে আসবে।

তিনি বলেন : আল্লাহ্র কসম! আমি যখন শায়িত অবস্থায় ছিলাম, তখন সাফওয়ান ইব্ন মুআত্তাল সালমী আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে বাহিনী থেকে পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন।[2] তিনি লোকজনের সাথে ঐ রাত কাটাননি। তিনি আবছা অন্ধকারে আমাকে দেখতে পান। আমার নিকটে এসেই তিনি থমকে দাঁড়ান। পর্দার বিধান আসার পূর্বে তিনি আমাকে দেখে ছিলেন। তিনি যখন আমাকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলে উঠলেন। তিনি বললেন : এ যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী! আমি তখনো আমার চাদর জড়িয়ে থাকলাম। তিনি বললেন : আপনাকে কিসে পিছনে রাখলো ? আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন!

আয়েশা (রা) বলেন : কিন্তু আমি তাঁর সাথে কোন কথাই বললাম না। তিনি তাঁর উট আমার নিকটবর্তী করে দিলেন এবং বললেন : চড়ে বসুন এবং তিনি পিছনের দিকে সরে গেলেন।

আয়েশা (রা) বলেন : আমি চড়ে বসলাম। তিনি উটের মাথা ধরে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললেন—যাতে করে লোকজনকে গিয়ে ধরতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমরা না লোকজনের নাগাল পেলাম, আর না আমার অনুপস্থিতির কথা কারো কাছে ধরা পড়লো। এভাবে ভোর হয়ে গেল এবং লোকজন মঞ্জিলে পৌঁছে অবতরণ করলো। লোকজন যখন স্বস্তির শ্বাস নিল, তখন ঐ ব্যক্তি আমাকে নিয়ে তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর

---

১. ইয়ামানের একটি শহরের নামে বিখ্যাত 'পাথর'।

২. তিনি বাহিনীর পিছনে চলে তাদের ফেলে আসা দ্রব্যাদি কুড়িয়ে আনার দায়িত্ব পালন করতেন। কেউ কেউ তাঁর ঐদিন পশ্চাতে পড়ার কারণ স্বরূপ বলেছেন : তিনি ছিলেন অত্যন্ত গাঢ় নিদ্রার অধিকারী। নিদ্রামগ্ন থাকার দরুন তিনি সময় মত জাগতে পারেননি বলেই, ঐদিন পিছনে পড়ে যান।

অপবাদকারীরা যা বলার তা বললো। গোটা বাহিনীর মধ্যে এক নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। আল্লাহ্‌র কসম! তার কিছুই আমি ঘূণাক্ষরেও টের পেলাম না।

অপবাদের প্রতিক্রিয়া

তারপর আমরা মদীনায় পদার্পণ করলাম। এর অব্যবহিত পরেই আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বাইরের ওসব কথার কিছুই আমার কানে পৌঁছলো না। লোকদের এ কানাঘুষা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কান পর্যন্ত পৌঁছল। এমন কি আমার পিতামাতার কানেও তা পৌঁছলো। কিন্তু তাঁরা এর বিন্দু বিসর্গও আমার কাছে ব্যক্ত করলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আচরণের মধ্যে আমি কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমার প্রতি তাঁর কোন কোন কোমল আচরণের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করলাম। কখনও আমার অসুখ-বিসুখ হলে তিনি আমার প্রতি সহমর্মিতা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু এবারের অসুখের সময় তিনি তেমন কিছু করলেন না। আমার কাছে তা কেমন যেন মনে হল। তিনি যখন আমার কাছে আসতেন, আর আমার আম্মা তখন আমার শুশ্রূষার জন্যে আমার কাছে থাকতেন। তখন তিনি বলতেন : كَيْفَ تِيكُمْ—অর্থাৎ 'সে কেমন আছে?' এর বেশী তিনি কিছুই বলতেন না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাঁর আম্মা ছিলেন উম্মু রূমান। তাঁর আসর নাম ছিল যায়নাব বিন্‌ত আব্‌দ দাহ্‌মান। তিনি ছিলেন বনূ ফিরাস ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কিনানার একজন মহিলা।

প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আয়েশা (রা) আরো বলেন : শেষ পর্যন্ত আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তখন আমি বললাম : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)!' এটা ঐ সময়ের কথা, যখন আমি তাঁর মধ্যে আমার প্রতি একটা বীতরাগ ভাব লক্ষ্য করলাম, আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন, তা হলে আমি আমার আম্মার নিকট চলে যাই; যাতে করে তিনি আমার শুশ্রূষা করতে পারেন। জবাবে তিনি বললেন : এটা তোমার ইচ্ছা।

আয়েশা (রা) বলেন : তারপর আমি আমার আম্মার নিকট স্থানান্তরিত হলাম। আর তখনো আমাকে নিয়ে যা হচ্ছিল, সে ব্যাপারে কিছুই আমার জানা ছিল না। এভাবে কুড়ি দিনের কিছু অধিককাল অতিবাহিত হতে না হতেই আমি দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়লাম। আর আমরা আরব জাতির লোকজন অনারব জাতিসমূহের মত ঘরের মধ্যে শৌচাগার নির্মাণে অভ্যস্ত ছিলাম না। আমরা এটাকে ঘৃণিত গর্হিত বিবেচনা করতাম। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে আমরা মদীনার প্রশস্ত প্রান্তরে চলে যেতাম। মহিলারা তাদের এ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বেরোতেন রাতের বেলায়। এরূপ এক রাত্রে আমি বেরিয়েছি। তখন আমার সাথে ছিলেন মিস্‌তার মা—যিনি ছিলেন আবূ রিহিম ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের কন্যা। তাঁর মা ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খালা এবং সখর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন

তায়ম-এর কন্যা। বৃদ্ধাটি হঠাৎ বলে উঠলেন : মিস্‌তাহ্‌র সর্বনাশ হোক। তিনি আমার সাথে চলতে গিয়ে পরিধেয় বস্ত্রের খোঁটে হোঁচট খেয়ে এ উক্তিটি করেন। মিস্‌তাহ ছিল তাঁর লকব, আসল নাম আওফ।

আয়েশা (রা) বলেন : এমন একটি লোক যে হিজরত করেছে, বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছে, তুমি তার ব্যাপারে ভাল কথা বললে না। বৃদ্ধাটি বললেন : তোমার বুঝি সংবাদটি জানা নেই, হে আবূ বকর কন্যা ?

আয়েশা (রা) বলেন : আমি বললাম কী সে সংবাদ ? তখন তিনি অপবাদকারী গোষ্ঠীর বক্তব্য সম্পর্কে আমাকে অবগত করলেন।

আয়েশা (রা) বলেন : আমি বললাম, এই বুঝি ব্যাপার ? তিনি জবাব দিলেন : হ্যাঁ, তা-ই।

আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমার আর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারা সম্ভব হলো না। আমি ফিরে আসলাম। তারপর থেকে সেই যে কাঁদতে শুরু করলাম, তা আর থামে না। এমন কি এক পর্যায়ে আমার মনে হলো যে, আমার কলিজা ফেটে যাবে।

আয়েশা (রা) বলেন : আমার আম্মাকে আমি বললাম, লোকে এত কথাবার্তা বলাবলি করলো, অথচ আপনি আমার কাছে তার বিন্দু-বিসর্গও প্রকাশ করলেন না!

জবাবে তিনি বলেন : বৎস, আত্মসম্বরণ কর। মন খারাপ করো না! আল্লাহ্‌র কসম! এটা কচিৎই হয় যে, কোন সুন্দরী মহিলা এমন কোন পুরুষের ঘর করে, আর পুরুষটি তাঁকে ভালবাসে, অথচ তাঁর ঘরে অন্য সতীনরা থাকে, আর তার বিরুদ্ধে তাদের বা অন্য লোকদের নানারূপ মন্দ কথা না থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তৃতা

আয়েশা (রা) বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোক সমক্ষে খুতবা দিতে দণ্ডায়মান হলেন। আমি সে সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম না। চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। তারপর তিনি বললেন :

ايها الناس ما بال رجال يؤذونني فى اهلي ويقولون عليهم غير الحق

হে মানবমণ্ডলী! ঐসব লোকের হলোটা কি, যারা আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে পীড়া দেয় এবং তাদের ব্যাপারে অহেতুক কথাবার্তা বলে।

والله ما علمت منهم الاخيرا আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদের সম্পর্কে উত্তম বৈ কিছু অবগত নই।

ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه الاخيرا আর এমন একটি লোকের ব্যাপারে তারা এসব বলাবলি করে, যার ব্যাপারে আমি উত্তম বৈ কিছু জানি না।

ولا يدخل بيتا من بيوتى الاوهو معى আর সে আমার কোন ঘরে, আমার সঙ্গে ছাড়া, একাকী কখনো প্রবেশ করে না।

ইব্ন উবায় এবং হামনা বিন্ত জাহাশ প্রসংগে

আয়েশা (রা) বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূলের ওখানে তার খাযরাজ গোত্রীয় কতিপয় সঙ্গী-সাথী—মিস্তাহ ও হামনা বিন্ত জাহাশের প্রচারিত অপবাদের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর হামনার এতে অংশ গ্রহণের কারণ হলো, তার বোন যয়নাব বিন্ত জাহাশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীরূপে তাঁর গৃহে ছিলেন। আর তিনি ছাড়া তাঁর অন্য কোন স্ত্রীই আমার সমপর্যায়ের ছিলেন না। কিন্তু যয়নাবকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দীনদারীসহ হিফাযত করেন। তিনি উত্তম বৈ কোন খারাপ মন্তব্য করেন নি। পক্ষান্তরে হামনা বিন্ত জাহাশ যথেষ্ট অপপ্রচার চালায়। সে তার বোনের খাতিরে আমার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো। ফলে, এর দ্বারা সে দুর্ভাগ্যের অধিকারিণী হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন উপরোক্ত বক্তব্য দিলেন, তখন উসায়দ ইব্ন হুযায়র দাঁড়িয়ে বললেন :

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! ওরা যদি আওস বংশীয় হয়ে থাকে, তবে আমরা তার জন্যে যথেষ্ট। আর যদি ওরা আমাদের খাযরাজ গোত্রীয় ভাইদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে, তা হলে আপনি আমাদের আদেশ দিন, আল্লাহ্র কসম! এমতাবস্থায় তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়াই সমীচীন হবে।"

তাঁর প্রতিবাদের সা'দ ইব্ন উবাদা উঠে দাঁড়ালেন। ইতিপূর্বে তাঁকে একজন সদাচারী ব্যক্তি বলে মনে করা হতো। তিনি বলে উঠলেন :

"ওহে! আল্লাহ্র কসম! তুমি সঠিক বলোনি। এদের গর্দান উড়ানো যাবে না। আল্লাহ্র কসম! ওরা খাযরাজ গোত্রীয় বলেই তুমি এমনটি বলেছ, যদি ওরা তোমার স্ব-গোত্রীয় আওস হতো, তবে তুমি তা বলতে না।"

জবাবে উসায়দ বললেন : আল্লাহ্র কসম! তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি নিজেও একজন মুনাফিক এবং মুনাফিকদের পক্ষ থেকেই তুমি লড়ছো।

আয়েশা (রা) বলেন : লোকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। এমন কি আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রে দাঙ্গা বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন এবং তিনি আমার নিকট আসলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জিজ্ঞাসাবাদ

আয়েশা (রা) বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ও উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে ডেকে তাঁদের পরামর্শ জানতে চাইলেন। এঁদের মধ্যে উসামা আমার প্রশংসাই করলেন এবং উত্তম কথাই বললেন। তারপর তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার পরিবার, আমরা তো তাঁর সম্পর্কে উত্তম বৈ কিছুই জানি না। এটা একটা অপপ্রচার ও মিথ্যাচার। আর আলী (রা) বললেন :

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মেয়ে লোকতো প্রচুর রয়েছে। আর আপনার এ সামর্থ্যও রয়েছে যে, একজনের বদলে অপরজন নিয়ে আসবেন। আর আপনি দাসীকে জিজ্ঞেস করুন, সে আপনাকে সত্য সত্য সব বলে দেবে।"

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্যে বারী'রাকে ডাকলেন।

আয়েশা (রা) বলেন : আলী ইব্ন আবূ তালিব তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি তাকে ভীষণ প্রহার করলেন এবং বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সত্য সত্য সব বলবি।

সে বলল : আল্লাহ্র কসম! উত্তম ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই আমি জানি না। আমি তো আয়েশার মধ্যে কোন দোষই খুঁজে পাই না। তবে হ্যাঁ, আমি যখন রুটির জন্যে খামীর তৈরি করি, আর তাঁকে একটু দেখতে বলি, তখন তিনি সেদিকে খেয়াল না করে নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়েন আর এদিকে ছাগী এসে তা খেয়ে ফেলে।

আয়েশা (রা)-এর অবস্থা

আয়েশা (রা) বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট আসেন। আমার পিতামাতা তখন আমার নিকটে ছিলেন। আনসারের একজন মহিলাও তখন আমার নিকটে ছিল। আমি তখন কাঁদছিলাম এবং সে মহিলাটিও আমার সাথে সাথে কাঁদছিল। তিনি বসলেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন :

"হে আয়েশা! লোকে কী বলাবলি করছে তা নিশ্চয়ই তুমি শুনে থাকবে। লোকে যা বলাবলি করে সেরূপ মন্দ কিছু যদি তুমি করে থাক, তবে আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর নিকট তওবা কর! কেননা, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করে থাকেন।"

আল্লাহ্র কসম! তিনি এটুকু বলতেই আমার চোখ ফেটে-অশ্রু বেরিয়ে এলো। তারপর তাঁর কোন কথার অনুভূতি আমার রইলো না। অপেক্ষা করছিলাম, আমার পিতামাতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ কথার জবাব আমার পক্ষ থেকে দেবেন। কিন্তু তাঁরা একটি কথাও বললেন না।

আল্লাহ্র কসম! আমি আমার নিজের কাছে এর চেয়ে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র ছিলাম যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করবেন এবং মসজিদসমূহে তা তিলাওয়াত করা হবে ও এর দ্বারা সালাত আদায় করা হবে। তবে আমার দৃঢ় আশা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিদ্রায় অবশ্যই এমন কোন স্বপ্ন দেখবেন, যাদ্বারা আল্লাহ্ অপপ্রচারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আমাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করবেন। কেননা তিনি তো আমার নির্দোষ হওয়া সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। অথবা তিনি যে কোনভাবে এ সংবাদটি তাঁকে আগত করবেন। কিন্তু আমার ব্যাপার কুরআন নাযিল হওয়া! আল্লাহ্র কসম! আমার সত্ত্বা আমার নিকট সে তুলনায় ছিল অনেক ছোট।

চরম ধৈর্য

আয়েশা (রা) বলেন : আমি যখন লক্ষ্য করলাম যে, আমার পিতামাতা কিছু বলছেন না, তখন আমি তাদের বললাম : আপনারা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথার জবাব দেবেন না ?

তিনি বলেন : তাঁরা দু'জনে বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা কিভাবে তাঁর জবাব দেব, তা বুঝতে পারছি না।

তিনি বলেন : আমার জানা মতে, আবূ বকরের পরিবারে তখন যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা বিরাজ করছিল, এরূপ দিশাহারা অবস্থা আর কারো ঘরে বা বাড়িতেই ছিল না।

তিনি বলেন : যখন তাঁরা দু'জনে আমার ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করলেন, তখন আমি মর্মাহত হলাম এবং খুব কান্নাকাটি করলাম। তারপর বললাম : আল্লাহ্র কসম! আপনি যা উল্লেখ করেছেন সে ব্যাপারে আমি কস্মিনকালেও আল্লাহ্র কাছে তওবা করবো না। আল্লাহ্র কসম! আমি সম্যকভাবে জানি, লোকে যা বলাবলি করছে, সে ব্যাপারে আমি যদি স্বীকারোক্তি করি, তবে আল্লাহ্ সম্যক জানেন যে, আমি এ থেকে মুক্ত। সুতরাং যা হয়নি তাই আমাকে বলতে হবে। আর যদি আমি লোকে যা বলাবলি করছে তা অস্বীকার করি, তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না।

আয়েশা (রা) বলেন : তারপর আমি ইয়াকুব (আ)-এর নাম উল্লেখ করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু তা স্মরণ করতে পারলাম না। তখন আমি বললাম : আমি বরং তাই বলবো, যা ইউসুফের পিতা বলেছিলেন :

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ -

ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল। (১২ : ১৮)

নির্দোষের সুসংবাদ

আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনো ঐ মজলিস ছেড়ে যাননি, এমন সময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁকে এমন এক অবস্থা আচ্ছন্ন করে ফেললো, যা তাঁকে (ওহী অবতরণের সময়) আচ্ছন্ন করতো। তাঁকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হলো। তাঁর মাথার নীচে চামড়ার একটি বালিশ রেখে দেওয়া হলো। যে সময় আমি এসব প্রত্যক্ষ করছিলাম তখন আল্লাহ্র কসম! আমার মনে কোন বিকার বা ভীতি ছিল না। কেননা, আমি তো জানতামই যে, আমি এ দোষ থেকে মুক্ত। আর আল্লাহ্ আমার উপর যুলুম করবেন না। পক্ষান্তরে, আমার আব্বা-আম্মার অবস্থা ছিল এই যে, সেই পবিত্র সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আয়েশার প্রাণ, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই বিশেষ অবস্থার অবসান না ঘটছিল, ততক্ষণ যেন এ ভয়ে তাঁদের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছিল যে, লোকে যা বলাবলি করছে, পাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকেও তার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়ে যায়।

আয়েশা (রা) বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সে বিশেষ অবস্থার অবসান হলো। তিনি উঠে বসলেন। শীতের মওসুমেও তাঁর পবিত্র শরীর থেকে মুক্তার দানার মত ঘাম ঝরছিল। তিনি তাঁর ললাটের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন :

اَبْشِرِىْ يَا عَائِشَةُ ، فَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَرَائَتَكِ -

হে আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ্ তোমার নির্দোষ হওয়ার কথা নাযিল করেছেন।

আয়েশা (রা) বলেন : আমি তখন বলে উঠলাম : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই।"

তারপর তিনি লোকজনের দিকে বের হলেন এবং তাদের লক্ষ্য করে খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এ ব্যাপারে যা নাযিল করেছেন তা তাদেরকে তিলাওয়াত করে শুনালেন। তারপর তিনি গর্হিত অপপ্রচারে সর্বাধিক তৎপর মিস্তা ইব্ন উসাদা, হামনা বিন্ত জাহাশ এবং হাস্সান ইব্ন সাবিতকে অপবাদের নির্ধারিত 'হদ' বেত্রাঘাতের আদেশ প্রদান করলেন এবং যথারীতি সে আদেশ পালিত হলো।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমার পিতা ইসহাক ইব্ন ইয়াসার বনূ নাজ্জারের কতিপয় লোকের বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ আইউব খালিদ ইব্ন যায়দকে তাঁর স্ত্রী উম্মু আইউব বললেন : ওহে আবূ আইউব। লোকে আয়েশা সম্পর্কে কী বলাবলি করছে তাকি আপনি শুনেননি ? জবাবে তিনি বললেন : শুনেছি বৈ কি! এটা নিছক অপপ্রচার। তুমি নিজে কি অমন কর্ম করতে পারবে, হে আইউবের মা ? মহিলাটি জবাব ছিলেন : না, আল্লাহ্র কসম! অমন কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আবূ আইউব বললেন : তা হলে আল্লাহ্র কসম! আয়েশা তোমার তুলনায় অধিকতর পুণ্যবতী! (সুতরাং তাঁর পক্ষে তা আরো বেশী অসম্ভব)।

আয়েশা (রা) বলেন : অপবাদকারীদের কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে যারা গর্হিত অপপ্রচারে অংশ গ্রহণ করেছিল, তাদের কথা উল্লেখ করে যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হলো, তাতে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآئُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَاتَحْسَبُوْهُ شَرًّالَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ، وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

যারা এ অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এতো তোমাদের জন কল্যাণকর তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল, এবং তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি (২৪ : ১১)।

আর এরা হচ্ছেন হাস্সান ইব্ন সাবিত এবং সাথীরা যারা খারাপ কথা প্রচার করেছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : এরা হলো আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ও তার সঙ্গী-সাথীরা।

ইব্ন হিশাম বলেন : وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ বলতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়কেই বুঝানো হয়েছে। ইব্ন ইসহাক ও ইতিপূর্বে হাদীসে এর উল্লেখ করেছেন।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا -

এ কথা শোনার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ (১৪ : ১২)।

অর্থাৎ তারাও আবূ আইউব ও তাঁর সহধর্মিণীর মতো কথা কেন বললো না ? তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ -

যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লাহ্র নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয় (২৪ : ১৫)।

আবূ বকর (রা) ও মিস্তা প্রসংগে

যখন আয়েশা (রা) এবং অপপ্রচারকারীদের ব্যাপারে উক্ত বর্ণনা কুরআনে অবতীর্ণ হলো, তখন আবূ বকর (রা), যিনি আত্মীয়তা ও মিসতাহ্র অভাব-অনটনের দিকে লক্ষ্য করে তার জন্যে অর্থ ব্যয় করতেন, তিনি বলে উঠলেন : আল্লাহ্র কসম! আর কস্মিনকালেও আমি মিসতাহ্র জন্যে না অর্থ ব্যয় করবো, আর না তার কোন উপকার সাধন করবো। কেননা, সে আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছে এবং আমাদেরকে দারুন বিপাকে ফেলেছে।

আয়েশা (রা) বলেন : তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন :

وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا أُوْلِى الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا -

তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাঁরা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্ রাস্তায় যারা গৃহ ত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না। তারা যেন ওদের ক্ষমা করে এবং ওদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে (২৪ : ২২)।

اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তোমারা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন ? আর আল্লাহ্র ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (২৪ : ২২)।

ইব্ন হিশাম বলেন : কুরআনে বর্ণিত وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ বাক্যটি وَلاَ يَأْلُ أُوْلُوْ الْفَضْلِ مِنْكُمْ—অর্থে এসেছে।

ইমরাউল কায়স ইব্ন হাজর কিন্দী তাঁর কবিতায় এক ব্যবহার করেছেন এভাবে :

الارب خصم فيك الوى رددته

نصيح على تعذاله غير مؤتل

"শোন! তোমার ব্যাপারে শত্রুতাপোষণকারী ও ঝগড়াকারী এমন অনেক লোককে আমি প্রতিহত করেছি, যারা আমাকে তোমার ভালবাসার কারণে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করার ক্ষেত্রে কোনরূপ ত্রুটি করেনি।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আয়েশা (রা) বলেন : তখন আবূ বকর (রা) বলে উঠলেন :

بَلٰى وَاللّٰهِ اِنِّى لَاُحِبُّ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لِى –

"হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই ভালবাসি যে, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিন।" তারপর তিনি মিস্‌তাহ্‌কে আগের মত খরচ দিয়ে যেতে থাকলেন। তিনি বললেন :

وَاللّٰهِ لَا اَنْزِعُهَا مِنْهُ اَبَدًا

"আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো তা তার থেকে কেড়ে নেবো না।"

সাফওয়ান ও হাস্‌সান প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাফওয়ান ইব্‌ন মুআত্তাল যখন জানতে পারলেন যে, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত তাঁর কবিতায় তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, তখন তিনি তরবারি হাতে তাঁর জবাব দিতে বেরিয়ে পড়লেন। হাস্‌সান (রা) তাঁর কবিতায় সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন মুআত্তাল এবং মুদার গোত্রীয় যে আরবরা তাঁর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন। তিনি তাকে বলেন :

ইতর জনেরা হয়ে গিয়েছে কুলীন-সজ্জন,
সংখ্যায় তারা এখন প্রচুর।
ফরীয়ার পুত্র এখন শহরের অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব!
তুই যার সাথী ওহে!
তার মা নির্ঘাৎ সন্তানহারা,
অথবা সে পড়েছে সিংহের পাঞ্জায়।
আমার সে নিহত স্বজন,
যার শবদেহ আনতে যাচ্ছিলাম ভোর বেলায়;
না তার কোন রক্তপণ দেওয়া হচ্ছে,
আর না খুনের বদলে খুন।
সমুদ্রে যদি প্রবাহিত হয় উত্তরে হাওয়া
তবে তা আমারই জন্যে।
তার তর সইতে না পেরে
সাগর উথাল-পাতাল করে,
এমন কি তার কূলে ছড়িয়ে দেয় ফেনা রাশি।
ঐ সাগর ঝঞ্ঝাবায়ুর মুকাবিলায়
আমার চাইতে বেশি পারঙ্গম কেউ নয়,
কেননা, যুদ্ধের ঝঞ্ঝাবায়ু আমাকে দেখে

যে, আমি ক্রুদ্ধাবস্থায় এমনি তোলপাড় করি,
যেমনটি করে শিলাবর্ষণকারী মেঘমালা।
এজন্যে সমুদ্র, আর সমুদ্রের মত ফৌজ,
উভয়েই আমার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ও নত মস্তক।
আর কুরায়শ—
কোনক্রমেই আমি তাদের সাথে সন্ধির জন্যে প্রস্তুত নই,
যাবৎ না তারা হিদায়াতের সাথে আসে
গোমরাহী ছেড়ে দিয়ে।
যাবৎ না তারা পরিত্যাগ করছে লাতও উজ্জা দেবীকে
আর সিজদাবনত হচ্ছে তাদের সকলে—
একক, অমুখাপেক্ষী আল্লাহ্র দরবারে।
আর যাবৎ না তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে—
রাসূল তাদেরকে যা বলেছেন সবই সত্য,
আর পূর্ণ না করছে আল্লাহ্ পাকাপোক্ত অঙ্গীকারগুলো।

বস্তুতঃ সাফওয়ান ইব্ন মুআত্তাল হাস্সান ইব্ন সাবিতের কাছে এলেন এবং তার প্রতি তলোয়ারের আঘাত করে বললেন :

লও, এই ধার তলোয়ারের
আমার তরফ থেকে,
কেননা আমি সে যুবক
যখন কেউ ব্যঙ্গ করে
কবিতায় মোরে—
দেই আমি তাকে এটি, কেননা আমি তো নই কবি।

ইয়াকূব ইব্ন উতবা আমার কাছে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিস তায়মী বর্ণনা করেছেন, সাফ্ওয়ান যখন হাস্সানকে তরবারি দ্বারা আঘাত করলেন, তখন সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস সাফওয়ানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁর হাত দু'খানা তাঁর গলার সাথে রশি দিয়ে বেঁধে ফেললেন। তারপর এ অবস্থায় তাঁকে বনূ হারিস ইব্ন খাযরাজের পাড়ায় নিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ কী হে ? জবাবে তিনি বললেন : তুমি তাজ্জব হচ্ছো ? সে তো হাস্সানকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে। আল্লাহ্র কসম! আমার মনে হয়, সে তাকে মেরেই ফেলেছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা জিজ্ঞাসা করলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি তুমি যা করেছো, সে ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছেন ?

জবাবে তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! তিনি তা জানেন না।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা বললেন : তুমি তো খুব দুঃসাহস দেখিয়েছো। তুমি লোকটিকে ছেড়ে দাও! তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন এবং তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাস্‌সান ও সাফ্‌ওয়ান উভয়কে ডেকে পাঠালেন। সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন মুআত্তাল বললেন :

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ও আমাকে মনোকষ্ট দিয়েছে এবং আমার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছে। আমি ক্রোধে অধৈর্য হয়ে তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছি।"

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাস্‌সানকে লক্ষ্য করে বললেন :

أحسن يَا حَسَّان ، اشوهت على قومى

ان هداهم الله للاسلام

"সুন্দর আচরণ করো, হে হাস্‌সান![1] তুমি কি আমার স্বজাতির লোকজনকে এজন্য (ইতর বলে) নিন্দা করছো যে, আল্লাহ্ তাদের ইসলামের দিকে হিদায়াত করেছেন ?"

তারপর বললেন :

احسن ياحسان فى الذى اصابك

"তোমার উপর যে আঘাত লেগেছে, সে ব্যাপারে তুমি সুন্দর আচরণ কর, হে হাস্‌সান![2]

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বিনিময়ে তাঁকে 'বায়রূহা' (ভূমি) দান করলেন—যা আজ[3] মদীনায় কাদার বনূ হুদায়লা নামে খ্যাত। এটা ছিল আবূ তালহা ইব্‌ন সাহলের মালিকানাধীন।

তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারের জন্যে দান করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা হাস্‌সানকে দান করেন, আর দান করেন সীরীন নামের এক কিবতী দাসী।[4] উক্ত সীরীনের গর্ভেই হাস্‌সানের পুত্র আবদুর রহমান ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

উক্ত সীরীন বলেন, আয়েশা (রা) বলতেন : ইব্‌ন মুআত্তাল অর্থাৎ সাফ্‌ওয়ান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে লোকে তাকে অত্যন্ত পূত-চরিত্রের অধিকারীরূপে পায়। তিনি নারী সংশ্রব থেকে দূরে থাকতেন। শেষ পর্যন্ত একটি যুদ্ধে তিনি শাহাদত লাভ করেন।

---

১. 'হাস্‌সান শব্দটি حُسْن (হুস্‌ন) ধাতু থেকে নির্গত যারা অর্থ সুন্দর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুন্দর আচরণের কথা বলে হাস্‌সানকে তাঁর নামের সাথে আচরণের সাজুয্য বিধানের দিকেই ইঙ্গিত করলেন।

২. অর্থাৎ তুমি আর বাড়াবাড়ি করবে না, ধৈর্যধারণ করবে।

৩. সীরতে ইব্‌ন হিশাম রচনাকালের কথা এখানে বলা হয়েছে।

৪. মিসর রাজ—মূকূকিস রাসূল (সা)-এর পত্রের জবাবে উপহার পাঠিয়েছিলেন, তন্মধ্যে এ সীরীনও ছিলেন। ইনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন মারিয়া (রা)-এর সহোদরা।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কৈফিয়তমূলক কবিতা

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) ইতিপূর্বে আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে অপপ্রচারে যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে তার কবিতায় বলেন :

তিনি (আয়েশা) অতি পূতচরিত্রের অধিকারিণী,
ভারী চলনের লোক।
কোনরূপ সংশয় তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।
(সকল সংশয় সন্দেহের উর্ধ্বে তিনি)
তাঁর প্রত্যুষ হয়, সরলা মহিলাদের নিন্দবাদ না করে।
লূই ইব্‌ন গালিব গোত্রের এক বিদূষিণী বুদ্ধিমতী মহিলা তিনি
সতত প্রয়াসী তিনি লভিতে মর্যাদা—
যে মর্যাদা হয় না বিলীন।
তিনি একজন পরিশীলিতা মহিলা,
যাঁর স্বভাব-চরিত্র সহজাতভাবেই পূত-পবিত্র—
করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা,
পবিত্র করেছেন তাবৎ মন্দ ও বাতিল থেকে।
তাই, যদি কিছু বলে থাকি আমি—
যা তোমরা ধারণা করে থাকো,
তার মানে এই নয় যে,
আমার অঙ্গুলিগুলোই আমাকে বেত্রাঘাতের জন্যে চাবুক উঁচিয়েছে
(অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীনের কুৎসা মানেই
নিজের গায়ে নিজে বেত্রাঘাত করা,
এটা কি কেউ স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে করতে পারে ?)
এটা কী করে সম্ভব!
অথচ আমার যত অনুরাগ ও সাহায্য
আমি যাবৎ বেঁচে থাকবো
তা নিবেদিত রাসূলের পরিবারবর্গের উদ্দেশ্যে;
যাঁরা ভূষণ স্বরূপ মজসিল-মাহফিলের।
দুনিয়ার সমস্ত মানুষের উর্ধ্বে—
তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা,
উচ্চতা প্রয়াসী লোকজনের লাফ-ঝাঁপ
তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা লাভে অক্ষম অপারগ।
যে কথাবার্তা বলা হয়েছে (তাঁর কুৎসা স্বরূপ)

তার কোন স্থায়িত্ব নেই,
বরং এসব হচ্ছে তারই বক্তব্য
যে আমার কুৎসা প্রচার করে।

ইব্ন হিশাম বলেন :

"লূই ইব্ন গালিব গোত্রের .... ও পরবর্তী পংক্তি এবং তাঁর পংক্তি :

"দুনিয়া তাবৎ মানুষের উর্ধ্বে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা"

আবূ যায়দ আনসারী থেকে বর্ণিত :

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার নিকট আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন : জনৈকা মহিলা আয়েশা (রা)-এর কাছে হাস্‌সান ইব্ন সাবিতের কন্যার প্রশংসায় বললেন :

"তিনি অতি পূত-চরিত্রের অধিকারিণী—
ভারী চলনের লোক,
কোনরূপ সংশয় তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।
তাঁর প্রত্যুষ হয় সরলা মহিলাদের নিন্দাবাদ না করে।"

তখন আয়েশা (রা) বলে উঠলেন : ولكن ابوها

"কিন্তু তাঁর পিতা এরূপ ছিলেন না।"

হাস্‌সান ও মিসতার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

ইব্ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ও তার সাথীরা আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হওয়ার পর তাঁকে আঘাত করা হওয়া সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যকার জনৈক ব্যক্তি নীচের পংক্তিগুলো বলেন :

ইব্ন হিশাম বলেন : হাস্‌সান ও তাঁর সাথীদ্বয়ের প্রহৃত হওয়া সম্পর্কে এ পংক্তিগুলো বলা হয়েছিল।

হাস্‌সান স্বাদ আস্বাদন করেছে সে বস্তুর
যার সে যোগ্য হয়েছিল,
সাথে তার হামনা ও মিস্‌তা
যখন তারা বলেছিল মন্দ কথা।
অনুমান করে অপবাদ আরোপ করেছিল তারা
তাদের নবীর সহধর্মিণীর প্রতি,
ফলে তারা আরশের মহান অধিপতির ক্রোধের উদ্রেক করে,
আর এজন্যে তারা শিকার হয় ভোগান্তির।
এতে তারা মনোকষ্ট দেয় আল্লাহ্‌র রাসূলকে,
ফলে তারা এমনি অপমানে আচ্ছন্ন হয়
যা সর্বব্যাপী এবং চিরস্থায়ী।

আর তারা হলো লাঞ্ছনাগ্রস্ত।
আর তাদের উপর আপতিত হলো—
ধমাধম বেত্রাঘাত,
যেমনটি আপতিত হয় টপটপ করে
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি।

হুদায়বিয়া ও বায়'আতে রিদওয়ানের ঘটনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সুহায়ল ইব্ন আমরের সন্ধি

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযান ও শাওয়াল (ষষ্ঠ হিজরী) মাস মদীনা অবস্থান করে, যিলকাদা মাসে উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হন। যুদ্ধের কোন ইচ্ছা তাঁর ছিল না।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ সময় তিনি নুমায়লা ইব্ন আবদুল্লাহ্ রায়সীকে মদীনার শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেন।

সাধারণ আহ্বান

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরবদের এবং আশে পাশের পল্লীবাসীদের তাঁর সংগে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে বলেন। তিনি আশংকা করছিলেন যে, কুরায়শরা ইতিপূর্বে অনেক ঘটনার অবতারণা করেছে, তারা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসতে বা বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। পল্লীবাসীদের অনেকেই প্রস্তুত হতে বিলম্ব করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসার ও মুহাজির এবং মরুবাসীদের মধ্যকার যারা এসে পৌঁছলো, তাদের নিয়ে যাত্রা করলেন। তিনি কুরবানীর জন্তুও সঙ্গে নিলেন এবং উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বেঁধে নিলেন, যাতে লোকে তাঁর যুদ্ধের ব্যাপারে নিরাপদবোধ করে এবং বুঝতে পারে যে, তিনি নিছক বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন।

সর্বমোট সংখ্যা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব যুহরী উরওয়া ইব্ন যুবায়র সূত্রে মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও মারওয়ান ইব্ন হাকাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দু'জনে তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার বছর শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। যুদ্ধের অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। তিনি তাঁর সংগে নিয়েছিলেন কুরবানীর সত্তরটি উট। তাঁর সংগে লোক ছিল সাত শ'। প্রতি দশজনের পক্ষ থেকে একটি করে উট ছিল।

আমার জানা মতে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলতেন : হুদায়বিয়ার সময় আমরা সঙ্গে ছিলাম চৌদ্দ শ' জন।

যুহরী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাত্রা শুরু করলেন। যখন তিনি সদলবলে উসফান নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন বিশর ইব্ন সুফিয়ান কাবী' তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করলেন। ইব্ন হিশামের ভাষ্য মতে কেউ কেউ এ সাক্ষাৎকারীর নাম বলেছেন 'বুসর'। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কুরায়শরা আপনার আগমন সংবাদ পেয়েছে। তারা স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা চিতাবাঘের চর্ম পরিহিত। তারা যী-তুওয়ায় এসে শিবির স্থাপন করেছে। তারা আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আপনাকে তারা কোনক্রমেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ। তারা তাঁকে আগেই কুরাউল গামীমে পাঠিয়ে দিয়েছে।

রাবী বলেন, জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : কুরায়শদের সর্বনাশ হোক। যুদ্ধ তাদের গ্রাস করে ফেলেছে। তারা যদি ব্যাপারটি আমার এবং আরবদের মধ্যে ছেড়ে দিতো, তা হলে তাদের কী অসুবিধা ছিল ? তাদের অভিপ্রায় পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে আমাকেই জয়যুক্ত করেন, তবে তারাও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করবে। আর যদি তারা তা না করে, তবে যতদিন তাদের শক্তি থাকে, ততদিন তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। কুরায়শরা কী ধারণা করে ? আল্লাহ্র কসম! আমি সে উদ্দেশ্যে জিহাদ চালিয়ে যাবো, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ আমাকে প্রেরণ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাকে জয়যুক্ত না করবেন অথবা আমার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। তারপর তিনি বললেন : এমন কে আছে, যে আমাদের তারা যে পথে আছে, সে পথ থেকে অন্য পথে নিয়ে যাবে ?

সংঘাত পরিহার প্রসংগে

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তখন আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল :

أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ

"আমি তা করবো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)!"

তারপর সে ব্যক্তি তাঁদের একটি পাথরে গিরিপথ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চললো। যখন তাঁরা এ সংকীর্ণ দুর্গম গিরি-সংকট থেকে বেরিয়ে সমভূমি প্রান্তরের মোড়ে এসে পড়লেন, তখন তাঁর ভীষণ কষ্টে হাঁফিয়ে উঠেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের বললেন :

قُوْلُوْا نَسْتَغْفِرُ اللهَ وَنَتُوْبُ اِلَيْهِ –

—তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই দরবারে তওবা করছি।

লোকেরা তা-ই বললেন অর্থাৎ তওবা ইস্তিগফার করলেন। তারপর তিনি বললেন :

وَاللّٰهُ اِنَّهَا لَلْحِطَّةُ الَّتِى عُرِضَتْ عَلٰى بَنِى اِسْرَائِيْلَ فَلَمْ يَشْمُوْلُوْهَا

আল্লাহ্‌র কসম, এই সেই حطة (আমাদের প্রভু আমাদের গুনাহ্ মাফ কর), যা বনী ইসরাঈলের সামনে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা বলেনি।

ইব্‌ন শিহাব্ বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের নির্দেশ দিলেন :

ডানদিকের যাহরী হামশের মাঝখান দিয়ে ঐ পথে অগ্রসর হও, যা মক্কার নিম্নাঞ্চলে হুদায়বিয়ার দ্বারপথ স্বরূপ, যা সানিয়াতুল মিরারে গিয়ে পড়েছে।

তারপর তারা সে পথেই অগ্রসর হতে থাকেন। কুরায়শ বাহিনী যখন দূর থেকে মুসলিম বাহিনীর পথ চলার ধূলোবালি দেখতে পেলো, তখন তারা তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে ফেললো। তারা কুরায়শের কাছে ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সদলবলে অগ্রসর হয়ে সানিয়াতুল মিরারে পৌঁছতেই তাঁর উটনী বসে গেল। তখন লোকেরা বলতে লাগলেন : উটনী বসে গেছে, আর অগ্রসর হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : না, তা নয়, বসে যাওয়া তার অভ্যাস নয়, বরং সেই পবিত্র সত্তাই তাকে বিরত করেছেন, যিনি হাতিসমূহকে মক্কার দিকে এগুতে বিরত করেছিলেন। আজ কুরায়শরা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী যে প্রস্তাবই আমাকে দেবে, আমি তাতে সম্মত হয়ে যাব। তারপর তিনি লোকদের বললেন : তোমরা অবতণ কর। তখন তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ প্রান্তরে তো পানির কোন ব্যবস্থা নেই, এখানে আমরা কোথায় অবতরণ করবো ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁর তূণ থেকে একটি তীর বের করে জনৈক সাহাবীর হাতে তুলে দিলেন। তিনি তা নিয়ে ওখানকার একটি কূপের মধ্যখানে গেড়ে দিলেন, ফলে তৎক্ষণাৎ সেখানে থেকে পানি উঠতে শুরু করলো। এমন কি শেষ পর্যন্ত লোকদের সেখান থেকে পিছু হটে উটের অবস্থান স্থলে গিয়ে স্থান নিতে হলো।

তীর কে নিয়ে গিয়েছিলেন ?

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আসলাম গোত্রের লোকজনের বরাতে আমার কাছে কোন কোন আলিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তীর নিয়ে যিনি কূপের মধ্যে অবতরণ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন নাজিয়া ইব্‌ন জুনদুব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন ইয়ামার ইব্‌ন দারেম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন ওয়ায়েলা ইব্‌ন সাহ্‌ম ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন সালামান ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন আফ্‌যা ইব্‌ন আবূ হারিসা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরবানীর উটগুলো নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইনি ছিলেন আফ্‌যা ইব্‌ন হারিসা। (আবূ হারিসা নয়)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট কোন কোন আলিম বলেছেন বারা' ইব্‌ন আযিব প্রায়ই বলতেন :

اَنَا الَّذِىْ نَزَلْتُ بِسَهْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

আমি সে ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তীর নিয়ে কূপে অবতরণ করেছিলাম।
আল্লাহ্ই ভাল জানেন যে, সত্যি এঁদের কে অবতরণ করেছিলেন।

নাজিয়ার কবিতা

আসলাম গোত্রের লোকেরা 'নাজিয়া' কথিত গীতি কবিতার কিছু পংক্তি সুরসংযোগে গেয়ে শুনান। আমাদের ধারণা, উনিই সেই ব্যক্তি, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তীর নিয়ে কূপে অবতরণ করেছিলেন। আসলাম গোত্রের লোকেরা বলেন : নাজিয়া কূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে লোকদের বালতি ভরে ভরে দিচ্ছিলেন। এমন সময় জনৈক আনসার বালিকা এসে বললেন :

يَا اَيُّهَا الْمَائِحُ دَلْوِى دُوْنَكَا

اِنِّى رَاَيْتَ النَّاسَ يَحْمد ونكا

يُثْنُوْنَ خَيْرًا وَيُمَجِّدُوْنَكَ

হে ঐ ব্যক্তি, যে লোকদের বালতি ভরে পানি তুলে দিচ্ছে
এই যে, নাও আমার বালতিটি। আমি দেখ্ছি, লোক তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ,
তারা তোমার যশগানে মুখর,
তারা তোমার আভিজাত্যের প্রশংসা করছে।

ইব্ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনায় আছে—

اِنِّى رَاَيْتُ النَّاسَ يَمْدَحُوْنَكَا

অর্থাৎ তাঁর বর্ণনায় يحمدونكا শব্দটির পরিবর্তে يمدحونكا রয়েছে। (অর্থ অভিন্ন)।

ইব্ন ইসহাক বলেন : কূয়োর মধ্যে বালতি ভরার কাজে নিয়োজিত অবস্থায়ই নাজিয়া তখন জবাব দিলেন :

قد علمت جارية يمانيه

انى انا المائح واسمى ناجيه

ইয়ামানী বালিকা ফেলেছে তাহা জানিয়া,
বালতি ভরে দেই আমিই, নামটি আমার নাজিয়া

وطعنة ذات رشاش واهية

طعنتها عند صدور العاديه

ফোয়ারার মত কত যে জখম খুন ছিটায়
আপন হাতের বল্লমে আমি দুশমনের সিনায় করেছি ঘা।

বুদায়ল ও খুযায়া গোত্রের লোকদের প্রসংগে

যুহরী (র) বর্ণনা করেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটু শান্ত হলেন, তখন বুদায়ল ইব্ন ওরকা খাযায়ী তার গোত্রের লোকদের নিয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তারা তাঁর সংগে

আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনাদের আগমনের হেতু কি ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জানালেন যে, যুদ্ধের কোন অভিপ্রায় তাঁর নেই। নিছক বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই তিনি এসেছেন। একান্তই হারামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি তাদের ঠিক সে জবাবই দিলেন, যা তিনি ইতিপূর্বে বিশর ইব্ন সুফিয়ানকে দিয়েছিলেন।

তারপর খুযায়ী গোত্রের লোকরা কুরায়শদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন :

يا معشر قريش ، انكم تعجلون على محمد

ان محمدا لم يأت لقتال وانما جاء زائر هذا البيت

যে কুরায়শ সম্প্রদায়! মুহাম্মদের বিষয়ে তোমরা শুধু শুধুই বাড়াবাড়ি করছো। তিনি তো আদৌ যুদ্ধের অভিপ্রায় আসেননি। তিনি কেবল বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত করতেই এসেছেন। একথা শুনে কুরায়শরা তাদের উপর ক্ষেপে গেল এবং তাদের অভিযুক্ত করে অশোভনীয় ভাবে তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলো। তারা বললেন : যদিও তিনি যুদ্ধের অভিপ্রায়ে না এসে থাকেন, তবুও তিনি বলপূর্বক আমাদের এখানে ঢুকে পড়তে পারবেন না। আর এ ব্যাপারে আরবরাও যেন আমাদের সাথে কোন কথাবার্তা না বলে।

যুহরী (র) বলেন : খুযায়ীরা মুসলিম-মুশরিক নির্বিশেষে সকলেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একান্ত অন্তরঙ্গ। মক্কায় যা কিছু ঘটতো, তার কিছুই তারা তাঁর কাছে গোপন রাখতো না।

মিকরায ও হুলায়সের আগমন

রাবী বলেন : এরপর কুরায়শরা মিকরায ইব্ন হাফ্স ইব্ন আখইয়াফ নামক বনূ আমির ইব্ন লুয়াই গোত্রের এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন লোকটিকে তাঁর দিকে আসতে দেখতে পেলেন তখন বলে উঠলেন :

هذا رجل غادر

—এ লোকটি কিন্তু চালবাজ।

যখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসলো এবং কথাবার্তা বললো, তখন তিনি তাকে বুদায়র ও তাঁর সাথীদের যা বলেছিলেন, তা-ই বললেন। তখন সে ব্যক্তিও কুরায়শদের কাছে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে যা বললেন, তা তাদের অবহিত করলো।

তারপর কুরায়শরা হুলায়স ইব্ন আলকামা অথবা ইব্ন যুব্বানকে যিনি তখন হাবশীদের সরদার ছিলেন এবং হারিস ইব্ন আব্দ মানাত ইব্ন কিনানা গোত্রের লোক ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে প্রেরণ করলো। তাকে দেখেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

ان هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدى فى وجهه حتى يراه -

এ লোকটি হচ্ছে একটি ইবাদতকারী গোত্রের লোক। সুতরাং কুরবানীর জন্তুগুলো তার দিকে নিয়ে যাও, যাতে সে তা দেখতে পায়।

যখন ঐ ব্যক্তি কুরবানীর জন্তুগুলোকে গলায় প্রতীকসহ প্রান্তরের এক দিক থেকে তাঁর দিকে একের পর এক আসতে দেখতে পেলো আর সে লক্ষ্য করলো যে, একটানা বাঁধা থাকার ফলে তাদের লোমগুলো ঝরে গেছে, তখন সে আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত না পৌঁছেই কুরায়শদের দিকে ফিরে গেল এবং তাদের তা অবহিত করলো।

রাবী বলেন : তখন তারা তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন :

اجلس فانما انت اعرابى لا علم لك -

বসে পড়ো হে! তুমি একটা আস্ত গেয়ো-গোঁয়ার, জ্ঞানবুদ্ধি বলতে তোমার কিছুই নেই।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর বর্ণনা করেন। এতে হুলায়স ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন :

"হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহ্র কসম! আমরা এ জন্যে তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হইনি এবং এ জন্যে চুক্তি করিনি যে, কেউ বায়তুল্লাহ্র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে আসলেও তাকে বাঁধা দেওয়া হবে। সেই পবিত্র সত্তার কসম! যাঁর হাতে হুলায়সের প্রাণ, হয় তোমরা মুহাম্মদ যে উদ্দেশ্যে এসেছেন তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না, নতুবা আমি হাবশীদের নিয়ে তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবো।"

রাবী বলেন : তখন তারা বললো, আচ্ছা হুলায়স! একটু থামো দেখি, আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসি, যাতে আমরা সকলে সম্মত হতে পারি।

উরওয়া ইব্ন মাসউদের ভূমিকা

যুহরী (র) তাঁর হাদীসে আরও বলেন : তারপর কুরায়শরা উরওয়া ইব্ন মাসউদ ছাকাফীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে প্রেরণ করলো। তখন সে বলল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা যাকেই মুহাম্মদের কাছে প্রেরণ করেছ, সে ফেরত আসতেই যে দুর্ব্যবহার ও কটুবাক্যের শিকার হয়েছে, আমি তা লক্ষ্য করেছি। তোমরা সম্যকভাবে জ্ঞাত আছো যে, তোমরা আমার পিতৃস্থানীয় আর আমি হচ্ছি পুত্রতুল্য। আর উরওয়া ছিল সুবাইয়া বিন্ত আব্দ শামসের পুত্র। আর আমি তোমাদের উপর আপতিত বিপদের কথাও শুনেছি এবং আমি আমার সম্প্রদায়ের অনুসারীদের সংঘবদ্ধ করে তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছি।

তখন জবাবে তারা বললেন : তুমি ঠিকই বলেছ। তুমি আমাদের নিকট অপবাদযোগ্য নও। (অর্থাৎ তোমার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে, তাই তোমার বেলায় ঐ সব দুর্ব্যবহার ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রযোজ্য নয়)।

তখন উরওয়া বেরিয়ে পড়লো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তাঁর সামনে আসন গ্রহণ করলো। তারপর বলল :

"হে মুহাম্মদ! তুমি ইতর শ্রেণীর লোকদের সংঘবদ্ধ করে সাথে নিয়ে এসেছো, যাতে তোমার আত্মীয়-স্বজনকে তাদের সাহায্যে ধ্বংস করতে পার। জেনে রেখো, কুরায়শরা তাদের

স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বের হয়ে পড়েছে এবং পরিধানে তাদের চিতাবাঘের চামড়া। আল্লাহ্‌র নামে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, কোনক্রমেই তারা তোমাকে বলপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। আল্লাহ্‌র কসম! কাল যদি যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, তবে এরা তোমাকে একাকী ছেড়ে চলে যাবে।"

রাবী বলেন : আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। উরওয়ার এরূপ মন্তব্য শুনে তিনি তাকে গালি দিয়ে বললেন : কী, আমরা তাঁকে একাকী ছেড়ে চলে যাবো।

উরওয়া তখন বলে উঠলেন : এ কে, হে মুহাম্মদ ?

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আবূ কুহাফার পুত্র।

তখন সে বলে উঠলেন : আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমার উপর তোমার পূর্বের কোন অনুগ্রহ না থাকতো, তা হলে এক্ষণি আমি তোমার এ ধৃষ্টতার জবাব দিতাম? কিন্তু তোমার সে দানের জন্যে এ ধৃষ্টতার কথা ছেড়ে দিলাম।

তারপর সে (আরবদের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাড়িতে হাত রেখে কথাবার্তা বলতে লাগলো।

রাবী বলেন : মুগীরা ইব্‌ন শু'বা তখন লৌহবর্ম পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উরওয়া যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাড়িতে হাত দিল, তখন তিনি তার হাতে আঘাত করে বললেন : ওহে! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডল থেকে তোর হাত সরিয়ে নে, নতুবা এ হাত আর তোর কাছে ফেরত যাবে না।

তখন উরওয়া বলতে লাগলেন : তোর সর্বনাশ হোক! কী কঠিন দিল ও কঠোর মিযাজ।

রাবী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হাসলেন। উরওয়া জিজ্ঞাসা করলেন : এ কে, হে মুহাম্মদ ?

জবাবে তিনি বললেন : এ হচ্ছে তোমার ভাইয়ের বেটা মুগীরা ইব্‌ন শু'বা। তখন উরওয়া বলে উঠলো : ওরে গাদ্দার! তোর অপকর্মের ময়লা তো এই গতকাল মাত্র ধৌত হলো!

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উরওয়া তার একথা দ্বারা যা বুঝাতে চেয়েছে তা হলো, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বনূ সাকীফের অন্তর্ভুক্ত বনূ মালিকের তের ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। ফলে, নিহতদের গোত্র বনূ মালিক এবং মুগীরার গোত্র আহনাফের মধ্যে যুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠে। তারপর উরওয়া নিহত পক্ষকে তেরটি রুক্তপণ দিয়ে বিষয়টি মিটমাট করে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুহরী (র) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাথেও ঐরূপ আলাপই করলেন, যা তার পূর্ববর্তী সাথীদের সাথে করেছিলেন। তিনি তাকেও জানিয়ে দেন যে, তিনি যুদ্ধের অভিপ্রায়ে আসেন নি।

তখন উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে চলে এলো এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা তাঁর প্রতি কীরূপ আচরণ করে থাকেন তাও তার দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি ওযূ করলেই তাঁর সাথীরা ওযূর ব্যবহৃত পানি লুফে নেয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি করেন। তিনি থুথু ফেলতেই তা নিয়েও তাঁদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। তাঁর কেশ মাটিতে পড়ার আগেই তাঁর কাড়াকাড়ি করে লুফে নেন।

তারপর সে ব্যক্তি কুরায়শদের নিকট ফিরে যায় এবং বলে :

يامعشر قريش ، انى قد جئت كسرى فى ملكه

وقيصر فى ملكه – والنجاشى فى ملكه ، وانى والله ما رأيت ملكا

فى قوم ... ... لايسلمونه لشئ ابد فروا رايكم –

হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমি পারস্য সম্রাট কিসরার সাথে তার রাজ্যে গিয়ে দেখেছি, রোম সম্রাট কায়সারকে তাঁর রাজ্যে গিয়ে দেখেছি, আবিসিনিয়ার রাজ নাজ্জাশীকে তার রাজ্যে গিয়ে দেখেছি। আল্লাহ্র কসম! আমি এমন কোন বাদশাহ্কে দেখিনি, যে তার সম্প্রদায়ের কাছে এতই সম্মানিত, যেমন মুহাম্মদ তাঁর সাহাবীদের কাছে অধিকতর প্রিয় ও সম্মানিত। আর আমি এমন এক সম্প্রদায়কে দেখেছি যারা কোন মূল্যেই এবং কস্মিনকালেও মুহাম্মদকে একাকী ছেড়ে পালিয়ে যাবে না। এমতাবস্থায় তোমরা কি করবে, তা তোমরাই ভেবে চিন্তে ঠিক কর!

খিরাশ ইব্ন উমাইয়ার কুরায়শদের নিকট গমন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খিরাশ ইব্ন উমাইয়া খুযায়ীকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে মক্কার কুরায়শদের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁকে তাঁর নিজের একটি উটে চড়ান—যার নাম ছিল ছা'লাব। তাঁকে তিনি এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, যাতে করে তিনি মক্কার সরদারদের কাছে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যের কথা বলে আসেন। তারা রাসূলুল্লাহ্র উটটিকে হত্যা করে এবং দূত খিরাশকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু হাবশীরা তাতে বাধা দেয় এবং তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে আসেন।

কুরায়শের লোকজন ধৃত হওয়া প্রসংগে

ইব্ন ইসহাক বলেন : এমন এক রাবী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যাঁকে আমি মিথ্যাবাদী হওয়ার অপবাদ দিতে পারি না, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ইকরিমার সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর কুরায়শরা তাদের চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ জন লোককে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহিনীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যকার কাউকে হাতের নাগালে পেলে তাকে হত্যা করে। কিন্তু তারা সকলেই ধৃত হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নীত হয়।

তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন এবং ছেড়ে দেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহিনীর প্রতি পাথর ও তীর ছুঁড়েছিল।

কুরায়শদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিনিধি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শ সরদারদের কাছে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার জন্যে পাঠাবার উদ্দেশ্যে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কুরায়শদের পক্ষ থেকে আমার প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে। আর মক্কায় আদী ইব্‌ন কা'ব গোত্রেরও এমন কেউ নেই, যে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। আর কুরায়শদের বিরুদ্ধে আমার যে জাতক্রোধ রয়েছে এবং আমি যে তাদের বিরুদ্ধে কত কঠোর তা তারা সম্যক অবগত। আমি বরং আমার পরিবর্তে এমন লোকের সন্ধান দেবো, যিনি তাদের কাছে আমার চাইতেও বেশি সম্মানিত ও প্রবল। তিনি হচ্ছে উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে আবূ সুফিয়ান এবং অন্যান্য কুরায়শ সরদারদের কাছে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন যে, তিনি যেন তাদের এ মর্মে অবগত করেন যে, তিনি যুদ্ধের অভিপ্রায়ে আসেন নি, বরং তিনি কেবল আল্লাহ্‌র ঘরের যিয়ারত এবং তাঁর হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এসেছেন।

উসমান (রা)-এর হত্যার গুজাব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সে মতে উসমান (রা) মক্কার দিকে বেরিয়ে পড়েন। তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন আবান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আস তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি তাঁকে তার নিকটে ততক্ষণ রাখেন, যতক্ষণ না তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছান।

তারপর উসমান (রা) আবূ সুফিয়ান ও মক্কার অন্যান্য সরদারদের কাছে যান এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পয়গাম তাদের নিকট পৌঁছে দেন। তারা উসমান (রা)-কে বলে : আপনি যদি তাওয়াফ করতে চান, তা হলে করতে পারেন। জবাবে তিনি বলেন :

ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم -

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্বে আমি কোনক্রমেই তাওয়াফ করতে পারি না।

কুরায়শরা তাঁকে তাদের কাছে আটক করে রাখে। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুসলমানদের কাছে খবর রটে যায় যে, উসমান (রা) কুরায়শদের হাতে নিহত হয়েছে।

বায়'আতে রিদওয়ান

যুদ্ধের জন্য বায়'আত

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন উসমান নিহত হয়েছেন বলে খবর পেলেন, তখন তিনি বললেন :

لا نبرح حتى نناجز القوم –

এ সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত আমরা এ স্থান ত্যাগ করবো না।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের বায়'আতের জন্য আহবান জানালেন। বৃক্ষের নীচে বায়'আতে রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হলো। লোকেরা বলে থাকে যে, সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের নিকট থেকে মৃত্যুর জন্য বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট থেকে মৃত্যুর জন্য বায়'আত গ্রহণ করেন নি, বরং তিনি এ মর্মে বায়'আত নিয়েছিলেন যে, আমরা পলায়ন করবো না।

যখন লোকদের থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়'আত গ্রহণ করলেন, তখন বনূ সালামা গোত্রের জাদ্ ইব্ন কায়স ব্যতীত উপস্থিত সকল মুসলমানই সেদিন বায়'আতে আবদ্ধ হলেন, অন্য কেউই আর পিছিয়ে ছিলেন না। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলতেন : আল্লাহ্র কসম! আমি যেন দিব্যি দেখতে পাচ্ছি, জাদ ইব্ন কায়স তার উটনীর বগলের পাশ ঘেঁষে লোকের দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে আসছেন, আর চুপিসারে তাঁর কানে কানে বলছেন : উসমানের ব্যাপারে যা রটেছে তা যথার্থ নয়।

সর্বপ্রথমে বায়'আত গ্রহণকারী ব্যক্তি

ইব্ন হিশাম বলেন : ওয়াকী ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ শা'আবীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি বায়'আতে রিদওয়ানের বায়'আতে আবদ্ধ হন, তিনি হলেন আবূ সিনান আসাদ্দী।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমি যাঁকে বিশ্বস্ত বিবেচনা করি, এমন একজন রাবী সহীহ্ সনদে বর্ণনাকারীদের বরাতে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবূ মূলায়কা ইব্ন আবূ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে উসমান (রা)-এর পক্ষ থেকে এভাবে বায়'আত গ্রহণ করেন যে, তিনি তাঁর এক হাত অপর হাতের উপর রাখেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াস

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুহরী বলেছেন, তারপর কুরায়শরা সুহায়ল ইব্ন আমরকে, যে ছিল বনূ আমির ইব্ন লূই গোত্রের লোক, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তারা তাকে

বলে যে, তুমি মুহাম্মদের কাছে গিয়ে সন্ধিস্থাপন কর। তবে সে সন্ধিতে অবশ্যই একথা থাকবে যে, এ বছর তিনি আমাদের এখান থেকে ফিরে যাবেন। কেননা, আল্লাহ্র কসম! আরবরা চিরদিন বলাবলি করবে যে, মুহাম্মদ বলপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেছেন।

সুহায়ল ইব্ন আমর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করলেন। তিনি তাকে আসতে দেখেই বললেন :

قد اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل -

"এ লোকটিকে যখন কুরায়শরা প্রেরণ করেছে, তখন তারা যে সন্ধি করতে মনস্থ করেছে, এটা সুনিশ্চিত।"

সুহায়ল যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলো, তখন সে আলাপ আলোচনা শুরু করলে, সে আলাপ অনেক দীর্ঘ হলো। অনেক বাদানুবাদ হলো। তারপর সন্ধি হবে বলে স্থির হলো। যখন সবকিছু ঠিকঠাক, কেবল লেখাটাই বাকী, এমন সময় উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) দ্রুত সামনে এগিয়ে এলেন। তিনি আবূ বকর (রা)-এর সম্মুখীন হলেন এবং তাঁদের মধ্যে এরূপ কথোপকথন হলো :

উমর : হে আবূ বকর! ইনি কি আল্লাহ্ল রাসূল নন ?

আবূ বকর : অবশ্যই।

উমর : আমরা কি মুসলমান নই ?

আবূ বকর : অবশ্যই।

উমর : ওরা কি মুশরিক নয় ?

আবূ বকর : অবশ্যই।

উমর : তা হলে আমাদের দীনের ব্যাপারে কেন আমাদের এই দৈন্য স্বীকার করা ?

আবূ বকর : হে উমর! তাঁরই আনুগত্য করে যাও, কেননা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্র রাসূল।

উমর : আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল।

তারপর উমর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এলেন। তাঁদের মধ্যে তখন যে কথোপকথন হয়, তা এরূপ :

উমর : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি কি আল্লাহ্র রাসূল নন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) : অবশ্যই।

উমর : আমরা কি মুসলমান নই ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) : অবশ্যই।

উমর : ওরা কি মুশরিক নয় ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) : অবশ্যই।

উমর : তা হলে কেন আমাদের দীনের ব্যাপারে আমরা এ দৈন্য ও হীনতা স্বীকার করবো ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) : আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করবো না, আর তিনিও আমাকে ধ্বংস করবেন না।

যুহরী (র) বলেন : উমর (রা) প্রায়ই বলতেন, সেদিন আমি যা করেছি, সে ভয়ে আমি এত নামায, রোযা, সাদকা খয়রাত এবং গোলাম আযাদ করেছি যে, শেষ পর্যন্ত আমার মনে আশার সঞ্চার হয়েছে যে, ব্যাপারটি ভালোয় ভালোয় সেরে যাবে।

সন্ধির শর্তাবলী

রাবী বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে ডাকলেন এবং **বললেন : লিখ :**

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

—পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে। তখন সুহায়ল বলে উঠলেন : এ তো আমরা জানি না, বরং লিখ, 'বি-ইসমিকা আল্লাহুম্মা'। অর্থাৎ হে আল্লাহ্, তোমার নামে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : বি-ইসমিকা আল্লাহুমাই' লিখ। আলী (রা) তা-ই লিখলেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : লিখ, এটা ঐ সন্ধি যা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সুহায়ল ইব্ন আমরের সাথে করেছেন।

তখনই সুহায়ল আপত্তি করে উঠলেন : আরে, আমি যদি সাক্ষ্য দিতাম যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল, তা হলে তো আর আপনার সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ করতাম না! আপনি নিজের এবং আপনার পিতার নাম লিখুন!

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আচ্ছা তাই লিখ :

"এটা হচ্ছে সেই সন্ধি, যা মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাঁর প্রতিপক্ষ সুহায়ল ইব্ন আমরের সাথে সম্পন্ন করেছেন।"

তাঁরা এ ব্যাপারে সমঝোতায় উপনীত হলেন যে, দশ বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষে কোন যুদ্ধ হবে না। লোকজন নিরাপদে থাকতে পারবে। কেউ কারো উপর আক্রমণ করতে পারবে না।

অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে কুরায়শের কেউ যদি (মক্কা থেকে) মুহাম্মদের নিকটে (মদীনায়) চলে যায়, তবে তিনি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু মুহাম্মদের কোন সাথী যদি কুরায়শদের কাছে চলে আসে, তবে তারা তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না।

নিজেদের অন্তরে যা আছে, তা অন্তরেই থাকবে। তার বহিঃপ্রকাশ করা চলবে না। খিয়ানত বা বিশ্বাসভঙ্গ করা চলবে না।

যাদের ইচ্ছা তারা মুহাম্মদের সাথে চুক্তিবদ্ধ বা মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে, আর যাদের ইচ্ছা হয় তারা কুরায়শদের সাথে চুক্তিবদ্ধ বা মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এতে কোন পক্ষের হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

বনূ খুযায়া ও বনূ বকরের মৈত্রী গ্রহণ

সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হতে না হতেই বনূ খুযায়া দ্রুত এগিয়ে এসে ঘোষণা করলো আমরা মুহাম্মদের সাথে মৈত্রী বন্ধন আবদ্ধ হলাম। ওদিকে বনূ বকর দ্রুত এগিয়ে এসে ঘোষণা করলো, আমরা কুরায়শদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলাম। আপনারা এবার মক্কায় প্রবেশ না করে ফেরত চলে যাবেন। আগামী বছর আমরা মক্কা থেকে বেরিয়ে যাবো, তখন আপনি আপনার সাথীদের নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং তিন দিন এখানে অবস্থান করবেন। আপনাদের সাথে আরোহীদের অস্ত্র-শস্ত্র থাকবে। তলোয়ার কোষবদ্ধ থাকবে, এর অন্যথা করে প্রবেশ করা চলবে না।

আবূ জুন্দল ইব্ন সুহায়লের ঘটনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সুহায়ল ইব্ন আমরকে নিয়ে সন্ধিপত্র লেখানোর কাজে ব্যস্ত, এমনি সময় সুহায়লের পুত্র আবূ জন্দল শিকল পরিহিত অবস্থায় এসে পৌঁছলেন এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে পৌঁছবার সুযোগ হলো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেহেতু ইতিপূর্বেই মক্কা বিজয়ের বিষয়টি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাই সফরে বের হওয়ার সময় সাহাবীদের মনে বিজয় সম্পর্কে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। তারপর যখন তারা সন্ধি ও প্রত্যাবর্তন লক্ষ্য করলেন এবং ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য কত কষ্টকর হয়েছে তাও তারা অবলোকন করলেন, তখন তাঁদের অস্থিরতার অন্ত ছিল না। অন্তর্জ্বালায় তাঁরা তখন জ্বলে পুড়ে শেষ হচ্ছিলেন।

সুহায়ল যখন আবূ জন্দলকে দেখতে পেলো, তখন সে তার নিকটবর্তী হল এবং সজোরে তাঁকে চপেটাঘাত করলো এবং জোরে তার গলা চেপে ধরলো। তারপর বলল : হে মুহাম্মদ! তোমার ও আমার মধ্যে সন্ধি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তারপরেই কিন্তু এর আগমন হয়েছে।

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি যথার্থই বলেছো। তারপর সুহায়ল আবূ জন্দলকে টানা হেঁচড়া শুরু করে দিল যাতে সে তাঁকে কুরায়শদের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তখন আবূ জন্দল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বলতে লাগলেন :

يَا مَعَشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ أَأُرَدُّ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ يَفْتِنُوْنِى فِى دِيْنِى ؟

হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমাকে কি মুশরিকদের হাতে পুনরায় তুলে দেওয়া হবে, আর তারা আমার দীন বরবাদ করবে?

এতে মুসলমানদের মর্মপীড়া আরো বৃদ্ধি পেলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

يَا ابا جندل فاصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاو مخرجا وانا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا واعطيناهم على ذلك واعطونا عهد الله وانا لانغدر بهم –

হে আবূ জন্দল। ধৈর্যধারণ কর এবং বিনিময়ে সওয়াবের আশা রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার এবং তোমার দুর্বল মুসলমান সাথীদের জন্যে নিষ্কৃতির বন্দোবস্ত করে দেবেন। আমাদের এবং ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চুক্তির বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হয়েছি। আর এ ব্যাপারে আমরা এবং তারা আল্লাহ্র নামে পরস্পরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আর এ ব্যাপারে আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চাই না।

রাবী বলেন : এ সময় উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) লাফ দিয়ে আবূ জন্দলের কাছে গেলেন এবং বললেন : সবর করো, হে আবূ জন্দল! এরা হচ্ছে অংশীবাদী পৌত্তলিক। এদের রক্ত তো কুকুরের রক্তের মত। এ বলে তিনি তরবারির হাতল তাঁর নিকটবর্তী করে দিলেন।

রাবী বলেন : পরবর্তীকালে উমর (রা) বলতেন, আমার আশা ছিল, আবূ জন্দল তলোয়ার ধরবে এবং তার পিতার ভবলীলা সাঙ্গ করবে, কিন্তু সে ব্যক্তি তার পিতার দিকেই খেয়াল করলো, আর এভাবে সন্ধির কার্যকারিতা শুরু হলো।

সন্ধির সাক্ষিগণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সন্ধিপত্র লেখানো থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন তিনি কয়েকজন মুসলমান ও কয়েকজন মুশরিককেও সন্ধির সাক্ষী বানিয়ে রাখলেন। তাঁরা হলেন :

১. আবূ বকর সিদ্দীক (রা)
২. উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)
৩. আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)
৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুহায়ল ইব্ন আমর (রা)
৫. সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)
৬. মাহ্মূদ ইব্ন মাসলামা (রা)
৭. মুকারিয ইব্ন হাফস—তিনি তখনো মুশরিক ছিলেন।
৮. আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)

সন্ধিপত্রটি আলী (রা)-ই লিখেছিলেন।

কুরবানীর উট যবাই

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাঁবু হিল্ল' তথা হেরেম সীমার বাইরে ছিল। কিন্তু তিনি সালাত আদায় করতেন হেরেম সীমানার মধ্যে। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের পর তিনি কুরবানীর উটসমূহের কাছে যান এবং সেগুলো যবাই করেন। তারপর বসে মাথা মুণ্ডন করালেন। সেদিন তাঁর মস্তক যিনি মুণ্ডন করেছিলেন, আমার জানামতে তিনি ছিলেন খারাশ ইব্ন উমাইয়া ইব্ন ফযল খুযায়ী। লোকে যখন লক্ষ্য করলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উট যবাই করে মস্তক মুণ্ডন করে ফেলেছেন, তখন তারাও দ্রুত এগিয়ে তাদের উটসমূহ যবাই করলো এবং মস্তক মুণ্ডন করতে লাগলো।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ আবূ নুজায়হ্—মুজাহিদ সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : হুদায়বিয়ার দিনে অনেকে মস্তক মুণ্ডন করেন, আবার অনেকে তাদের চুল খাটো করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ -

আল্লাহ্ হলককারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

তখন তাঁরা বললেন :

وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟

আর কসরকারীদের প্রতি নয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? তিনি পুনরায় বললেন :

يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ -

আল্লাহ্ তা'আলা হলককারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন!

তাঁরা বললেন : وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ এবং কসরকারীদের প্রতিও নয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ?

তিনি পুনরায় বললেন : يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ আল্লাহ্ হলককারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন!

তখন তিনি আরো বললেন : وَالْمُقَصِّرِيْنَ —এবং কসরকারীদের প্রতিও।

তখন তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কসরকারীদের প্রতি রহমতের উপর জোর না দিয়ে হলককারীদের প্রতি রহমতের উপর এত জোর দিলেন কেন ?

বললেন : এজন্যে যে তারা একটুও দ্বিধা করেনি।

নাকে রূপার আংটা লাগানো উট

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নুজায়হ বলেন : আমার নিকট মুজাহিদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার দিন যে সব উট কুরবানী করেন, তার মধ্যে একটি ছিল আবূ জাহলের উট; যার নাকে একটি রূপার আংটা লাগানো ছিল। মুশরিকদের মর্মপীড়া বৃদ্ধি জন্যে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল।

সূরা ফাত্হ্ নাযিলের প্রেক্ষাপট

যুহরী তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হন, তখন সূরা ফাত্হ্ নাযিল হয় :

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا -

নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়,—এটা এই জন্য যে, যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন (৪৮ : ১-২)।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবাদের কথা আলোচনা করা হয়। শেষ পর্যন্ত বায়‘আতে রিদওয়ান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا -

যারা তোমার বায়‘আত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহ্রই বায়‘আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং সে আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে,তিনি তাকে মহাপুরস্কার দেন (৪৮ : ১০)।

তারপর আল্লাহ্ তা‘আলা ঐসব বেদুঈনদের কথা উল্লেখ করেন, যারা জিহাদের ডাকে সাড়া দিতে পশ্চাৎপদ হয়েছিল। তারপর তিনি উল্লেখ করেন যে, যখন তাদের জিহাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূল আহবান করেন, তখন তারা পিছপা হয়ে যায় :

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا -

যে সকল আরব মরুবাসী গৃহে রয়ে গিয়েছে, তারা তোমাকে বলবে, আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদের ব্যস্ত রেখেছে (৪৮ : ১১)।

এভাবে তাদের অবস্থা তুলে ধরে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ -

তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা গৃহে রয়ে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমাদেরকে তোমাদের সংগে যেতে দাও (৪৮ : ১৫)।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلَامَ اللّٰهِ ۗ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۗ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا -

তারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। বল, তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। আল্লাহ্ পূর্বেই এইরূপ ঘোষণা করেছেন। তারা বলবে, তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছো। বস্তুত ওদের বোধশক্তি সামান্য (৪৮ : ১৫)।

তারপর তার পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ একথাও বর্ণনা করেন যে, কিভাবে তাদের একটি শক্তিশালী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে আহবান জানানো হয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নুজায়হ্ আতা ইব্ন আবূ রিবাহ ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এখানে শক্তিশালী সম্প্রদায় বলতে পারসিক জাতিকে বুঝানো হয়েছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট এমন এক ব্যক্তি যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যাঁকে আমি মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিতে পারি না, শক্তিশালী সম্প্রদায় বলতে (মুসায়লামা) কায্যাবের সঙ্গী-সাথী, হানীফা গোত্রের লোকদের বুঝানো হয়েছে।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا - وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا - وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا - وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا -

মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করলো, তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি অবগত ছিলেন। তাদের তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয় ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ, যা তারা হস্তগত করবে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল-সম্পদের যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের হতে মানুষের হাত নিবারিত করেছেন, যেন তা হয় মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন এবং আল্লাহ্ তোমাদের পরিচালিত করেন সরল পথে। আরও বহু সম্পদ রয়েছে যা এখনো তোমাদের অধিকারের আসেনি, তা তো আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (৪৮ : ১৮-২১)।

সাফল্যের সুসংবাদ

তারপর আল্লাহ্র তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে কাফিরদের উপর বিজয় দানের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার কথা উল্লেখ করেন অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে, যাদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কষ্ট পেয়েছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণ করতে বারণ করে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি বলেন :

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا -

আর তিনি মক্কা উপত্যকায় ওদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত ওদের হতে নিবারিত করেছেন, ওদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্র তা দেখেন (৪৮ : ২৪)।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهُ

ওরাই তো কুফরী করেছিল এবং তোমাদের নিবৃত্ত করেছিল মসজিদুল হারাম হতে বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে (৪৮ : ২৫)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এখানে المعكون শব্দটি المحبوس অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (যার অর্থ বাধ্যগ্রস্ত)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

وَلَوْ لاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج

তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হতো যদি না থাকতো এমন কিছু নর ও নারী যাদের তোমরা জান না, তোমরা তাদের পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে; ফলে ওদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে (৪৮ : ২৫)।

এ আয়াতে المعرة। বলতে الغرم। বা জরিমান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের জন্যে অজ্ঞাতসারে তোমরা নিজেদের উপর জরিমান জরুরী করতে, তারপর তোমাদেরকে তার রক্তপণ দিতে হতো। معرة শব্দটি এখানে اثم। বা গুনাহ্ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা, এখানে তার কোন সন্দেহ বা অবকাশ ছিল না।[১]

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট মুজাহিদের এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, এ আয়াতটি ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা, সালামা ইব্‌ন হিশাম, আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রাবী'আ, আবূ জান্দল ইব্‌ন সুহায়ল এবং তাঁদের মত আরো যাঁরা তদানীন্তন মক্কায় ছিল, তাঁদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর আল্লাহ্ তাবারাক তা'আলা আরো বলেন :

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ -

যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করতো গোত্রীয় অহমিকা অজ্ঞতা যুগের অহমিকা (৪৮ : ২৬)।

অর্থাৎ সুহায়ল ইব্‌ন আমর যখন বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ লিখতেই তার মধ্যে কুণ্ঠা দেখা দিল।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ -

তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর তাঁর প্রশান্তি দান করলেন (৪৮ : ২৬)

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا -

আর তাদের তাক্‌ওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন (৪৮ : ২৬)।

অর্থাৎ তাওহীদ তথা কালিমায়ে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" এর সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত তারাই ছিলেন।

---

১. কেননা, অজ্ঞাতসারে এরূপ হত্যা করলে গুনাহ্ হতো না। শুধু তাদের রক্তপণ পরিশোধ করতে হতো।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّئْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ۗ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا -

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে—কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ্ জানেন, যা তোমরা জান না এ ছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয় (৪৮ : ২৭)।

অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধি।

যুহরী (র) বলেন : ইসলামের ইতিহাসে ইতিপূর্বে এর চাইতে বড় কোন বিজয় আর অর্জিত হয়নি। যেখানেই লোকজন সমবেত হতো বা পারস্পরিক সাক্ষাৎ হতো, সেখানেই যুদ্ধের সূচনা হতো। যখন এই সন্ধি স্থাপিত হলো এবং যুদ্ধের অবসান হলো এবং লোকজন একে অপর থেকে নিরাপদবোধ করতে লাগলো, তখন পারস্পরিক সাক্ষাতে তারা আলাপ-আলোচনা, ভাব বিনিময় এবং বির্তক ও বাদানুবাদের সুযোগ পেলো। যখনই কেউ ইসলাম সম্পর্কে কোন কথা বলতো এবং তা কারো বোধগম্য হয়ে যেতো, তখনই সে ইসলাম গ্রহণ করতো। ফলে, দু'বছরে এত অধিক সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করলো যে, ইতিপূর্বে সামগ্রিকভাবে যত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের সংখ্যা পূর্ববর্তীদের সমান ছিল বা পরবর্তী ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা পূর্ববর্তীদের সংখ্যাকেও অতিক্রম করেছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : যুহরীর এ বক্তব্যের যথার্থতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো—রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুদাযবিয়ার দিকে যাত্রা করেন, তখন জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্র ভাষ্য অনুসারে, তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ। পক্ষান্তরে, দু'বছর পর মক্কা বিজয়ের বছর যখন তিনি পুনরায় যাত্রা করেন, তখন তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার।

সন্ধি উত্তরকালে মক্কার দুর্বলদের অবস্থা

আবূ বসীরের কাহিনী

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন আবূ বসীর উতবা ইব্ন উসায়দ ইব্ন জারিয়া তাঁর কাছে এসে পৌঁছলেন। মক্কার যাঁদেরকে আটকে রাখা হয়েছিল তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছলেন, তখন আযহার ইব্ন আব্দ আওফ ইব্ন আব্দ ইব্ন হারিস ইব্ন যাহ্রা এবং আখনাস ইব্ন শুরায়ক ইব্ন আমর ইব্ন ওয়াহাব সাকাফী তাঁর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পত্র লিখে বনূ

আমির ইব্‌ন লূয়াঈর এক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে পাঠালেন। তার সাথে তাদের আরেক জন আযাদকৃত গোলাম ছিল। তারা দুজনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আযহার ও আখনাসের পত্রসহ উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আবূ বসীরকে লক্ষ্য করে বললেন : হে আবূ বসীর! আমরা ঐ সম্প্রদায়ের সাথে যে চুক্তিতে আবদ্ধ তা তোমার অজানা নেই। আর আমাদের ধর্মে বিশ্বাসভঙ্গেরও কোন অবকাশ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার এবং তোমার সাথীদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের জন্যে নিষ্কৃতি ও মুক্তির কোন ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। সুতরাং তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাও। তখন তিনি বললেন :

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَرُدُّنِى اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ يَفْتِنُوْنَنِى فِى دِيْنِى –

হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আপনি কি আমাকে সেই মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন, যারা আমার দীনকে বরবাদ করবে ?

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

يَا اَبَا بَصِيْرَ انْطَلِقْ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى سَيَجْعَلُ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا –

তুমি চলে যাও, হে আবূ বসীর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্যে এবং তোমার সঙ্গী-সাথী দুর্বলদের জন্যে অচিরেই মুক্তির একটা বন্দোবস্ত করে দেবেন।

এরপর তিনি তাদের সাথে চলে গেলেন। যখন তারা যুলহুলায়ফায় গিয়ে উপনীত হলেন, তখন তাঁরা একটি প্রাচীরের পাশে ঘেঁষে বসলেন। তাঁর সঙ্গী দু'জন ও তাঁর কাছেই বসলেন। তখন আবূ বসীর বললেন : হে বনূ আমির গোত্রীয় ভাইটি! তোমার তলোয়ারটি কি খুব ধারাল নাকি ?

সে বললেন : হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন : আমি কি এটা একটু দেখতে পারি ?

সে বললেন : তুমি চাইলে দেখতে পারো।

রাবী বলেন : তারপর আবূ বসীর তরবারি কোষমুক্ত করলেন এবং তার প্রতি তা তাক করলেন, আর এভাবে তার ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। সঙ্গে সেই আযাদকৃত দাসটি তখন দ্রুত পালিয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলো। তিনি তখন মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ তাকে আসতে দেখে বলে উঠলেন :

লোকটি নিশ্চয়ই কোন ভীতিপ্রদ দৃশ্য দেখেছে।

তারপর যখন লোকটি তাঁর নিকটে এলো, তখন তিনি বললেন : কিরে অভাগা, তোর কী হলো ? তখন সে বলল :

আপনার লোকটি আমার সঙ্গীকে হত্যা করে ফেলেছে।

রাবী বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! ইতিমধ্যেই আবূ বসীর তলোয়ার সজ্জিত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)!

আপনার দায়িত্ব পূণ হয়েছে। আল্লাহ্ আপনাকে দায়িত্ব মুক্ত করেছেন। আপনি আমাকে সম্প্রদায়ের হাতে অর্পণ করেছেন। আমি আমাকে ধর্ম বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছি এবং আমাকে ফেরত পাঠানোর ঝামেলা থেকে আত্মরক্ষা করেছি।

রাবী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

ويل امه محش حرب لوكان معه رجال !

তার মায়ের সর্বনাশ হোক।[১] তার সাথে আরো কয়েকজন থাকলে তো রীতিমত যুদ্ধই শুরু হয়ে যেতো।

তারপর আবূ বসীর সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত যুলমারওয়ার নিকটবর্তী 'ঈস' নামক স্থানে গিয়ে তিনি অবস্থান গ্রহণ করলেন। এটা ছিল কুরায়শদের সিরিয়া গমনের পথ। এদিকে মক্কায় কুরায়শদের আটকে রাখা মুসলমানদের নিকট সংবাদটি যখন পৌঁছলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বসীরকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, তার সাথে আরও কয়েকজন থাকলে তো রীতিমত যুদ্ধই শুরু হয়ে যেতো, তখন তারা ও আবূ বসীরের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে 'ঈসের; উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে তাদের সত্তর জনের মত লোক আবূ বসীরের নিকট সমবেত হলেন। তাঁরা কুরায়শদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুললেন। তাঁরা তাদের যাকেই হাতের কাছে পেতেন, তাকেই হত্যা করতেন এবং তাদের যে কাফিলাকেই তাঁদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে দেখতেন, তার উপরই হামলা চালাতেন। শেষ পর্যন্ত কুরায়শরা আত্মীয়তা বন্ধনের দোহাই দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পত্র লিখলো যে তিনি যেন ওঁদেরকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে রক্ষা করেন। তাঁদের ব্যাপারে তাদের আর কোন দাবী বা আপত্তি থাকবে না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে আশ্রয় দিলেন আর তাঁরা মদীনায় তাঁর নিকট গিয়ে উঠলেন।

ইব্ন হিশাম আবূ বসীরকে ثقفى বলে অভিহিত করেন।

সুহায়লের প্রতিজ্ঞা

ইব্ন ইসহাক বলেন : সুহায়ল ইব্ন আমর যখন জানতে পারলো যে, আবূ বসীর কুরায়শদের সাথী আমিরকে হত্যা করে ফেলেছেন, তখন সে কা'বার প্রাচীরে পিঠ ঠেকিয়ে প্রতিজ্ঞা করলো যে, এ ব্যক্তির রক্তপণ উশুল না করা পর্যন্ত আমি আমার পিঠ কা'বা প্রাচীর থেকে সরিয়ে নেবো না। তখন আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব (তদানীন্তন অন্যতম কুরায়শ নেতা) বলে উঠলেন : আল্লাহ্র কসম! এটা একটা নিরেট নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ্র কসম! এর রক্তপণ কস্মিনকালেও উশুল করা যাবে না। বনূ যাহ্রা গোত্রের মিত্র মাওহাব ইব্ন রিয়াহ্ আবূ আনীস সে প্রসঙ্গে নিম্নের কবিতাটি বলেন :

---

১. এটা আসলে কোন বদদু'আ বা অভিশাপ নয়। এটা আরবী একটা বাকরীতি। সাধারণত কেউ অসাধারণ বা সাংঘাতিক কোন কাজ করলে এরূপ বলা হয়ে থাকে।

আবূ আনীসের কবিতা

সুহায়লের নিকট থেকে আমার কাছে পৌঁছলো একটি ছোট্ট বার্তা,
আমাকে তা জাগিয়ে রাখলো তাবৎ রাত,
হারাম করে দিল আমার রাতের ঘুম।
তুমি যদি আমার প্রতি তোমার রোষ বা
বিরাগ প্রকাশ করতে চাও,
তবে স্বাচ্ছন্দে তা করতে পার,
কেননা, তোমার সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই।
তুমি কি আমাকে ভীতি প্রদর্শন করছো বনূ মাখযূমের,
অথচ আমার চতুর্পার্শ্বে রয়েছে বনূ আব্দ মান্নাফ ?
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়,
তুমি এমন লোকদের প্রতিও বৈরিতা পোষণ কর!
তুমি যদি আমার বল্লম চেপে ধর,
তা হলে তুমি আমাকে কঠিন দুঃসময়েও
দুর্বলভাষী দেখবে না।
পিতৃপুরুষের দিক থেকে যারা অভিজাত,
বংশ মর্যাদায় আমি তাদেরও সেরা;
যখন দুর্বলের প্রতি চলে নিপীড়ন,
তখন আমি আমার স্ববংশীয় লোকজন নিয়ে—
অবতীর্ণ হই তীর নিক্ষেপে।
তাঁরাই তো নিঃসন্দেহে ঐ সব লোক,
যারা প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে আসছে,
মক্কার উঁচু অঞ্চল থেকে শুরু করে,
নিম্নাঞ্চল ও প্রান্তরের অঞ্চল পর্যন্ত।
দ্রুতগামী ও মযবুত গড়নের অশ্বাদির সাহায্যে—
তারা অত্যন্ত মারমুখী এবং যুদ্ধবিগ্রহ করতে করতে—
অত্যন্ত শীর্ণদেহী হয়ে পড়েছে।
সা'দ গোত্রের লোকজন সম্যক জানে,
খায়েফে আমাদের অভিজাত্যের প্রতীকী প্রাসাদ—
অত্যন্ত মযবুত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

সন্ধির পর হিজরতকারিণীদের প্রসংগে

উম্মু কুলছুমের হিজরত

ইব্ন ইসহাক বলেন : ঐ সময়ে উক্বা ইব্ন আবূ মুআঈতের কন্যা উম্মু কুলছুম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হিজরত করে আসেন। তাঁর দুই ভাই উমারা ও ওয়ালীদ তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে এসে হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুসারে তাদের বোনকে ফেরত দেওয়া দাবী জানালো। তিনি তা করেন নি। কেননা, আল্লাহ্‌র তা'আলা তা করতে বারণ করে দেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুহরী আমার নিকট উরওয়া ইব্ন যুবায়রের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন। আমি উরওয়ার নিকট এমন সময় গিয়ে প্রবেশ করলাম, যখন তিনি ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের পারিষদ ইব্ন আবূ হুনায়দার কাছে পত্র লিখছিলেন। ইব্ন আবূ হুনায়দা তাঁর কাছে নিম্নে উদ্ধৃত আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে প্রশ্ন করে পত্র লিখেছিলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ –

হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা দেশত্যাগী হয়ে আসলে তোমরা তাদের পরীক্ষা করো। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে তারা মু'মিন তবে তাদের কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের ফিরিয়ে দিও। এরপর তোমরা তাদের বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দাও। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না (৬০ : ১০)।

ইব্ন হিশাম বলেন : عصم শব্দটি বহুবচনের ব্যবহৃত এর একবচন عصمة এর অর্থ রশি বা দড়ি। কবি আ'শা ইব্ন কায়স ইব্ন সালাবা এ অর্থেই তাঁর কবিতায় বলেন :

الى المرأقيس نطيل السرى

ونأخذ من كل حى عصم

আমরা কায়স নামক ব্যক্তির দিকে রাতের যাত্রাকে দীর্ঘায়িত করি প্রত্যেক গোত্র থেকে এজন্য রশি সংগ্রহ করি।

وَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقُوْا ۭ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ –

তোমরা যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাবে এবং কাফিররা ফেরত চাবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহ্র বিধান, তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬০ : ১০)

রাবী বলেন, তারপর উরওয়া ইব্ন যুবায়র তাঁর নিকট লিখেন :

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুদায়বিয়ার দিন কুরায়শদের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে, অভিভাবকের অনুমতি ব্যত্যিরেকে যারাই তাঁর কাছে আসবে, তিনি তাদের ফেরত পাঠাবেন। যখন মহিলারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হিজরত করে আসলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুশরিকদের কাছে ফেরত পাঠাতে বারণ করে দিলেন যখন তারা ইসলামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং যখন প্রতীয়মান হলো যে, তাঁরা সত্যি-সত্যি ইসলামের আকর্ষণেই ছুটে এসেছেন, তখন তাদের আটকিয়ে রাখতে হলে তাদের মোহরানা ফেরত দেওয়ার নিদের্শ দেওয়া হলো। এটা এ অবস্থায় প্রযোজ্য, যদি তারা মুসলমানদের তাদের মহিলাদেরকে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত দেয়। তাই বলা হলো :

ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۭ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ –

এটাই আল্লাহ্র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (৬০ : ১০)।

তারপরই রাসূলুল্লাহ্ মক্কা থেকে হিজরত করে আগত মুসলিম মহিলাদের নিজেদের কাছে রেখে দিয়ে কেবল পুরুষদেরকেই ফেরত পাঠান, যেমনটা আল্লাহ্ নির্দেশ দেন যে, আটকৃত মুসলিম রমণীদের তাদের স্বামীদের পূর্ব প্রদত্ত মোহরানা ফেরত চেয়ে পাঠাও এবং তারা যদি সত্যি সত্যি এরূপ আটককৃত মুসলিম রমণীদের তাদের স্বামীদের পূর্ব প্রদত্ত মোহরানা ফেরত পাঠিয়ে দেয়, তবে তোমরা তেমনিভাবে ফেরত পাঠিয়ে দিও।

যদি আল্লাহ্ এরূপ বিধান না দিতেন তা হলে পুরুষদের তিনি যেমন ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। তেমনি হিজরত করে আসা মুসলিম মহিলাদেরকেও অবশ্যই ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। যদি হুদায়বিয়ার দিন এরূপ সন্ধিপত্র না হতো, তা হলে তিনি অবশ্যই মহিলাদের রেখে দিতেন, আর তাদের মোহরানাও ফেরত পাঠাতেন না। সন্ধির পূর্বেও মুসলিম মহিলাদের ব্যাপারে তিনি এরূপই করতেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আমি যুহ্রীকে এ আয়াত সম্পর্কে এবং আল্লাহ্র বাণী :

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوْا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا اَنْفَقُوْا ۭ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِيْ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ –

তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে, তখন যাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গিয়াছে তাদেরকে, তারা যা

ব্যয় করেছে তা সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যাতে তোমরা বিশ্বাসী (৬০ : ১১)।

তখন উরওয়া জবাব দিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, যদি তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে কাফিরদের হাতে ফেলে এসে থাকে, আর তাদের কোন মহিলা যদি তোমাদের কাছে একান্তই না আসে, যাতে করে তোমরা তাদের কাছ থেকে মোহরানা আদায় করতে পার—যেমনটি তারা তোমাদের নিকট থেকে আদায় করে নেয়, তা হলে তোমরা তোমাদের হাতে তাদের যে গনীমতের মাল এসেছে, তা থেকে তোমরা তাদের মহিলাদের প্রদত্ত মোহরানার সমপরিমাণ সম্পদ তাদেরকে বিনিময় স্বরূপ দিয়ে দাও।

যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো :

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآئَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ... ... بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ -

হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা দেশত্যাগী হয়ে আসলে .... তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্কে রেখো না।

তখন যারা তাদের এরূপ স্ত্রীদের তালাক দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তিনি তাঁর স্ত্রী কুরায়বা বিন্‌ত আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরাকে তালাক দেন। তারপর মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান তাঁকে বিবাহ্ করেন। তখন তাঁরা উভয়েই পৌত্তলিকরূপে জীবন যাপন করছিলেন। এভাবে তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মু কুলছুম বিন্‌ত জারওয়ালকে তালাক দেন, যিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর খুযায়রীর মা ছিলেন। আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন গানিমের পুত্র আবূ জাহাম পরে তাকে বিবাহ্ করেন। ইনি উমর (রা)-এরই স্বগোত্রীয় লোক ছিলেন। এঁরাও দু'জনও তখনো পৌত্তলিক ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট আবূ উবায়দা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন একজন সাহাবী তাঁর মদীনায় আগমনের পর জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আপনি কি বলেন নি যে, আপনি নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করবেন?

তখন জবাবে তিনি বলেন : بَلٰى ، اَفَقُلْتُ لَكُمْ مِنْ عَامِى هٰذَا অবশ্যই বলেছি, কিন্তু আমি কি তোমাদের এ বছরই প্রবেশ করবো বলেছিলাম। তখন সাহাবিগণ জবাব দিলেন : জ্বী-না।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

فَهُوَ كَمَا قَالَ لِى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ -

আমি জিবরাঈল (আ)-এর কথা অনুসারেই তা বলেছিলাম।

খায়বর যাত্রা প্রসঙ্গে

খায়বরের অভিযান

আমার নিকট আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম বলেন যে, যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুত্তালিবী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে যিলহাজ্জ ও মুহাররম মাসের কতেক দিন মদীনায় অবস্থান করেন। সুতরাং ঐ বছরের হজ্জেও মুশরিকরাই মুতাওয়াল্লীরূপে বহাল থাকে। মুহাররমের শেষ দিকে তিনি খায়বর অভিমুখে যাত্রা করেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : এসময় তিনি মদীনায় নুমায়লা ইব্ন আবদুল্লাহ্ লায়সীকে শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেন। তিনি যুদ্ধের পতাকা আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর হাতে অর্পণ করেন। সে পতাকাটি ছিল সাদা বর্ণের।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিস তায়মী, আবুল হায়সাম নাসর দুহর আসলামীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খায়বর যাত্রাকালে আমির ইব্ন আকওয়াকে, যিনি ছিলেন সালমা ইব্ন আমর ইব্ন আকওয়ার চাচা—বলতে শোনেন : হে আকওয়া তনয় অবতরণ কর এবং আমাদেরকে তোমার হুদীগান[1] শুনাও। আকওয়ার আসল নাম ছিল সিনান।

রাবী বলেন : সেমতে ইব্ন আকওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হুদীগান শুনাতে থাকেন। তা ছিল এরূপ :

والله لو لا الله ما اهتدينا
ولا تصدقنا ولا صلينا
انا اذا قوم بغوا علينا
وان ارادوا فتنة ابينا
فانزلن سكينة علينا
وثبت الاقدام ان لاقينا

কসম আল্লাহ্র! যদি তাঁর রহমত না হতো।
তবে আমরা পেতাম না হিদায়াত, দিতাম না সাদাকা,
আর না কায়েম করতাম সালাত।

---

১. আমাদের দেশের গাড়য়ানদের ভাওয়াইয়া গানের এবং মাঝিদের ভাটিয়ালী গানের মত আরব দেশের উষ্ট্রচালকদের হুদীগান অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং উটের জন্য উৎসাহ বর্ধক গান ছিল। এতে বিনোদন ও সফরের ক্লান্তি লাঘব হতো।

আমরা সেই সে জাতি—
যখন কোন গোষ্ঠী মোদের বিরুদ্ধে উঠে মাতি,
বাধায় গণ্ডগোল,
তখন আমরা তাদের ঘৃণা করে থাকি।
হে প্রভু, মোদের সান্ত্বনা দাও, কর দয়া বর্ষণ,
দাও মোদের স্থিতি ও দৃঢ়তা, যখন বাঁধে কোন রণ!

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

তখন উমর ইব্ন খাত্তাব বলে উঠলেন :

وَجَبَتْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْتَعْتَنَا بِهِ -

ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তার জন্যে তো শাহাদাত অবধারিত হয়ে গেল। হায়, যদি আমাদেরকেও তা দিয়ে ধন্য করতেন।

সত্যি সত্যি সেদিন ইব্ন আক্ওয়া শাহাদাত লাভ করেন। আমার জানা মতে যুদ্ধকালে তাঁর নিজের তরবারি তার প্রতি ফিরে এসে তাঁকে গুরুতরভাবে আহত করে এবং এতেই তিনি শাহাদত লাভ করেন।

মুসলমানদের মধ্যে তাঁর শাহাদতের ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাঁরা বলাবলি করতে থাকেন, নিজের তরবারির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে সে কি করে শহীদ হয়? এমন কি শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাজিতা সালামা ইব্ন আমর ইব্ন আকওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁর ব্যাপারে লোকদের জল্পনা-কল্পনার কথাও তাঁকে অবহিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন : اِنَّهُ لَشَهِيْدٌ। সে যে শহীদ, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তিনি যথারীতি তাঁর জানাযার সালাত আদায় করেন। তাঁর সাথে সাথে মুসলমানগণ ও তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। ফলে তাঁর ব্যাপারে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে এমন এক রাবী বর্ণনা করেছেন। যাকে আমি মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিতে পারি না; তিনি আতা ইব্ন আবূ মারওয়ান আসলামী থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবূ মাতাব ইব্ন আমর থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বরের নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের বললেন, আর এ সময় আমিও তাঁদের সঙ্গে ছিলাম : قِفُوْا —তোমরা থামো! তারপর তিনি বললেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرَضِيْنَ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنَ وَمَا اَضْلَلْنَ وَرَبَّ

الرِّيَاحِ وَمَا اَذْرِيْنَ - فَانَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا -

হে আল্লাহ্! হে ঐ সত্তা, যিনি আসমান ও তার ছায়াতলে যা কিছু রয়েছে তার প্রতিপালক!

হে ঐ সত্তা, যিনি যমীন ও তার মধ্যে যা কিছু উৎপন্ন হয়, তার প্রতিপালক। হে ঐ সত্তা, শয়তান ও তার দ্বারা পথভ্রষ্টদের যিনি প্রতিপালক!

হে ঐ সত্তা, যিনি বায়ুসমূহ ও তার দ্বারা উড়িয়ে নেওয়া বস্তুর প্রতিপালক :

আমরা তোমার কাছে এ জনপদের এবং এর বাসিন্দাদের মধ্যে নিহিত মঙ্গল প্রার্থনা করছি এবং এর মধ্যে থাকা সমস্ত মঙ্গলের প্রার্থনাও তোমার কাছে করছি!

আমরা এর বাসিন্দাদের এবং এর মধ্যে সমস্ত অমঙ্গল থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তারপর তিনি বললেন : اَقْدِمُوْا بِسْمِ اللّٰهِ তোমরা আল্লাহ্র নামে অগ্রসর হও!

রাবী বলেন : যে কোন জনপদে প্রবেশের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ দু'আটি পড়তেন।

খায়বরবাসীদের পলায়ন

ইব্ন ইসহাক্ বলেন : আমি যাকে অপবাদ দিতে পারি না, এমন একজন রাবী আমার কাছে আনাস ইব্ন মালিকের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে মনস্থ করতেন, তখন তাদের উপর তিনি প্রত্যুষে আক্রমণ চালাতেন। যদি কোন জনপদে পৌঁছে ভোরের আযান শুনতে পেতেন, তা হলে তিনি আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন, তা হলে আক্রমণ চালাতেন। আমরা রাতের বেলা খায়বরে গিয়ে অবতরণ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানেই রাত্রিযাপন করলেন। প্রত্যুষে সেখানে তিনি আযান শুনতে পেলেন না। তখন তিনি বাহনে আরোহণ করলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সাথে বাহনে আরোহণ করলাম। আমি নিজে আবূ তালহার সাথে সহ-আরোহী হলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এতই গা ঘেঁষে পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছিলাম যে, আমার পা রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র পদযুগল স্পর্শ করতে লাগলো। আমরা লক্ষ্য করলাম, খায়বরের কর্মজীবী লোকেরা প্রত্যুষেই ঘর থেকে কর্মস্থলের দিকে বেরিয়ে পড়েছে। সঙ্গে তাদের বেলচা ও টুকরী রয়েছে। তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও লোক-লশ্কর দেখতে পেলো, তখন তারা বলাবলি করতে লাগলো যে, ঐ যে মুহাম্মদ ও তাঁর পঞ্চবাহিনী[১] দেখা যাচ্ছে। তখন তারা পশ্চাৎ দিকে দৌঁড়ে পালালো।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

১. লোক-লশকরকে পঞ্চবাহিনী বলার কারণ হলো : সে যুগে সাধারণতঃ একটি পূর্ণাঙ্গ বাহিনীতে পাঁচটি সৈন্য দলের সমাহার থাকতো : (১) অগ্রবর্তী বাহিনী, (২) দক্ষিণ বাহিনী, (৩) বাম দিকের বাহিনী, (৪) মধ্যবর্তী বাহিনী ও (৫) পশ্চাৎবর্তী বাহিনী।

আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, খায়বর উজাড় হয়ে গেল। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতীর্ণ হই, তখন ঐ সম্প্রদায়ের সকালের আর্তনাদ হয় অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, যাদেরকে সর্তক করা হয়েছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট হুমায়দ সূত্রে হারূন, আনাস (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

পথের মঞ্জিলসমূহ

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন তিনি ইসর পাহাড়ের পথ ধরে অগ্রসর হন। সেখানে তিনি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর সাহবায় গিয়ে পৌঁছেন। তারপর সদলবলে রাজী প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। এ মঞ্জিলটি খায়বর ও গাতফানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এ ভাবে তাঁরা গাতফান ও খায়বরবাসীদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যাবেন। ফলে, গাতফানবাসীরা খায়বরবাসীদের কোনরূপ সাহায্য বা রসদপত্র পৌঁছাতে সমর্থ হবে না। কেননা, গাতফানবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে খায়বরবাসীদের সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিল।

গাতফানীদের সাহায্য করার চেষ্টা

আমার নিকট এ মর্মে তথ্য পৌঁছেছে যে, গাতফানীরা যখন সংবাদ পেলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বরে মঞ্জিল স্থাপন করেছেন, তখন তারা লোকজনকে সমবেত করে তাঁর বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের সাহায্য করার মানসে বের হয়। কিন্তু এক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করতেই তাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে এমনি ধারণায় উপনীত হয় যে, এটা তাদের জন্য শুভ হচ্ছে না এবং তাদের সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের এ উদ্যোগের বিরোধী, তখন তারা ফিরে যায় এবং নিজেদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের নিকটেই অবস্থান গ্রহণ করে। এভাবে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও খায়বরবাসীদের তাদের নিজেদের ব্যাপার নিজেদের মধ্যেই ফয়সালা করার জন্য ছেড়ে দেয়।

দুর্গসমূহের অধিকার

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একের পর এক তাদের ধন-সম্পদ ও দুর্গসমূহ অধিকার করতে থাকেন। তাদের দুর্গসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি 'নাঈম' দুর্গ অধিকার করেন। এ কেল্লার কাছেই মাহমূদ ইব্ন মাসলামাকে যাঁতার চাক্কির পাট উপর থেকে নিক্ষপ করে শহীদ করা হয়। তারপর কামূস দুর্গ জয় করা হয়। এটা ছিল বনূ আবুল হুকায়কের দুর্গ। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুফিয়্যা বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাবসহ অনেক যুদ্ধবন্দী লাভ করেন। সুফিয়্যা ছিলেন কিনানা ইব্ন রবী ইব্ন আবুল হুকায়কের স্ত্রী। তাঁর দু'জন চাচাতো বোনও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুফিয়্যাকে তাঁর নিজের জন্যে বেছে নেন।

দাহ্ইয়া ইব্ন খলীফা কালবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সুফিয়্যার জন্যে দরখাস্ত করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁকে নিজের জন্যে বেছে নেন, তখন তার চাচাতো বোন দু'টি তিনি দাহ্ইয়াকে দান করেন। খায়বরে প্রচুর দাসীবাঁদী মুসলমানদের অধিকারে আসে।

খায়বর দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সব জিনিস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন

সেদিন মুসলমানরা গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে কতিপয় বস্তু নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সে গুলোর নামও ঘোষণা করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন যামরা ফিযারী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ সলীতের সূত্রে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন :

আমাদের কাছে যখন গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিষেধাজ্ঞা এসে পৌঁছে, তখন আমাদের ডেকচীগুলোতে গৃহপালিত গাধার গোশ্ত টগবগ করে ফুটছিলো। আমরা তক্ষণি ডেকচী উপুড় করে তা ফেলে দেই।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নূজায়হ্ মাকহূলের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন তাঁদেরকে যুদ্ধবন্দী গর্ভবতী দাসীদের সাথে সহবাস করতে বারণ করে দেন। সাথে সাথে তিনি আরও যে সব ব্যাপারে নিষেধ করেন, সেগুলো হলো :

* গৃহপালিত গাধার গোশত ভক্ষণ,
* হিংস্র নখ ওয়ালা পশুর গোশত ভক্ষণ,
* গনীমতের মাল বিক্রি করা (ভাগবন্টনের পূর্বে)।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট সালাম ইব্ন কারকারা, আমর ইব্ন দীনারের সূত্রে, তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী থেকে, আর জাবির (রা) খায়বরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি, বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে বারণ করেন, তখন তিনি লোকদের ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি প্রদান করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব, তুজায়বের আযাদকৃত গোলাম আবূ মারযুকের সূত্রে। তিনি হান্শ সানআনী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একবার আমার মাগরিব অঞ্চলে রুয়ায়ফি ইব্ন সাবিত আনসারী (রা)-এর সংগে সহযোদ্ধারূপে যুদ্ধ করি। তিনি জারবা নামক মাগরিবের একটি গ্রাম জয় করেন, তারপর আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতে দাঁড়ান। তখন তিনি বলেন :

"হে লোক সকল! আজ আমি তোমাদের তা বলবো, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খায়বর দিবসে আমাদের বলতে শুনেছি, তার বাইরে আজ অন্য কিছু আমি তোমাদের বলবো না।"

সে দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মধ্যে দাঁড়ান, তারপর তিনি বলেন :

আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি যার বিশ্বাস রয়েছে, এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে এটা বৈধ নয় যে, সে পরের ক্ষেতে পানি সিঞ্চন করবে। অর্থাৎ গর্ভবতী যুদ্ধবন্দী মহিলাদের সাথে সহবাস করবে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার জন্যে এটা বৈধ নয় যে, কোন যুদ্ধবন্দী গর্ভবতী মহিলার গর্ভ প্রসবের পূর্বে তার সাথে সহবাস করবে।

আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কারো জন্যে এটা বৈধ নয় যে, গনীমতের মাল ভাগবণ্টনের পূর্বে সে তা থেকে কিছু বিক্রি করবে।

আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কারো জন্যে এটা বৈধ নয় যে, সে গনীমতের কোন জন্তুকে বাহনরূপে ব্যবহার করে, দুর্বল করে, তারপর তা গনীমত তহবিলে ফেরত দেবে। আর এটাও আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির পক্ষে বৈধ নয় যে, গনীমতের দ্রব্য সামগ্রী থেকে কোন বস্ত্র পরিধান করে, তা জীর্ণ করে, পরে আবার তাতে জমা দেবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুসায়ত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, খায়বর দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কাঁচা সোনা ও স্বর্ণমুদ্রার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় করতে এবং কাঁচা রূপা এবং রৌপ্যমুদ্রায় বিনিময় করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন :

ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين

وتبر الفضة بالذهب العين

রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে কাঁচা সোনার এবং কাঁচা রৌপ্যের বিনিময় স্বর্ণমুদ্রার বিকিকিন বা বিনিময করবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যায়ক্রমে তাদের কেল্লাসমূহ এবং ধন-সম্পদ অধিকার করতে থাকেন।

বনূ সাহমের অবস্থা

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর আমার নিকট বনূ আসলামের কোন কোন ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বনূ সাহম আসলামীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হাযির হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্র কসম! আমরা অনেক সাধ্য-সাধনা করেছি, কিন্তু আমাদের হাতে কিছুই আসেনি। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছেও কিছু পেলেন না—যা তিনি তাদের দিতে পারেন। তখন তিনি বললেন :

اللهم انك قد عرفت حالهم وان ليست بهم قوة

وان ليس بيدى شيئ اعطيهم اياه فافتح عليهم

اعظم حصونها عنهم غناءً واكثرها طعاماو ودكا

হে আল্লাহ্! আপনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তাদের কোন শক্তি নেই। এদিকে আমার হাতেও এমন কিছু নেই যে, আমি তাদেরকে তা দেবো। সুতরাং আপনি তাদের হাতে সবচাইতে বড় দুর্গটির বিজয় দিয়ে দিন, যাতে সর্বাধিক খাদ্য-দ্রব্য ও শস্যাদি রয়েছে।

সত্যি সত্যি সকাল হতে না হতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হাতে সা'আব ইব্ন মু'আযের দুর্গের বিজয় দান করলেন। আর তখন খায়বরে এর চাইতে অধিক খাদ্য ও শস্যসমৃদ্ধ উত্তম কোন দুর্গ ছিল না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে সব দুর্গের বিজয় দান করার ছিল, সেগুলোর বিজয় তাঁকে দান করলেন, আর যে সব ধন-সম্পদে তাঁর অধিকার প্রদানের ছিল, সেগুলোর উপর তাঁর অধিপত্য প্রদান করলেন, শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা ইয়াহূদীদের 'ওতীহ্ ও সুলালিম' নামক দু'টি দুর্গে গিয়ে উপনীত হলেন। এ দু'টিই ছিল খায়বরে রাসূলুল্লাহ্ বিজিত সর্বশেষ দুর্গ। দশ দিনেরও অধিককাল ধরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এ দু'টি দুর্গ অবরোধ করে রাখেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন: খায়বর দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবিগণের প্রতীকী বাক্য ছিল : يَا مَنْصُورُ أَمِتْ أَمِتْ হে সাহায্যপ্রাপ্ত, মার, মার।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট বনূ হারিসার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহল বর্ণনা করেছেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলেছেন : ইয়াহূদী মারহাব সেদিন অস্ত্র সজ্জিত হয়ে উত্তেজনাপূর্ণ যুদ্ধগীতি গাইতে গাইতে দুর্গে থেকে বেরিয়ে আসে। সে বলছিল :

জানে খায়বার, আমি মারহাব বীর পুরুষ,
সশস্ত্র বীর নখদর্পণে রণ-আহব;
যুদ্ধবাজ ব্যাঘ্র যখন হয় অগ্রসর,
কাবু হয়ে যায় সে বল্লম আর অসিতে মোর।
ঘেঁষে না নিকটে বরং পালায় ভয়েতে অনন্তর।

সাথে সাথে সে আহবান জানাচ্ছিল : কে আমার সাথে মল্ল যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে ?

তার জবাবে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন :

জানে খায়বর আমি কা'ব সংকট নাশি
বীর বাহাদুর যবে হয় রণ সর্বগ্রাসী,
যুদ্ধের অনল জ্বলিয়া উঠিলে যুদ্ধ হয়
চমকে অসি কর্তনকারী বিদ্যুৎময়।
এমনি দলন তোদেরে আমরা দলিব যে,
কষ্টই তোদের পরিণত হবে সহজে।
মারের বদলে হয় তো বা দেব উচিৎ মার,
নয় তো লাভিব গনীমত—(রুখে সাধ্য কার ?)
এমন হস্তে নাই যাতে লেশ বক্রতার।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : নিম্নবর্ণিত পংক্তিগুলো আমাকে আবূ যায়দ আনসারী শুনিয়েছেন :

জানে খায়বার আমি কা'ব (যাই যে বলি :)
(স্বরূপ প্রকাশি) সমর অগ্নি উঠিলে জ্বলি।

যুদ্ধের মহাবিভীষিকা রাখি নিয়ন্ত্রণে,
দৃঢ়চেতা বীর লড়ি উদ্যমে অরি সনে।
সাথে তরবারি কর্তনকারী বিদ্যুৎ প্রায়
উঠে যে চমকি, কাঁপেনা হস্ত বক্রতায়।
খণ্ড খণ্ড করিব জানিস তোদেরে কেটে,
(ফলে) কষ্ট ও আর কষ্ট রবে না মোটে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মারহাব ছিল হিম্‌য়ার গোত্রের লোক।

মারহাবের হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারীর সূত্রে বর্ণনা করেন :

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এর সাথে কে লড়বে। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা অমনি এগিয়ে এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! ওর সাথে আমিই লড়বো, আমি অবশ্যই তা থেকে প্রতিশোধ নেবো; সে গতকালই আমার ভাইকে[১] হত্যা করেছে।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এগিয়ে যাও! হে আল্লাহ্! তুমি তাকে সাহায্য কর।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলেন : যখন তাদের একজন অপর জনের নিকটবর্তী হলেন, তখন একটি খেজুর গাছ তাদের মধ্যে পড়লো। একজন অপরজন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে খেজুর গাছটিকে আড়ালরূপে ব্যবহার করতে লাগলেন। যখনই একজন খেজুর গাছটির কোন শাখার আড়ালে আত্মগোপন করছিলেন, তখন তাঁর প্রতিপক্ষ সাথে সাথে তরবারির আঘাতে সে ডালটি কেটে দিচ্ছিলেন। এমনিভাবে উভয়ে গাছটির ডালগুলো কাটতে কাটতে এক পর্যায়ে ঐ গাছটির সমস্ত ডালপালা শেষ হয়ে গেল। এমন কি শেষ পর্যন্ত গাছটি একটি দণ্ডায়মান মানুষের মূর্তিরূপে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর মারহাব মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামার উপর তলোয়ারের একটি আঘাত করলো। তিনি তা ঢাল দ্বারা প্রতিহত করলেন, এরপর তরবারি তাতেই আটকে গেল। এবার মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) সজোরে তাঁর তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে হত্যাই করলেন।

ইয়াসিরের হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর মারহাবের সহোদর ইয়াসির কে আমার সাথে লড়বে ? —বলে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো। হিশাম ইব্‌ন উরওয়ার ধারণা মতে—যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম তার সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসেন। তখন তাঁর মা সুফিয়্যা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! সে আমার ছেলেকে হত্যা করে ফেলবে।

---

১. তাঁর ভাই বলতে তিনি মাহমূদ ইব্‌ন মাসলামা (রা)-কে বুঝিয়েছেন।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : বরং আপনার ছেলেই তাকে হত্যা করবে—ইন্শা আল্লাহ্। তারপর যুবায়র (রা) বেরিয়ে পড়লেন এবং সত্যি সত্যি তাকে হত্যা করলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্ন উরওয়া আমার নিকট বর্ণনা করেন, যুবায়রকে যখন কোন সময় বলা হতো যে, আল্লাহ্র কসম, সেদিন আপনার তলোয়ারখানা অত্যন্ত ধারালো ছিল। তখন জবাবে তিনি বলতেন : আল্লাহ্র কসম! তা মোটেও ধারালো ছিল না, বরং আমি জোর প্রয়োগ করে তাকে কাটতে বাধ্য করেছি।

আলী (রা)-এর হাতে খায়বর বিজয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট বুরায়দা ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন ফারওয়া আসলামী বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা সুফিয়ান, সালমা ইব্ন আমর ইব্ন আকওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর সিদ্দীককে তাঁর ঝাণ্ডা হাতে দিয়ে, যা ছিল শ্বেত বর্ণের—প্রেরণ করেন। ইব্ন হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী এ প্রেরণের উদ্দেশ্যে ছিল, তিনি যেন খায়বরের কোন কোন কেল্লা জয় করেন।

রাবী বলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধবিগ্রহ্ করেও কোন দুর্গ জয় না করেই ফিরে আসেন। অথচ তাঁর চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আগামীকাল আমি এমনি এক ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা সমর্পণ করবো, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। তাঁর হাতে আল্লাহ্ বিজয় দান করবেন। সে কখনও পালাবে না।[১]

রাবী বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রিদওয়ানুল্লাহি আলায়হি)-কে নিকটে ডাকলেন। তখন তাঁর চোখ উঠেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চোখে নিজের মুখের লালা থুকে দিলেন। তারপর ঝাণ্ডা হাতে দিয়ে বললেন : এ ঝাণ্ডা হাতে তুলে নাও এবং যুদ্ধ কর—যাবৎ না আল্লাহ্ তোমাকে বিজয় দান করেন।

রাবী বলেন : সালামা বলেন, তারপর আলী (রা) গর্জন করতে করতে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেলেন। আমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর পিছু পিছু চললাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর হাতের ঝাণ্ডাটি কেল্লার পাদদেশে প্রস্তর স্তূপের মধ্যে উড্ডীন করলেন। দুর্গ শীর্ষ থেকে ইয়াহূদীরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে লাগলো। তারা তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : ওহে! তুমি কে?

জবাবে তিনি বললেন : আমি আলী ইব্ন আবূ তালিব।

তখন ইয়াহূদীরা বলে উঠলেন : মূসার উপর নাযিলকৃত কিতাবের কসম! তোমরা আমাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছো। অথবা এরূপ কিছু একটা তারা বললো। তারপর দুর্গ বিজয় সম্পন্ন না করে তিনি আর প্রত্যাবর্তন করলেন না।

---

১. আল্লামা ইদরীস কান্দোলভী তদীয় সীরাতুল মুস্তাফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২২ (দারুল কিতাব, দেওবন্দে মুদ্রিত) কিতাবে হযরত উমর (রা)-কে দ্বিতীয় দিন প্রেরণের কথাও উল্লেখ করেছেন। হুযূর (সা)-কে উক্তবাক্যে 'যে আল্লাহ্ ও রাসূলকে ভালবাসে' এর সাথে এবং 'যাকে আল্লাহ্ ও রাসূলও ভালবাসেন' কথাটিও উদ্ধৃত করেছেন। তিনি তাতে আহমদ ও নাসাঈ প্রমুখের বরাত উল্লেখ করেছেন।—অনুবাদক

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি' সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে তাঁর ঝাণ্ডা হাতে তুলে দিয়ে প্রেরণ করেন, তখন আমরাও তাঁর সাথে বের হয়েছিলাম। তিনি দুর্গের নিকটবর্তী হলে, দুর্গবাসীরা বের হয়ে এসে তাঁর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। জনৈক ইয়াহূদী তাঁকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে। ফলে তাঁর হাতে থেকে ঢাল পড়ে যায়। তখন তিনি দুর্গের নিকট থেকে একটি দরজা নিয়ে তাকেই ঢালস্বরূপ ব্যবহার করেন। দুর্গ জয় সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি এটা হাতে রেখেই আত্মরক্ষা করে চলেন। তারপর তিনি তা হাত থেকে নিক্ষেপ করেন। এরপর আমিসহ আটজনে মিলে উক্ত দরজাটি উল্টে দিতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা তা উল্টাতেও সমর্থ হয়নি।

আবূ ইয়াসারের কাহিনী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বুরায়দা ইব্‌ন সুফিয়ান আসলামী বনূ সালামার কোন কোন ব্যক্তির বরাতে আবূ ইয়াসার কা'ব ইব্‌ন আমর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আল্লাহ্র কসম! খায়বরে এক সন্ধ্যায় আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ইয়াহূদীর ছাগলের পাল দুর্গের দিকে যাওয়ার পথে তাঁর সামনে পড়লো। আমরা তখন ইয়াহূদীদের অবরোধ করে রেখেছিলাম। তখন রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলে উঠলেন : এ ছাগলের গোশত কে আমাদের খাওয়াতে পারবে?

আবূ ইয়াসার বলেন : আমি তখন বলে উঠলাম, আমিই তা পারব, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি বললেন : তবে তা-ই কর!

আবূ ইয়াসার বলেন : তারপর আমি উটপাখির মত দ্রুত বেগে ছুটে চললাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে দৌড়াতে দেখে বলে উঠলেন :

اَللّٰهُمَّ اَمْتِعْنَا بِهٖ -

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তার দ্বারা উপকৃত কর!

আবূ ইয়াসার বলেন : এমন সময় আমি গিয়ে ছাগলগুলোর নাগাল পাই, যখন পালের প্রথম ছাগলটি দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আমি পালের পেছনের দু'টি ছাগল ধরে বগলদাবা করে এমনভাবে দৌঁড়ে চলে এলাম, যেন আমার কাছে কিছুই নেই। শেষ পর্যন্ত তা এনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে ছুঁড়ে মারলাম। লোকেরা সেগুলো যবাই করলো এবং সবাই মিলে তা খেলেন। আবূ ইয়াসার ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বশেষে মৃত্যুর বরণকারী সাহাবী। তিনি যখনই এ ঘটনা বর্ণনা করতেন, তখনই কাঁদতে কাঁদতে বলতেন : আমার জীবনের শপথ! সাহাবিগণ আমার দ্বারা ফায়দা লাভ করেছেন, এমন কি আমিই তাদের মধ্যে সর্বশেষে ইন্তিকালকারী ব্যক্তি।

উম্মুল মু'মিনীন সুফিয়্যার ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বনূ আবুল হুকায়কের কামূস দুর্গের বিজয় দান করলেন, তখন অন্য এক রমণীসহ সুফিয়্যা বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাব তাঁর কাছে নীত হলেন। এদেরকে নিহত ইয়াহূদীদের মৃতদেহের পাশ দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। সুফিয়্যার সাথী রমণীটি যখন তাদের মৃতদেহ দেখতে পেল, তখন সে ভীষণ চীৎকার জুড়ে দিল, নিজের মুখমণ্ডলে করাঘাত করতে লাগলো এবং নিজের মাথায় ধূলো মাখাতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা দেখে বললেন : ঐ শয়তান মহিলাটিকে আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে নাও! তিনি সুফিয়্যাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বললেন। সুফিয়্যা নিজেকে অত্যন্ত গুটিয়ে নিয়ে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উপর নিজের চাদরখানা বিছিয়ে দিলেন। তখন উপস্থিত মুসলমানরা বুঝে নিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তাঁর নিজের জন্যে বেছে নিয়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলালকে লক্ষ্য করে বললেন : যখন তিনি ঐ ইয়াহূদী মহিলাকে ঐরূপ করতে দেখেন, তোমার হৃদয় থেকে কি দয়ামায়া উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, হে বিলাল! তুমি যে দু'টি মহিলাকে তাদের আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ মাড়িয়ে নিয়ে এলে ? সুফিয়্যা কিনানা ইব্ন রবী' ইব্ন আবুল হুকায়কের স্ত্রী থাকা অবস্থায় একদিন স্বপ্ন দেখেন যে, চন্দ্র তাঁর কোলে এসে পড়েছে। তিনি তাঁর স্বামীর কাছে স্বপ্নটি বিবৃত করলে সে বলেছিল : তুমি হিজায অধিপতি মুহাম্মদের পাণি প্রার্থনা করছো বৈ অন্য কিছু নয়। কথাটি বলে সে এত জোরে তাঁর গালে একটি চপেটাঘাত করে যে, এর ফলে তাঁর চোখ নীল হয়ে যায়। সুফিয়্যা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নীত হন, তখনো তাঁর চেহারায়—এ চপেটাঘাতের চিহ্নটি পরিস্ফুট ছিল। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : এটা কী ? তখন তিনি তাঁকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন।

কিনানা ইব্ন রবী'র শাস্তি

কিনানা ইব্ন রবী'কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আনা হলো। বনূ নযীরের গুপ্তধনরাশি তার কাছেই রক্ষিত ছিল। তিনি তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, কিন্তু সে তা কোথায় আছে জানাতে অস্বীকার করলো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একজন ইয়াহূদীকে আনা হলো। সে জানালো যে, কিনানা ইব্ন রবী'কে সে প্রতিদিন ভোরে একটি বাড়ির ভগ্নাবশেষের চারদিকে ঘুরাফেরা করতে দেখেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিনানাকে বললেন : তুমি কি জ্ঞাত আছো যে, এরপর যদি তোমার কাছে গুপ্তধন পাওয়া যায়, তা হলে তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে ? সে বললেন : হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে বিরাণ বাড়িটি খননের নির্দেশ দিলেন। যথারীতি সেখান থেকে কিছু গুপ্তধন উদ্ধারও করা হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে অবশিষ্ট গুপ্তধন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, কিন্তু সে তা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুবায়র ইব্ন আওয়ামকে তার নিকট থেকে গুপ্তধন উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তাকে শাস্তি দিয়ে যেতে বলেন। যুবায়র তার বুকে চকমকি পাথর ঘষে আগুন জ্বালিয়ে তাকে শাস্তি দিতে দিতে আধমরা করে ফেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে

মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামার হাতে অর্পণ করেন। তিনি তার ভাই মাহমূদ ইব্‌ন মাসলামার খুনের বদলে তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এভাবে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

খায়বরের সন্ধি

রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বরবাসীদেরকে তাদের ওতীহ ও সালালিম দুর্গে অবরোধ করে রইলেন। দীর্ঘ অবরোধের পর যখন তাদের এ ধারণা জন্মালো যে, ধ্বংস অনিবার্য; তখন তারা তাঁর কাছে আবেদন জানালো যে, তাদেরকে যেন দেশত্যাগ করতে দেওয়া হয় এবং তাদের রক্তপাত থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সে আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তাদেরকে চলে যেতে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে দু'টি দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন সেই দু'টি দুর্গ ছাড়া, তাদের শিক্ক, নিতাৎ কানীবা প্রভৃতি সমস্ত দুর্গ দখল করে, তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ অধিকার করে নেন, ফিদাকবাসীরা যখন খায়বরবাসীদের এভাবে প্রাণরক্ষা করে দেশ ত্যাগের সংবাদ অবহিত হলো, তখন তারাও অনুরূপভাবে ধন-সম্পদ সব ত্যাগ করে, প্রাণদণ্ড থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আবেদন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে লোক মারফত পৌঁছালো। তিনি তাদের আবেদনও মঞ্জুর করলেন। এ ব্যাপারে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ও খায়বরবাসীদের মধ্যে মাধ্যমরূপে কাজ করেন বনূ হারিসা গোত্রের মাহীসা ইব্‌ন মাসউদ ছিলেন তাদের অন্যতম। খায়বরবাসীরা যখন দুর্গ থেকে অবতরণ করল এবং দুর্গ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে সমর্পণ করল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আবদেন জানালো যে, আমাদের আধাআধি ভাগের শর্তে ভূমি আবাদ করার দায়িত্ব দিয়ে দিন! সাথে সাথে তারা আরো বলল : আমরা জমি-জমার ব্যাপারটি আপনাদের চাইতে ভাল জানি এবং চাষাবাদ ও জমি আবাদ করার দক্ষতা আমাদের অধিক তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আধাআধি ভাগের শর্তে তাদের সাথে সন্ধি করে নেন। তবে তিনি শর্ত আরোপ করলেন যে, আমরা যখন ইচ্ছা করবো তখন তোমাদের বের করে দেওয়া অধিকার সংরক্ষণ করি। ফিদাকবাসীদের সাথেও তিনি অনুরূপ শর্তে সন্ধি করেন। তবে খায়বর ছিল মুসলিম সাধারণের গনীমত হিসাবে প্রাপ্ত সম্পদ, আর ফিদাক ছিল বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পদ। কেননা, ফিদাক যুদ্ধের দ্বারা বিজিত হয়নি। এতে ঘোড়া বা ঘোড়াসওয়ারদের কোন রূপ কষ্ট করতে হয়নি।

বিষাক্ত ছাগীর কাহিনী

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটু স্থির হতেই সালাম ইব্‌ন মিশ্‌কাম-এর স্ত্রী যয়নাব বিন্‌ত হারিস্ একটি ভূনা ছাগী তাঁর খিদমতে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করলো। সে পূর্বেই জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাগলের কোন অঙ্গটি খেতে বেশি ভালবাসেন ? জবাবে বলা হয়েছিল যে, তিনি রান বেশি পছন্দ করেন। ফলে, সে তাতে অধিক বিষ মাখিয়ে এবং সাধারণভাবে পুরো ছাগীতেই বিষ মিশিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে তা উপস্থাপিত করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রান নিয়ে খেতে শুরু করেন। একটি গ্রাস মুখে দিতেই তিনি আর তা গলাধঃকরণ করতে সমর্থ হলেন না। তাঁর সংগে বিশ্‌র ইব্‌ন বরা' ইব্‌ন মারূরও খেতে বসেছিলেন। তিনিও তা

থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মত কিছুটা নেন এবং তিনি তা গলাধঃকরণও করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) থু করে তা ফেলে দেন। তারপর তিনি বলেন, এ হাড়টিই আমাকে বলে দিচ্ছে যে, এতে বিষ মিশ্রিত করা হয়েছে। সাথে সাথে তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। সে স্বীকারোক্তি করলো। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : কিসে তোমাকে এরূপ করতে প্ররোচিত করলো ? জবাবে সে বললেন : আমার স্বজাতির প্রতি কৃত আপনার আচরণের কথা আপনার নিকট অবিদিত নেই। আমি মনে মনে বললাম : ইনি যদি রাজা বাদশাহ হয়ে থাকেন, তবে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে, আর যদি প্রকৃতই নবী হয়ে থাকেন, তবে অচিরেই তিনি এ বিষয়ে অবগত হয়ে যাবেন।

রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ক্ষমা করে দেন।[১] বিশ্‌র ঐ গ্রাসটি খাওয়ার বিষ ক্রিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মারওয়ান ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবূ সাঈদ ইব্‌ন মুআল্লী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এঁর অন্তিম রোগের সময় যখন বিশ্‌র বিন্‌ত বরা' ইব্‌ন মারূর এর মা তাঁকে রোগশয্যায় দেখতে আসেন, তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন : হে বিশ্‌রের মা, তোমার বিশ্‌রের সাথে খায়বরে আমি যে গ্রাসটি মুখে তুলেছিলাম, তা বিষক্রিয়া এখনো আমি অনুভব করছি। আমার প্রাণরগ ফেটে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

রাবী বলেন : এজন্যে মুসলমানদের ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শহীদের মৃত্যু লাভ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবীরূপে তাঁকে যে গৌরব দান করেন, এটা তার বাড়তি সম্মান।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন তিনি ওয়াদীউল কুরার দিকে যাত্রা করেন। কয়েক রাত অবধি তিনি তার অধিবাসীদের অবরোধ করে রাখেন। তারপর মদীনার দিকে ফিরে যান।

গনীমত আত্মসাতের শাস্তি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ছওর ইব্‌ন যায়দ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীর আযাদকৃত গোলাম সালিম থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে খায়বর থেকে ওয়াদিউল কুরায় পৌঁছে সেখানে সূর্যাস্তের সময় তাঁবু স্থাপন করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তাঁর একটি গোলাম ছিল, যাকে রিফাআ ইব্‌ন যায়দ জুযামী, যাবীনী তাঁকে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : জুযাম ছিলেন লাখম গোত্রীয়।

---

১. আল্লামা ইদরীস কান্দোলভী (র) তদীয় সীরতুল মুস্তফা কিভাবে লিখেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উদারতাবশত তাকে ক্ষমা করে দিলেও, বিশ্‌র ইব্‌ন বরা' যেহেতু ঐ বিষ ভক্ষণে ইন্তিকাল করেন, তাই তাঁর উত্তরাধিকারীদের হাতে ঐ মহিলাকে সমর্পণ করা হয়। তারা তাকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করেন। বায়যাবীর এক রিওয়ায়তে, মহিলাটির ইসলাম গ্রহণের দরুন তাকে হত্যা করা হয়নি বলেও উল্লেখ করা হয়। ফাতহুলবারী ৭ম জিলদের ৩৮ পৃষ্ঠার বরাতে এরূপ লিখা আছে।—সীরাতুল মুস্তফা, ২য় জিল্‌দ, পৃ. ৪৩০। (দেওবন্দ ছাপা)

আবূ হুরায়রা বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! গোলামটি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটের হাওদা লাগাচ্ছিল, তখন একটি অজ্ঞাত তীর এসে তার গায়ে বিদ্ধ হলে সে নিহত হয়। তখন আমরা বলাবলি করতে লাগলাম।

هنيئا له الجنة

"তার জন্যে জান্নাত মুবারক হোক।"

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলে উঠলেন :

كلا والذى نفس محمد بيده ان سملته الان لتحترقن عليه فى النار –

—কস্মিনকালেও নয়, কসম সেই পবিত্র সত্তার! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, এ মুহূর্তে তার চাদর তার গায়ের উপর জ্বলছে। সে এটি খায়বর দিবসে মুসলমানদের গনীমতের সম্পদ থেকে আত্মসাৎ করেছিল।

আবূ হুরায়রা বলেন : এ কথাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জনৈক সাহাবী শুনতে পেয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি আমার জুতোর জন্য দু'টি ফিতে তুলে রেখেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : অনুরূপ দু'টি ফিতে জাহান্নামে তোমার জন্যে জ্বালানো হবে।

চর্বির থলের ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল মুযানীর সূত্রে এমন একজন রাবী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যাঁকে আমি মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিতে পারি না, তিনি বলেন : আমি খায়বরের গনীমত সামগ্রীর মধ্যে একটি চর্বি ভর্তি থলে পেয়েছিলাম। আমি তা কাঁধে করে হাওদা ও সাথীদের নিকট নিয়ে এলাম। গনীমত সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিটি তখন এর এক কিনারে ধরে বললেন :

"ওহে! এটি এ দিকে নিয়ে এসো, এটি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেবো।"

আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম! এটি আমি তোমার কাছে অর্পণ করছি না। তখন সে ব্যক্তি থলে ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। থলে নিয়ে যখন উভয়ে টানা হেঁচড়া করছি, এমনি সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের এ দৃশ্যটি দেখতে পেলেন। তখন তিনি মুচকি হাসলেন। তারপর গনীমত সামগ্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত লোকটিকে বললেন : আরে! ওকে ছেড়ে দাও! তখন ঐ ব্যক্তিটি তা ছেড়ে দিল, আর আমি আমার হাওদা ও সাথীদের কাছে চলে এলাম। তারপর আমরা সাথীরা মিলে মিশে তা খেলাম।

আবূ আইউবের প্রহরা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বরে বা পথিমধ্যে যখন সুফিয়্যার সাথে বাসর রাত উদযাপন করেন, তখন যিনি তাকে রাসূলুল্লাহ্‌র জন্যে পরিপাটি করেন, তার কেশবিন্যাশ

এবং সাজগোজ করে দেন, তিনি ছিলেন আনাস ইব্‌ন মালিকের মা উম্মু সুলায়ম বিন্‌ত মিলহান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর একটি গোলাকৃতি তাঁবুতেই তাঁর সাথে রাত্রিযাপন করেন। বনূ নাজ্জার গোত্রীয় আবূ আইউব খালিদ ইব্‌ন যায়দ কোষমুক্ত তরবারি হাতে সারারাত উক্ত তাঁবুটি প্রদক্ষিণ করে কটিয়ে দেন। প্রত্যুষে রাসূলাল্লাহ্ (সা) যখন তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি হলো, হে আবু আইউব! তুমি দাঁড়িয়ে কেন ? জবাবে তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি আপনার ব্যাপারে এ মহিলাটির পক্ষ থেকে আশঙ্কা করেছিলাম। কেননা, আপনি তার পিতা, তার স্বামী এবং তার স্বজাতীয় লোকজনকে হত্যা করেছেন, আর সেও সবেমাত্র কুফ্‌রী জীবন থেকে এসেছে। সুতরাং তার পক্ষ থেকে আমি আপনার অমঙ্গল-আশঙ্কা করেছি। লোকে বলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন : اللهم احفظ ابا ايوب كما بات يحفظنى হে আল্লাহ্! আবূ আইউব যেমন আমার দেখাশোনা ও হিফাযতে রাত কাটিয়ে দিলো তুমিও তাকে তেমনি হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করো।

বিলালের নিদ্রাচ্ছন্নতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুহ্‌রী আমার নিকট সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন পথিমধ্যে এক স্থানে রাতের শেষ প্রহরে তিনি বললেন : আমরা সকলে হয়তো নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ব, এ সময় কে আমাদের ফজরের সময়ে জাগানোর দায়িত্ব নেবে ? তখন বিলাল (রা) বলে উঠলেন : আমিই ফজরে আপনাকে উঠানোর দায়িত্ব নিচ্ছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন। সাথে সাথে অন্যান্য লোকজনও অবতরণ করলো এবং সকলে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। বিলাল (রা) সালাত আদায় করতে করতে জাগ্রত রইলেন। তারপর যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল ততক্ষণ সালাতে অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক পর্যায়ে তিনিও তাঁর উটের উপর হেলান দিয়ে উদয়াচলের পানে মুখ করে সেই যে বসে পড়লেন, কিছুক্ষণ যেতে না যেতে তাঁর চক্ষুদ্বয়ের উপরও নিদ্রা ভর করলো। তারপর সূর্যের উত্তাপ তাঁর দেহ স্পর্শ করার পূর্বে আর কিছুই তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করতে পারলো না। সাথীদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই জাগ্রত হলেন। তিনি বললেন : তুমি আমাদের সাথে এ কেমন আচরণ করলে, হে বিলাল ?

জবাবে বিলাল বললেন : আমাকে ঠিক সে ব্যাপারটিই কাবু করে ফেলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! যা আপনাকে কাবু করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি যথার্থই বলেছো।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উট নিয়ে অল্পদূর অগ্রসর হন এবং তাঁর উটটিকে বসিয়ে দেন। এরপর উট থেকে নেমে ওযূ করেন। লোকজন ও আপন আপন বাহন থেকে অবতরণ করে উযূ করলো। এরপর তিনি বিলালকে ইকামত দিতে নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজনকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাতান্তে তিনি লোকজনের দিকে মুখ করে বললেন :

اِذَا نَسِيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَصَلُّوْهَا اِذَا ذَكَرْتُمُوْهَا –
فَاِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ :
اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ –

"যখন তোমরা সালাতের কথা ভুলে যাবে, তখন স্মরণ হওয়া মাত্র তা আদায় করে নেবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন "আমার স্মরণের জন্যই সালাত কায়েম করবে।"

খায়বর বিজয় প্রসঙ্গে ইব্ন লুকায়মের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি যতদূর জানতে পেয়েছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর জয় করলেন, তখন তিনি সেখানকার সমস্ত মুরগী ও গৃহপালিত পশু ইব্ন লুকায়ম আবাসীকে দান করে দেন। খায়বর বিজয়ের এ ঘটনাটি ঘটে, সফর মাসে (৭ম হিজরী)। খায়বর বিজয় সম্পর্কে ইব্ন লুকায়ম তার নিম্নলিখিত কবিতাটি বলেন :

নাতাত দুর্গের উপর এমন একটি দুর্ধষ বাহিনী,
রাসূলের পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত হলো,
তীরসম দ্রুত গতিতে,
যাদের স্কন্ধ ও অস্থি ভীষণ মযবুত,
তীর ও বল্লমে ঝলসিত ছিল সে বাহিনীটি।
বনূ আসলাম ও বনূ গিফারের লোকজন যখন
তাদের মধ্যে গিয়ে পতিত হলো,
কেল্লাটি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল ;
তখন কেল্লাবাসীরা নিশ্চিত হলো যে
তাদের লাঞ্ছনা অবধারিত।
প্রত্যুষে যখন এ লশকরটি ঝাঁপিয়ে পড়লো
বনূ আমর ইব্ন যুরআর উপর,
তখন শাক্ক দুর্গের অধিবাসীরা
দিন দুপুরেই প্রত্যক্ষ করছিল রাতের অন্ধকার।
নাতাত দুর্গের পাদদেশে যখন ঐ বাহিনীটি
হেঁচড়িয়ে নিল তাদের জামার ঝুল,
তখন ভোরের আওয়ায প্রদানকারী কুক্কুটগুলো ছাড়া
আর কিছুই তারা ছেড়ে দিল না।
প্রতিটি কেল্লা ঘিরে রেখেছিল
বনূ আব্দ আশহাল, বনূ নাজ্জার,

ও মুহাজিরীনদের ঘোড়াসওয়াররা–
যাদের শিরস্ত্রাণসমূহে অঙ্কিত ছিল :
এরা পালাতে জানেনা।
আমি সম্যক, আঁচ করতে পেরেছিলাম,
মুহাম্মদ অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন,
আর এক সফর মাসই নয়, অনেক সফর মাসই নয়,
(যাতে তারা অভিযান চালিয়েছেন, আর জয় করেছেন খায়বর।
অনেক সফর ধরেই তারা অবস্থান করবেন (দাপটের সাথে)।
ইয়াহূদীরা সেদিন রণক্ষেত্রে
গো-ধূলির নীচে নয়ন বিস্ফারিত করে করে দেখছিল।
ইব্ন হিশাম বলেন : অর্থাৎ দেখছিল আনসারদেরকে।

খায়বর যুদ্ধে মহিলাদের অংশ গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : খায়বার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কিছু মুসলিম মহিলারাও অংশ গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকেও গনীমতের সম্পদ থেকে অল্পবিস্তার দান করেন, তবে পুরুষের মত যথারীতি অংশ দান করেননি।

ইব্ন ইসহাক বলেন : সুলায়মান ইব্ন সুহায়ল আমার নিকট উমাইয়া ইব্ন আবূ সালতের সূত্রে গিফারের জনৈকা মহিলা থেকে বর্ণনা করেন, যাঁর নাম তিনি আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, তিনি বলেছেন :

আমি বনূ গিফারের কতিপয় মহিলাসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খায়বর যাত্রাকালে তাঁর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা মনস্থ করেছি যে, এ সফরে আমরা আপনার সঙ্গী হবো এবং আমরা যুদ্ধাহতদের সেবা পরিচর্যা এবং মুসলিম সৈন্যদের যথাসাধ্য সাহায্য করবো। তখন তিনি বললেন : على بركة الله "আল্লাহ্ বরকত দিন।" (তিনি তাদের অনুমতি দিয়ে ছিলেন)।

সেই গিফারী মহিলাটি বলেন : সে মতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে সফরে বের হলাম। আমি তখন নব্যবয়স্কা কিশোরী মাত্র। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তাঁরসহ আরোহী করে, তাঁর হাওদার গাঁটরির উপর বসিয়ে নিলেন।

মহিলাটি বলেন : আল্লাহ্র কসম! প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁর উটনীকে বসালেন, আর আমিও উটের হাওদার গাঁটরির উপর থেকে নামলাম, তখন ঐ গাঁটরির উপর আমার রক্ত লেগে রয়েছিল। আর এটা ছিল আমার সর্বপ্রথম ঋতুমতী হওয়া। আমি তখন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে উটনীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালাম এবং অত্যন্ত লজ্জিতবোধ করছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আমার এ সঙ্কুচিত বিব্রতভাব ও রক্ত প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন : তোমার কি হলো হে! তুমি বুঝি ঋতুমতী হয়েছো?

মহিলাটি বলেন, আমি বললাম : জ্বী হ্যাঁ।

তিনি বললেন : নিজেকে গুছিয়ে নাও, একটি পাত্র থেকে কিছু পানি লও! তাতে কিছু লবণ ঢেলে দাও। তারপর তা দিয়ে এ গাঁটরির যেখানে যেখানে রক্ত লেগেছে তা ধুয়ে নাও! তারপর তোমার আসনে গিয়ে বসে থাক।

উক্ত গিফারী মহিলাটি বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর জয় করলেন, তখন তিনি আমাদেরকেও গনীমতের সম্পদ থেকে পুরস্কৃত করলেন। আমার গলায় যে হারটি দেখতে পাচ্ছো, এটা তিনিই সেদিন আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি স্বহস্তে তা আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্র কসম! এটা আমি কখনো আমার গলা থেকে সরাবো না।

রাবী বলেন : সত্যি সত্যি আমৃত্যু এটা তাঁর গালায়ই ছিল। তিনি ওসীয়ত করে যান যে, এটা যেন কবরে তাঁর সাথে দিয়ে দেওয়া হয়। আর যখনই তিনি ঋতুমতী অবস্থা থেকে পাক-সাফ হতেন তখনই পানির সাথে লবণ ব্যবহার করতেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর গোসল দেওয়ার সময়ও সে পানিতে লবণ দেওয়ার জন্য তিনি ওসীয়ত করে যান।

খায়বরের শহীদগণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : খায়বরে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

কুরায়শ, বনূ উমাইয়া ইব্ন আব্দ শামস ও তাঁদের মিত্রদের মধ্য থেকে : রবীআ ইব্ন আক্ছাম ইব্ন সাখিরা ইব্ন আমর ইব্ন বুকায়র ইব্ন আমির ইব্ন গুনাম ইব্ন দূদান ইব্ন আসাদ, সাকীফ ইব্ন আমর ও রিফা'আ ইব্ন মাসরূহ্।

বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল উযযা থেকে :

আবদুল্লাহ্ হুবায়ব-এক বর্ণনায় এঁকে ইব্ন হুবায়ব বলা হয়েছে। যেমন ইব্ন হিশাম বলেছেন-ইব্ন উহায়ব ইব্ন সুহায়ম ইব্ন গায়রাহ-ইনি বনূ সা'দ ইব্ন লায়সের লোক এবং বনূ আসাদ ও তাদের ভাগ্নেদের মিত্র।

আনসারদের বনূ সালামা থেকে :

বিশ্র ইব্ন বরা' ইব্ন মা'রূর, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত বিষাক্ত ছাগীর গোশত খেয়ে ইনি মৃত্যুবরণ করেন।

ফুযায়ল ইব্ন নু'মান। এ গোত্রের মোট এ দু'জনই শহীদ হন।

বনূ যুরায়ক থেকে :

মাসঊদ ইব্ন সা'দ ইব্ন কায়স ইব্ন খালদা ইব্ন আমির ইব্ন যুরায়ক।

আওসের বনূ আব্দ আশহাল থেকে :

মাহ্মূদ ইব্ন মাসলামা ইব্ন খালিদ ইব্ন 'আদী ইব্ন মুজদা'আ ইব্ন হারিসা ইব্ন হারিস।

<u>বনূ আমর ইব্‌ন আওফ থেকে :</u>

আবূ যায়াহ ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ।

হারিস ইব্‌ন হাতিব, উরওয়া ইব্‌ন মর্‌রা ইব্‌ন সুরাকা, আওস ইব্‌ন কায়েদ, আনীফ ইব্‌ন হাবীব, সাবিত ইব্‌ন আসিলাও

তাল্‌হা (ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুলায়ল ইব্‌ন যামুরা)

<u>বনূ গিফার থেকে :</u>

উমারা ইব্‌ন উক্‌বা-এঁকে তীর নিক্ষেপে শহীদ করা হয়।

<u>আসলাম গোত্র থেকে :</u>

আমির ইব্‌ন 'আকওয়া, আসওয়াদ রাঈ-এঁর নামও ছিল আসলাম,

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আসওয়াদ রাই ছিলেন খায়বরের অধিবাসী।

ইব্‌ন শিহাব যুহরী খায়বরের আরো যেসব শহীদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন :

যুহরা গোত্র থেকে-মাসউদ ইব্‌ন রবী'আ ইনি আসলে কারা গোত্রের লোক এবং বনূ যুহরার মিত্র ছিলেন।

<u>আনসারদের বনূ আমার ইব্‌ন আওফ থেকে :</u>

আওস ইব্‌ন কাতাদা।

খায়বরে আসওয়াদ রাখালের ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে যে রূপ সংবাদ পৌঁছেছে, আসওয়াদ রাঈ-তথা রাখাল আসওয়াদের ঘটনাটি এরূপ :

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বরের কোন একটি দুর্গ অবরোধ করেছিলেন, এমন সময় তিনি তাঁর বকরিপালসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এসে হাযির হলেন। তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জনৈক ইয়াহূদীর এ ছাগলগুলো চরাতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিকট ইসলাম পেশ করলেন। তিনি সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামের দাওয়াত পেশ করার ব্যাপারে কাউকেই তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না। তিনি অগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছেও ইসলাম পেশ করতেন।

আস্‌ওয়াদ ইসলাম গ্রহণ করেই বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ঐ ছাগলপালের মালিকের ছাগলপালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে আসছি। এগুলো আমার নিকট তার গচ্ছিত সম্পদ। এখন আমি এগুলোকে কি করবো ?

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি এগুলোর মুখের উপর আঘাত কর, এগুলো তাদের মালিকের কাছে ফিরে যাবে। অথবা এ রূপ কিছু একটা তিনি তাকে বললেন।

আসওয়াদ সে মতে এক মুঠো ধুলো নিয়ে ছাগলের মুখের উপর নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন : মালিকের নিকট ফিরে যা। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আর তোদের সঙ্গে থাকছি না। তারপর ছাগলগুলো দলবদ্ধ হয়ে এমনভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল, যেন কোন ব্যক্তি সেগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত একেবারে দুর্গের মধ্যে গিয়ে সেগুলো প্রবেশ করলো। তারপর আসওয়াদ ঐ দুর্গ অভিমুখে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধের মানসে অগ্রসর হলেন। এমন সময় একটি পাথরের আঘাতে তিনি নিহত হন। অথচ তিনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোন সালাতও আদায় করার সুযোগ পাননি। তাঁর মরদেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নীত হলো এবং তাঁর পিছনে রাখা হলো। তাঁকে তাঁর দেহের কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর একদল সাহাবী তাঁর দিকে তাকাতে লাগলেন। এমন সময় তিনি হঠাৎ তাঁর মুখ তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে নিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন কেন ? তিনি বললেন : আয়াতলোচনা হুরদের মধ্যকার তার স্ত্রী এখন তার পাশে রয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নুজায়হ্ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর নিকট এ মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন কোন শহীদের মৃত্যু হয়, তখন তার দু'জন আয়তলোচনা হুর স্ত্রী তার নিকট আসে। তারা তার মুখমণ্ডল থেকে ধুলোবালি মুছে দেয় এবং বলে, তোমার এ মুখমণ্ডলকে যে ধূলি-ধূসরিত করেছে, আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডলকে ধূলি-ধূসরিত করুন এবং তোমাকে যে হত্যা করেছে, আল্লাহ্ তাকে হত্যা করুন।

হাজ্জাজ ইব্‌ন আল্লাত সুলামীর ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খায়বার বিজয় সম্পন্ন হলে হাজ্জাজ ইব্‌ন আল্লাত সুলামী বাহ্‌যী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে আলাপ প্রসঙ্গে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! মক্কায় আমার সঙ্গিনী উম্মু শায়বা বিন্‌ত আবূ তালহার কাছে আমার কিছু সম্পদ রয়েছে। ঐ মহিলাটি তাঁর সাথেই থাকতেন। তাঁর পুত্র মু'রিদ ইব্‌ন হাজ্জাজ ঐ মহিলারই গর্ভজাত সন্তান। "আর মক্কায় ব্যবসায়ীদের কাছে আমার ব্যবসায়ের কিছু মালামাল ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে রয়েছে। সুতরাং ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার যে কিছু উল্টাপাল্টা বলার প্রয়োজন হবে। তিনি বললেন : বলবে!

হাজ্জাজ বলেন : তারপর আমি বেরিয়ে পড়লাম। যখন মক্কায় পদার্পণ করলাম, তখন আমি সানিয়াতুল বায়যায় কুরায়শের কয়েক ব্যক্তিকে পেলাম, যারা খবরাখবর জানতে চাচ্ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। তারা খবর পেয়েছিল যে, তিনি খায়বর যাত্রা করেছেন। তারা সম্যক জানতো যে, খায়বর হচ্ছে হিজাযের উর্বরতম ও জনবহুল সমৃদ্ধ জনপদ। এজন্যে তারা পরম ঔৎসুক্যে ভরে খবরাখবর জানতে চাইতো এবং

অশ্বারোহীদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করতো। তারা যখন আমাকে দেখতে পেল, তখন বলতে লাগল : "এ যে হাজ্জাজ ইব্‌ন আল্লাত দেখছি। হাজ্জাজ বলেন : আর তারা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানতো না। তাই বলল, নিশ্চয়ই এর কাছে সংবাদ আছে। আমাদেরকে হে আবূ মুহাম্মদ, সংবাদ দাও, আমরা তো শুনতে পেয়েছি যে, ডাকাতটা খায়বর যাত্রা করেছে। আর এটা হচ্ছে ইয়াহূদী জনপদ এবং হিজাযের সমৃদ্ধতম এলাকা।

হাজ্জাজ বলেন : আমি বললাম, আমিও এরূপ শুনেছি। আমার কাছে এমন সংবাদও আছে যা শুনে তোমরা আনন্দিত হবে। তারপর আমাকে আর পায় কে ? কুরায়শরা দল বেঁধে বেঁধে আমার উটের চারপাশে চক্কর লাগাতে লাগাতে বলতে লাগল : সে সংবাদটি কী হাজ্জাজ ?

হাজ্জাজ বলেন : আমি বললাম : এমন শোচনীয় পরাজয়ই সে বরণ করেছে যেমন পরাজয়ের কথা তোমরা কোনদিন শুননি। আর তার সঙ্গী-সাথীরা এমনি শোচনীয়ভাবে নিহত হয়েছে যে, তোমরা এরূপ খুব কমই শুনে থাকবে। আর মুহাম্মদ তাদের হাতে এখন বন্দী। তারা বলাবলি করছে যে, আমরা নিজেরা মুহাম্মদকে হত্যা করবো না। বরং আমরা তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেবো। মক্কাবাসীরা তাদের আত্মীয়-স্বজনের হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ সকলের সামনে তাকে হত্যা করবে।

হাজ্জাজ বলেন : তারপর তারা প্রস্থান করলো এবং গোটা মক্কা জুড়ে শোরগোল হৈ হল্লা করে এখবর প্রচার করতে লাগল।

"তোমাদের কাছে সংবাদ এসেছে, ঐ মুহাম্মদ আসছে কেবল তোমাদের অপেক্ষা। তাকে তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তোমরা তাকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যে হত্যা করবে।"

হাজ্জাজ বলেন : আমি বললাম, মক্কায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমার অর্থ-সম্পদ উদ্ধারের ব্যাপারে তোমরা আমাকে একটু সাহায্য কর এবং আমার খাতকদেরকে চাপ দিয়ে তা উদ্ধার করে দাও। আমি খায়বরে যেতে চাই এবং পরাজিত মুহাম্মদ ও তার সাথীদের মালপত্র কেনার জন্যে অন্যান্য ব্যবসায়ীর পূর্বেই আমি সেখানে যেতে চাই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কারো কারো বর্ণনায় আছে, মুহাম্মদের 'গনীমত' কিনতে যাওয়ার কথা হাজ্জাজ বলেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর তারা এত দ্রুত আমার অর্থ-সম্পদগুলো আদায় করে দিল, যত দ্রুত পাওনা আদায়ের কথা আমি কোনদিন কাকেও শুনিনি। তারপর আমি আমার সঙ্গিনীর কাছে গেলাম এবং বললাম : তোমার কাছে রক্ষিত আমার অর্থগুলো তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও, আমি খায়বরে যাবো এবং অন্য ব্যবসায়ীরা সেখানে গিয়ে পৌঁছবার আগেই আমি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসার দ্বারা লাভবান হতে চাই।

হাজ্জাজ বলেন : আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব যখন এ সংবাদ শুনতে পেলেন, তখন তিনি আমার কাছে ছুটে এলেন এবং আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমি তখন ব্যবসায়ীদের একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলাম। তিনি এসে বললেন : কি হে হাজ্জাজ! তুমি এ কী সংবাদ নিয়ে এলে ?

হাজ্জাজ বলেন : তখন আমি বললাম, আমার যে সম্পদ আপনার কাছে আমি রেখে গেছি, তা আপনার স্মরণ আছে তো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। হাজ্জাজ বলেন : তখন আমি বললাম : আপনি একটু পরে আসুন। আপনার সাথে একান্তে কিছু কথা আছে। আমি এখন আমার পাওনা আদায়ে ব্যস্ত আছি, যেমন আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। তাই, এখন আপনি চলে যান এবং আমার পাওনা আদায় করতে দিন।

হজ্জাজ বলেন : তারপর যখন আমি মক্কায় রক্ষিত আমার সমস্ত পাওনা আদায় করে নিলাম এবং মক্কা ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম, তখন আমি আব্বাসের সাথে গিয়ে দেখা করলাম এবং বললাম : হে ফযলের বাপ! আমার কথাগুলো খুবই গোপন রাখবেন। কেননা, তিন দিন পর্যন্ত আমি লোকজনের অনুসন্ধানের আশঙ্কা করি। তারপর আপনার যা ইচ্ছা হয় বলবেন। জবাবে তিনি বললেন : আমি তাই করবো।

তখন আমি বললাম : "আমি আপনার ভাতিজাকে খায়বরবাসীদের রাজকন্যার সাথে বাসর করা অবস্থায় রেখে এসেছি।" তিনি এ দিয়ে সুফিয়া বিনৃত হুয়াইর কথা বুঝাচ্ছিলেন। তিনি খায়বর জয় করে নিয়েছেন এবং তার সমুদয় সম্পদ বের করে নিয়েছেন। এ সব কিছু তাঁর এবং তাঁর সাথীদের মালিকানাধীন।

তখন আব্বাস বলে উঠলেন : তুমি এ সব কী বলছো হে হাজ্জাজ ? আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম! আমি যা বলছি, সত্যই বলছি। আপনি আমার এ সব কথা গোপন রাখবেন। আর আমি ইতিমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি কেবল আমার অর্থ-সম্পদগুলো নিয়ে যেতে এসেছি, এ আশঙ্কায় যে পাছে তা মারা পড়ে। তিন দিন চলে গেলে ইচ্ছা মত আপনি তা প্রকাশ করতে পারেন।

হাজ্জাজ বলেন : তারপর তৃতীয় দিন যখন উপস্থিত হলো, তখন আব্বাস নকশী শাল গায়ে দিয়ে সুগন্ধি মেখে, লাঠি হাতে কা'বায় এসে পৌছলেন। তিনি কা'বার তওয়াফ করলেন। কুরায়শরা তাঁকে দেখতে পেয়ে বলল : হে ফযলের বাপ! এমন কঠিন বিপদে এরূপ সহনশীলতা! আল্লাহ্‌র কসম! এতো বড় তাজ্জব ব্যাপার!

জবাবে তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম। তোমরা যা শুনেছ, তা ঠিক নয়। মুহাম্মদ খায়বর জয় করেছেন। খায়বরবাসীদের রাজকন্যার সাথে বাসর উদযাপনের অবস্থায় তাঁকে রেখে আসা হয়েছে। ওখানকার সমস্ত ধন-সম্পদ এখন তাঁর এবং তাঁর সহকারীদের করতল গত।

তারা জিজ্ঞাসা করলেন : এ সংবাদটি আপনার কাছে কে নিয়ে এলো ? তিনি বললেন : যে তোমাদের কাছে ঐ সংবাদ নিয়ে এসেছে সে-ই। সে মুসলমান হওয়ার পরেই তোমাদের নিকট এসেছিল, তার অর্থ-সম্পদ সে নিয়ে গেছে এবং মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীদের সাথে আবার মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সে চলেও গিয়েছে। সে থাকবেও তাদের সাথেই।

তখন তারা বলে উঠলেন : আল্লাহ্‌র বান্দারা! আল্লাহ্‌র দুশমন হাতছাড়া হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র কসম। যদি একটু আঁচ করতে পারতাম, তা হলে তার ও আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হতো! তাকে আমরা দেখিয়ে দিতাম মজাটা!

হাজ্জাজ বলেন : এর ক'দিন যেতে না যেতেই তাদের কাছে আমার দেওয়া সংবাদের যথার্থতা প্রমাণিত হয়ে গেল।

খায়বর সম্পর্কে হাস্‌সানের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খায়বর প্রসঙ্গে যে সমস্ত কবিতা রচিত হয়, তার মধ্যে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর রচিত এ কবিতাটিও ছিল :

بئسما قاتلت خيابر عما ... ... موت الهزال غير جميل

খায়বরবাসীরা যা জমিয়েছিল কৃষিজমি ও খেজুরবাগানে
তা রক্ষার্থে তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল একান্তই নিম্নমানের।
তারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে,
ফলশ্রুতিতে তাদের হেরেম সমূহকে বৈধ করে নেয়া হয়,
তারা যে আচরণ করে তা একান্তই ইতর সুলভ।
এরা কি মৃত্যু থেকে পলায়ন করে ?
কাপুরুষোচিত ও দুর্বলের মৃত্যু-
নিশ্চয়ই নয় উত্তম ও কাংক্ষিত মৃত্যু।

আয়মনের পক্ষ থেকে কৈফিয়ত

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আয়মান ইব্‌ন উম্মু আয়মন ইব্‌ন উবায়দের পক্ষ থেকে কৈফিয়ত দিয়েও কবিতা লিখেন। ইনি খায়বর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন বনূ আওফ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের লোক। তাঁর মা উম্মু আয়মন ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত দাসী। উম্মু আয়মনের আরেকটি পরিচয় হচ্ছে-তিনি উসামা ইব্‌ন যায়দের মাও বটে। সে মতে, আয়মন উসামা ইব্‌ন যায়দের বৈপিত্রেয় ভাই। হাস্‌সান (রা) তাঁর সে কৈফিয়তমূলক কবিতায় বলেন :

علي حين ان قالت لا يمن امة ... ... وما كان منه عنده غير ايسر -

আয়মনের মা যখন তাকে তিরস্কার করে বলছিলেন -
খায়বর যুদ্ধের অশ্বারোহীদের সাথে যোগ না দিয়ে,
হে আয়মন! তুই কাপুরুষতা প্রদর্শন করলি।
আসলে সেদিন আয়মন কিন্তু মোটেই কাপুরুষতা প্রদর্শন করেন নি;
বরং তাঁর ঘোড়াটি আটা মিশ্রিত নেশাযুক্ত পানি পানে হয়ে পড়েছিল পীড়িত।
যদি না তার অশ্বটি সেদিন ব্যাধিগ্রস্ত হতো,
তবে অবশ্যই অশ্বারোহীরূপে এমন যুদ্ধই তিনি করতেন,
যাতে (ডান হাত ছাড়া) বাম হাতের আর প্রয়োজনই হতো না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ শেষোক্ত পংক্তিটি আবূ যায়দ আনসারী আমাকে শুনিয়েছেন, আর বলেছেন যে, আসলে এ পংক্তিটি কা'ব ইব্‌ন মালিকের রচিত। আর তিনি এ পংক্তিটি আমাকে শুনিয়েছেন এভাবে :

বরং তাঁকে আটকিয়ে ফেলেছে তাঁর ঘোড়ার অবস্থা
যদি তা না হতো, তা হলে তিনি
কোন ত্রুটি করতেন না।

নাজিয়া ইব্ন জুনদাব আসলামীর কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : নাজিয়া ইব্ন জুনদাব আসলামীও অনুরূপ তাঁর কবিতায় বলেন :

কিসের নেশায় বুঁদ হয় রও বান্দারা আল্লাহ্‌র ?
এতো শুধু দেখি পানাহারই যেন হয়ে গেল সারাসার।
অথচ থাকিবে জান্নাত মাঝে নিয়ামত চমৎকার।

নাজিয়া ইব্ন জুনদাব আসলামী আরো বলেন :

যে আমাকে না চেনার ভান করে,
বা পাত্তাই দিতে চায় না,
(তার জন্যে আমি পরিচয় দিচ্ছি)
পিতা মোর জুনদাব
কত প্রতিপক্ষ এমন যে,
যুদ্ধকালে তারা অধঃমুখী
তাদের মরদেহে হয় শকুন ও শিয়ালের উৎসব।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ পংক্তিটি কিছু শব্দগত পার্থক্যসহ রাবী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

খায়বর সম্পর্কে কা'বের কবিতা

ইব্ন হিশামের বর্ণনা মতে যা তিনি আবূ যায়দ আনসারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কা'ব ইব্ন মালিক (রা) ও খায়বর দিবস সম্পর্কে কবিতা রচনা করেন। তাতে তিনি বলেন :

আমরা খায়বর, আর তার ঝর্ণাগুলোর ঘাটে গিয়ে-
আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছি-
এমন সব যুবা কিশোরদেরকে সঙ্গে নিয়ে,
যাদের হাতের শিরাসমূহ ভেসে উঠেনি,
প্রতিটি অপকর্মকে যারা প্রতিহত করে।
আপন লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যারা মুক্তহস্ত,
দুর্বল চেতা নয়,
প্রতিটি ময়দানে শত্রুদের মুকাবিলায় কঠোর।
প্রতি শীত মওসুমে তাদের চুলোয় থাকে
ছাইয়ের বিশাল স্তূপ,
(কেননা অগণিত অতিথি অভ্যাগতের জন্যে চুলো জ্বলে অনুক্ষণ)।

তাদের মাশরফী আর হিন্দুস্থানী তলোয়ারের ধার
(শত্রুদের গর্দান) কাটছিল।
নিহত হওয়াকে যারা জ্ঞান করে প্রশাংসাই বলে,
যদি হতে পারে শহীদ, আহ্মদ নবীর জন্যে,
আল্লাহ্র কাছে কামনা করে এ শাহাদত
আর সাফল্য।
মুহাম্মদ (সা)-এর হক্সমূহ রক্ষার্থে সদাব্যস্ত-
তারা মুখ ও হাতের সাহায্যে সর্বদা তাঁর পক্ষে লড়াই করে-
এবং তাঁর প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত থাকে।
যেখানেই তাঁর সংশয় সন্দেহ দেখা দেয়,
সেখানেই তারা তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে যায়
মুহাম্মদ প্রাণ রক্ষার্থে তারা উৎসর্গ করে নিজেদের জীবন।
গায়েবের খবরদিকে তারা সত্যজ্ঞান করে একান্তভাবে,
এর দ্বারা তারা কামনা করে কাল-কিয়ামতের মর্যাদা।

খায়বরের অর্থ-সম্পদের ভাগবন্টন

ইব্ন ইসহাক বলেন : খায়বরের সম্পদরাশি অর্থাৎ শাক, নাতাৎ এবং কুতায়বাতে ভাগবন্টন করা হয়। শাক্ ও নাতাৎ দুর্গে মুসলমানদের অংশ ধার্য হয় এবং কুতায়বায় আল্লাহ্র নামে খুম্স (এক-পঞ্চমাংশ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অংশ, নিকটাত্মীয়গণ ও ইয়াতীম মিসকীনের অংশ, নবী সহধর্মীণিগণের ভাতা, রাসূলুল্লাহ (সা) ও ফিদাকবাসীদের মধ্যে সন্ধির মাধ্যমরূপে যারা কাজ করেন- তাঁদের ভাতা ধার্য হয়। এঁদের মধ্যে মাহীসা ইব্ন মাসঊদও ছিলেন। তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) ত্রিশ ওসাক[১] যব এবং ত্রিশ ওসাক খেজুর দান করেছিলেন।

খায়বরে প্রাপ্ত সম্পদ হুদায়বিয়ার অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যেই বণ্টন করা হয়- চাই খায়বরে অংশগ্রহণ করে থাকুন বা না থাকুন। আর একমাত্র জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম ছাড়া হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী আর কেউই খায়বরে অনুপস্থিত ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ তাঁকেও উপস্থিতদের সমপরিমাণ অংশ দান করেছিলেন। খায়বরে দু'টি মাঠ ছিল- একটি ওয়াদী সুরায়র নামক মাঠ, অপরটি ওয়াদী খাস নামক মাঠ[২] খায়বর এ দু'ভাগেই বিভক্ত ছিল। শাক্ ও নাতাৎ দুর্গ দু'টি মোট ১৮টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে নাতাৎ এ ৫ ভাগ এবং শাক্ দুর্গে ১৩ ভাগ ছিল। এ আঠার অংশকে মোট আঠার শ' অংশে ভাগবন্টন করে দেওয়া হয়।

যাঁদের মধ্যে খায়বরের ভূ-সম্পদ ভাগবন্টন করা হয়, ব্যক্তি ও ঘোড়া মিলিয়ে এঁদের মোট সংখ্যা আঠারো শ'ই ছিল। লোক সংখ্যা ছিল চৌদ্দ শ' এবং ঘোড়ার সংখ্যা ২০০। প্রতিব্যক্তি

১. এক ওসাক অর্থাৎ এক উটের বোঝা, বা ষাট সা' (এক সা' প্রায় সাড়ে তিন সের) অর্থাৎ প্রায় ২০০ কেজির সমপরিমাণ।

২. সুহায়লী রাওযুল আনফ কিতাবে এ মাঠটিকে ওয়াদী খাল্স নামে উল্লেখ করেছেন।

১ অংশ এবং প্রতিটি ঘোড়ার জন্য দু'অংশ হিসাবে প্রদান করা হয়। প্রত্যেক পদাতিকের জন্য এক অংশ করে এবং প্রত্যেক অশ্বরোহীকে এক অংশ করে দান করা হয়। এভাবে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় আঠার শ'।

ইব্ন হিশাম বলেন : খায়বর দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরবী ঘোড়া এবং সংকর জাতের ঘোড়াসমূহকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিন্যাস করেছিলেন।

আঠারোটি ইউনিট

ইব্ন ইসহাক বলেন : সর্বমোট আঠারো শ' অংশ মোট ১৮টি ইউনিট বিভক্ত করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রতিটি ইউনিটে ১০০ করে অংশ ছিল। সে ইউনিটগুলো ছিল নিম্ন লিখিত নামে :

১. আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা),
২. যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা),
৩. তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা),
৪. উমর ইব্ন খাত্তাব (রা),
৫. আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা),
৬. আসিম ইব্ন আদী (রা), ইনি আজশান গোত্রীয়,
৭. উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা),
৮. হারিস ইব্ন খাযরাজ (রা),
৯. নায়েম (রা),
১০. বনূ বায়াযা,
১১. বনূ উবায়দ,
১২. বনূ হারাম-এঁরা ছিল বনূ সালামার অন্তর্ভুক্ত,
১৩. উবায়দুস্ সাহ্হাম

ইব্ন হিশাম বলেন : তাঁকে এজন্যে উবায়দুস্ সাহ্হাম বলা হতো যে, তিনি খায়বর দিবসে বিভিন্ন সাহুম (অংশ) কিনে নিয়েছিলেন। তাঁর পূর্ণ পরিচয় হলো : উবায়দ ইব্ন আওস। ইনি হারিসা ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন আওস গোত্রের একজন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : অন্যান্য ইউনিটগুলো হলো :

১৪. বনূ সায়িদা,
১৫. বনূ গিফার ও আসলাম,
১৬. বনূ নাজ্জার,
১৭. বনূ হারিসা ও
১৮. বনূ আওস।

সর্বপ্রথম খায়বরের যে ইউনিটটি বের করা হয়, তা হলো : নাতাতের যুবায়র ইব্ন আওয়ামের ইউনিট। এতে খায়বরের খু'আ এবং তার পার্শ্ববর্তী সুরায়র মৌজা দু'টি ছিল। তারপর দ্বিতীয় ইউনিট ছিল বায়াযা, তৃতীয় উসায়দ ইব্ন হুযায়রের ইউনিট, চতুর্থ বনূ হারিস

ইব্‌ন খাযরাজের ইউনিট। পঞ্চম নামের-এর ইউনিট, যাতে বনূ আওফ ইব্‌ন খাযরাজ, মুযায়না ও তাদের সহ অংশীদারদের ভাগ ছিল। এখানেই মাহ্‌মূদ ইব্‌ন মাসলামা শহীদ হয়েছিলেন। এ হলো : নাতাতের পাঁচ ইউনিট। তারপর শাক্ক দুর্গের এলাকার ভাগবন্টনের পালা আসে। সে ভাগ-বন্টনটি ছিল এরূপ : সর্বপ্রথম আসিম ইব্‌ন 'আদীর ইউনিট বের করে দেওয়া হয়। এঁরা ছিলেন আজলান গোত্রের লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অংশ ছিল এঁদের সাথেই।

দ্বিতীয় ইউনিট ছিল-আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের ইউনিট। তারপর সায়িদা, তারপর নাজ্জার, তারপর আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা), তারপর তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্, তারপর গিফার (রা) ও আসলাম এর ইউনিট, তারপর উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর ইউনিট, তারপর সালামা ইব্‌ন উবায়দ ও বনূ হারামের ইউনিটদ্বয়, তারপর হারিসার ইউনিট, তারপর উবায়দুস-সাহ্‌হামের ইউনিট, তারপর আওসের ইউনিট, তারপর লাফীফের ইউনিট-এতে জুহানা এবং সমস্ত আরব গোত্রসমূহের, আর যারা আরবরে অংশগ্রহণ করেছিলেন-তাদের সকলেই ছিলেন। তার মুকাবিলায় ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অংশ, যা আসিম ইব্‌ন আদীর ইউনিটে তিনি লাভ করেছিলেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুতায়বার' ভাগ-বণ্টনে মনোনিবেশ করেন। এটা হলো ওয়াদী খাস।[১] এ প্রান্তরটি তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, তাঁর সহধর্মিণিগণ এবং অন্যান্য পুরুষ ও নারীদের মধ্যে ভাগবন্টন করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে ভাবে তা বণ্টন করেন, তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো :

১.	নবী দুহিতা ফাতিমা (রা)	২০০	ওসাক
২.	আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)	১০০	ওসাক
৩.	উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)	২০০	এবং ৫০ ওসাক খেজুর বীচিও তিনি তাঁকে প্রদান করেন।
৪.	উম্মু মু'মিনীন আয়েশা (রা)	২০০	ওসাক
৫.	আবূ বকর ইব্‌ন কুহাফা (রা)	১০০	ওসাক
৬.	আকীল ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)	১৪০	ওসাক
৭.	জা'ফরের পুত্রগণ	৫০	ওসাক
৮	রবী'আ ইব্‌ন হারিস (রা)	১০০	ওসাক
৯.	সালত ইব্‌ন মাখ্‌রামা	--	(শুধু সাল্‌তকে ৪০ ওসাক)
	ও তাঁর দুই পুত্র (রা)	১০০	ওসাক
১০.	আবূ নাসাবাকা (রা)	৫০	ওসাক
১১.	রুকানা ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াযীদ (রা)	৫০	ওসাক
১২.	কায়স ইব্‌ন মাখরামা (রা)	৩০	ওসাক
১৩.	আবুল কাসিম ইব্‌ন মাখরামা	৪০	ওসাক

১. যার নাম 'রওযুল আনাফ' সুহায়লী ওয়াদী খাল্লাম বলেছেন।

১৪. উবায়দা ইব্‌ন হারিসের কন্যাগণ ও হুসায়ন ইব্‌ন হারিসের কন্যা	১০০	ওসাক
১৫. উবায়দ ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াযীদ (রা)	৬০	ওসাক
১৬. আওস ইব্‌ন মাখরামার পুত্র	৩০	ওসাক
১৭. মিস্‌তা ইব্‌ন আছাছা ও ইলয়াসের পুত্র	৫০	ওসাক
১৮. উম্মু রুমায়ছা	৪০	ওসাক
১৯. নঈম ইব্‌ন হিন্দ	৩০	ওসাক
২০. বুহায়না বিন্‌ত হারিস	৩০	ওসাক
২১. উজায়র ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াযীদ	৩০	ওসাক
২২. উম্মু হাকাম[1]	৩০	ওসাক
২৩. জানা বিন্‌ত আবূ তালিব	৩০	ওসাক
২৪. ইব্‌ন আরকাম	৫০	ওসাক
২৫. আবদুল রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)	৪০	ওসাক
২৬. হামনা বিন্‌ত জাহাশ	৩০	ওসাক
২৭. উম্মু যুবায়র	৪০	ওসাক
২৮. দাবা'আ বিন্‌ত যুবায়র	৪০	ওসাক
২৯. আবূ কুনায়সের পুত্র	৩০	ওসাক
৩০. উম্মু তালিব	৪০	ওসাক
৩১. আবূ বুসরা	২০	ওসাক
৩২. নুমায়লা কালবী	৫০	ওসাক
৩৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহাব ও তাঁর দুই কন্যা[2]	৯০	ওসাক
তম্মধ্যে তাঁর দুই পুত্রের	(৪০ ওসাক)	
৩৪. উম্মু হাবীবা বিন্‌ত জাহাশ	৩০	ওসাক
৩৫. মালকূ ইব্‌ন আবদা	৩০	ওসাক
৩৬. নবী সহধর্মিণিগণ	৭০০	ওসাক

ইব্‌ন হিশাম বলেন : গম, যব, খেজুর, খেজুর বীচি প্রভৃতি নবী (সা) লোকজনের প্রয়োজন অনুসারে বরাদ্দ করেছিলেন। আর প্রকৃতপক্ষে বনূ আবদুল মুত্তালিবের প্রয়োজনই বেশি ছিল। এজন্যে তাঁদেরকে বরাদ্দ দেওয়াও হয়েছিল অধিক পরিমাণে।

---

১. বস্তুত : ইনি হলেন উম্মু হাকীম। ইনি যুবায়র ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা এবং রবী'আ ইব্‌ন হারিসের স্ত্রী ছিলেন। পক্ষান্তরে, উম্মু হাকাম হচ্ছেন আবূ সুফিয়ানের কন্যা, যিনি মক্কা বিজয়ের পরেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তা না হলে বলা যেতো যে, ইব্‌ন ইসহাক তাঁর কথাই বুঝিয়েছেন। কিন্তু তিনি তখনও মুসলমান হননি। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর খায়বরে গমনের বা গনীমত প্রাপ্তির প্রশ্নই সেখানে অবান্তর।

২ সম্ভবত: এটা মুদ্রণ প্রমাদ। হয় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহব ও তাঁর দুই পুত্র হবে। সে মতে ৪০ ওসাক দুই পুত্রের এবং বাকী ৫০ ওসাক তাঁর জন্যে ছিল। নতুবা পরবর্তী লাইনেও দুই কন্যা হবে। —অনুবাদক

নবী সহধর্মিণিগণের জন্য বরাদ্দ পত্র

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বরের গম থেকে তাঁর রমণীগণের জন্যে যে বরাদ্দ দেন, তার বিবরণ : তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের জন্যে একশ আশি ওসাক গম বরাদ্দ করেন :

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুহিতা ফাতিমা জন্যে	৮৫	ওসাক
উসামা ইব্ন যায়দের জন্যে	৪০	ওসাক
মিক্দাদ ইব্ন আসওয়াদের জন্যে	১৫	ওসাক
উম্মু রুমায়সার জন্যে	৫	ওসাক

উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর সাক্ষীস্বরূপ থাকেন এবং আব্বাস তা লিখেন।

ইন্তিকালের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর ওসীয়ত

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট সালিহ্ ইব্ন কায়সান, ইব্ন শিহাব যুহরী সূত্রে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনটি ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন কিছুর ওসীয়ত ইন্তিকালের সময় করেন নি :

১. খায়বরের গনীমত সম্ভার থেকে রাহাভীন গোত্রকে[1] ১০০ ওসাক, দারিয়্যীন গোত্রকে ১০০ ওসাক এবং সাব্বায়্যীন ও আশআরীদেরকে ১০০ ওসাক প্রদান করতে তিনি ওসীয়ত করেন।

২. উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিসার নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ করবে।[2]

৩. জাযীরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপে দু'টি ধর্ম রাখা হবে না।[3]

ফিদাক-সমাচার

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফিদাকবাসীদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দেন। খায়বরবাসীদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা যা ঘটিয়েছেন, তার সংবাদ পেয়েই তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বলে পাঠায় যে, ফিদাকের অর্ধেক ভূ-সম্পদের বিনিময়ে তারা তাঁর সাথে সন্ধি করতে আগ্রহী। তাদের দূত তাঁর নিকট এ প্রস্তাবটি খায়বরে অথবা তায়েফে অথবা তাঁর মদীনায় পদার্পণের পর পেশ করে। আর তিনি তা গ্রহণও করেন। এজন্যে ফিদাকের ভূ-সম্পদ কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যই হয়ে যায়। কেননা, এজন্যে ঘোড়া বা উট দৌড়াতে (অর্থাৎ যথারীতি যুদ্ধে গমনের প্রয়োজন) হয়নি।

---

১. ইয়ামানের একটি গোত্র।

২. সিরিয়া অভিমুখে।

৩. শুধু ইসলামই থাকবে। কুরআনের আয়াত حتى يكون الدين كلمة الله এর দিকে ইঙ্গিত।

দারীদের নামের তালিকা

যাদের জন্য খায়বরের সম্পদ দানের ওসীয়ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) করেছিলেন

এঁরা হচ্ছেন দার ইব্ন হাবীব ইব্ন নুমারা ইব্ন নুমারা ইব্ন লাখমের বংশধর। এঁরা সিরিয়া থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসেছিলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে :

১. তামীম ইব্ন আওস
২. তার ভাই নাঈম ইব্ন আওস
৩. ইয়াযীদ ইব্ন কায়স
৪. উরফা ইব্ন মালিক–রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নাম আবদুর রহমান রাখেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ তাকে উয্যা ইব্ন মালিক ও তার ভাইকে মুরান ইব্ন মালিক বলেছেন।

ইব্ন হিশাম তার ভাইকে মারওয়ান ইব্ন মালিক বলেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন :

৬. ফাকা ইব্ন নু'মান,
৭. জাবালা ইব্ন মালিক,
৮. আবূ হিন্দ ইব্ন বারি'
৯. তার ভাই তাইয়্যব ইব্ন বারি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নাম রাখেন–আবদুল্লাহ্।

অনুমানের ভিত্তিতে ভাগাভাগি

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাকে খায়বরে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতেন যে, তিনি যেন ইয়াহূদী ও মুসলমানদের মধ্যে ওজন বা মাপ ব্যতিরেকেই অনুমানের ভিত্তিতে শস্য ভাগাভাগি করেন। তিনি সেমতে অনুমানভিত্তিক ভাগাভাগি করতেন। যদি কোন ক্ষেত্রে ইয়াহূদীরা আপত্তি উত্থাপন করে বলতো যে, আমাদের উপর যুলুম করে ফেললেন বা আপনাদের অংশে বেশি নিয়ে নিয়েছেন, তখন তিনি বলতেন : ঠিক আছে, তোমরা চাইলে অংশ বদল করে তোমাদের অংশ আমাদেরকে দিতে পার, তখন তারা বলে উঠতো :

بهذا قامت السموات والارض

"এই ইনসাফ ও ভারসাম্যের কারণেই আসমান-যমীন কায়েম রয়েছে।"

আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা এক বছর এই অনুমান ভিত্তিক ভাগাভাগির দায়িত্ব পালন করেন। তারপর মূতার যুদ্ধে তিনি শাহাদত লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তারপর জাব্বার ইব্ন সাখর ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খানসা, যিনি বনূ সালামার লোক ছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং এ দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

ইয়াহূদীদের সংগের ব্যাপারটি এভাবে চলতে থাকে। মুসলমানরা তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে আপত্তিকর কিছু প্রত্যক্ষ করেননি। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলেই আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহলের সাথে তারা বাড়াবাড়ি করে, এমন কি তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুসলমানগণ এ ব্যাপারে ইয়াহূদীদেরকে অভিযুক্ত করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহলের হত্যাকাণ্ড

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুহরী আমার নিকট সাহল ইব্ন আবূ হাসমার সূত্রে এবং বশীর ইব্ন ইয়াসার, বনূ হারিসার আযাদকৃত গোলাম–আমার নিকট সাহল ইব্ন আবূ হাসমা থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহলকে খায়বরে হত্যা করা হয়। তিনি তাঁর কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের ওখানে খেজুর তুলতে গিয়ে ছিলেন। তারপর একটি ঝর্ণার মধ্যে ঘাড় মটকানো অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঘাড় মটকিয়ে মেরে তাঁর লাশ ঐ ঝর্ণায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সঙ্গী-সাথীরা সে অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ পেয়ে তা দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেন। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে সমস্ত বিবরণ দেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফায়সালা

নিহত ব্যক্তির ভাই আবদুর রহমান ইব্ন সাহল এবং তাঁর দু'জন চাচাতো ভাই অর্থাৎ মাসউদের দুই পুত্র হুয়ায়সা ও মুহায়্যসা এ মোকদ্দমাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে পেশ করেন। বয়সে আবদুর রহমান ছিলেন নবীন। রক্তপণের আসল দাবীদার ছিলেন তিনিই, আর সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তিও ছিল।[১] তিনি যখন তাঁর চাচতো ভাইদের আগেই কথা বলতে লাগলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : الكبر الكبر বড়দেরকে! বড়দেরকে! (কথা বলতে দাও!)

ইব্ন হিশাম বলেন : মালিক ইব্ন আনাসের বর্ণনা মতে, কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উচ্চারিত এ শব্দটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন : كبر كبر অর্থাৎ বড়কে বড় রূপে মান্য কর! বড়কে বড় রূপে মান্য কর!!

তখন তিনি চুপ করেন এবং তিনি পরে কথা বলেন। তাঁরা তাঁদের হত্যার কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বিবৃত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলেন : তোমরা কি হত্যাকারীর নাম বলতে পারবে ? তারপর এর সমর্থনে পঞ্চাশবার কসম খেতে পারবে ? তা হলে আমি সে ব্যক্তিকে তোমাদের হাতে তুলে দেব।

জবাবে তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! যে ব্যাপারটি আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সে ব্যাপারে তো আমরা কসম করতে পারবো না।

তারপর তিনি বললেন : আচ্ছা তারা (অর্থাৎ ইয়াহূদীরা) কি এ মর্মে পঞ্চাশবার কসম করে বলতে পারবে যে, না তারা তাকে হত্যা করেছে, আর না তারা এ ব্যাপারে কিছু অবগত আছে? তাহলে তাঁরা খুনের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

---

১. বয়সের নবীন সুলভ জোশ, নিহত ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক এবং সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি থাকায় তিনি আগে আগে কথা বলছিলেন।

তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা তো ইয়াহূদীদের কসমকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করি না। কেননা, পাপকর্মের ব্যাপারে কসমের চাইতে গুরুতর পাপ 'কুফরী' তাদের মধ্যে রয়েছে।

রাবী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিজের পক্ষ থেকে নিহত ব্যক্তির রক্তপণস্বরূপ একশটি উটনী প্রদান করলেন।[1]

সাহল (রাবী) বলেন : আল্লাহ্র কসম! আমি ঐ একশ'টি উটনীর মধ্যে লাল বর্ণের সেই কমবয়সী উটনীটির কথা কখনো ভুলতে পারবো না, যেটাকে আমি ধরতে গেলে সে আমাকে আঘাত করেছিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিস তায়মী, বনূ হারিসার আবদুর রহমান ইব্ন বুজায়দ ইব্ন কায়যীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম বলেছেন : আল্লাহ্র কসম। সাহল তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী ছিলেন না, তবে তিনি বয়সে বড় ছিলেন, তিনি বলেন : আল্লাহ্র কসম! ব্যাপারটি আসলে তা ছিল না বরং সাহলের এরূপ ধারণা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একথা বলেন নি, যে ব্যাপারে তোমরা জ্ঞাত নও, সে ব্যাপারে তোমরা হলফ করে বলো, বরং তিনি খায়বরের ইয়াহূদীদের কাছে ঐ সময় এ মর্মে পত্র লিখেছিলেন, যখন আনসারগণ তাঁর সাথে আলাপ করেন যে, তোমাদের লোকালয়ে যেহেতু নিহত ব্যক্তির শবদেহ পাওয়া গেছে, তাই তোমরা তার রক্তপণ আদায় কর! তখন তারা আল্লাহ্র নামে কসম করে লিখে পাঠায় যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি, আর তারা তাঁর হত্যাকারী সম্বন্ধে কিছু অবগতও নয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই তাঁর ফিদইয়া বা রক্তপণ আদায় করে দেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমর ইব্ন শুআয়ব আবদুর রহমান ইব্ন বুজায়দের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তিনি তাঁর হাদীসে ইয়াহূদীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য এভাবে উদ্ধৃত করেছেন :

"তোমরা তার রক্তপণ পরিশোধ কর,
নচেৎ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও।"

তখন তারা আল্লাহ্র নামে হলফ করে লিখে যে, না তারা তাঁকে হত্যা করেছে, আর না তারা তাঁর হত্যাকারী সম্পর্কে কিছু জানে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিজের পক্ষ থেকেই তাঁর রক্তপণ পরিশোধ করে দেন।

উমর (রা) কর্তৃক ইয়াহূদীদের নির্বাসিত করা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি ইব্ন শিহাব যুহরীকে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বর ইয়াহূদীদেরকে যখন খেজুর প্রদান করতেন, তখন কী নিয়মে তিনি তাদেরকে খেজুর প্রদান করতেন? খিরাজ উশুল করার সময় দিতেন,—অর্থাৎ প্রথমে খেজুর গাছ থেকে কাটিয়ে

---

১. এটি রাষ্ট্রপরিচালকদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয় ঘটনা বটে। হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাই একজন নাগরিকের রক্তপাত বৃথা চলে যাবে, ইসলামী রাষ্ট্রে এমনটি হতে পারে না। রক্তপণ আদায় করা এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়।

তা নিজ দায়িত্বে নিয়ে তারপর দিতেন, নাকি গাছে থাকতেই দিয়ে দিতেন ? তখন ইব্ন শিহাব আমাকে জানালেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ-বিগ্রহের পর খায়বর জয় করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খায়বর গনীমতরূপে দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খুমুস বের করেন এবং মুসলমানদের মধ্যে তা ভাগবন্টন করে দেন। আর এর অধিবাসীদের মধ্যে থেকে যারাই সেখান থেকেছে তারাই যুদ্ধের পর নির্বাসিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে ডেকে বলেন : তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে এ ভূ-সম্পদ এ শর্তে দিতে পারি যে, তোমরা এতে তোমাদের শ্রম নিয়োগ করবে, উৎপন্ন-জাত ফসলাদি তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ যতদিন তোমাদেরকে এ অবস্থায় রাখবেন, আমিও তোমাদেরকে এ অবস্থায় রাখবো। তারা এ শর্ত মেনে নেয় এবং সে মতে তারা এতে শ্রম দিতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহ্‌কে তাদের নিকটে প্রেরণ করতেন। তিনি ওজন ও মাপ ব্যতিরেকেই অনুমান ভিত্তিক ভাগাভাগি করে অংশ নিয়ে আসতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে ওফাত প্রদান করলে আবূ বকরও এ ব্যবস্থা কায়েম রাখেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। তারপর উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম আমলে তিনিও তা বহাল রাখেন। তারপর উমর (রা) জানতে পান যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অন্তিম শয্যার বলে গেছেন : لا يجتمعن فى جزمرة العرب دينان "আরব উপদ্বীপে যেন দু'টি দীন একত্রে না থাকে।"

তারপর উমর (রা) বিষয়টি তদন্ত করেন এবং এর প্রমাণও পেয়ে যান। তখন তিনি ইয়াহূদীদের বলে পাঠান :

فمن كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فليأتى به ، انفذه له ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فليتجهز للجلاء -

যে ইয়াহূদীর কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে কোনরূপ অঙ্গীকারপত্র বা সনদ রয়েছে, সে তা নিয়ে আমার কাছে আসুক। আমি তা বহাল রাখবো, আর যে ইয়াহূদীর কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রদত্ত কোন সনদপত্র নেই, সে দেশ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হোক।

সে মতে, যে ইয়াহূদীদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদত্ত কোন সনদপত্র ছিল না, উমর (রা) তাকে নির্বাসিত করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের আযাদকৃত গোলাম নাফি', আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর) বলেন : একদা আমি, যুবায়র এবং মিকদাদ ইব্ন আসাওয়াদ খায়বরে আমাদের জমি-জমা দেখাশোনার উদ্দেশ্যে একত্রে বের হলাম। ওখানে পৌঁছে আমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের নিজ নিজ খামারে চলে গেলাম। রাতের অন্ধকারে আমি হামলার শিকার হলাম। আমি তখন আমার বিছানায় শায়িত ছিলাম। আমার দু'টি হাতে জোড়া থেকে কনুই স্থানচ্যুত করে দেওয়া হলো। প্রত্যুষে আমি চীৎকার করে আমার অপর দুই সাথীকে আহবান করতে লাগলাম। তাঁরা এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : কে এ কাণ্ড করলো ? আমি বললাম : আমি তো বলতে পারব না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন : তাঁরা দু'জনে আমার হাতটি ঠিক করে দিলেন। তারপর তাঁরা আমাকে নিয়ে উমর (রা) নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন : এটা ইয়াহূদীদের কাজ। তারপর তিনি লোকজনের মধ্যে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। সে ভাষণে তিনি বললেন :

ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على انا نخرجهم اذا شئنا وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يدعه كما قد بلغكم مع عدوهم على الانصارى قبله - لانشك انهم اصحابه - ليس لنا هناك عدو غيرهم فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فانى مخرج يهود -

হে লোক সকল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ শর্তে ইয়াহূদীদের শ্রমে নিয়োজিত করেছিলেন যে, আমরা যখন চাইব, তখনই তাদের বের করে দিতে পারবো। তারা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের উপর বাড়াবাড়ি করেছে, যেমনটি আপনারা শুনেছেন। তারা তার দু'টি হাত মুচড়ে দিয়ে কনুই দু'টিকে জোড়া থেকে বিচ্যুত করেছে। ইতিপূর্বে তারা যে একজন আনসারীর উপর বাড়াবাড়ি করেছে, তা তো আছেই। আমাদের এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এটা তাদেরই কাজ। কেননা, ওখানে তারা ছাড়া আমাদের আর কোন শত্রু নেই। সুতরাং খায়বরে যার কোন সম্পদ রয়েছে, তার সেখানে চলে যাওয়া উচিত। কেননা, আমি অবশ্যই ইয়াহূদীদের বের করে দেবো। তারপর তিনি সত্যিসত্যি তাদেরকে বের করে দেন।

ওয়াদীউল কুরার ভাগ-বণ্টন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমাদের নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর বনূ হারিসার আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাকনাফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যখন উমর (রা) ইয়াহূদীদের খায়বর থেকে নির্বাসিত করলেন, তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের সাথে বাহনে আরোহণ করে বের হলেন। বনূ মাসলামার জাব্বার ইব্ন সাখর ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খানসা ও তাঁর সাথে বের হন। তিনি ছিলেন মদীনাবাসীদের বিনা ওযন ও বিনা মাপে অনুমান করে শস্যাদির পরিমাণ নির্ণয়কারী ও হিসাবকারী ব্যক্তি। ইয়াযীদ ইব্ন সাবিতও তাঁর সাথে ছিলেন। আর এ দু'জনেই খায়বরের জমিজমা তার অধিবাসীদের মধ্যে, তাদের জন্যে নির্ধারিত অংশ মুতাবিক, ভাগ-বণ্টন করে দিয়েছিলেন।

উমর (রা) যখন ওয়াদীউল কুরার জমিজমা ভাগ-বণ্টন করেন, তখন তাতে যাঁদের জন্যে তিনি অংশ নির্ধারণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন :

উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা),
আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা),
উমর ইব্ন আবূ সালামা (রা),
আমির ইব্ন আবূ রবী'আ (রা),
আমর ইব্ন সুরাকা (রা) ও
আশয়াম।

ইব্ন হিশাম বলেন : আরো যাঁদের নামে অংশ বরাদ্দ হয় বলে জানা যায়, তাঁরা হলেন :

আসলাম ও বনু জা'ফর,
মুআইবিক (রা),
আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরকাম (রা),
আবদুল্লাহ্ ও উবায়দুল্লাহ্ (রা),
ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ (রা),
ইব্ন বুকায়র (রা),
মুতামির (রা),
যায়দ ইব্ন সাবিত (রা),
উবায় ইব্ন কা'ব (রা),
মু'আয ইব্ন আফরা (রা),
আবূ তালহা ও হাসান (রা),
জাব্বার ইব্ন সাখর (রা),
জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন অম্মার (রা),
মালিক ইব্ন সা'সাআ (রা),
জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা),
আবদুর রহমান ইব্ন সাবিত ও আবূ শুরায়ক (রা) ও
উবাদা ইব্ন তারিক।

ইব্ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ বলেছেন, এতে কাতাদার নামেও একটি অংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়।

ইসহাক বলেন : আরো যাঁরা অংশ পান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন :
জাবর ইব্ন আতীক অর্ধেক অংশ ($\frac{১}{২}$)
হারিস ইব্ন কায়সের দুই পুত্র—অর্ধেক অংশ ($\frac{১}{২}$)
ইব্ন হাযামা ও যাহ্হাক—১ অংশ

খায়বর ও ওয়াদীউল কুরার ভাগবন্টন সম্পর্কে আমি যতদূর জানতে পেরেছি, তার বিবরণ এখানে দিলাম।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ অধ্যায়ে ব্যবহৃত আরবী خطر বলতে অংশ বুঝানো হয়েছে। আরবীতে বলা হয়ে থাকে—

اخطرلی فلان خطر

অমুক আমার জন্যে একটি অংশ বা হিস্সা বরাদ্দ করেছে।

হাবশা থেকে জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) এবং তাঁর সহযাত্রী মুহাজিরদের প্রত্যাগমন

ইব্ন হিশাম বলেন : সুফ্য়ান ইব্ন উয়ায়না আজলা সূত্রে শা'বী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব খায়বর বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে উপনীত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁর চক্ষুদ্বয়ের মধ্যখানে অর্থাৎ ললাট দেশে চুম্বন করলেন এবং আনন্দে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন :

مَا أَدْرِىْ بِأَيِّهِمَا أَنَا أَسَرُّ بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُوْمِ جَعْفَرَ -

আমি জানি না, আজ আমার জন্য কোনটি বেশি আনন্দদায়ক খায়বর বিজয়, না জা'ফরের আগমন ?

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে সব সাহাবী আবিসিনিয়ায় অবস্থান করছিলেন, তাঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবিসিনিয়া বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে আমর ইব্ন উমাইয়া যামরীকে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁদের দু'টি জাহাজে বোঝাই করে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর খায়বরে তিনি তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপনীত হন।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবিগণের নাম

বনূ হাশিম ইব্ন আব্দ মানাফ থেকে :

জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব; তাঁর সাথে ছিলেন,

আসমা বিন্ত উমায়স খাছ'আমিয়া—তাঁর সহধর্মিণী,

তাদের সন্তান আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর যিনি আবিসিনিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন।

জা'ফর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে সেনাপতি রূপে সিরিয়ায় গমন করে এবং মূতার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

বনু আব্দ শামস ইব্ন আব্দ মান্নাফ থেকে :

খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন 'আস ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আব্দ শাম্স, আমিনা বিন্ত খাল্ফ ইব্ন আসআদ।

ইব্ন হিশাম বলেন : এঁকে কেউ কেউ হুমায়না বিন্ত খালফ বলে বর্ণনা করেছেন।

সাঈদ ইব্ন খালিদ ও উম্মা বিন্ত খালিদ এঁরা দু'জনেই আবিসিনিয়ায় ভূমিষ্ঠ হন।

খালিদ আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে সিরিয়ার মারজুস সুফ্ফার[১] নামক স্থানে শাহাদত বরণ করেন।

আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন 'আস—ইনি খালিদ ইব্ন সাঈদেরই সহোদর ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন—ফাতিমা বিন্ত সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া ইব্ন মাহরাছ কিনানী,

ইনি তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন। আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত আমলে সিরিয়া ভূমিতে আজনাদাইনের যুদ্ধে আমর ইব্ন সাঈদ শাহাদত বরণ করেন।

সাঈদ ইব্ন 'আসের কবিতা

তাঁর পিতা সাঈদ ইব্ন আস তাঁর সম্পর্কে যে কবিতা রচনা করেন, তা নিম্নরূপ :

হায় আমর! যদি আমি সে সময়টি পেতাম,
যখন তুমি একটু শক্ত হতে,

১. দামেশকের নিকটবর্তী একটি স্থান।

হতে একটু দৃঢ় হস্ত—পদের অধিকারী সুঠাম যুবক,
সশস্ত্র হয়ে বের হতে বাড়ি থেকে,
আমি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলতাম,
তুমি কি তোমার সমস্যাগ্রস্ত সম্প্রদায়কে
বিস্মৃত হতে পারো ?
এমন অস্থিরতায় তারা ভুগছে যে,
বক্ষ মধ্যে বিরাজমান সুপ্ত অস্থির তাকে—
তা উদ্দীপিত করছে ?

আবান ইব্‌ন সাঈদের কবিতা

আমর ইব্‌ন সাঈদ এবং খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ভ্রাতৃদ্বয় যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁদের সহোদর আবান ইব্‌ন সাঈদ তাঁর কবিতায় বলেন :

হায়, যরীবায় সমাহিত ব্যক্তিটি যদি দেখতে পেতেন,
আমর ও খালিদ ধর্মের ব্যাপারে কী এক জঘন্য
অপপ্রাচরে মেতে উঠেছে!
তারা আমাদের ব্যাপারে নারী সুলভ আচরণ—
অবলম্বন করেছে।
এরা আমাদের শত্রুদের মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে,
যাদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা
সহ্য করতে হচ্ছে!

উল্লেখ্য, তাঁদের তিনজনের পিতা সাঈদ ইব্‌ন 'আস তায়েফের নিকটবর্তী যারীবা নামক স্থানে তাঁর একটি খামার বাড়িতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। যারীবার সমাহিত ব্যক্তিটি বলে তাঁরই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

খালিদ ইব্‌ন সাঈদ তার জবাবে বলেন

আমার ভাইটি তো ভাই নয়,
তার আচরণ নয় ভ্রাতৃ সুলভ।
আমি তার ইজ্জত আব্রুর উপর,
উচ্চ-বাচ্যকারী বা কলঙ্ক লেপনকারী নই।
তিনি কিন্তু কটু বাক্যে একটুও কার্পণ্যকারী নন,
যখন তাঁর সঙ্কট কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠে—

তখন তিনি বলে উঠেন :

হায়, যদি যরীবার মৃত ব্যক্তিটি পুনর্জীবিত হতেন,
(আর প্রত্যক্ষ করতেন তার পুত্রধনদের কাণ্ডকারখানা)
তাঁর কথা ছেড়ে দাও ভাইটি,

তিনি তো চলে গেছেন তাঁর পথে—
(ঐ সুদূরে) অদূরের এ ব্যক্তিটির দিকে
তুমি মনোনিবেশ কর! (দেখ, তোমার নিজের প্রতি)
যে (মনোযোগের) অধিকতর মুখাপেক্ষী।
(মৃত ব্যক্তির কথা না ভেবে নিজের চরকায় তেল দাও!
একটু ভেবে-চিন্তে দেখ, তোমার নিজের হবেটা কী!)

মুআইকিব ইব্ন আবূ ফাতিমা—মুসলমানদের বায়তুল মালের দায়িত্ব পালনকারী উমর ইব্ন খাত্তাবের খাজাঞ্চী। ইনি সাঈদ ইব্ন 'আসের খান্দানের সাথে থাকবেন।

আবূ মূসা আশআরী আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স-ইনি উতবা ইব্ন রবী'আ ইব্ন আব্দ শামসের খান্দানের সাথে চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিলেন। এঁরা ছিলেন মোট চারজন।

বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই থেকে :

আসওয়াদ ইব্ন নাওফাল ইব্ন খুয়ায়লিদ। (একজন)

বনূ আবদুদ্দার ইব্ন কুসাই থেকে :

জাহাশ ইব্ন কায়স ইব্ন আব্দ শুরাহবীল-তাঁর সাথে
আমর ইব্ন জাহাশ ও খুযায়মা ইব্ন জাহাশ তাঁর পুত্রদ্বয় ছিলেন।
উম্মু হারমালা বিন্ত আসওয়াদ - তাঁর স্ত্রী।
এই স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় আবিসিনিয়ায় থাকা অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হন। (একজন)

বনূ যুহরা ইব্ন কিলাব থেকে :

আমির ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস ও
উতবা ইব্ন মাসউদ-হুযায়ল গোত্রীয় 'আসেরের মিত্র।
(দুইজন)

বনূ তায়ম ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব থেকে :

হারিস ইব্ন খালিদ ইব্ন সাখর,
তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী রীতা বিন্ত হারিস ইব্ন জুবায়লাও ছিলেন, যিনি আবিসিনিয়ায়ই ইন্তিকাল করেছিলেন। (একজন)

বনূ জুমাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন হাসীস ইব্ন কা'ব থেকে :

মাহমিয়া ইব্ন জুযা-ইনি যুবায়দ গোত্রের মিত্র ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে পাঁচ জনের একটি জামাআতের আমীর করে পাঠিয়েছিলেন। (একজন)

বনূ আদী ইব্ন কা'ব ইব্ন লুয়াই থেকে :

মামার ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাযলা। (একজন)

বনূ আমির ইব্ন লুয়াই ইব্ন গালিব থেকে :

আবূ হাতিব ইব্ন আমর ইব্ন আব্দ শাম্স
মালিক ইব্ন রবী'আ ইব্ন কায়স ইব্ন কায়স
ইব্ন আব্দ শামস তাঁর সাথে ছিলেন–
উমরা বিন্ত সা'দী ইব্ন ওয়াকদান ইব্ন আব্দ শাস। (দুইজন পুরুষ)

<u>বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহির ইব্‌ন মালিক থেকে :</u>

হারিস ইব্‌ন আব্‌দ কায়স ইব্‌ন লকীত। (একজন)

যে দু'টি জাহাজে করে আবিসিনিয়া থেকে মুহাজিরগণকে নিয়ে আসা হয়, তাতে আবিসিনিয়ায় মৃত্যুবরণকারী মুহাজিরগণের স্ত্রীরা ও ছিলেন।

উপরোল্লিখিত ব্যক্তিগণকে নাজ্জাশী দুইটি জাহাজে করে আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামরীর সাথে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন। সুতরাং দুইটি জাহাজে করে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল ১৬ জন পুরুষ।

আবিসিনিয়ায় গমনকারী অবশিষ্ট মুহাজিরগণ যাঁরা পরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী যে সব মুহাজির বদরের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করেন নি এবং যাদেরকে নাজ্জাশী দু'টি জাহাজে করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন নি, আর যাঁরা তার পরবর্তীকালে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং যাঁরা আবিসিনিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন তাঁদের নামের তালিকা ও বংশ পরিচয় নিম্নরূপ :

<u>বনূ উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মান্নাফ থেকে :</u>

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ ইব্‌ন রিআব আসাদী, আসলে এ ব্যক্তি ছিল বনূ উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামসের মিত্র। তার সাথে তার সহধর্মিণী উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ান ও কন্যা হাবীবা বিন্‌ত উবায়দুল্লাহ্ও ছিলেন। এ হাবীবার মা হিসাবেই উম্মু হাবীবা উপনামের খ্যাতি নতুবা আসলে তার নাম ছিল 'রামালা'। উবায়দুল্লাহ্ মুসলমানদের সাথে মুসলমান রূপেই আবিসিনিয়ায় গেলেও, সেদেশের ভূমিতে পদার্পণ করেই এ ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে খৃস্টান হয়ে যায় এবং খৃস্টানরূপেই সেখানে তার জীবনাবসান হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ানের পাণি গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ মুসলমানদের সাথে মুসলমান রূপে হিজরত করলেও আবিসিনিয়ার ভূমিতে পদার্পণ করেই সে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়। তারপর যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন মুসলমান সাহাবীর নিকট দিয়ে সে পথ অতিক্রম করতো। তখন সে বলত : فتحنا وصأوصأتم আমাদের চোখ খুলে গেছে, আর তোমরা এখনো সত্যের সন্ধানে রয়েছো, তোমাদের চোখ এখনো খুলেনি। এটা এরূপ যেমনটি হয় কুকুর ছানাদের বেলায়। কুকুর ছানা যখনই চোখ খুলতে চায়, তখনই তা বন্ধ হয়ে যায়। সে তার নিজের এবং তাঁদের জন্যে এ উপমা ব্যবহারের দ্বারা একথা বুঝাবার চেষ্টা করতো যে, তার চোখ খুলেছে বলেই সে যথার্থ সত্যের সন্ধান পেয়ে গেছে। মুসলমানদের চোখ বন্ধ বলেই তারা সত্য উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করলেও তাদের চোখে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, এ জন্যে তাঁরা এখনও সত্যের সন্ধান পাননি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : (এ দলে আরো ছিলেন) : কায়স ইব্‌ন আবদুল্লাহ্-ইনি বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মার একজন। তিনি উম্মু হাবীবার সঙ্গিনী উমাইয়া বিন্‌ত কায়সের পিতা। তাঁর স্ত্রী বারাকা বিন্‌ত ইয়াসার হচ্ছেন আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারবের আযাদকৃত দাসী। তাঁরা দু'জন

ছিলেন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহ্‌শ ও উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ানের স্তন্যদাত্রী। সুতরাং তাঁরা দু'জন যখন আবিসিনিয়া অভিমুখে বের হন, তখন ঐ দু'জনকেও তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যান (মোট ২ জন)।

বনূ আসাদ ইব্‌ন আব্‌দ উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই থেকে :

* ইয়াযীদ ইব্‌ন যামআ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ। তিনি হুনায়ন দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন।

* উমর ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ ইনি আবিসিনিয়ায় ইন্তিকাল করেন (মোট ২ জন)।

বনূ আবদুদদার ইব্‌ন কুসাই থেকে :

আবূ রূম ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মান্নাফ ইব্‌ন আবদুদ্‌দার,

ফিরাস ইব্‌ন নযর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কালদা ইব্‌ন আলকা ইব্‌ন আব্‌দ মান্নাফ ইব্‌ন আবদুদ্‌দার (২ জন)।

বনূ যুহরা ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুর্রা থেকে :

মুত্তালিব ইব্‌ন আযহার ইব্‌ন আব্‌দ আওফ ইব্‌ন আব্‌দ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যুহরা-তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী রামালা বিন্‌ত আবূ আওফ ইব্‌ন যুবায়রা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম। ইনি আবিসিনিয়ায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর স্ত্রী সেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব নামক এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ সন্তানই সর্বপ্রথম পিতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন (১ জন)।

বনূ তায়মা ইব্‌ন মুর্রা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুয়াঈ থেকে :

আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম-ইনি কাদিসিয়ায় যুদ্ধের সময় সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের সহযোদ্ধারূপে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হন (১ জন)।

বনূ মাখযুম ইব্‌ন ইয়াকয়া ইব্‌ন মুর্রা ইব্‌ন কা'ব থেকে :

হাব্বার ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন আবদুল আসাদ-ইনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত আমলে শাম দেশের আজনাদাইনে শাহাদত বরণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুফিয়ান—ইনি পূর্বোক্ত হাব্বারের সহোদর। ইয়ারমূকের যুদ্ধে শামদেশে উমর ফারূকের শাসনামলে শাহাদত বরণ করেন। কিন্তু তিনি সেখানে শহীদ হয়েছিলেন কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। হিশাম ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা (মোট ৩ জন)।

বনূ জুমাহ ইব্‌ন আমার ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব থেকে :

হাত্তিব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মামার ইব্‌ন হাবীর ইব্‌ন ওয়াহাব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ্। তাঁর সাথে মুহাম্মদ ও হারিস উপরোক্ত হাতিবের পুত্রদ্বয়। হাতিবের সাথে তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত মুজাল্লালও ছিলেন। হাতিব সে দেশেই মুসলমান রূপে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় নাজ্জাশী প্রেরিত জাহাজ দু'টির মধ্যে একটির যাত্রী ছিলেন। হাত্তাব ইব্‌ন হারিস উপরোক্ত হাতিবের সহোদর। সাথে তাঁর স্ত্রী ফুকায়হা ও বিন্‌ত ইয়াসারও ছিলেন। হাত্তাবও মুসলমানরূপে আবিসিনিয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রীও উক্ত দু'জাহাজের মধ্যে

একটি জাহাজে করে ফিরে আসেন। সুফিয়ান ইব্ন মামার ইব্ন হাবীব–তাঁর দুই পুত্র জুমাদা ও জাবির এবং তাঁদের মা হুসনা, সাথে তাঁদের বৈপেত্রেয় তাই শুরাহবিল ইব্ন হুসনাও ছিলেন। সুফিয়ান এবং তাঁর পুত্রদ্বয়–জুনাফা ও জাবির উমর (রা)-এর খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন। (মোট ৬ জন)

<u>বনূ সাহম ইবন আমর ইবন হুসায়স ইবন কা'ব থেকে :</u>

আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স ইব্ন আদী ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহম কবি। ইনি আবিসিনিয়ায় ইন্তিকাল করেন। কায়স ইব্ন হুযাফা ইব্ন কায়স ইব্ন আদী ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহ্ম। আবূ কায়স ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স ইব্ন আদী ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহম–ইনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত আমলে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা ইব্ন কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহম ইনি পারস্য সম্রাট কিসরার দরবারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূত রূপে গিয়েছিলেন। হারিস ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স ইব্ন আদী। বিশর ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স ইব্ন আদী। মামার ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স ইব্ন আদী। সাঈদ ইব্ন আমর-ইনি হারিস ইব্ন হারিসের বৈপৈত্রেয় তামীম বংশীয় ভাই। আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে আজনাদাইনের যুদ্ধে ইনি শহীদ হন। সাঈদ ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফত আমলে ইয়ারমূকের যুদ্ধের ইনি শহীদ হন। সাইব ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তায়েফে ইনি আহত হয়েছিলেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফাত–আমলে ফাহলে[১] তিনি শাহাদত বরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, ইনি খায়বরের যুদ্ধে নিহত হন। এতেও সন্দেহ আছে। উমায়র ইব্ন রিয়াব ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন মাহশাম ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহম–ইনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর শাসনামলে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের সহযোদ্ধারূপে ইয়ামামার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ফেরার পথে আইনূত তামার নামক স্থানে শাহাদত বরণ করেন (মোট ১১ জন)।

<u>বনূ আদী ইবন কা'ব ইবন লুয়াঈ থেকে :</u>

উরওয়া ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন হুরদান ইব্ন আওফ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উয়ায়জ ইব্ন আদী ইব্ন কা'ব–ইনি হাবশায় ইন্তিকাল করেন। সাদী ইব্ন নায্লা ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন হুরছান–ইনিও হাবশাতেই মৃত্যু মুখে পতিত হন (মোট ২ জন)।

আদীর সাথে তাঁর পুত্র নু'মানও ছিলেন। হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুসলমানদের সাথে তিনিও ফিরে এসেছিলেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফত আমলে তিনি তাঁকে মীসান নামক স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। এ স্থানটি বসরায় অবস্থিত। তিনি তার কবিতার পংক্তিতে লাস্যময়ী নারী ও সুরা সাকী প্রভৃতি অনাকাংক্ষিত ব্যাপারে তাঁর নিজ উচ্ছ্বাস–আবেগ প্রভৃতি প্রকাশ করার পর বলেন :

لعل امير المؤمنين يسوءه

تنادمنا فى الجوسق المتهدم

---

১. দামেস্কের নিকটবর্তী একটি স্থান। দামেস্ক বিজয়ের এক বছর পর রোমকদের সাথে এখানে মুসলমানদের একটি সংঘর্ষ হয়েছিল।

আমীরুল মু'মিনীন সম্ভবত: এটা পছন্দ করবেন না, তিনি হয়ত: আমাকে ভগ্ন দুর্গে আটকে তিরস্কৃত করবেন। যখন উমর (রা)-এর নিকট এ কবিতার খবর পৌছলো, তখন তিনি বললেন :

نَعَم وَاللّٰه انّ ذلك يسؤنى

فمن لقيه فليخبره انى قد عز لته

হ্যাঁ হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! এটা আমার কাছে অত্যন্ত খারাপ লেগেছে। যারই তার সাথে সাক্ষাৎ হবে, সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, আমি তাকে বরখাস্ত করেছি।

এরপর সত্যি সত্যি তিনি তাঁকে পদচ্যুত করেন। তারপর সাইর আমীরুল মু'মিনীনের দরবারে হাযির হয়ে অজুহাত পেশ করে বলেন : আল্লাহ্‌র কসম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি যা বলেছি বলে আপনি সংবাদ পেয়েছেন, তার কিছুই আমি কার্যত করিনি। আমি একজন কবি মানুষ। নেহায়েত কবি সুলত কল্পনাবশে আমি কিছু বাড়তি কথাবার্তা বলেছি, যা সাধারণত: কবিরা করেই থাকে, এতে আমার দোষ নেবেন না।

তখন উমর (রা) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন :

وايم الله لا تعمل لى على عمل ما بقيت

وقد قلت ما قلت

আল্লাহ্‌র কসম ! আমি যতদিন বেঁচে আছি, তোমাকে আর কোন দায়িত্ব কাজে নিযুক্ত করবো না। তোমরা যা বলার তা তো তুমি বললে।

বনূ আমির ইব্‌ন লুয়াই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র থেকে :

সালীত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ ইব্‌ন নসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল ইব্‌ন আমির এঁকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দূত রূপে ইয়ামামার শাসক হুযা ইব্‌ন আলী হানাফী-এর দরবারে প্রেরণ করেছিলেন (১ জন)।

বনূ হারিছ ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিক থেকে :

উসমান ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবূ শাদ্দাদ, সা'দ ইব্‌ন আব্‌দ কায়স ইব্‌ন লকীত ইব্‌ন আমির ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন ফিহির ও ইয়ায ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবূ শাদ্দাদ (মোট ৩ জন)।

সুতরাং আবিসিনিয়ায় গমনকারী সেসব মুহাজির মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে এসে পৌছাতে পারেন নি বা বদর যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করতে পারেনি, যারা বদর যুদ্ধের পরে আসেন এবং উপরে উক্ত নাজ্জাশী প্রেরিত জাহাজ দু'টিতেও আসেননি, তাঁদের সংখ্যা মোট চৌত্রিশ জন ছিল।

হাবাশাতে মৃত্যুবরণকারী মুহাজিরীন

হাবশাতে যে সব মুহাজির বা তাঁদের সন্তানরা ইন্তিকাল করেন, তাঁদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

বনূ আব্‌দ শাম্‌স ইব্‌ন আব্‌দ মান্নাফ থেকে :

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ ইব্‌ন রিয়াব বন উমাইয়ার মিত্র। সে খৃস্টানরূপে সেখানে মারা যায়।

বনূ আসাদ ইব্ন আবদ উজ্জা ইব্ন কুসাই থেকে :

আমর ইব্ন উমাইয়া ইব্ন হারিস ইব্ন আসাদ।

বনূ জুমাহ্ থেকে :

হাতিব ইব্ন হারিস ও তাঁর ভাই হাত্তাব ইব্ন হারিস।

বনূ সাহম ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব থেকে :

আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স।

বনূ আদী ইব্ন কা'ব ইব্ন লুয়াই থেকে :

উরওয়া ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন হুরসান ইব্ন আওফ আদী ইব্ন নাযলা (মোট ৭ জন)।

মুহাজিরীনদের সন্তানদের মধ্য থেকে মৃত্যুবরণকারী

বনূ তায়ম ইব্ন মুর্‌রা থেকে :

মূসা ইব্ন হারিস ইব্ন খালিদ ইব্ন সাখর ইব্ন আমির (১ জন)।

হাবশায় হিজরতকারিণী মুসলিম মহিলাদের নামের তালিকা

হাবশায় হিজরতকারিণী মহিরাবৃন্দ যারা ফিরে আসেন এবং যাঁরা সেখানে ইন্তিকাল করেন তাদের মোট সংখ্যা হচ্ছে ষোল। তাদের সে দেশে জন্মগ্রহণকারিণী কন্যাগণ এ সংখ্যার বাইরে।

কুরায়শের বনূ হাশিম থেকে :

রুকাইয়া বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ (সা)।

বনূ উমাইয়া থেকে :

উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ান তিনি তাঁর কন্যা হাবীবাসহ মক্কা থেকে মুহাজির রূপে বেরিয়েছিলেন এবং আবার তাঁর এ কন্যাসহই ফিরে ফিরে এসেছিলেন।

বনূ মাখযুম থেকে :

উম্মু সালামা বিন্‌ত উমাইয়া : তিনি তাঁর কন্যা যয়নাবকে সাথে নিয়ে ফিরে আসেন। আবূ সালামার ঔরসে ঐ দেশেরই যয়নাবের জন্ম হয়েছিল।

বনূ তায়ম ইব্ন মুর্‌রা থেকে :

রীতা বিন্‌ত হারিস ইব্ন জুবায়লা- তিনি পথিমধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁর দুই কন্যা ঐ দেশেই তাঁর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, তাঁদের নাম হচ্ছে আয়েশা বিন্‌ত হারিস ও যয়নাব বিন্‌ত হারিসও একত্রে তাঁদের মাঝে পথিমধ্যে দূষিত পানি পান করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে যে সে দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফিরে আসে। ঐ মেয়েটি ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন সন্তানই জীবিত ছিল না। ঐ মেয়েটির নাম ছিল ফাতিমা।

বনূ সাহম ইব্ন আমর থেকে :

রামালা বিন্‌ত আবূ আওফ ইব্ন যুবায়রা।

<u>বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব থেকে :</u>

লায়লা বিন্‌ত আবূ হাসমা ইব্‌ন গানিম।

<u>বনূ আমির ইব্‌ন লুয়াঈ থেকে :</u>

সাওদা বিন্‌ত যামআ ইব্‌ন কায়স ;

সাহলা বিন্‌ত সুহায়ল ইব্‌ন আমর,

মুজাল্লালের কন্যা

উমরা বিন্‌ত সা'দী ইব্‌ন ওয়াকদান,

উম্মু কুলসুম বিন্‌ত সুহায়ল ইব্‌ন আমর।

<u>অজ্ঞাতনামা আরব গোত্রসমূহের মধ্য থেকে :</u>

আসমা বিন্‌ত উমায়স ইব্‌ন নু'মান খাসআমিয়া

ফাতিমা বিন্‌ত সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মাহবাদ কিনানী।

ফুকায়হা বিন্‌ত ইয়াসার,

বারাকা বিন্‌ত ইয়াসার,

হাসিনা,

উম্মু শুরাহবীল বিন্‌ত হাসিনা,

হাবশায় জন্মগ্রহণকারী মুহাজির সন্তানদের নামের তালিকা

নিম্নে হাবশায় জন্মগ্রহণকারী মুহাজির সন্তানদের নামসমূহ প্রদত্ত হলো :

<u>বনূ আব্‌দ শামস থেকে :</u>

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা,

সাঈদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সাঈদ এবং তাঁর বোন

উম্মা বিন্‌ত খালিদ।

<u>বনূ মাখযূম থেকে :</u>

যয়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা ইব্‌ন আসাদ।

<u>বনূ যুহরা থেকে :</u>

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আযহার।

<u>বনূ তায়ম থেকে :</u>

মূসা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খালিদ ও তার ভগ্নিত্রয়-

আয়েশা বিন্‌ত হারিস,

ফাতিমা বিন্‌ত হারিস,

যয়নাব বিন্‌ত হারিস,

তন্মধ্যে পুত্র সন্তানের সংখ্যা পাঁচজন :

আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর,

মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হুযায়ফা,

সাঈদ ইব্ন খালিদ

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ও

মূসা ইব্ন হারিস।

আর কন্যা সন্তান পাঁচজন :

উম্মা বিন্ত খালিদ, যয়নাব বিন্ত আবূ সালাম,

আয়েশা বিন্ত হারিস ইব্ন খালিদ ইব্ন সখর,

যয়নাব বিন্ত হারিস ইব্ন খালিদ ইব্ন সাখর ও ফাতিমা বিন্ত হারিস ইব্ন খালিদ ইব্ন সাখর।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উন্নয়ন) ২০০৭-২০০৮/অঃ সঃ ৪৩৪৪-৩,২৫০